মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত

মেঘনাদবধ কাব্য

পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

টীকা-টিপ্পনী ও বিশদ ভূমিকাসহ

* * * *

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত,
এম, এ; পি-এইচ, ডি
লিখিত ভূমিকা সংবলিত
অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সেন, এম-এ
কর্তৃক সম্পাদিত

* * * *

মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ কলিকাতা

প্রকাশ: ২ শ্রাবণ ১৩৬১
প্রকাশক: শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মুদ্রাকর: শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা

পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণ

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

গ্রন্থকার-সম্পাদিত
মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম হইতে তৃতীয় সর্গ—বিস্তৃত
টীকাটিপ্পনী ও ভূমিকাসহ: মূল্য ১॥০ টাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৵৹
প্রথম সর্গ	১
দ্বিতীয় সর্গ	১৫
তৃতীয় সর্গ	২৭
চতুর্থ সর্গ	৩৮
পঞ্চম সর্গ	৫০
ষষ্ঠ সর্গ	৬১
সপ্তম সর্গ	৭৪
অষ্টম সর্গ	৮৮
নবম সর্গ	১০৩
টীকা ও ব্যাখ্যাদি	
১ম সর্গ	১১১
২য় সর্গ	১৩৫
৩য় সর্গ	১৫৮
৪র্থ সর্গ	১৮৯
৫ম সর্গ	২১৮
৬ষ্ঠ সর্গ	২৪৬
৭ম সর্গ	২৮৩
৮ম সর্গ	৩২১
৯ম সর্গ	৩৫০
অপ্রচলিত শব্দের তালিকা	৩৭১
পাঠভেদ	৩৭৬

ভূমিকা

মহাকাব্যের প্রকৃতি

ইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ক মহাকাব্য। কেহ কেহ মনে করেন যে মহাকাব্য প্রাচীনকালের সম্পদ্, আধুনিককালে খাঁটি মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। াথ বলিয়াছেন, "মহাকাব্য ও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল মাত্র আছে—ইলিয়াড, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত। অলঙ্কার-কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ বা মিল্টনের প্যারাডাইস্ ল্টেয়ারের হাঁরিয়াড্ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া হইয়া থাকে।"

"মন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে াস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কার-নত মহাকাব্য। কিন্তু ইহারা যে শ্রেণীর, যে পর্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ রত কখনই সে শ্রেণীর নহে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মহাকাব্যগুলির ও তিনি অনুরূপ প্রভেদ দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ যে অর্থে ইলিয়াড্ অডেসি মহাকাব্য সেই অর্থে প্যারাডাইস্ লষ্ট মহাকাব্য নহে। তিনি ছেন, "বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি না।"

লঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও ইলিয়াড্ প্রভৃতি মহাকাব্যের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে ইহাদের পার্থক্যের মধ্যে মৌলিক আছে কিনা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা ত হইবে। আমাদের দেশে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ এই বলিয়া মহাকাব্যের । নির্দেশ করিয়াছেন :

"মহাকাব্য সর্গে বিভক্ত হইবে; তাহার নায়ক একজন দেবতা অথবা শজাত, ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় হইবে। সদ্বংশজাত বহু নৃপতিও নায়ক হইতে

পারে ; শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি ইহার অঙ্গী রস হইবে এবং অন্য রসগুলি প্রধান রসের অঙ্গ হইবে। ইহাতে নাটকের সমস্ত সন্ধিগুলি থাকিবে, কাহিনীটি ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে উদ্ভূত হইবে অথবা কোন সজ্জনকে আশ্রয় করিবে। ইহার ফল হইবে চতুর্বর্গপ্রাপ্তি অথবা চতুর্বর্গের যে কোন একটিও হইতে পারে। আরম্ভে নমস্কার, আশীর্বাদ বা বস্তুনির্দেশ থাকিবে, কখনও কখনও খলাদি ব্যক্তিদের নিন্দা অথবা সাধুব্যক্তিদের প্রশংসা থাকিবে। ইহা একই ছন্দে রচিত হইবে এবং কাব্যের অন্তভাগে অপরজাতীয় ছন্দ থাকিবে। ইহা নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব হইবে এবং ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। কোথাও কোথাও নানা ছন্দোময় সর্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়ের সূচনা থাকিবে। ইহাতে সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণগমন, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগ্যভাবে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্ণিত হইবে। কবি, বৃত্তান্ত, নায়ক বা অন্য কাহারও নামে মহাকাব্যের নামকরণ হইবে এবং সর্গের মধ্যে যে কথা সর্বাপেক্ষা প্রধান (উপাদেয়) তদনুসারে সর্গের নামকরণ হইবে।" (সাহিত্যদর্পণ—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এই বিবরণ যথেষ্ট দীর্ঘ হইলেও এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে ইহার মধ্যে মহাকাব্যের প্রকৃত তাৎপর্যের কোন পরিচয় নাই। এই আপত্তির মধ্যে আংশিক সত্য আছে। বিশ্বনাথের মৌলিকতা ছিল খুব কম, তিনি সাহিত্যের দুরূহ ব্যাপারগুলি সহজ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা বিচিত্র নয় যে তিনি মর্মগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা বহিরঙ্গের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এখানে তিনি এমন এলোমেলোভাবে নানা বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ রচনা 'বর্ষা সমালোচনা'র কথা মনে হয়। ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণে কাণ্ড আছে মাত্র সাতটি এবং তাহার অঙ্গী রস করুণ, শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত নহে, এই মত আনন্দবর্ধন প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথের বর্ণনার মধ্যেও মহাকাব্যের স্বরূপের পরিচয় নিহিত আছে। এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করার পূর্বে ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের পিতামহ অ্যারিষ্টটলের মত আলোচনা করা যাইতে পারে। অ্যারিষ্টটলের যে গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডিরই বিস্তারিত বিশ্লেষণ রহিয়াছে, এপিক বা মহাকাব্যের কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে

ট্র্যাজেডির মত মহাকাব্যেও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্তু যেহেতু ইহা দৃশ্যকাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশী। ইহার ভাব ও ভাষা হয় ঐশ্বর্যবান্ এবং রাজসিকগুণবিশিষ্ট হেক্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা রচিত হয়।) ট্র্যাজেডির মধ্যেও চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মহাকাব্যে বিস্ময়কর, অসম্ভাব্য ব্যাপারের স্থান অনেক বেশী। ট্র্যাজেডির গণ্ডি সীমাবদ্ধ, তাহার মধ্যে ঐক্যবোধ বেশী সুস্পষ্ট; মহাকাব্যে সেই সংসক্তি নাই, কিন্তু ইহা বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে সমধিক সমৃদ্ধ।

উপরে যে মতগুলি বিবৃত হইল তাহা হইতে একটি কথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। (মহাকাব্যে একটা বিশালতা, বিস্তৃতি ও ঔদার্য আছে যাহা ইহাকে অন্য সকল কাব্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়।) এইজন্যই ইহাতে উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে, এবং তাহার জন্য সাধারণতঃ অষ্টাধিক সর্গের প্রয়োজন হয়, এইজন্যই ইহার নায়কের চরিত্রে উদাত্ততা বাঞ্ছনীয় এবং ইহার ছন্দে, অলঙ্কারে এবং ভাবের মধ্যে আমরা গাম্ভীর্য ও গৌরব কামনা করি। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি কোন একজন কবির সম্পত্তি নহে, তাহারা কোন একটি সমগ্র জাতির সম্পদ্। জাতির চতুর্দিকে নানা ভাব-ভাবনা বহুকাল ধরিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই সব ভাব যাঁহারা প্রকাশ করেন সেই সমস্ত কবিরা হয়ত অখ্যাত থাকিয়া যান, কিন্তু পরে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে কোন এক কবি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহার প্রতিভা এই সকল বিচ্ছিন্ন ভাব ও অনুভূতিকে মালার মত গাঁথিয়া দেয়। এই কবিই মহাকবি এবং ইহার রচনাই মহাকাব্য। ইহাই হোমার, বাল্মীকি, ব্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই তাঁহাদের রচনাকে ঠিক ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলা যায় না; রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড্ ও অডেসির মধ্য দিয়া একটি জাতি বা সভ্যতার বহুকালের সঞ্চীয়মান ঐতিহ্য স্থায়ী রূপ পাইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতেও মহাকাব্যের প্রধান গুণ—বিস্তৃতি। আধুনিক কালে ছোট-বড় প্রত্যেক কবির লেখাই ছাপাখানার সাহায্যে একটা বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ পায়। একের রচনা অপরের রচনার সঙ্গে মিলিয়া ভাবের একটি অশ্রান্ত প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীনকালের মত মহাকাব্য এখন আর রচিত হইতে পারে না, কারণ বিভিন্ন কবির বিচ্ছিন্ন রচনা মহাকবির সংশ্লেষক শক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। রামেন্দ্রসুন্দরও বলিয়াছেন যে মহাকাব্যের মধ্যে যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা থাকে তাহা বোধ করি আর কখনও

ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি যে গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতা আজকালকার কাব্যেও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই উন্মুক্ততা এখন প্রায় অনধিগম্য হইয়াছে। অন্ততঃ যদি অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের লক্ষণ হইত তাহা হইলে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক রচনা মহাকাব্যপদবাচ্য হইত। তাহা যে হয় নাই তাহার কারণ ইলিয়াড্ বা মহাভারতে যে উন্মুক্ততা আছে তাহা পরবর্ত্তী যুগের রচনায় তেমনভাবে পাওয়া যায় না ; যে পরিমাণে তাহা পাওয়া যায় সেই পরিমাণে আধুনিক কাব্যও মহাকাব্যের সীমানায় পৌছায়।/

বিস্তৃতিবোধ—বিশাল রস

আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্র মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রধানতঃ আট বা নয়টি স্থায়ীভাবে বিভক্ত করিযা আট বা নয়টি রসের পরিকল্পনা করিয়াছে। এইরূপ সাহিত্যবিচারের কতকগুলি অসুবিধা আছে। যদি স্থায়ী ভাবগুলিকে বাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে আমাদের হৃদয়ের অন্যতম স্থাযী ভাব হইতেছে বিস্তৃতিবোধ। (অল্পবিস্তর সমস্ত কাব্যেই বিস্ময়ের ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ওয়াল্‌টার পেটার ইহাকে রোমাণ্টিক কাব্যের মূল উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।) এই বিস্ময়বোধ যখন বিরাট্ কিছুর দ্বারা উদ্বোধিত হয তখন তাহা একটা বিশিষ্ট রসের সঞ্চার করে যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে বিশালরস। এই জাতীয় কাব্যে উন্মুক্ততা থাকিতে পারে, ইহার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম নিয়মানুসারে লিখিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূল লক্ষণ হইবে বিস্তৃতি। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে বীর, শৃঙ্গার অথবা শান্ত রস মহাকাব্যের অঙ্গী রস হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আনন্দবর্ধন মনে করেন যে রামায়ণের অঙ্গী রস হইল করুণ। বাস্তবিক পক্ষে মহাকাব্যে যে-কোন রসের সমাবেশ হইতে পারে, অলঙ্কারবর্ণিত নয়টি রসের যে কোন একটি অঙ্গী হইতে পারে যদি তাহা বিশালতার অনুভব জাগাইতে পারে। ইহাই সমস্ত মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ।

প্রাচীনযুগের যে চারিখানি মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই গুণটি বর্ত্তমান আছে। অ্যাকিলিস, য়ুলিসিস, রাম, অর্জুন—ইহারা সবাই বিরাট্ ব্যক্তি, ইহাদের কার্যকলাপে দেবদেবীরা প্রত্যক্ষ-

ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। রামচন্দ্র অবতার-শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণও পার্থসারথি এবং ট্রয়ের যুদ্ধে দেবদেবীদের উৎসাহ এত বেশী যে অনেক সময় তাঁহারা নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, ভক্ত বা প্রেয় মানবকে রক্ষা করিয়াছেন, নিজেরাও আহত হইয়াছেন। দেবদেবীরা এত প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দেবাতিরিক্ত নায়কদের ক্ষমতার লাঘব হয় নাই। অ্যাকিলিস্, হেক্টর, ডায়মিডিস; পাণ্ডব ও কৌরব বীরগণ; লক্ষ্মণ, হনুমান, রাবণ ও মেঘনাদের শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয় নাই। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি লক্ষণ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ। যে সমস্ত উপমায় তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা সূচিত হইয়াছে সেই সকল উপমা খুব দীর্ঘ, তাহাদের মধ্যে বিশালতা ও বিস্তৃতির অনুভব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তন্মধ্যে দেব-মানব-রাক্ষসের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া একটি নৈতিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের সবচেয়ে বড় কথা রামের বাহুবল নহে, সীতার দুঃখ নহে; রাম যে পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন, ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজধর্ম রক্ষা করিবার জন্য সেই পত্নীকে বনবাসে দিয়াছিলেন ইহাই রামায়ণের প্রধান বক্তব্য। মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ একটি বিরাট্ সংগ্রাম, উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে অতিমানবীয় বীরত্বের অভাব নাই। কিন্তু এই বীরত্ব ও সংগ্রামের বিশালতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে মহাভারতের নৈতিক তত্ত্ব। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সংসারের নিঃসারতা প্রতিপাদন করা এবং ইহার নায়ক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ—ভীষ্ম বা অর্জুন নহেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে'র বৈশিষ্ট্য—পরিকল্পনা

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যাঁহারা প্রাচীন মহাকাব্যের অনুকরণে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহাদের অন্যতম এবং তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য একখানা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই গ্রন্থের বিচারে প্রথমেই একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। মাইকেল সনাতন ভারতবর্ষীয় আদর্শের বিরোধিতা করিয়া এই মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বিশ্বনাথের আইনকানুন মানিয়া চলিবেন না। বিশ্বনাথের অধিকাংশ নির্দেশ মহাকাব্যের বহিরঙ্গবিষয়ক; সুতরাং তাহা না মানিলে কোন ক্ষতি নাই

এবং মধুসূদন সকল নির্দেশই যে অমান্য করিয়াছেন ,তাহা নহে। বহিরঙ্গ ছাড়িয়া অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তিনি বিশ্বনাথের মৌলিক নির্দেশগুলি অমান্য করেন নাই। তাঁহার মহাকাব্য বীররসপ্রধান, অন্যান্য রসগুলি অঙ্গীর সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্তমান; তাঁহার নায়ক দেব নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, দেব ও মানবের শত্রু রাক্ষস, কিন্তু তিনি সদ্বংশজাত এবং ধীরোদাত্তচরিত্রবিশিষ্ট; তিনি দেবারি হইলেও দেবাদিদেব মহেশ্বর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। মধুসূদন বিশ্বনাথের নিয়মের যে বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা গৌণ। তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে সনাতন ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা। বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্যে রাম মহামানব, অবতারশ্রেষ্ঠ। ইহাদের কাব্যে রাক্ষসগণ ভীষণ, কিম্ভূতকিমাকার জীব। তাহাদের বাহুবল থাকিতে পারে, কিন্তু চরিত্রের ঔদার্য বা মহত্ব নাই। মাইকেলের পরিকল্পনা অন্যরূপ। তিনি ভারতবর্ষীয় আদর্শে বিশ্বাসী নহেন। তাঁহার সৃষ্ট দেবদেবীরা মানুষের মতই। এখানে তিনি হোমারের রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু হোমারের দেবদেবীদের মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে মাইকেলের দেবদেবীদের মধ্যে তাহা নাই; তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ—রাক্ষসভীতি। রাক্ষসদিগকে বড় করিতে যাইয়া মাইকেল মধুসূদন দেবতা ও মানুষকে ছোট করিয়াছেন। তাঁহার রাম বীর-শ্রেষ্ঠ নহেন, ভীরুস্বভাব ও অশ্রুপাতপ্রবণ এবং লক্ষ্মণ অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে নিহত করিয়াছেন। মাইকেল এই আপত্তি সানন্দে শিরোধার্য করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি রাম ও তাঁহার দলকে (Ram and his rabble) পছন্দ করেন না। প্রাচীন পুরাণের এই বিকৃতি সকল দিক দিয়া নিন্দার্হ বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করিলে মাইকেলের এই বিকৃতি সাহিত্যের দিক্ দিয়া তেমন দোষাবহ নাও হইতে পারে। সমস্ত প্রাচীন কাহিনীই কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের অল্পবিস্তর পরিবর্তন হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিল আর্য-অনার্যসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু পরে যখন আর্যসভ্যতা ও অনার্যসভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়া গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া গেল। এই পরিবর্তনের জন্য এবং অন্যান্য কারণের জন্যও পরবর্তী কালে রাম যুযুৎসু আর্যসভ্যতার প্রতীক না হইয়া ভক্তবৎসল দেবতায় রূপান্তরিত

হইলেন। 'মেঘনাদবধে' কাহিনীর রূপান্তরণের আর একটি ধাপ পাওয়া যায় মাত্র। অবশ্য এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী মৌলিক। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা অফুরন্ত শক্তির লীলার সহিত পরিচিত হইয়াছি। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে মাইকেল মধুসূদন শক্তির ঐশ্বর্যের প্রতিনিধি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এই শক্তি ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির বাঁধাধরা নিয়ম মানিয়া লইতে চাহে না; প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপনার ঐশ্বর্যের গগনস্পর্শী হর্ম্যচূড়া রচনা করে। যে রাম ভক্তবৎসল, যিনি চিরাচরিত ন্যায় ও ধর্মের প্রধান প্রতিভূ তিনি এই নূতন ভাবের উপযুক্ত বাহন হইতে পারেন না। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, বাসববিজয়ী, দেবত্রাস রাবণ-মেঘনাদেই এই বিদ্রোহী ভাবের উপযুক্ততর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইতে পারে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মাইকেল্ মধুসূদন যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা বিকৃতি নহে, কালোচিত রূপান্তরণ।

আর একটি দিক্ হইতে বিচার করিলেও আমরা এই পরিকল্পনার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার পরমাশ্চর্য সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি হোমারের অনুকরণে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, হোমারের অনুসরণ করিয়াই রাক্ষস-নায়কদিগকে বীর্যবান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ট্যাসোকে অনুসরণ করিয়া তিনি প্রমীলার চরিত্রে যোদ্ধজনোচিত শৌর্য আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হোমার-বর্ণিত ট্রয়যুদ্ধ বা ট্যাসো-বর্ণিত জেরুজালেম-উদ্ধার-কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু রাক্ষসদের প্রতি তিনি যতই সহানুভূতিসম্পন্ন হউন্ না কেন, তাঁহার যুদ্ধের বর্ণনা যত তেজোদৃপ্তই হউক্ না কেন, তাঁহার কাব্যে বাহুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে নৈতিক শক্তির অনতিক্রম্য প্রভাব। রাবণ অমিতবিক্রম বীর, তাঁহার পুত্রের কাছে দেবরাজ ইন্দ্র নতশির; কিন্তু প্রথম হইতেই এই কথা স্পষ্ট করা হইয়াছে যে পরস্ত্রীহরণের অপরাধের জন্য রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। (প্রথম সর্গে রাবণের মহিষী চিত্রাঙ্গদাই বলিয়াছেন :)

হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি।

রাবণের শক্তির মূলে ছিল দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের কৃপা। তাই স্বয়ং উমা যখন মহেশ্বরকে বশীভূত করিতে গেলেন তখন তিনি কন্দর্পের সাহায্য গ্রহণ করিলেন যাহাতে তপস্বী মহাদেব পার্বতীর প্রতি অনুকূল হইতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল, এত বিশদ প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন ছিল না। মহাদেব খুব সহজেই বলিলেন,

পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি।

* * *

মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।

লক্ষ্মণ যে মেঘনাদবধ-অভিযানে অগ্রসর হইলেন তাহার অন্যতম কারণ এই যে পিতার অধর্মের ফলে মেঘনাদ পূর্বের মত অপরাজেয় থাকিতে পারিবেন না। তিনি রামকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন—

অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি ;
তার পাপে হতবল হবে রণভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে লক্ষ্মণ অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অন্যায় সমরে লক্ষ্মণ ব্রতী হইয়াছেন ন্যায়েরই জন্য ; এই উপায়েই পরস্ত্রী-অপহারকের যথাযোগ্য শাস্তি সম্ভব। লক্ষ্মণ যে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বয়ং মহাদেবের নির্দেশ ছিল। রাবণও পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছেন :

কি কুক্ষণে তোর (শূর্পণখার) দুখে দুখী
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?

অন্যত্রও তিনি প্রাক্তনের বা পূর্বজন্মফলের অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ইলিয়াডেরও মূল ঘটনা পরস্ত্রী-অপহরণ। এই গ্রন্থে কোন কোন জায়গায় এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে যে হেলেন মেনেলাউসের বিবাহিতা পত্নী এবং সেই হিসাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই ট্রয়বাসীদের কর্তব্য। কিন্তু এই মত প্রাধান্য পায় নাই, পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণও নাই। তিনটি দেবীর

মধ্যে রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্যারিস্ একজনকে নির্বাচিত করিয়া পুরস্কারস্বরূপ হেলেনকে পাইয়াছিলেন এবং অপর দুই দেবীর কোপভাজন হইয়াছিলেন। ট্রয়যুদ্ধে দেবীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রতিফলিত হইয়াছে; নৈতিক প্রশ্নটি এখানে অবান্তর না হইলেও অপ্রধান। আর একটি মহাকাব্যের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তুলনা করিলে এই বৈশিষ্ট্যটি অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। প্রমীলার চরিত্র ট্যাসোর ক্লোরিণ্ডার অনুকরণে অঙ্কিত হইয়াছে। ক্লোরিণ্ডা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সম্মুখসমরে নিহত হইয়াছেন। প্রমীলা রামলক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম প্রমীলার দূতীকে বলিলেন:

তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে?

*　　*　　*

বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।

ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যের রাম ভীরু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ভীরুতাও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং এই নৈতিক আদর্শ সমস্ত কাব্যখানিকে বিস্তৃতি ও ঐক্য দান করিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন ভারতীয় আদর্শের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া রাক্ষসদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহাকাব্যকে মহত্ত্ব দান করিয়াছে গার্হস্থ্য নীতি-ধর্ম, যাহার কাছে রক্ষোরাজকে নতশির হইতে হইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টি—দেবদেবী

শুধু মৌলিক পরিকল্পনায় নহে, চরিত্রসৃষ্টিতেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমেই দেবদেবীদের কথা ধরা যাইতে পারে। ইলিয়াডে দেবদেবীগণ মানব-মানবীর ন্যায়। মানব-মানবীর সব দোষগুণই তাঁহাদের আছে, শুধু তাঁহাদের শৌর্য ও শক্তি মানবাতিরিক্ত। তাঁহারা

গ্রীক্ ও ট্রোজান্দের যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক সময় আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। নিজেদের রাজ্যে তাঁহারা মানবোচিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইয়াছেন; দেবরাজ জিউস্‌কে দেবমহিষী হিরা মর্ত্যবাসিনী নায়িকার মতই মুগ্ধ করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনের দেবদেবীরা হোমারের আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছেন; সেখানেও পার্বতী মোহিনী মূর্তিতেই মহাদেবকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। এখানে কুমারসম্ভবের উমা-মহেশ্বর-সংবাদের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও কুমারসম্ভবে যে যতিশ্রেষ্ঠ মহাদেব ও পূজারতা পার্বতীর পরিচয় পাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তাঁহাদের পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহারা বরং জিউস্ ও হিরারই অনুরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও মহাদেব যে অমোঘ নীতি-ধর্মে অনুরক্তি দেখাইয়াছেন জুপিটারে তাহার স্পর্শমাত্র নাই। অন্যান্য দেবদেবীগণ হোমারের দেবদেবী অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ তাঁহারা সবাই মেঘনাদের ভয়ে ত্রস্ত এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পর তাঁহারা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন তাঁহাদের শক্তি অপহৃত হইয়াছে। সুতরাং পার্থিব বীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠত্ব হোমারের দেবদেবীর মধ্যে দেখা যায় এখানে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। তাহা হইলেও মাইকেল স্বর্গবাসী দেবদেবী ও অশরীরী মায়া প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষগোচর মূর্তি আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তাই প্রমাণিত করে। তাঁহার সৃষ্টির আর একটি উল্লেখ-যোগ্য গুণ—পরিকল্পনার ঐশ্বর্য। শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া নহে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ইন্দ্র, শচী, মদন, রতি, পার্বতী, মুরলা প্রভৃতি দেবদেবীগণ অনুভূতির ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্। তাঁহাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ন্যায়ান্যায়বোধ, ভক্তবাৎসল্য তাঁহাদিগকে সাধারণ নর-নারী অপেক্ষা উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে এবং তাঁহারা হইতেছেন সেই নৈতিক শক্তির প্রতীক যাহা পাপাচারী রাবণকে সবংশে নিধন করিবে।

রাম—লক্ষ্মণ—রাবণ—মেঘনাদ

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাম ও লক্ষ্মণের এবং তাঁহাদের সহযোগীদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাম ও লক্ষ্মণ মাইকেলের প্রতিভার অপূর্ণতার পরিচায়ক এইরূপ মত বহু লোকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই মতের আংশিক সত্যতা মানিতেই হইবে। তবে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাম ও লক্ষ্মণ এই কাব্যে অবতাররূপে কল্পিত না হইলেও তাঁহারা ধর্মের

অমোঘ নিয়মের বাহন মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের ব্যক্তিগত শৌর্য তাঁহাদের পক্ষে শেষ কথা নহে, তাঁহারা সেই গার্হস্থ্য ধর্ম ও চরাচরব্যাপী নীতির প্রতিনিধি যাহা রাবণ লঙ্ঘন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী, তিনি সকল প্রলোভন জয় করিতে পারেন, এমন কি দিব্যাঙ্গনারা তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারেন নাই। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি কাতর নহেন, স্বয়ং শূলী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও তিনি প্রস্তুত, এবং রাবণ যখন তাঁহাকে বধ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তিনি সদর্পে অথচ সংযতভাবে উত্তর করিলেন :

ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষঃকুলপতি
নাহি ডরি যমে আমি, কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি
যথাসাধ্য কর রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।

লক্ষ্মণ বীরশ্রেষ্ঠ হইলেও মেঘনাদকে অন্যায় সমরে নিধন করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি সচেতন বলিয়াও মনে হয় না। তাঁহার যুক্তি বীরের যুক্তি নহে :

আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে?

*　　*　　*

মারি অরি, পারি যে কৌশলে।

মাইকেল মধুসূদন যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে বাল্মীকি-অঙ্কিত রাম কর্তৃক বালিবধের চিত্র ইহা অপেক্ষা মহত্তর নহে। কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে তিনি দৈবশক্তির বাহন হিসাবে অন্যায় সমরে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রজিৎবধের পরে রাম যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহার মধ্যে মাইকেলের চরিত্রাঙ্কনের উপযুক্ততর সমর্থন পাওয়া যাইবে। রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন :

লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র।

*　　*　　*

পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব! সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে।

লক্ষ্মণচরিত্রের কথা পরে পুনরায় আলোচিত হইবে। মাইকেলের অঙ্কিত রামের দুর্বলতা সুবিদিত। তিনি যে প্রমীলার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই ইহা তাঁহার নৈতিক আদর্শের উচ্চতা প্রমাণ করে বটে, কিন্তু ইহাও সত্য যে তিনি তখনই বিভীষণকে বলিয়াছিলেন :

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে ;

লক্ষ্মণকে লঙ্কাপুরীতে পাঠাইবার পূর্বে তাঁহার চিত্ত সর্বাধিক শঙ্কিত হইয়াছে, তিনি প্রায় বৃদ্ধা রমণীর মত ভীত হইয়াছেন। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে রাবণ যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি একবার অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে রাবণ বলিলেন

কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর ? মারিব তারে, যাও ফিরি তুমি
শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ।

অমনি রাম শত্রুকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ কাপুরুষতা লজ্জাকর। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেও হনুমান ও সুগ্রীব অমিত-তেজে রাবণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের তুলনায় রামকে অতিশয় হীনপ্রভ বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মণ শক্তিশেলের দ্বারা আহত হইলে রাম যে শোকাকুল হইয়া পড়িলেন তাহাতেও তাঁহার নারীসুলভ কোমলতাই প্রকাশ পায়। এখানে রাবণের তুলনায় তাঁহার নিকৃষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকাকুল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস অসংযত নহে, তন্মধ্যে স্বীয় অসহায়তার জন্য আক্ষেপ আছে, কিন্তু নিজের প্রতি অকুণ্ঠিত আশ্বাসও আছে, কল্পনা ও অনুভূতির ঐশ্বর্যে এই উচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ গভীর শোকে আহত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি অভিভূত হয়েন নাই। তিনি ধীর, স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহার তুলনায় রামচন্দ্রের অশ্রুপাতপ্রবণতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।

শুধু সাহিত্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে মাইকেলের চরিত্রাঙ্কনের স্বপক্ষে একটি কথা বলা যাইতে পারে। ঋষিবর্ণিত কাহিনীতে রাম-লক্ষ্মণের যে প্রাধান্যই থাকুক না কেন, মাইকেলের পরিকল্পনায় রাম-লক্ষ্মণের স্থান গৌণ

এবং রামের বীরত্বের অভাব অথবা লক্ষ্মণের অন্যায় সমরে শত্রুহত্যা এই পরিকল্পনার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। মাইকেলবর্ণিত রাবণ নরশোণিতপিপাসু রাক্ষস নহেন, আর্যসভ্যতার শত্রু অনার্য রাজা নহেন; তিনি রক্ষোরাজ, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে তুলনীয়। দেবতাদের সঙ্গে কলহে রত হইলেও তিনি লক্ষ্মীর ভক্ত ও শিবের প্রিয়। তিনি যাগযজ্ঞ করেন, তাঁহার পুত্রবধূ আর্যরমণীর মত অনুমৃতা হইয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রের শ্রাদ্ধে

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে
বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;

রাবণ আদর্শ রাজা, স্নেহময় ভ্রাতা, অনুরাগী স্বামী এবং সন্তানবৎসল পিতা ও শ্বশুর; তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও কোমলতার পরমাশ্চর্য সম্মিলন হইয়াছে। কিন্তু তিনি পাপাচারী। অপর পাপের কথা গ্রন্থে লিখিত হয় নাই; শুধু একটির উল্লেখই যথেষ্ট। বৈদেহীকে চুরি করিয়া তিনি জগতের নৈতিক নিয়মপ্রপঞ্চকে বিচলিত করিয়াছেন। এই নিয়মপ্রপঞ্চ তাঁহার বিরুদ্ধে সংহত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতা মহাদেব আছেন, যে রক্ষোরাজলক্ষ্মীকে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সেবা করিয়াছেন/তিনি আছেন, অন্যান্য দেবদেবীরা আছেন, স্বীয় অনুজ বিভীষণ আছেন। এখানে রাম ও লক্ষ্মণের নিজস্ব বাহুবল ও মানসিক শক্তির অবকাশ কম। স্বয়ং মহাদেব লক্ষ্মণকে বর দিয়াছেন, ভগবতী রামের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, দৈব অস্ত্রে লক্ষ্মণ অজেয় হইয়াছেন, মায়াদেবী তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়াছেন এবং বিভীষণ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়াছেন। এই জায়গায় রাম বা লক্ষ্মণের ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়-বোধের বা শৌর্যের প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত গৌণ।

এই জন্যই ষষ্ঠ সর্গের যুদ্ধবর্ণনা এত চমৎকার হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে লক্ষ্মণ তস্করের মত যুদ্ধাগারে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র রথীকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং এই যুদ্ধের বর্ণনা যদি কোন ভাব জাগাইতে পারে তাহা লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে জুগুপ্সা। এই কারণে কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মেঘনাদের বধ সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা; যদি এই অংশ নিকৃষ্ট হইত তাহা হইলে সমগ্র কাব্যের মধ্যেও সেই নিকৃষ্টতা আপতিত

হইত। কিন্তু সমগ্র কাব্যসম্বন্ধে আমাদের মনে বিস্ময় ও আনন্দের ভাবই জাগরিত হয় এবং ষষ্ঠ সর্গকেও আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়াই মনে করি। ইহার কারণ অমিত-তেজা, নিষ্কলঙ্কচরিত্র মেঘনাদ এখানে পরাভূত হইয়াছেন—সমস্ত বিশ্ববিধানের দ্বারা, লক্ষ্মণের দ্বারা নহে। এই জন্যই তাঁহার সাহস ও বিক্রম অতিমানবীয় স্তরে উন্নীত হইয়াছে, এবং প্রাক্তনের বিরুদ্ধে তাঁহার অসহায়তাও অপরিসীম বিশালতা লাভ করিয়াছে।

প্রমীলা

মেঘনাদের জীবনের ঐশ্বর্য ও মৃত্যুর মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কবি প্রমীলার চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদ শুধু বাসববিজয়ী বীর নহেন, তিনি যোগ্য পিতামাতার যোগ্য পুত্র; তদুপরি তিনি বীর্যবতী সাধ্বী রমণীর পতি। প্রমীলা ও মেঘনাদকে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই প্রমোদকাননের বিলাসবিভ্রমের মধ্যে। এখানকার বর্ণনা তাঁহাদের জীবনের ঐশ্বর্যময়তার পরিচয় দেয় এবং আসন্ন বিষাদময় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে মাইকেলের এই বর্ণনা ট্যাসোর আর্মিনিয়া-রাইনাল্ডো কাহিনীর অনুসরণে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ট্যাসো লিখিয়াছেন মায়াবিনীর কুহকের কথা, আর মাইকেল আঁকিয়াছেন—দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র। এই কারণে মাইকেলের বর্ণনায় যে যথার্থতার ছাপ আছে ট্যাসোর বর্ণনায় তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। ইহার পর তৃতীয় সর্গে প্রমীলাকে দেখি বীরমূর্তিতে—তিনি রাঘবের বিজয়ী চমূকে অগ্রাহ্য করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছেন। মেঘনাদবধূ প্রমীলার চরিত্র মাইকেলের মৌলিক সৃষ্টি। তিনি কাশীরাম দাসের মহাভারতে অশ্বমেধপর্বে প্রমীলানাম্নী বীর রমণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং ভার্জিলের ক্যামিলা ও ট্যাসোর নায়িকাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্যামিলা, ক্লোরিণ্ডা প্রভৃতি নায়িকাদের সঙ্গে মর্ত্যের সম্পর্ক খুব কম। তাঁহারা যেন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রণয়ীর সংস্রবে আসিয়াছেন, কিন্তু এই প্রণয় দূরাগত প্রতিধ্বনির ন্যায়, ইহার দ্বারা তাঁহাদের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত হয় নাই। প্রমীলার ইতিহাস অন্যরূপ। তিনি রাবণ-মন্দোদরীর স্নুষা, মেঘনাদের পত্নী ও রাক্ষসকুলের রাজবধূ

এই সম্পর্কের দ্বারা তাঁহার সমস্ত জীবন প্রভাবান্বিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে দেখি তাঁহার কল্যাণী প্রেমময়ী মূর্তি, তিনি প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদের সঙ্গে আনন্দের নীরে ভাসিতেছেন। কিন্তু যখন কঠিনতর কর্তব্যের আহ্বানে মেঘনাদকে চলিয়া যাইতে হইল, তখন তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন। কর্তব্যের আহ্বানে তাঁহার নিজের চরিত্রও রূপান্তরিত হইল এবং এই রূপান্তরণের পরিচয় পাই তৃতীয় সর্গে, যেখানে যোদ্ধবেশে রাঘবসৈন্যদলের মধ্য দিয়া তিনি লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়াডে ষষ্ঠ সর্গে ট্রয়ের রাজকুমার হেক্টর যুদ্ধের প্রাক্কালে স্ত্রী অ্যাণ্ড্র‍ম্যাকি ও শিশুপুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে যান। সেই দৃশ্য অতিশয় করুণ। এই দৃশ্যের অনুসরণে মাইকেল মেঘনাদ-প্রমীলার সাক্ষাতের বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু পতির আসন্ন পরাজয় ও মৃত্যুর ছায়া অ্যাণ্ড্র‍ম্যাকির উপরে পড়িয়াছে। এই রোরুদ্যমানা অ্যাণ্ড্র‍ম্যাকির সঙ্গে দর্পিতা প্রমীলার কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রাক্কালেও প্রমীলা পারিবারিক জীবনের বন্ধন বেশী করিয়া অনুভব করিয়াছেন। ব্রুটাস্‌পত্নী পোর্‌শিয়ার মত তাহাই তাঁহার সাহসের উৎস :

> দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ,
> রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী।
> আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে

কিন্তু গর্বিতা, অশঙ্কিনী রমণী শাশুড়ীর কোমলতম আদেশও অমান্য করিতে পারেন না। তিনি মন্দোদরীর অনুরোধে স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে বিরত হইলেন।

প্রমীলার কথা স্মরণ করিলে আমরা ট্র্যাজেডির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মেঘনাদের মৃত্যু শুধু বীর সৈনিকের পতন নহে, এই মৃত্যুতে একটি স্নেহসমৃদ্ধ দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন হইল। প্রমীলা ক্যামিলা-ক্লোরিণ্ডার মত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন নাই ; স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হইলেন। নবম সর্গে প্রমীলার যে ছবি দেখি তাহা শোকাকুলা সদ্যঃবিধবার ছবি ; কিন্তু সেইখানেও তাঁহার বীরোচিত স্থৈর্যের অভাব হয় নাই। তিনি মহাতীর্থযাত্রীর মত বীরবেশে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছেন। শুধু এক মায়ের কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষণিক বিহ্বলতা অতিক্রম করিয়া তিনি শান্ত সংযত ভাবে বিধির বিধান মানিয়া লইলেন :

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে।

সীতা

মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্যজীবনের যে চিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে তাহা মাইকেলের পরিকল্পনার স্বকীয়তা প্রমাণ করে। ইহা পরোক্ষভাবে গ্রন্থের মৌলিক পরিকল্পনার উপরেও আলোকসম্পাত করে। মেঘনাদ ও প্রমীলার সুখের নীড় ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়, কিন্তু রামলক্ষ্মণের ইহা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। কিন্তু এমনি স্নেহসমৃদ্ধ দাম্পত্য-জীবনকে রাবণ সবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে সবংশে নিহত হইতে হইল। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীররসপ্রধান কাব্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যে জিনিসটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেছে গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা। ইহাই সীতা ও সরমার কাহিনীর প্রবর্তনার সার্থকতা। ভবভূতির উত্তররামচরিতকে অনুসরণ করিয়া মাইকেল রামসীতার দণ্ডকারণ্যস্থিত গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার একটি অতি মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন। সীতা সরমাকে বলিতেছেন :

ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।

প্রকৃতির ক্রোড়ে এই যে মাধুর্যমণ্ডিত জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কপোতীকে অপহরণ করিয়া রাবণ তাহাই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাধ সেই ব্যাধের অপরাধের সঙ্গেই তুলনীয় যে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত করিয়া শাশ্বত কালের জন্য ধিক্‌কৃত হইয়াছে। রাবণের ইহাই এই জাতীয় প্রথম অপরাধ নহে। জটায়ু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়াছেন :

চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজ হরিলি, দুর্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেমদীপ ? এই তোর নিত্যকর্ম জানি।

মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি। এই একটি ঘটনাকে মাইকেল মধুসূদন

নানাভাবে বিশালতা দান করিয়াছেন। শুধু জটায়ু কেন, সীতা বিশ্বাস করিয়াছেন সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি তাঁহার গ্লানির কথা বহন করিয়া রামলক্ষ্মণের কাছে পৌছাইয়া দিবে। এই আশায় তিনি আকাশ, সমীর, মেঘ ও ভ্রমরের কাছে আবেদন করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহার দূতের কায কবিবে। তাঁহার এই বিশ্বাস অলীক নহে, কারণ মাতা বসুন্ধরা তাঁহাকে স্বপ্নে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন ঃ)

বিধির ইচ্ছায় বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে।

সুতরাং সীতা-হরণ ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে ; ইহা বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এবং সীতার জন্ম হইতে এই বিধানের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাকাব্যোচিত পরিকল্পনা ও চরিত্রসৃষ্টির মহিমার উল্লেখের পর উহার বর্ণনার ওজস্বিতার কথা বলা প্রয়োজন। ভাষা ভাবেরই বাহন মাত্র এবং ভাষা ছাড়া কবির ভাবও অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মাইকেলের ভাষায় ও বর্ণনায় সর্বত্র মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হোমার যেমন কোন দেবতা বা বীরের নাম করিলেই তাহার উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণনায় সমৃদ্ধি আনয়ন করেন, মাইকেলও তেমনি করিয়াছেন। তিনি কোন বীর, বীররমণী ও দেবতার নাম করিলেই তাঁহাকে উপযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কোথাও তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর নাম করিয়াছেন আবার কোথাও বীরের বিশেষ অস্ত্রের বা তৎসম্পর্কিত প্রাচীন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব শচীপতি কিংবা দম্ভোলিনিক্ষেপী কিংবা নমুচিসূদন, বরুণ জলেশ পাশী, কার্ত্তিক তারকারি অথবা কৃত্তিকাকুলবল্লভ সেনানী, লক্ষ্মণ সৌমিত্রি বা ঊর্ম্মিলাবিলাসী, বিভীষণ বিভীষণ রণে (যদিও বিভীষণ রণ করিয়াছেন এমন প্রমাণ নাই)। শুধু প্রত্যেক নায়ক বা নায়িকাই যে সর্বত্র যথাযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন তাহা নহে। কবি যখন ইহাদের কথা বলিয়াছেন, তখন অবকাশ পাইলেই ইহাদের চরিত্রের, রূপের বা পরিবেশের

সমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্মণের সঙ্গে শিবের সাক্ষাতের বর্ণনায় উল্লেখ করা যাইতে পারে :

কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যানদুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ যেন
ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে।

এই বর্ণনায় মাইকেলের প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাদেব ভোলানাথ, তিনি ভিখারী, তিনি শিব। কিন্তু এখানে তাঁহার কল্যাণমূর্তির কোন পরিচয় নাই। কবি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার ভীমকান্তরূপ। সেই জন্য তিনি এমন কয়েকটি জিনিষই নির্বাচন করিয়াছেন যাহা এই ভীষণতার পরিচয় দিতে পারে—ললাটে শশিকলা, শিরে জটাজূট এবং তাহার মাঝারে জাহ্নবীর ফেনলেখা, অঙ্গে বিভূতি, হস্তে ত্রিশূল। এই বর্ণনায় 'মহোরগ'-শব্দটিও লক্ষণীয়। বর্ণনাকে ওজস্বিতা দেওয়ার জন্য মাইকেল সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্য ওজোগুণসমৃদ্ধ হইয়াছে এবং অনেক জায়গায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণবহুল পদের প্রয়োগে এই ওজস্বিতা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রকে সুনাসীর, সূর্যকে ত্বিষাম্পতি, বজ্রকে ইরম্মদ, লৌহাস্ত্রকে প্রক্ষ্বেড়ন বলিলে বর্ণনার গৌরব ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। মাইকেল এই রীতির বহুল প্রয়োগ করিয়া মহাকাব্যোচিত দীপ্তি আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে রৌদ্র, বীর ও অদ্ভুত রস এবং এই সকল রসের জন্যও ওজস্বী বর্ণনার প্রয়োজন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণতঃ যে দীপ্তি বা ওজস্বিতা বীর, রৌদ্র বা অদ্ভুত রস প্রকাশ করে তাহা দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের অপেক্ষা রাখে। মাইকেল লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে অতিদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতে প্রযোজ্য হইলেও বাংলায় তাহা বেমানান

হইবে। সেইজন্য তিনি সমাসবদ্ধ পদসংঘটনার পরিবর্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ-সমন্বিত, গুরুগম্ভীরনাদবিশিষ্ট, সচরাচর-অপ্রচলিত শব্দের সন্নিবেশ করিয়া দীপ্তিগুণ আনয়ন করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রয়োগ তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা প্রমাণ করে। এইখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংযুক্ত বর্ণ অপেক্ষা হসন্ত বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়; এই জন্য রবীন্দ্রকাব্য ওজোগুণ অপেক্ষা মাধুর্যগুণের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উপমা

মহাদেবের যে বর্ণনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার উপমা-সমৃদ্ধি লক্ষণীয়। হোমারের অন্যতম প্রধান গুণ উপমার বৈশিষ্ট্য। হোমার অধিকাংশ বিষয়কে উপমার সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ তাঁহার উপমাগুলি উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপমানের বৈশিষ্ট্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া মহাকাব্যকে বিশালতা দান করে। মাইকেলের কাব্যে উপমার প্রাচুর্য হোমারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু হোমার যেমন উপমানকে বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন মাইকেল তাহা করেন নাই। তিনি উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়া অন্য উপমানের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার উপমাগুলি বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া ভাবকে ঐশ্বর্যবান্ করিয়াছে। আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন যে কাব্যের আত্মা হইতেছে ঔচিত্যবোধ। ঔচিত্যবোধের অর্থ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে এবং তাহাকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিতে গেলে নানা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই সকল কূট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে সৎকাব্যে ঔচিত্যবোধ থাকিবেই এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপমাসমূহ প্রায় সর্বত্রই অতিশয় ঔচিত্যবান্। মাইকেল ঠিক যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সুপরিচিত কিংবদন্তী বা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই ভাবটিকে সুস্পষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করিয়াছেন। মহাদেবের প্রশান্ত মহিমা বর্ণনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তাই তিনি শিরঃস্থিত অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন সর্পের মস্তকস্থিত মণির; এই তুলনায় শশিকলার উজ্জ্বলতা ও মহাদেবের ভীমকান্ত রূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। মহাদেবের জটাজুটের সঙ্গে রাত্রির এবং জাহ্নবীর ফেনলেখার সঙ্গে কৌমুদীর শুভ্ররেখার তুলনায় মহাদেবের

ভীষণতা ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়াছে, আবার আঁধারের রহস্যময় রূপও প্রস্ফুট হইয়াছে।

মাইকেলের অধিকাংশ উপমাই ঐশ্বর্য, বৈচিত্র্য ও ঔচিত্যের পরিচয় দেয়। তাঁহার যে সকল উপমা প্রচলিত কথায় পরিণত হইয়াছে তাহাদের দুই একটির আলোচনা করিলেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ রাবণের কাছে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। ইহা রাত্রির স্বপ্নের মত অলীক। যে কোন কবি এই তুলনা দিতে পারিতেন। রাবণ এই অবিশ্বাস্যতার কারণ দর্শাইতে যাইয়া বলিতেছেন:

অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে?

এই অসম্ভব কার্যের কথা শুনিয়া রাবণের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে:

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

শাল্মলী তরুবর বিশালতা ও দুশ্ছেদ্যতার জন্য সুপরিচিত, ফুলদল কোমলতার প্রতিমূর্তি এবং ফুলদলের অন্য যে শক্তিই থাকুক্ ছেদনকার্য তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। রামের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুও রাবণের কাছে একেবারে অসম্ভাব্য বলিয়া ঠেকিতেছে। এই উপমার ব্যঞ্জনা এইখানেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। রাবণকে এক অসম্ভাব্য ব্যাপার মানিয়া লইতে হইবে; প্রতি পদে রাবণ দেখিয়াছেন যে ভিখারী রাঘব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সমুদ্রে শিলা ভাসিয়াছে, নিহত হইয়াও রাম পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন; সুতরাং ফুলদলের পক্ষে কর্তন করা এবং বিশাল শাল্মলী তরুকে কর্তন করাও অসম্ভব না হইতে পারে।

মাইকেলের অগণিত উপমাসমূহের যে কোন একটি ধরিলেই এই বিস্তৃতি ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজা দশানন যখন প্রাসাদশিখরে উঠিলেন তখন মনে হইল

কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।

কিন্তু তিনি বাহিরে তাকাইয়া যখন শত্রুবৃন্দকে দেখিলেন তখন তাহাদিগকে

বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মণ্ডলে।

দুইটি সুপ্রসিদ্ধ উপমার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলে মাইকেলের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমীলা যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতা যে সরমাকে তাঁহার দুঃখের কথা প্রকাশ করিলেন তাহা উভয়তঃই স্রোতস্বতীর গতির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে। প্রমীলা যখন বাহির হইতেছেন তখন তিনি বাধার দিকে দৃষ্টি দেন নাই, নিজের অপ্রতিরোধনীয় গতির কথাই প্রকাশ করিয়াছেন :

কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?

কিন্তু সীতা যখন পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করিযাছেন তখন শোকের নিপীড়ন অনুভব করিয়াই মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানেও সেই অপ্রতিরোধনীয় গতির কথা আছে, কিন্তু তাহা শোকের বেগ, উদ্দেশ্যবান্ উৎসাহের পরাক্রম নহে :

বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে ;......

প্রথম দৃষ্টান্তে সিন্ধুর আহ্বান প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই আহ্বান যে স্রোতস্বতী শুনিয়াছে তাহার কাছে যে-কোন বাধাই অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুঃখের পীড়ন এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে মন আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া সেই পীড়নের ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে। এমনি করিয়া একই উপমান পরস্পরবিরোধী করুণ ও বীররসের অভিব্যক্তি দিয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাইকেল সংযুক্তবর্ণবহুল শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষাকে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য দান করিয়াছেন; আবার উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়া বর্ণনার মধ্যে বিশালতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আনিয়াছেন। এই দুই গুণের সম্মিলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্য অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। যে কোন সুপ্রসিদ্ধ উপমার আলোচনা করিলে এই সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে :

গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী
উচৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে;

বক্ষ্যমাণ উপমায় বিদ্যুৎ ও বজ্রের সঙ্গে প্রমীলার মোহিনী মূর্তি ও উদাত্ত স্বর তুলিত হওয়ায় প্রমীলার সৌন্দর্য ও বীর্য মহিমান্বিত হইয়াছে এবং সংযুক্ত-বর্ণের বহুল প্রয়োগ ও অনুপ্রাসের সুনির্বাচনে এই বর্ণনা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বর্ণনা

'মেঘনাদবধ কাব্যে' বহু সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে এবং সেই সব বর্ণনার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য মাইকেলের প্রতিভার স্বকীয়তার সাক্ষ্য দেয়। এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য—ঐশ্বর্যবোধ। কাব্যের প্রারম্ভেই দেখি রাবণ এক অপূর্ব সভায় কনক আসনে বসিয়া আছেন:

ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চে স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।

এই বর্ণনায় ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু ইহা বীরত্বব্যঞ্জক নহে, বরং এই সভা প্রোজ্জ্বল রঙ্গালয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহার পরে রণক্ষেত্রের যে চিত্র পাই তাহা ভীষণতার জন্য স্মরণীয়। আবার তাহার পরেই আসিয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদকাননে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের বর্ণনা:

বৈজয়ন্ত ধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়, চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দন কানন যথা।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে গোধূলির বর্ণনা আছে তাহাও কমনীয়তার জন্য উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সীতাকর্তৃক গোদাবরীতীরস্থ জীবনযাত্রার কাহিনী। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীররসপ্রধান মহাকাব্য। তন্মধ্যে এই সকল মাধুর্যগুণসমন্বিত বর্ণনা কবিপ্রতিভার বৈচিত্র্যের

পরিচয় দেয়। বীররসপ্রধান বর্ণনায়ও এই বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে মাইকেল যোদ্ধবেশধারিণী প্রমীলার উল্লেখ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বর্ণনা অতিশয় নিরাভরণ। মাইকেলের প্রমীলার বর্ণনা অলঙ্কারসমৃদ্ধ, বীররস ও শৃঙ্গাররসের সমন্বয়ে ঐশ্বর্যবান:

বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গমন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূলপাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতনসম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুমধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুমশরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দিনী দুর্গা;

কিন্তু যেখানে কবি দেবতা, রাক্ষস ও মানবের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা দিয়াছেন সেইখানে শুধু শৌর্যবীর্য ও ভীষণতার চিত্র আঁকিয়াছেন। সেই সব বর্ণনায় অলঙ্কারের ও শব্দসম্ভারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য লক্ষণীয়। সপ্তম সর্গের যে কোন একটি খণ্ডাংশ লইলেই মাইকেলের বর্ণননৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হইবে:

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে

*　　*　　*

মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমিরবিনাশী
দিনমণি; *　　*　　*

জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি।

এই দুইটি বর্ণনার তুলনা করিলে মাইকেলের বর্ণনাবৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। প্রমীলা রণসাজে সজ্জিতা হইলেও, তাঁহার অন্তরীক্ষে থাকিয়া কুসুমেষু স্বীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন। প্রমীলা উপমিত হইয়াছেন ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীনা শচী ও গরুড়বাহিনী রমার সঙ্গে অথবা সিংহ-বাহিনী উমার সঙ্গে যিনি মহিষমর্দিনী হইয়াও অন্নপূর্ণা। এই বর্ণনা ঐশ্বর্যময়, ইহার মধ্যে কঠিন ও কোমলের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু রাক্ষস-অনীকিনী কবিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে উগ্রচণ্ডা চণ্ডীর কথা, যাঁহার মধ্যে কোমলতার লেশমাত্র নাই। প্রমীলার চতুর্দিকে যে বিভা খেলা করিয়াছিল তাহা বিদ্যুতের ক্ষণিক হাসির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে; ক্ষণপ্রভা বলিয়াই ইহা মোহিনী, কিন্তু দেবদানবমানবের যুদ্ধে সৌদামিনীর যে প্রভাকে দেখিতে পাই তাহা ভয়ঙ্করী, চামুণ্ডার হাসিসদৃশা।

মাধুর্য, বীর্য ও ভীষণতার বর্ণনা দিয়াই মাইকেল ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি বীভৎসতারও বর্ণনা দিয়া তাঁহার মহাকাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। ভার্জিল, দান্তে ও মিল্‌টনের অনুসরণ করিয়া মাইকেল অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় তিনি বিশেষভাবে দান্তের নরকবর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। দান্তের বর্ণনায় যে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় মাইকেলের বর্ণনায় তাহা নাই, কিন্তু মাইকেলের বর্ণনায় তীব্রতার অভাব নাই, এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে দান্তের যোগ্য শিষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যে-কোন দৃষ্টান্ত বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি কয়েকটি সুনির্বাচিত শব্দের সাহায্যে ভীষণতার নগ্নমূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং বর্ণনা যতই বীভৎস হউক্ না কেন তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে নীতিধর্মে কবির অবিচলিত বিশ্বাস।

স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি নয়নাগ্নি মিশিছে তা' সহ।

সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা ;—"এই যে
নারী-কুল রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত তুষ্টা বসন্তে যেমতি
বনস্থলী ; কামি-মন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা !"

রমণীর যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামনার উদ্রেক করে, যাহাদের রূপের বর্ণনা কবিগণ যুগে যুগে করিয়া আসিয়াছেন এইখানেও মাইকেল তাহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। মর্ত্যে এই অধরোষ্ঠ বিম্বফলের সঙ্গে তুলিত হইত, স্তনযুগ কনক কটোরার কথা স্মরণ করাইয়া দিত, নাসাপথ তিলফুলকে লজ্জা দিত, নয়নের দ্যুতির কাছে চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ হার মানিয়াছিল। বসন্তে পুষ্পাভরণ-সজ্জিতা বনস্থলীর উল্লেখ বৈপরীত্যের দ্বারা ইহাদের রূপের ভীষণতা বাড়াইয়া দিয়াছে মাত্র।

দোষ

বহুগুণসম্বন্বিত হইলেও মেঘনাদবধ কাব্য ত্রুটিশূন্য নহে এবং সেই প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যক। প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থের পরিধি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের একটি খণ্ডাংশ লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে ; মহাকাব্যবর্ণিত ব্যাপার সংঘটিত হইতে তিন চার দিনের বেশী সময় লাগে নাই। ইহার সঙ্গে যদি তুলনা করি অষ্টাদশ পর্বব্যাপী মহাভারত বা চতুর্বিংশসর্গব্যাপী ইলিয়াডকে তাহা হইলে এই গ্রন্থের-সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ভার্জিলের ঈনিড, দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া এবং ট্যাসোর জেরুজালেম উদ্ধার প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃতপরিসর। মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বব্যাপী নীতিধর্মের কথা আছে, এবং রাবণ যে বিশ্ববিধানকে বিচলিত করিয়াছেন তাহা বারংবার কথিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ-প্রমীলার ব্যক্তিগত কাহিনী এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলাবিপর্যয়রূপ বিষয়টি যথোচিত প্রাধান্য পায় নাই। বোধ হয় মাইকেলের পরিকল্পনায়ই একটা স্ববিরোধিতা ছিল। বিশ্ববিধানে বিপর্যয় সংঘটিত করিয়াছেন মেঘনাদ-পিতা রাবণ এবং সেই হিসাবে মেঘনাদও ইহার জন্য দায়ী। অথচ মাইকেলের সমস্ত সহানুভূতি আপতিত

হইয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার উপর। মেঘনাদের পক্ষ অন্যায়ের পক্ষ, অথচ বিধির এমনই বিধান যে—

…হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।

ধর্মের বিধান রক্ষা করিবার জন্য দেবতারা লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধে নিয়োজিত করিয়াছেন। অথচ উমা বলিয়াছেন :

মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
* * *
অবশ্য লক্ষ্মণশূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতিসহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি,
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।

এই মৌলিক অসঙ্গতিতে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মাইকেল রাম ও তাঁহার দলকে পছন্দ করিতেন না অথচ তাঁহাদিগকেই ন্যায়ধর্মের প্রতিভূ করিয়াছেন।

মহাকাব্যোচিত দীপ্তি লাভ করিবার জন্য মাইকেল অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত, সংযুক্তব্যঞ্জনসমন্বিত শব্দের প্রয়োগ করিয়া এবং উপমার বাহুল্যের দ্বারা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন এবং অধিকাংশক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও ভাষা অনাবশ্যকভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছে এবং উপমায় কষ্টকল্পনা এবং অতিশয়োক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রসাদগুণ বা স্বচ্ছতা সর্বরসসাধারণ এই সব জায়গায় তাহার অভাব হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই দোষের পরিচয় স্পষ্ট হইবে।

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত।

এখানে অস্পষ্টতা ছাড়া পুনরুক্তির দোষও হইয়াছে।

হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানবদলনী-পদ্মপদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!

অশ্বের হ্রেষাধ্বনির সঙ্গে বিরূপাক্ষের আনন্দধ্বনির তুলনা অতিশয় অশোভন, ইহা অনৌচিত্য-দোষের পরিচায়ক। তদুপরি ইহা তন্ত্রোক্ত

পরিকল্পনার বিরোধীও বটে। অতিরিক্ত উপমাপ্রিয়তার জন্যই কবি এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন।

উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা !)

মধুস্বর প্রকাশ করিবার পক্ষে 'কাদম্বা' শব্দ অনুপযোগী এবং ইহা শ্রুতিকটুও বটে।

অন্যান্য উপমার মধ্যেও কোথাও কোথাও কষ্টকল্পনা ও অস্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামের মধুর শব্দের কথা স্মরণ করিয়া সীতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ঃ

যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমনি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।

এখানে হোমারীয় উপমার অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু উপমান ও উপমেয়ের মৌলিক বৈসাদৃশ্যের জন্য সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দুই এক জায়গায় অতিশয়োক্তির জন্য বর্ণনা একেবারে মাধুর্যবিবর্জিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সকল মায়াবিনী লক্ষ্মণকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের বেণীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এই ভাবে ঃ

মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত !
হায়রে এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গভূষণ শূলী।

এখানে কষ্টকল্পনা ও উপমাবাহুল্যে বর্ণনা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। মাইকেল সর্বত্র ভাষায় ওজোগুণের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন এবং সফলকামও হইয়াছেন। কিন্তু দুই এক জায়গায় তাহা সম্ভব হয় নাই এবং সেইখানে

বিপরীত রকমের ত্রুটি দৃষ্ট হয়; তথায় কথ্য ভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া মাইকেল মহাকাব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন :

দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো নাগো আর তার কাছে
মোর কিরে প্রাণেশ্বর।

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল ত্রুটির জন্য এই মহাকাব্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মাইকেল যে রীতিতে মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে অতিগাম্ভীর্য, অতিশয়োক্তি, দূরান্বয়, পরুষতা এবং গুরুচণ্ডালী দোষ প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এই সকল দোষ অতিক্রম করিয়া দীপ্তি ও সৌকুমার্যের সমন্বয় করিতে পারিয়াছেন।

অমিত্রচ্ছন্দ

মাইকেল মধুসূদনের অন্যতম প্রধান কীর্তি বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন; বাংলার প্রচলিত ছন্দ ছিল পয়ার, তাহা মিত্রচ্ছন্দ অর্থাৎ তাহার মধ্যে অন্ত্য অক্ষরের মিল আছে। তাহার আর একটি লক্ষণ এই যে তাহার মধ্যে প্রতি ছত্রে চৌদ্দ অক্ষর বা মাত্রা থাকে এবং আট মাত্রা ও চৌদ্দ মাত্রার পর বিরাম হয়। মাইকেল যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন তাহাতে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর অটুট রহিয়াছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ অন্ত্য অক্ষরের মিল বর্জন করেন। ইহাতে সুবিধা হইল এই যে প্রত্যেক দুই ছত্রের পরে ভাবধারা থামিয়া যায় না, ভাব আপনার গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি আর একটি নূতনত্বেরও প্রবর্তন করেন। সাধারণতঃ পয়ারে আট মাত্রার পরে যতি পড়ায়, কাব্যের গতি একঘেয়ে হয়। কিন্তু এখানে নানা ছত্রে নানা জায়গায় বিরাম থাকায়, কাব্যের গতিতে বৈচিত্র্যের প্রবর্তন হয়। এই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। কবি হেমচন্দ্র যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিলে মাইকেল মধুসূদনের মৌলিকতা অনুমিত হইবে :

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারীদেশে; দেবদত্ত-শঙ্খনাদে রুষি
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে

এখানে প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে পয়ারের নিয়মানুসারে আট মাত্রার পরে প্রথম যতি পড়ে। হেমচন্দ্র মনে করেন দ্বিতীয় ছত্রে দশ মাত্রার (আসি'র) পর প্রথম বিরাম হয়। তৃতীয় ছত্রের বিরামস্থল চার মাত্রার (নারীদেশে'র) পর। এখানে মাইকেলের আর একটি কৌশল লক্ষ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয় ছত্রে প্রথম পর্ব দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্ব চার মাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে ছন্দের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাবের গতির জন্য দ্বিতীয় ছত্রের 'উতরিলা' তৃতীয় ছত্রের 'নারীদেশে'র সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। ফলে ছন্দের গতি এই ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে :

যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে | আসি, উতরিলা—নারীদেশে |

প্রথম পর্বে থাকিবে দশ মাত্রা এবং শেষের পর্বে থাকিবে আট মাত্রা। ইহাতে ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে; এই ছত্রের মধ্যে আর একটু কৌশলও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম পর্বে দুইটি পর্বাঙ্গ কল্পনা করা যাইতে পারে। আট মাত্রার পর প্রথম বিরাম পড়িবে এবং দশ মাত্রার পর পুনরায় বিরাম পড়িবে। এইরূপ ভাবে ছন্দের গতি অনুসরণ করিলে, এই আঠার মাত্রাকে ৮+২+(৪+৪) মাত্রায় ভাগ করা যাইতে পারে।

এই ভাবে এক ছত্রকে আর এক ছত্রের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে ছন্দের প্রবাহ দীর্ঘীকৃত হইয়া যায় এবং কাব্যের ভাষা বিস্তৃতির ব্যঞ্জনা দিতে পারে। হেমচন্দ্র এই দীর্ঘীকরণকে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন এইরূপ বিরাম-যতি সংস্থাপনের ফলে পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু দুঃশ্রাব্যতা দোষ হইয়াছে। হেমচন্দ্রের এই মত সবাই গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। স্রোতের নিয়মই এই যে সে অবিশ্রান্ত প্রবাহে অগ্রসর হইতে থাকে; সে থামিয়াও থামে না। এক ছত্র হইতে অপর ছত্রে ছন্দকে টানিয়া নিলে এই অবিশ্রান্ত গতিবেগ আভাসিত হয়। এই অগ্রগতি পয়ারের মধ্যে সমধিক সুসমঞ্জস হয়, কারণ পয়ারের দুই অংশ সমান নয়। শেষের পর্ব (৬) প্রথম পর্ব (৮) হইতে ছোট; তাই যদি ইহার রেশ টানিয়া পরবর্তী ছত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ধ্বনিতরঙ্গ অধিকতর বিস্তার ও সামঞ্জস্য লাভ করে। হেমচন্দ্র যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন তাহাদের বিচার করিলেই, মাইকেলের ছন্দচাতুর্য সমধিক পরিস্ফুট হইবে :

১। কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে

২। নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে স্থতানে
গায়ক

এই সকল পংক্তি পড়িলে দেখা যাইবে যে, শেষের পর্ব অবলীলাক্রমে পরবর্তী ছত্রের প্রথম শব্দের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য ছন্দের গতিও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এইখানে বাংলা ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে অমিত্রচ্ছন্দ একটি বিদেশী ঢং, বাংলা পদ্যে উহা মানানসই হয় না; মাইকেল মধুসূদন জোর করিয়া উহা বাংলার উপরে চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে বাংলা পদ্যে অমিত্রচ্ছন্দ বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে। বাংলায় লঘু গুরু পদের বা দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বরের উচ্চারণগত পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, পয়ারের পরিধি খুব বিস্তৃত। ইংরেজি iambus-এর মত ইহা দ্বিমাত্রিক নহে। স্থতরাং বাংলা পদ্যে যতির ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। পয়ার মূলতঃ দ্বিমাত্রিক ছন্দ; দুই, চার, ছয়, আট এমন কি দশমাত্রার পরও বিরামস্থল পড়িতে পারে এবং অতি সহজে একটি ছত্রের শেষ পর্ব পরবর্তী ছত্রের প্রথম পর্বের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। লঘু গুরু উচ্চারণের (accent-এর) পার্থক্য নাই বলিয়া এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের প্রভেদ না থাকায় যে স্বচ্ছন্দতা অমিত্রচ্ছন্দের লক্ষ্য তাহা বাংলায় অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। পয়ারের আর একটি স্থবিধা এই যে ইহাতে সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগের জন্য মাত্রার বৈষম্য হয় না। এইজন্য ইচ্ছামত সংযুক্ত-ব্যঞ্জনসমন্বিত পদের অনুপ্রবেশ করাইয়া ভাষার ওজস্বিতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। মাইকেল এই সকল কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাংলা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের সার্থকতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিবার সময় মাইকেল মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

"Will not this make me immortal ?"

গৌড়জন আনন্দে তাঁহার কাব্যামৃত পান করিয়া তাঁহার জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Aristotle—Poetics

আনন্দবর্দ্ধন—ধ্বন্যালোক

বিশ্বনাথ—সাহিত্যদর্পণ

রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যসৃষ্টি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—মহাকাব্য

যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

নগেন্দ্রনাথ সোম—মধু-স্মৃতি

Watts-Dunton—Poetry (Encyclopaedia Britannica)

Poetry and the Renascence of Wonder

Abercrombie—The Epic

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায়, (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি ।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক । উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ । শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে ।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা ।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে । ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে

(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে !
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি ! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি ! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে !
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাজ দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে ! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে !
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমনি দুর্বল; দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! হব আমি নির্মূল সমূলে
এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)

পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী,
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"
  এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে ।
  তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ,—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ,—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে । বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত ।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন ।"
  উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত ।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ । হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি ।"
  এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?"
  প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ,—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্ধর । এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !—
  পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা ।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি

উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; "সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী ! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী !—
হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুঃ বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—

অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্দ্ধফণা—
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনূ,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে !
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,

কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্রমিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে !

সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে

রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্ধ্ব-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !”
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জিয়া
রাঘবারি। “এত দিনে” (কহিলা ভূপতি)
“বীরশূন্য লঙ্কা মম ! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !”
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্বূরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্‌ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;—
গর্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি

মধুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সেদিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব ;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;—
'বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষী,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির-অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভিতৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে !
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা।
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ?

প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে।
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল-দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,

করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
সুরীশ্বর, সুর বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহার,
দেব দৈত্য নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড় রথে,
ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী; যথা বসে চির-রণজয়ী

ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!

মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা; "হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান; এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে

আভাময় ! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ? আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে ।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে ।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি । রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে),
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ; "কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ । তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে । বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি ।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে । কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি !
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;—
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা । হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী ।
নাদিলা কর্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে । নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি !
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে ।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা । এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার । হায়, বিধি বাম মম প্রতি ।

কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি; "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

মেঘনাদবধ কাব্য

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।

উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"

উত্তর করিলা ইন্দ্র, "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"

কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,

পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে, আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি, পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে, বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার, কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।

সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-আকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!

কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী ;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর! তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা ; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর

বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।”
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।

হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !
টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ; “লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা,কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?”

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ; “হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার'তারে বিপদে, তারিণি !”

কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
“দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জটি।”

এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী ; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল !
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে ! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা !

প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা,“কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?”
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে ! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।
(সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে !)
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
“যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,

কহ মোরে, বিধুমুখি ?” উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী ,—“ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা !”
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে;
হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী ;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মার্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল !
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
“ডাক তব প্রাণনাথে। অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে !
কহিলা শৈলেশসুতা ;“চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বরা করি।”
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;—
“হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ?
স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি মা, তরাসে !
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে ? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে !—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি ! এ মিনতি পদে।”
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি !
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে !”
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ; “অভয় দান কর যারে তুমি,

অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে !
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !” অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে !
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
ঊষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী !
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উতরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব-নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা ঊষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
“কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।” দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !
শিহরিলা শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,

বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
　মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া,
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।
　মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
　চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে ! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
　দ্বিরদ-রদ-নির্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে !
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,

দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব-কথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর ; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
  সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
  কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা ;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?"
  উত্তরিলা দেবপতি ;—"শিবের আদেশে
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
  ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ,—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে, ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা, হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,

মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।) প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।

বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,—
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
(মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ;) লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"

প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।

তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা,—"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লক্ষ্ফি কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) নড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার কুলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।

ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে , মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম, বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দেববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে,
এ হেন মহিমা, রূপে ? কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !"
কহিলা রঘুনন্দন ; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন ধর্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি

অসং ! এ সার কথা কহিনু তোমারে !”
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

মেঘনাদবধ কাব্য

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারিদিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জবনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি

মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি যে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (ঊষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?"
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিল বাসন্তী সখী ; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্ধ্ব কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;-
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃমুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি

নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; তুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি !
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে !
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা !) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা !
গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ?
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি,—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে !
যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে

আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !
বিস্ময় মানিয়া হনূ, ভাবে মনে মনে,—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন

(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
   উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—"রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
   নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময় নাচে কুতূহলে ;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর ! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে !
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা ঊষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে !
   শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মুরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্মবর কেহ,

সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব :
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর পাইনু তোমারে
আমি ! তোমা বিনা,মিত্র,কে আর রাখিবে
এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে !"
হেন কালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
কহিলা, "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা ; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ, পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম, অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া বামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ বন্দ সমীরণে !
উত্তরিলা রঘুপতি, "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।

জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি !"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ, "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?" কহিলা রাঘব,
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণ বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে !
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে !
তার পাছে শূল পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অম্বরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে ! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ;
ধীরে, ধীরে, বৈরিদলে যেন অবহেলি,

চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;
"কি আশ্চর্য, নৈকষেয় ! কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রক্ষোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথি-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল-হস্তী ! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি ! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক !
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
কহিলেন রঘুপতি ; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথিশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে !
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে ! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্বাণ ধরে !
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃকুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কালসর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনকলঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে ; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,

কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে ?
অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর ! যথা ধর্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি !
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুণ্ডমালিনী,
রণ-প্রিয়া ! কালসিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ ; কোথা নীল মহাবলী ;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে !"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা !
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে ;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্তি প্রমত্ত ! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী ;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হুড় হুড় হুড়ে !
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন ; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে ; যন্ত্র-ধ্বনি করি

আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কতক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা ;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি ;
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি-মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি ;
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,

রাক্ষস কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া
বিধুমুখি! বীর বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী, "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে?
জানি আমি বীর্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী, কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগত জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে,
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা, মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে, হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে,
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে। পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে, শিবের সেবা করিবে রাবণি,
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে,
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম, ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর; কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি!
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পুরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরি-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে"; আশা মায়াবিনী
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,

কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি !"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে।"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই হেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে !
মণি, মুক্তা রতন, কি আছে লো জগতে
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?"
কহিলা সরমা ; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে

ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি;
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্তক, নর্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!):"এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,

বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অবরু-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ, চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ! নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব জন তথা ?
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !

দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"

কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইলা ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।

"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা!

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!

কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!

"সহসা শুনিনু, সখি, আর্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;

দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !'
 কহিলা সৌমিত্রি ; 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু-বলে ?'—আবার শুনিনু
আর্তনাদ ; 'মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি !
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে !' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি ; গৃহমধ্যে থাক সাবধানে ।
কে জানে কি ঘটে আজি ! নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে ।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে ।
 "কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা, আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ, করভী
আসি উতরিল সবে । তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা । হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?
 "কহিল মায়াবী ; 'ভিক্ষা দেহ রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত অতিথে ।'
 "আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ ।' কহিল দুর্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে ।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে ।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি ।
দুরন্ত-রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—

মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি,হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি।

"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দূলে
মুহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?

"দূরে গেল জটাজুট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথি-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!

"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্তনাদ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"

নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—

"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—

"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!

"'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!

হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।

"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—

"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজি-রাজী, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে।
দেখিনু মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ! 'চিনি তোরে', কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম, জানি।
অস্ত্রি-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?'

"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!

"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি'মোর ; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'

"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
কাঁপিল বসুধা ; দেশ পূরিল আরাবে!
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি

এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জালা দূর করিলি, মৈথিলি !—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইলা চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে !
সভয়ে মুদিনু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি ?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর ! বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলি-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি ! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন ; শুখাইল নদী ;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ;
পূরিল জগৎ, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা ! শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে ! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরি-পদ চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয় !' ধ্বনিল সকলে !
কাঁদিনু হরষে, সখি ! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক ; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
সবংশে !' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী !
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিলা সরমা,
"হে দেবি,তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি !
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে !

কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন !—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী ।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?
বহিল শোণিত-নদী ! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর ।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুক্কুর । লঙ্কা পূরিল ভৈরবে ।
"দেখিনু কর্ব্বূর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম ।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?'
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি ।
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী । প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিলা তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর । 'জয় রাম' ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন ! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার !
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিলা
বসুধা ; 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি !
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর । দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া ।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র । হাসি তারা বেড়িল আমারে ।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ । দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে !'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ-ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ; 'শুন লো মৈথিলি !
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে ।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে

পদযুগ, স্থবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার, আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ বহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে?
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে?'
" 'ধর্ম-কর্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ';—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্মিময়! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত

যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী !
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি !
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে !"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা ।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা । বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা ; সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্বরী তব ! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি ! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে ।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে ।
কিন্তু নহে দোষী দাসী !" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী ; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্ঘ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে !"
কহিলা মৈথিলী ; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূরে পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে ।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ।

মেঘনাদবধ কাব্য

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র ; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্বশী ; দেখ, স্পন্দ-হীন যেন,
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা !
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল ? দৈত্যদল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?"
উত্তরিলা অসুরারি ; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" ; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; "সত্য যা কহিলে
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে !" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে

নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে!
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা,"কি ইচ্ছা,মাতঃ,কহ এ দাসেরে?"
উত্তরিলা মায়াময়ী, "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পূরিব;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে,
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর সৈন্যসহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে,
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি
কর্বুর-কুলের গর্ব, দুর্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে।" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে,

করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !
স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী ; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ,—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ, কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবী, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী , নীল নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা ! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে ; তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে !
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল ! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম [illegible]
তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয় ! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ যুগ ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ,—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, [illegible] সে [illegible]।'
এতেক কহিয়া মাতা [illegible] হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু [illegible] না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা [illegible], রঘুমণি ?

জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি !
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে !
আর কি কহিব আমি ? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব !"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস" ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
পাই আজ্ঞা,অনায়াসে পশিব কাননে!
(কে রোধিবে গতি মোর ?")সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি ? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !"
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি,কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ;"কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্তি ! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি ! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন !
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী ; "দশরথ-রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে !
সতত অধর্ম কর্মে রত লঙ্কাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে !
ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;
সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব !"

"যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে !
এতখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর !" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি ।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি ।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি !
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি ।
পলাইলা মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা । ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্ । সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে ! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে !
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ প্রভা-দানে !
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে !
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে ।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে ! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি ;
থামিল তুমুল ঝড় ; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে !
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে ।
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা ।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি ।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্বণে !
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা ; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া !
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন !
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা ! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা !
কেহ তুলে পুষ্পরাশি ; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম ! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী ; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা !
মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে

জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে !
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল, "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী !
নন্দন কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস, করি পান অমৃত উল্লাসে,
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে,
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত,
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে,
অমরী আমরা, দেব ! বরিব তোমারে
আমা সবে, চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ-শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন !" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ ! উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !
নর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন !
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী !—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল, দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে !
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি।" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা ! দুলিল, যেন ঘোর-ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে ; তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে !
আঁধার দেউল রথী হেরিলা সভয়ে।

চৌদিক ! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
দ্রুতে ; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি !
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে ।
কহিলেন মহামায়া ; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি ! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে ।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে ।
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্‌ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে । নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ । কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রিদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে !
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী ; সমীরণ বহিলা স্বস্বনে ।
"শুভক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর !"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে !
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই ! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !"
নীরবিলা সরস্বতী ; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে ।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে ।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে ।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন ।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়ন-তারা ! মহার্ঘ রতন ।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে । কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ,—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে !
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে

রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে!
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী! বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর স্বর্ণ মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে।
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা। দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী।"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি।
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী,
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী-আপনি

রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল।
কহিলা বীরেন্দ্র ; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে !
শিশু ভাই বীরবাহু ; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে ?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ ! তোমার প্রসাদে
নির্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ন শর-জালে
লঙ্কা ! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী ! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে !" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে ,—
"কেমনে বিদায় তোরে করিরে বাছনি !
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী ;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু ! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে !
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্মতি !"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী ;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী ? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস ! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র ! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী ;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে !
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি ; আসার বরষে !
মায়াবী মানব রাম ! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে ?"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর ; "পূর্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে !
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,

মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?”
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই !” কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।”
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদশব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। “হায়, নাথ,” কহিলা সুন্দরী,
“ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি ?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি ! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে !”
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা ! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে ?
উত্তরিলা বীরোত্তম, “এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি !
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী !
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে ? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ ? অনুমতি দেহ, রূপবতি :—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে ;—
দেহ অনুমতি সতি, যাই যজ্ঞাগারে।”
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,

ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য আজি, দেব, তব আশীর্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা!"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরায় সে ত্রিভুবনে! দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র;—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী;—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্বুররাজ!' উঠিনু জাগিয়া;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ-নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ,—
"স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে !
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি . নল,নীল ; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর , আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে !

পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে ।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল । কত ক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে ।

কহিলা রাবণানুজ ;—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !
নহে ছায়াবাজি ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !"

প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে । আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে ।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ । বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরিপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !

শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে !
বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে !
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !

আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে ।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে !"

এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে ।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে ।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে ।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা ।

হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,

আশা যথা আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে
রথিবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"

আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"

বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে!

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"

উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী;—
"সম্বর, নীলাম্বুযুতে, তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্বিনি;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি!"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ; প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে!"

চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙিল মঙ্গলঘট; শুষিলা মেদিনী
বারি রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা; হারাইলে, মরি!

কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য ; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?

নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
স্বর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজিপাল; গজি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে
মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে,

দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ; বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র,—কৈলাস গিরি। তব উচ্চ চূড়ে।
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে !
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ

রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে!
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিযা বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই! ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত্র তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে;

শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা

এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”

রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিল শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস-শরজালে বিঁধেন তারকে !
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !

ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল

কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে,—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল. চূড়ামণি তুমি
সে কুলে? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!
হে কর্বুরকুলগর্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?

নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জে গজরাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ !" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে !"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয় !" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে !

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে,—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল-চূড়ামণি তুমি
সে কুলে? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!
হে কর্বুরকুলগর্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?

নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে;
গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিবিধ বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি অপরাধ নহে
তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে!
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে!
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ!" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব, সুফল ফলে দেবের প্রসাদে!"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে!
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী!" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে!

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।।

মেঘনাদবধ কাব্য

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল! কোমল কণ্ঠে সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো না জানি আজি পড়ি কি বিপদে!
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথিপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী

সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে !
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি ! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে !
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে !"

উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি ! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে !
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?"

হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস ! পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে ?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে ! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া নর-দুঃখ হেরি।

কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম ? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব ? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে

আজি, অমঙ্গল বার্তা কি মোরে কহিবে ?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী ; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি ?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্বুরপতি,
কর দাসে !" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্তা মোরে !"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্বুর-কুলের গর্ব মেঘনাদ রথী !"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায় ! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে ! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ বীরকর্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে !"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে !
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে !
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে

স্বর্ণধ্বজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে !
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্মদ সমরে !
আইল পতাকিদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে ! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে ।

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে ।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে !
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি ;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে !

চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন ! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘনরূপে ;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন ! শুন কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর-পদভরে, নহে ভূকম্পনে !
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে ।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে স্বরথী
লঙ্কেশ ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?"

সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি । দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !"

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে ।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি ;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ ; জাম্বুবান বলী ;

বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ ; রাক্ষসত্রাস আর নেতা যত ।

সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা ! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে ।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে ! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু ; শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে ; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে !
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ ; বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে ! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা ; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি !"

নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে ।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব ; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে !
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে ,—
ধনমানদাতা তুমি ; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে !
আর কি কহিব, শূর ? মম সঙ্গিদলে
নাহি বীর, তব কর্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে ! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে !" গর্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে !

সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে !—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে !

কমল-আসনে যথা বসেন কমলা;
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে ।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য । শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে ।

বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে ;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; গাইছে সুতানে
কিন্নর ; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী ;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে ;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব চৌদিকে ।

পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে ।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি !
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে ।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,

তুমি, কি অভাব তার ?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব ; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ ; আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম সৌমিত্রি সুমতি ;
রক্ষ তাঁরে, আদিতেয় ! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে !
আর কি কহিব, শক্র ? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম ! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে ;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি !—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে !"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে ; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন ! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম ; বর্ম ঝলে ঝলঝলে !
সুধিলা মাধবপ্রিয়া,—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল ? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে ?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী ;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে ! দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে !—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে !"
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে !
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে;
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। (রাজপদে পড়িলা মহিষী।)
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে

রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!"
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে;—
"দেব দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা,—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব,—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে,
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্বুরকুলে?
কর্বুরকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী!"
নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিল নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে!
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূ, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;

ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্মদ দানববলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানর-শ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী , ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্তি ধরি ;—
কূর্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্মরূপে ; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে !
খর্বিলা বলির গর্ব খর্বাকারছলে,
বামন ! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে !
আর কি কহিব, নাথ ! পদাশ্রিতা দাসী !
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?
উত্তরিলা কাঁদি মহী ; "কি না তুমি জান,
সর্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে !
দেবাকৃতি রথিপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?"
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; উর্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে ! পুরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পলাইছে যোগিকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;

কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে,—
"বিষম বিপদ, সতি উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে ! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি !" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা ; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে !
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দংশাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে !"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে ; সাধিব কার্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জিলা চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব, যক্ষ বিবিধ বাহনে !
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি !
কত যে করিনু পুণ্য পূর্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার ? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি ! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী ?"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি !
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্মাচারী। নিজ কর্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,

সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম, চর্ম, দেহ বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজিরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজিরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্তি মর্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা; গর্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অমরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী;

সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্বুরপতি গর্বে সুরনাথে;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,

সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
ঊরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি!
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্তেকে মাতলি সারথি
স্বরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র! কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইল রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী স্বরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্মাচারী কে আছে জগতে

তোর সম রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ! রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে।
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে !"

এতেক কহিয়া বলী গর্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর ; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে ! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা ; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে) ; দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন ! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি ! বীরমদে দুর্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে !
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে রে লক্ষ্মণ",—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব ?কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্মিলা,
ভাব্ দোঁহে ! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী !
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে !"

গর্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি : কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !

বাজিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে !
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে !"

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি ! বজ্রনাদে উঠিল গর্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর ! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে

কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে, রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে!
হেথা পরাভূত যুদ্ধে মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি মেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

মেঘনাদবধ কাব্য

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।

শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্‌-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি - ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে —
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্যে সর্বভুক্ সম
দুর্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি, এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে!
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক! হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।

নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে?"
"কি না তুমি জান, দেব?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!"

নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে

কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে !
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জলি উজ্জলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদু স্বরে কহিলা পার্বতী ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জলি উজ্জলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন ! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ন রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই ; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে ; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব-পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে ?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন ! দেখিলা সভয়ে

অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত !
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে !
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে ;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা ; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে !
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু. অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্মিত যেন ! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ ; কেহ বা উল্লাসে !
সুধিলা বৈদেহীনাথ, "কহ, কৃপাময়ি.
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ ; পাপি-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা !
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ. নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে ।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা ।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ । সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি । গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি ? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময় ? কহ ত্বরা. নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে !" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে ।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ;—
"কি সাধ্য আমার,সাধ্বি,রোধি আমি গতি
তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা ঊষার মিলনে !"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে ।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি !
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে,—
হে প্রবেশি,ত্যজি স্পৃহা,প্রবেশ এ দেশে!"
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ । কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু

থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে !
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া ! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে ! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা, উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি ! কভু, ধিক্ ! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা ! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে !
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে !
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে ! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে !
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে ! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি,
ঊর্ধ্ব বাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে !
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু তুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর ! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে ! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে !
দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,

দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি, দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে ! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দয়, স্বজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত,—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি !"
এইরূপে পাপি-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ি-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্তনাদে পূরে দেশ পাপী !
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্মতি,
তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপিবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্টিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী !" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিধ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,

না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে !
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"
কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী ।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগিহাস্য যথা ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক । সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি ? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি ?
কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা !
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ;
রাম নাম ধরে দাস ; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে ।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা
শূরেন্দ্র ; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি !" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ !" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম !" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা ! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড় ! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে ।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে !" দেখিলা বৈদেহী—
হৃদয়-কমল-রবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্তি যমদূত ; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
উর্দ্ধশ্বাস ! মায়া সহ চলিলা বিষাদে

দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম কর্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা-ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তো'রে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া; "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামি-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া,—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু!" দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি

কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্তশ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
  বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে।
  সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে;—
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লোহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে;—
  "জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জি লজ্জা;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপি-দলের এই পুরস্কার শেষে!"—
  মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
  হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্বভাগ! পূর্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা !
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্যা, দগ্ধ, আহা যেন দেবরোষানলে !
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্ ! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন !
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে !
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি ! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট ! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত ! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে !
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ি জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে ;—
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি ! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নব-কুবলয়-ধাম ! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের ! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া ! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল ; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে

গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি ;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল ; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা ;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
ত্রিপুরারি অরি শূর স্বরথী ত্রিপুরে :—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ শূরে ?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝলঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ! করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চলমোরসাথে,দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পিরীতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,

হে স্বরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে," উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন ! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি ! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে !
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্তা ! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি ! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে,কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !"

বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু
রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোৎ, উজলি
দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে !
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণিদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি !
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে !
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।

বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি,

হিরণ্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকত-পত্র-ছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !”
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে ; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, “কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !” কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, “হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি !
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে ?”
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,—
“ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী ; অজ নামে তাঁর জনমিল
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা . দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ-কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !”
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, “রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে !
নিত্য নিত্য কীর্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য উদয়ে আকাশে,
কীর্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।”
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী-নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে ; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, “আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,

জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।

কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর। অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি ! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ !" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনূ, আশুগতিগতি ;
প্রের তারে ; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে,—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব !
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে !
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।

"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"

আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা !
নারিলা স্পর্শিতে পদ ! কহিলা সুস্বরে

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
"নহে ভূতপূর্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম !—
অবিলম্বে, প্রিয়তম,' যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কতক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম ! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল !
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে ;—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীবসহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি' কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর-নরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিল স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু,
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধ'রি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে, তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম পাল রঘুপতি !—

বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত !
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি !
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি ।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে ।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে সঙ্গিদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ । অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত ।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে ।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস ; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী ।
কহিল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহ ত্বরা ;
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি ।"
আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে ।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা,—
(বন্দি রাজপদযুগ), "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে, 'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি । বীরধর্ম পাল, রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত ।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি !
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ,—
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি ।"
উত্তরিলা রঘুনাথ, —"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে !
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে !
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে । কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্মকর্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্মিক !" এতেক কহি নীরবিলা বলী ।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !
উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি !

অনুচিত কর্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে !
বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি, মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি— দোষিব কাহারে ?"
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে ।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে ।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে । মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলী,
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে ; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর ; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে !
কে জিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
সরমে ! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে ।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরশান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা ! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি !
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে !"
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে ;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ ! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি । এত দিনে গতবল, দেখি,
কর্বুর-ঈশ্বর বলী ! কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী । তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে !"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে !
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী ।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায় ! একাকী এবে রাবণ দুর্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে । দেখিব কি ঘটে,—

দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
কিন্তু শুন মন দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি ।”—কহিলা সরমা
সুবচনী,—“কর্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র ! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা !—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হরকোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?”
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;—
“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ বনবাসী !
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ। ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান। হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
সৌন্দর্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো শুখাল
হেন ফুল!”—“দোষ তব,”—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল,—“কহ কি রূপসি ?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে ?
নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি !
আর কি কহিবে দাসী ?” কাঁদিলা সরমা
শোকে ! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে !
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে ; পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
বাজিরাজী সহ গজ ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি ; বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল ! ঝক্ ঝক্ ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম ধাঁধি আঁখি ! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;—

বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে নয়নে !
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমাসমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে ;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলা ভাবে
নিশা যথা ! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে !
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে !
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,— অসি, চর্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্যরতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে ! সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচ যুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ি-স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী !
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জন-অন্তে !—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান ! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা
আদি অস্ত্র, সুকবচ ; সৌরকর-রাশি
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত ।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু ! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর । চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে ।
সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী !
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ ; ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর ; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ । আকুল বিষাদে,
রক্ষঃ-কুলনারীকুল কাঁদে হাহারবে ।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,

পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী,—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী । কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্বোরাশি
গাঙ্গেয় । সুবর্ণদীপ দীপে চারিদিকে ।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে ;—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে ;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে ।
নীরব কর্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ । বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবালবনিতা-
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে,
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে ! সাবধানে যাও, হে সুরথি !
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে !
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার ! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্বকথা স্মরি মনে কর্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !"
দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে ! আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা ;
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী ;
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ ;—আর দেব যত !
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য । দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে ;
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী ।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে

যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃপুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে !
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি ! মায়েরে মোর,"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে !
মুহূর্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে,
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে !"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—

কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?”
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
নড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে;—
“কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!” চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি,—
“বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।”
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী;
“পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।”
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে,
চিরসুখ-হাসিরাশি মধুর অধরে!
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরমযত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে!
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
(করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিল লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥)

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

প্রথম সর্গ

বিষয়-সংক্ষেপ :—প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ নানা দেবদেবীর বন্দনা ও মঙ্গলাচরণ করিয়া যেভাবে কাব্যের সূচনা করিতেন, তাহা না করিয়া মধুসূদন য়ুরোপীয় কবিগণের অনুকরণে বীণাপাণির এবং কল্পনার আবাহন (invocation) করিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন! বীরবাহু রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। পাত্রমিত্রসহ রাবণ রাজসভায় সমাসীন; এমন সময় মকরাক্ষ নামক ভগ্নদূত বীরবাহু-নিধনের সংবাদ বহন করিয়া আনিল। রাবণ বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে শোকাকুল হইলে মন্ত্রী সারণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন। অতঃপর রাবণের আদেশে ভগ্নদূত যুদ্ধে বীরবাহুর বীরত্বের বিশদ বর্ণনা দান করিল। পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রাবণ প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিলেন।

রণক্ষেত্রের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া রাবণ পুনরায় রাজসভায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা সহচরীগণসহ সভাস্থলে আসিয়া পুত্রের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাবণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নানা কথা বলিলেন; কিন্তু চিত্রাঙ্গদা সান্ত্বনা না মানিয়া রাবণকে এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। তাহাদের বীরপদভরে আসমুদ্র-লঙ্কাভূমি টলমল করিয়া উঠিল। গভীর সাগরতলে যেখানে সমুদ্রপত্নী 'বারুণী' অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ সমুদ্রের এইরূপ বিক্ষুব্ধ ভাব দেখিয়া 'বারুণী' মনে করিলেন যে, প্রচণ্ড ঝটিকার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সখী মুরলা তাঁহাকে জানাইল যে, রাবণ-সৈন্যের পদভরে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত হইয়া এইরূপ দুর্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে। লঙ্কাসমরের বার্তা বিশদভাবে জানিবার জন্য 'বারুণী' মুরলাকে লঙ্কায় রক্ষোরাজলক্ষ্মীর নিকটে প্রেরণ করিলেন।

লক্ষ্মীদেবী মুরলাকে যুদ্ধের বিবরণ আনুপূর্বিক বলিয়া বর্তমান মুহূর্তে কোন কোন রাক্ষসবীর যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতেছে তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য রাক্ষসবালার ছদ্মবেশে তাঁহার মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজপথ দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর রাক্ষস-সেনানীবৃন্দের পরিচয় মুরলাকে দিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে মেঘনাদকে অনুপস্থিত দেখিয়া মুরলা তাহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মীদেবী বলিলেন যে, লঙ্কার আসন্ন বিপদের কথা না জানিয়া সে বোধ হয় লঙ্কাপুরীর বহির্দেশে প্রমোদকাননে বিলাসে মগ্ন রহিয়াছে। অতঃপর মুরলাকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মীদেবী মেঘনাদকে লঙ্কায় আনয়নের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন।

তিনি মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর বেশধারণপূর্বক প্রমোদকাননে অবস্থিত মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু এবং লঙ্কার শোচনীয় অবস্থার বিষয় জানাইলেন। মেঘনাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ইতঃপূর্বে তিনি নিশাযুদ্ধে রামচন্দ্রের প্রাণসংহার করিয়াছেন। সুতরাং রামচন্দ্রের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। দেশের এই চরম দুর্দিনে তিনি বিলাসব্যসনে মগ্ন রহিয়াছেন বলিয়া প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত তিনি বিলাসসজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে সজ্জিত হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে যাত্রার জন্য বিমানে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। মেঘনাদপত্নী প্রমীলা তাঁহার বিরহাশঙ্কায় কাতর হইলে তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, অবিলম্বে শত্রু দমন করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাবণ যখন যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন সেইস্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া মেঘনাদ স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পূর্বে তিনি দুইবার রামচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছেন; এইবারে তিনি তাঁহার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাও রাখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

রাবণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, দৈবরোষের নিকট মর্ত্যবাসীর সকল শৌর্য-বীর্য যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল, মহাবীর কুম্ভকর্ণের অকালমৃত্যুর দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। তবে একান্তই যদি মেঘনাদ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তিনি স্বীয় ইষ্টদেব অগ্নির উদ্দেশে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিয়া পরদিন প্রভাতে যেন যুদ্ধযাত্রা করেন। অতঃপর রাবণ মেঘনাদকে যথাবিধি সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। বিষাদাচ্ছন্ন লঙ্কাপুরীতে পুনরায় আশার ও আনন্দের হিল্লোল বহিতে লাগিল।

সম্মুখ সমরে পড়ি, ইত্যাদি—কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত রাবণের অন্যতম পুত্র বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বীরবাহু-নিধনরূপ একটি সুনির্দিষ্ট রামায়ণীয় ঘটনা আশ্রয় করিয়া মেঘনাদবধ-কাব্য রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি অভিনব পদ্ধতি। ইতঃপূর্বে প্রাচীন সকল বাঙ্গালা কাব্যই নায়ক অথবা নায়িকার জন্মবৃত্তান্ত,—কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের বৃত্তান্তও,—আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে।

অকালে—দৈববিড়ম্বনাহেতু অপরিণত বয়সে।

অমৃতভাষিণি—হে মধুরভাষিণি দেবি সরস্বতি! কবি প্রথমে সরস্বতীদেবীর আবাহনপূর্বক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই 'আবাহন' পাশ্চাত্ত্য কাব্যের 'invocation' এর অনুকরণ। তুলনীয়—Paradise Lost কাব্যে Muse ও Spirit এর আবাহন।

রক্ষঃকুলনিধি—রাক্ষসবংশের রত্নস্বরূপ রাবণ।

কি কৌশলে ইত্যাদি—রাজ্যভ্রষ্ট সামান্য মানব লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজয়ী বীর জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেঘনাদকে বধ করা একটি অসাধারণ ঘটনা। সাধারণভাবে ইহা ঘটা অসম্ভব। লক্ষ্মণ কি কৌশলে এই অসম্ভব কার্য সাধন করিয়াছিলেন ইহাই কবির জিজ্ঞাস্য।

রাক্ষসভরসা—অতিকায়, কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু প্রভৃতি রাক্ষসবীরের মৃত্যুর পর রাক্ষসপক্ষের একমাত্র আশ্রয়স্থল মেঘনাদ। ভরসা<ভরবশ=আশা, সহায়।

ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি—সর্বপ্রথম কবি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' দেবী সরস্বতীর আবাহন করিয়াছেন। তুলনীয়ঃ—

> "এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
> কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
> বীণাপাণি। কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
> নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি।"—ইত্যাদি।

মেঘনাদবধ-কাব্যে, সুতরাং তিনি 'আবার' তাঁহার আবাহন করিতেছেন।

যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া ইত্যাদি—পুরাকালে যেভাবে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলে। কথিত আছে যে, আদিকবি বাল্মীকি পূর্বজীবনে বর্ণজ্ঞানহীন দস্যু ছিলেন। তখন তিনি রত্নাকর দস্যু নামে পরিচিত ছিলেন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে তিনি অসৎ পথ পরিত্যাগ করেন, এবং দুশ্চর তপস্যাবলে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন। একদা

প্রাতঃস্নানের জন্য যখন তিনি শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত তপোবনপার্শ্বস্থ তমসানদীতীরে গমন করিয়াছিলেন তখন দেখিলেন যে বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে একটি ব্যাধ নিহত করিল। সঙ্গী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া বাল্মীকির মন করুণায় প্লাবিত হইল এবং ব্যাধের প্রতি তাঁহার অভিশাপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকরূপে বর্ষিত হইল :—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্ একমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

ইহাই সংস্কৃতভাষার আদি কবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সরস্বতীর কৃপায় বাল্মীকি যে কবিত্বশক্তি লাভ করেন তাহার মূলে ছিল নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চীর শোকে বাল্মীকির সহানুভূতি। মধুসূদনও বীরবাহু-নিধনের পরে রাবণের শোকে সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া দেবীর কৃপায় কবিত্বশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন।

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে—ব্যাধ কেবল ক্রৌঞ্চকে নিহত করিয়াছিল। সুতরাং এস্থলে 'ক্রৌঞ্চবধূ সহ' অর্থে ক্রৌঞ্চবধূর সহিত অবস্থিত বুঝিতে হইবে।

নরাধম আছিল যে নর ইত্যাদি—দেবী সরস্বতীর কৃপা থাকিলে রত্নাকরের ন্যায় অতিশয় পাষণ্ড ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া চিরস্থায়ী কীর্তি অর্জনে সমর্থ হয়।

মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুজয়ী, অমর।

যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—উমাপতি শিবের ন্যায়।

হায়, মা, এ হেন পুণ্য ইত্যাদি—বাল্মীকি সরস্বতীর কৃপায় অকস্মাৎ কবিত্বশক্তি লাভ করেন। কিন্তু পূর্বজীবনে কুকর্ম করিলেও পরবর্তী জীবনে তাঁহার সাধনাও কম ছিল না। কবির জীবনে এরূপ কোন সাধনাই নাই, সুতরাং বাল্মীকির ন্যায় দেবীর অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

কিন্তু যে গো গুণহীন ইত্যাদি—দেবীর কৃপালাভে কবির মনে সংশয়ের সহিত আবার এ আশ্বাসটুকু আছে যে, তিনি মাতার অধমতম সন্তান বলিয়া হয়ত তাঁহার কৃপালাভ করিতেও পারেন; কারণ যে সন্তান নির্গুণ ও অসহায়, তাহার প্রতিই মাতার স্নেহ বেশি হইয়া থাকে।

উর—অবতীর্ণ হও, আবির্ভূত হও। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত এবং এক্ষণে প্রাদেশিক শব্দ। অব + √তৃ (অনুজ্ঞায়) অবতর > ওতর > উতর, উতর > উর, উর; উল।

তুমিও আইস, দেবি, ইত্যাদি—দেবী সরস্বতীর আবাহনের পর কবি

কল্পনাদেবীকে আবাহন করিতেছেন। কবি-কল্পনাকে এখানে একটি স্বতন্ত্র দেবীরূপে ধারণা করা হইয়াছে। কবি-মানস বা কবির কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্যের অভিব্যক্তি সম্ভবপর।

কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু ইত্যাদি—মধুকর যেমন নানা উদ্যানের নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র গঠন করে, কবিও তেমনিই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যরূপ কুসুমসমূহ হইতে মধুর ন্যায় নানারূপ ভাব ও ঘটনা সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদ-বধ-কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, মেঘনাদবধ কাব্যে যে কেবল রামায়ণীয় চরিত্র ও আখ্যানাংশই গৃহীত হইয়াছে তাহা নয়;—সুযোগমত মধুসূদন এই কাব্যে হোমর, দান্তে, ত্যাসো, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিগণের কাব্য-সমূহে বর্ণিত বহু ভাব ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-কাব্য রচনার অব্যবহিতপূর্ববর্তী কালে তিনি ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন:—

"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek Mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki,·· ·· I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done."

কনক-আসনে বসে দশানন বলী ইত্যাদি—রাবণের ও তাহার রাজসভার বর্ণনা। এই বর্ণনায় রাক্ষসগণের সমাজ ও সভ্যতাকে একটি সম্পূর্ণ অভিনব রূপ দান করা হইয়াছে। রাবণকে মধুসূদনও 'দশানন' বলিয়াছেন বটে,—কিন্তু ইহা একটি নাম মাত্র। বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের ন্যায় মধুসূদন রাবণকে দশমুণ্ডবিশিষ্ট নৃশংস ভীষণাকৃতি 'রাক্ষস'রূপে কল্পনা না করিয়া তাহাকে সুবেশ ও সুরূপ একজন প্রবল-প্রতাপান্বিত নৃপতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। রাবণ মেঘনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করিয়া কবি-কল্পিত অভিনবরূপে তাহাদের গ্রহণ করিতে না পারিলে মেঘনাদবধ-কাব্যের রসনিষ্পত্তিবিষয়ে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ফণীন্দ্র যেমতি ইত্যাদি—রাবণের সুবিস্তৃত সভার বিশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করিয়া আছে নানারত্নে গঠিত বিচিত্র স্তম্ভশ্রেণী,—যেন নাগরাজ বাসুকি মণিময় অসংখ্য উন্নত ফণার উপর বিশাল পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।

ঝুলিছে ঝলি—বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া 'ঝল ঝল করিয়া' দীপ্তি পাইতেছে। মুকুতা<মুক্তা। বিপ্রকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ।

পদ্মরাগ—রত্নবিশেষ ; sapphire, **মরকত**—হরিদ্বর্ণ রত্নবিশেষ ; emerald.

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

রতনসম্ভবা বিভা—রত্নসমূহ হইতে উৎপন্ন জ্যোতিঃ।

চারুলোচনা কিঙ্করী—রাবণ নিজেই যে কেবল অসামান্য রূপবান তাহা নহে,—তাঁহার সভাস্থ সাধারণ পরিচারক-পরিচারিকাগণও অতুলনীয় সৌন্দর্যবিশিষ্ট।

হর কোপানলে কাম ইত্যাদি—উমার সহিত শিবের মিলনের উদ্দেশ্যে কাম শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া তাঁহার নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হন। কবি এখানে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন যে, কাম ভস্মীভূত না হইয়া রাবণের সভাস্থলে ছত্রধররূপেই বুঝি অবস্থান করিতেছেন; অর্থাৎ রাবণের ছত্রধরও কামদেবের ন্যায় রূপবান। **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

রুদ্রেশ্বর যথা শূলপাণি—কুরুক্ষেত্র সমরে ত্রিশূলধারী মহাদেব পাণ্ডবগণের শিবির রক্ষার ভার গ্রহণ করেন: রাবণের সভাগৃহের দ্বারে বিশালদেহ দ্বারিগণও মহাদেবের ন্যায় শূলহস্তে বর্তমান।

অনন্ত বসন্ত বায়ু—রাবণের প্রতাপে পবনদেব সর্বঋতুতে কেবল বসন্তকালীন সুরভিত বায়ুপ্রবাহই প্রেরণ করিতেন বলিয়া লঙ্কাপুরীতে চিরবসন্ত বর্তমান।

গোকুল বিপিনে—বৃন্দাবনের কাননে। বৃন্দাবনস্থ কুঞ্জবনসমূহ যেরূপ একদা শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল, সেইরূপ রাবণের সভাগৃহও অদূর হইতে বায়ু দ্বারা আনীত নানাবিধ মধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল।

কি ছার ইহার কাছে ইত্যাদি—অর্জুনকৃত উপকারের প্রতিদানে দানবশিল্পী ময় ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের জন্য কারুকার্যভূষিত অতি মনোহর একটি সভাগৃহ নির্মাণ করেন। এই সভাগৃহের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যদর্শনেই দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাবণের সভাগৃহের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের তুলনায় ময়দানব-গঠিত ইন্দ্রপ্রস্থের সেই সুবিখ্যাত সভাগৃহও তুচ্ছ। উপমান (ময়নির্মিত সভা) হইতে উপমেয়ের (রাবণ-সভার) উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে **ব্যতিরেক অলঙ্কার**।

পৌরবে—পুরুবংশীয় যুধিষ্ঠিরাদিকে। সাধারণতঃ কৌরব বলিতে দুর্যোধনাদিকে এবং পাণ্ডব বলিতে পাণ্ডুপুত্রগণকেই বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে পাণ্ডবেরাও "কুরুবংশীয়" এবং "পুরুবংশীয়"। তুলনীয় :—**"প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।" "এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।" (গীতা)**

তিতিয়া—সিক্ত করিয়া।

ভগ্নদূত—যে দূত যুদ্ধে পরাজয়বার্তা বহন করিয়া আনে।

নৈকষেয়—নিকষা রাক্ষসীর পুত্র রাবণ। ইহার অন্য নাম 'কৈকসী' বলিয়া রাবণাদিকে 'কৈকসেয়'ও বলা হয়। বিশ্রবা ঋষির ঔরসে নিকষা বা কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এবং শূর্পণখার জন্ম হয়। পিতৃপরিচয়ে রাবণাদিকে এবং কুবেরকে 'বৈশ্রবণ'ও বলা হইয়া থাকে।

বলে যক্ষপতি সম—যক্ষপতি কুবেরের পুরাণে ঐশ্বর্য-খ্যাতিই আছে, বীরত্ব-খ্যাতি তত বেশি নহে। মধুসূদন অনুপ্রাসের অনুরোধে কয়েক স্থলে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি লঙ্ঘন করিয়া বলবীর্যাধিক্য জ্ঞাপনার্থ 'যক্ষপতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়ঃ—

"রক্ষঃ শত শত—, যক্ষপতিত্রাস বলে—"

(মেঘনাদবধ, ৬।৪৪৫)

ফুলদল দিয়া ইত্যাদি—কোমল পুষ্পদল দ্বারা সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন যেরূপ অসম্ভব কার্য, রাজ্যভ্রষ্ট ভিখারী রামের পক্ষে বীরবাহুর ন্যায় শক্তিমান বীরের নিধনও তদ্রূপ অসম্ভব ব্যাপার। এস্থলে রাম ও ফুলদলের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া ফুলদলে অবাস্তব ধর্ম আরোপ করায় **নিদর্শনা অলঙ্কার**।

কি পাপে হারানু ইত্যাদি—এস্থলে রাবণের এই বিলাপের ভিতর দিয়া কবি তাহার চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। এই রাবণ রামায়ণ-বর্ণিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র। এখানে রাবণ রাক্ষস নামক একটি সুসভ্য ও সুসমৃদ্ধ জাতির অধিনায়ক এবং প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হইয়াও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় অতি তুচ্ছ শত্রুর নিকট পদে পদে পরাজিত। রামায়ণের রাবণ মায়াবী নিশাচর এবং ঘোর কুক্রিয়াসক্ত। তাহার মুখে "কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?" এবং "কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি", ইত্যাদি বিলাপ আত্মপ্রবঞ্চনাই হইত। কিন্তু মধুসূদন-কল্পিত রাবণের মুখে এই করুণ বিলাপ ততটা অসঙ্গত হইয়া উঠে নাই।

অকালে আমার দোষে—কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়াছিলেন যে, তিনি ক্রমাগত ছয়মাস নিদ্রাসুখ ভোগ করিবার পর একদিনমাত্র জাগ্রত থাকিয়া সেইদিন যদৃচ্ছভাবে আহারবিহার করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি এই নিদ্রাকালে কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে তাঁহার বিনাশ ঘটিবে। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে যখন লঙ্কা প্রায় বীরশূন্য হইয়া উঠিল, তখন ভীতিবিহ্বল রাবণ পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ করেন এবং রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হয়।

হায় সূর্পণখা……এ ভুজগে ?—উপমান ভুজগকেই উপমেয় রামচন্দ্ররূপে কল্পনা করায় এখানে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**। সূর্পণখা ও শূর্পণখা উভয় রূপই শুদ্ধ।

তোর দুঃখে দুঃখী ইত্যাদি—সূর্পণখা প্রথমে রামচন্দ্রকে ও পরে লক্ষ্মণকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিলে এবং সীতার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। সূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণকৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থই রাবণ সীতাহরণ করেন।

দেউটী, (দেউটি)—প্রদীপ। দীপবর্তিকা>দীব্‌অট্টিআ>দীব্‌ট্টি>দেউটি।

রবাব—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। (ফারসী শব্দ)

মুরজ—মৃদঙ্গ।

মুরলী—বাঁশী।

হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে ইত্যাদি—জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরীতে অবস্থান করিয়া ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের মুখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত ও দুর্যোধনাদি শতপুত্রের নিধনসংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ—জ্ঞানবান প্রধানমন্ত্রী।

অভ্রভেদী—মেঘস্পর্শী, অত্যুচ্চ।

কুবলয়—পদ্ম।

মৃণাল—পদ্মলতার মূলদেশে অবস্থিত এবং পঙ্কের উপরি-বিস্তৃত সূক্ষ্ম, কোমল ও শ্বেতাভ তন্তু। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণতঃ কণ্টকময় পদ্ম-'নাল' অর্থেই প্রযুক্ত। শব্দের অর্থান্তরগ্রহণের (semantics) দৃষ্টান্ত। তুলনীয় :—"কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!" (মেঘনাদবধ, ২।৩৭১) এবং "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।"—(মৃণালিনী)

হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম ইত্যাদি—যে নালটির অগ্রভাগে পদ্মটি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইতে ফুলটি ছিঁড়িয়া লইলে তাহা যেমন জলে নিমগ্ন হয় সেইরূপ হৃদয়রূপ বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুত্ররূপ পদ্মকে কাল ছিন্ন করাতে হৃদয়ও শোক-সলিলে নিমগ্ন হয়। তুলনাবাচক 'যথা' শব্দের প্রয়োগে বাক্যের শেষাংশ **উপমা অলঙ্কার**। কিন্তু সাদৃশ্য-বাচক শব্দাদি ব্যতীত দৃষ্টান্ত কথনের জন্য বাক্যের প্রথমাংশে **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**।

মদকল করী—মদমত্ত হস্তী। পরিণতবয়স্ক হস্তী উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাহার গণ্ডদেশাদি হইতে যে ঘর্ম নির্গত হয় তাহার নাম 'মদ'। মদপূর্ণ কল (মধুর অব্যক্ত ধ্বনি) যাহার—**বহুব্রীহি সমাস**।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ, বীর কুঞ্জরের মত,—**উপমিত সমাস।**

পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে ধনুর্ধর—ধনুর্ধর বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরকুঞ্জর ধনুর্ধর শব্দের বিশেষণ। উভয় শব্দের মধ্যে ব্যবধান থাকায় **দূরান্বয় দোষ।**

ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।

জলধি—সমুদ্র। জল+ধা+কি। তুলনীয়, অম্বুধি, উদধি, তোয়ধি, পয়োধি, বারিধি ইত্যাদি।

পবনপথে—আকাশে।

কোদণ্ড-টঙ্কার—ধনুকের জ্যা বা ছিলা আকর্ষণজনিত শব্দ।

যূথনাথ—দলপতি।

ঘন ঘনাকারে—ঘন (গাঢ়, বিশেষণ) ঘন (মেঘ, বিশেষ্য) রূপে।

চকমকি—(নাম ধাতু) চকমক করিয়া।

কলম্বকুল—বাণসমূহ।

শনশনে—(ক্রিয়াবিশেষণ) শন্ শন্ শব্দ করিয়া।

কনক-মুকুট শিরে—স্বর্ণমুকুটপরিহিত। পার্থিব ঐশ্বর্যলুব্ধ কবিমন জটাবল্কলধারী বনবাসী রামচন্দ্রের মস্তকেও স্বর্ণমুকুট দান করিয়াছে এবং ভোগবিলাস-বিমুখ সর্বত্যাগী শিবকেও স্বর্ণাসনে উপবেশন করাইয়াছে। তুলনীয় :—

"ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে," (মেঘনাদবধ, ৪।২০৪)

বাসবের চাপ যথা—রামচন্দ্রের বিশাল ধনুঃ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিস্তৃত ও বিবিধ বর্ণে সমুজ্জ্বল।

সন্দেশবহ—সন্দেশ অর্থাৎ সংবাদবহনকারী দূত।

হর্যক্ষ—হরি (হরিদ্বর্ণ) অক্ষি যাহার, সিংহ।

দ্বন্দ্বি—দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া। **নাম ধাতুজ বা মধুসূদনীয় ক্রিয়াপদ।**

সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি ইত্যাদি—বায়ুর সহিত সংগ্রাম করিবার সময়ে সমুদ্র যেভাবে প্রচণ্ড গর্জন করিতে থাকে।

ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম ইত্যাদি—কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য ঢালের মধ্যে শাণিত তরবারির উজ্জ্বল ফলকগুলি ধূমরাশির অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখাসমূহের ন্যায় ঝকমক করিয়া উঠিল।

নাদিল কম্বু অম্বুরাশিরূপে—রণশঙ্খসমূহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করিয়া উঠিল।

পূর্বজন্ম দোষে—দেশরক্ষার জন্য সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণের গৌরবহইতে বঞ্চিত দূত নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতেছে।

ক্ষত বক্ষঃস্থল মম ইত্যাদি—দূত যে প্রাণের প্রতি মমতায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে নাই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে যে, তাহার প্রতি শত্রুগণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থলই বিদ্ধ করিয়াছে; পলায়নের চেষ্টা করিলে সেগুলি পৃষ্ঠেই আঘাত করিত।

হরষে বিষাদে—পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণে বীর পিতার পুত্রগৌরবজনিত হর্ষ, এবং নিহত পুত্রের শোকজনিত বিষাদ।

সাবাসি—প্রশংসা করি। সাবাস্ (শাবাশ্) প্রশংসাসূচক ফারসী অব্যয়। অব্যয় শব্দকে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

কনক-উদয়াচলে ইত্যাদি—বিশালদেহ তেজস্বী রাবণ কাঞ্চনময় সমুন্নত প্রসাদ-চূড়ায় আরোহণ করিলে মনে হইল যে উজ্জ্বল কিরণশোভিত সূর্যদেব স্বর্ণময় উদয়গিরির শিখরে আবির্ভূত হইলেন। 'দিনমণি' ও 'অংশুমালী' উভয় শব্দই সূর্যবাচক। এস্থলে অংশুমালী শব্দটিকে দিনমণির বিশেষণরূপে গ্রহণ করা উচিত। উপমেয় রাবণকে উপমান দিনমণি (সূর্য) বলিয়া সংশয় হেতু **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—স্বর্ণময় প্রাসাদসমূহকে মুকুটের ন্যায় ধারণ করিয়াছে যে লঙ্কাপুরী। এখানে এবং অন্য সর্বত্রই কবি লঙ্কাকে অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ও সৌন্দর্যপূর্ণা নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উৎস রজঃছটা—রজতের ন্যায় শুভ্র জলধারাবিশিষ্ট উৎস বা ফোয়ারা। মধুসূদন বহুস্থলে রজত অর্থে রজঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রজঃ শব্দের অর্থ রেণু, ধূলি ইত্যাদি। সেই অর্থ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন অর্থে শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাকে **অবাচকতা দোষ** বলে।

হীরাচূড়া শিরঃ—হীরকশীর্ষ। 'হীরাচূড়' অথবা 'হীরাশির' হওয়া উচিত ছিল। **পুনরুক্তি দোষ**।

নানা রাগে—বিবিধ বর্ণে।

জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন—কবি লঙ্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, পৃথিবীর সকল প্রকার সুখপ্রদ সামগ্রীর সমাবেশ তোমার মধ্যে হইয়াছে; অতএব তুমি জগতের সকল লোকের কামনার বস্তু। অচেতন বস্তু লঙ্কাকে চেতনাবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া আকস্মিক সম্বোধন দ্বারা ইংরেজি Apostrophe অলঙ্কারের অনুকরণ করা হইয়াছে। বাংলায় ইহাকে **সম্বোধন অলঙ্কার** বলা যাইতে পারে।

বৈদেহীহর—বিদেহের রাজকন্যা সীতার হরণকারী রাবণ।

কম্বুভঙ্গম—হস্তিশাবকের ন্যায়।

কঞ্চুক—সর্পের নির্মোক বা খোলস; আবরণ।

হিমান্তে—শীতঋতুর অবসানে।

লুলি—লোল অর্থাৎ কম্পিত করিয়া।

অবলেপে—গর্বের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ।

দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ ইত্যাদি—প্রাসাদশিখর হইতে রাবণ লঙ্কা চারিদিকে কিভাবে শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আছে তাহা দেখিলেন। দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন বালিপুত্র কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ। তিনি নবীন হস্তি-শাবকের ন্যায় শক্তিশালী; অথবা শীতঋতুর অবসানে সদ্যঃ নির্মোক পরিত্যাগ করিয়া বিষধর প্রকাণ্ড সর্প যেমন উজ্জ্বল বিচিত্র দেহে গর্বভরে দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা আন্দোলিত করিয়া উদ্যত ফণা লইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, তিনি সেইরূপ আতঙ্কজনক।

শত প্রসরণে—শত বেষ্টনে, শত পাকে।

শত প্রসরণে ইত্যাদি—শত্রুদল সৈন্যশ্রেণীর পর সৈন্যশ্রেণীর সমাবেশ করিয়া শত বেষ্টনে লঙ্কাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কেশরি-কামিনী—সিংহী। লঙ্কা স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া সিংহীর সহিত উপমিত হইয়াছে। কেশরী (কেশরিন্)-ইন্‌ভাগান্ত শব্দ বলিয়া তৎসম শব্দের সহিত সমাসে 'কেশরি'।

ভীমা—ভয়ঙ্করী (বিশেষণ)।

ভীমাসমা—চণ্ডীর ন্যায় (বিশেষ্য)।

পাকশাট, (পাখসাট)—পক্ষের আঘাত।

নিষাদী—হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সেনানী।

সাদী—আরোহী; এস্থলে অশ্বারোহী।

ভিন্দিপাল—নিক্ষেপণীয় বর্শাজাতীয় শস্ত্র।

কিরীট—মুকুট।

শীর্ষক—উষ্ণীষ, পাগড়ি।

কৃষিদলবলে—কৃষিদলের অর্থাৎ কৃষকগণের শক্তিতে। কৃষি+ইন্=কৃষী; অপ্রচলিত শব্দ। কৃষী+দল=কৃষিদল ইন্‌ভাগান্ত শব্দ বলিয়া।

রবিকুলরবি—সূর্যবংশের প্রধান।

কালপৃষ্ঠধারী—'কালপৃষ্ঠ' নামক ধনুক ধারণকারী। কর্ণের ধনুর নাম ছিল কালপৃষ্ঠ।

যথা হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত ইত্যাদি—মাতা হিড়িম্বার স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্ধিত এবং গরুড়ের ন্যায় শক্তিশালী, ভীমপুত্র ঘটোৎকচ যেরূপ মৃত্যুকালেও নিজের বিরাট দেহের পেষণে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য মথিত করিয়া কুরুক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ বীরবাহুও মৃত্যুর পূর্বে অসংখ্য শত্রুসৈন্য বধ করিয়া তাহাদের শবদেহস্তূপের উপর পতিত হইয়াছিলেন। **পৌরাণিক উল্লেখ**:—হিড়িম্বা রাক্ষসী পাণ্ডবগণের বনবাসকালে ভীমকে পতিত্বে বরণ করে। ইহার গর্ভে ভীমপুত্র ঘটোৎকচের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ অসংখ্য কৌরব-সৈন্য বধ করিতে থাকিলে নিরুপায় হইয়া দুর্যোধন কর্ণকে 'একঘ্নী' শক্তি নিক্ষেপপূর্বক ঘটোৎকচকে বধ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। একঘ্নী অব্যর্থ অস্ত্র ;—কিন্তু উহা একবার মাত্রই প্রয়োগ করা যাইত। কর্ণ এই অস্ত্রটি তাঁহার পরম শত্রু অর্জুনকে বধ করিবার জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অবশেষে কর্ণ এই একঘ্নী শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে বধ করেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও ঘটোৎকচ নিজের বিশাল দেহ শত্রুসৈন্যের উপর নিক্ষেপপূর্বক বহু সৈন্য দেহভারে পিষ্ট করিয়াছিলেন।

বীরকুল-সাধ—বীরগণের কাম্য। সাধ<শ্রদ্ধা—একান্ত কামনা।

এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রাঘাতের ন্যায় নিদারুণ পুত্রশোকের আঘাতে। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

বিহনে<বিহীনে—বিরহে, ব্যতিরেকে।

মেঘশ্রেণী যেন অচল ইত্যাদি—প্রাসাদশীর্ষ হইতে রাবণ দূরে সমুদ্রের উপর রামচন্দ্রকৃত সেতুবন্ধ দেখিলেন। দূর হইতে সেতুবন্ধের সুবৃহৎ প্রস্তরগুলিকে গতিশূন্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল।

বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে—সেতুবন্ধে বাধাপ্রাপ্ত সমুদ্রের স্রোত সেতুর দুইপাশে তরঙ্গধ্বনি তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কি সুন্দর মালা ইত্যাদি—প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা বা ধিক্কার প্রয়োগে এস্থলে **ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার**।

প্রচেতঃ—প্রচেতস্ শব্দ সম্বোধনে। সমুদ্রাধিপতি বরুণের নামান্তর প্রচেতাঃ।

প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি—গ্রীক পুরাণে সিন্ধু ও বায়ুদেবকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা হইয়াছে। তুলনীয় :—"সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।" (১।১৮৩)

যাদুকর—ঐন্দ্রজালিক, বাজিকর। ফারসী যাদু (জাদু) শব্দের অর্থ ইন্দ্রজাল, magic.

কেশরীর রাজপদ—শক্তিমান সিংহের চরণ। "কেশরিরাজের পদ" সঙ্গত প্রয়োগ হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের "সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" সূত্রানুসারে সমর্থনীয় সমাস।

বীতংসে (বিতংসে)—পাখী ধরিবার ফাঁদে।

হৈমবতী পুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ। হেম=স্বর্ণ এবং হৈম=স্বর্ণময়। সুতরাং স্বর্ণময়ী অর্থে হৈমবতী শব্দের প্রযোগ অপপ্রয়োগ। মধুসূদন একাধিক স্থলে হৈম অর্থে হৈমবতী শব্দ ব্যবহার কবিয়াছেন। কোন টীকাকার হৈম অর্থে 'হেমময় অলঙ্কার' অর্থ করিয়া হৈমবতী শব্দটির প্রয়োগ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটি অনাভিধানিক, এবং মধুসূদনের রচনায় এইরূপ অবাচকতা দোষ এত বেশি যে, ইহার সমর্থনের জন্য উপনিষদ হইতে দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

কৌস্তুভ-রতন—বিষ্ণুর বক্ষে অবস্থিত রত্নবিশেষ। কুস্তুভ=বিষ্ণু; কুস্তুভের রত্ন=কৌস্তুভ; কুস্তুভ+ষ্ণ্য।

কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে—নীল সমুদ্রের বক্ষে অবস্থিত স্বর্ণময়ী লঙ্কা শ্যামল বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিত কৌস্তুভরত্নের ন্যায় শোভমান। তুলনীয়,—"নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা, কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভরতন।" (তিলোত্তমাসম্ভব ১।৩০)

জাঙাল <জঙ্গাল; সেতু, বাঁধ।

মিনতি—কাতর প্রার্থনা; অনুনয়। আরবী 'মিন্নৎ' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দ হইতে উৎপন্ন 'বিঞ্ঞত্তি' > 'বিনতি' শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন **জোড়কলম** শব্দ।

কিঙ্কিণীর বোল—ঘুঙুরের ধ্বনি। নূপুর, চন্দ্রহার প্রভৃতি অলঙ্কারের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বা ঘুঙুরকে কিঙ্কিণী বলে।

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে—এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেবল রাবণপত্নী চিত্রাঙ্গদাই রূপবতী নহেন; তাঁহার অনুচরীবৃন্দও সুন্দরী ও সুবেশারূপে কল্পিত হইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা—রাবণের অন্যতমা পত্নী; বীরবাহুর জননী।

কবরী-বন্ধন—সুবিন্যস্ত কেশভার, খোঁপা।

হিমানীতে—শীতঋতুতে। হিমানী (হিম+ঈপ্) শব্দের অর্থ তুষার বা বরফ। **অবাচকতা দোষ**।

পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। কিন্তু মধুসূদন সর্বত্রই পদ্মদল বা পদ্মের পাপড়ি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার শোকাশ্রুপূর্ণ আয়ত চক্ষুর সহিত পদ্মপত্র অপেক্ষা

পদ্মদলের সাদৃশ্যই সমধিক। তুলনীয়:—"পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন," (৭ম সর্গ। ২); "পদ্মপর্ণ বর্ণ বিভারাশি উজ্জ্বলে সে বনবাজী" (৮ম সর্গ। ৬৪০) ইত্যাদি।

বিহঙ্গিনী<বিহঙ্গী; পক্ষিণী। সংস্কৃত-ইন্ ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীপ্রত্যয়ের সাদৃশ্যে বাঙ্গালা স্ত্রীবাচক বহু শব্দে অযথাইনী-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে; যথা বিহঙ্গিনী, সিংহিনী, অশ্বিনী, সর্পিণী, চাতকিনী, সুকেশিনী ইত্যাদি।

শোকের ঝড় বহিল সভাতে ইত্যাদি—বিলাপপরায়ণা চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সভায় যেন শোকের ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড় আরম্ভ হইলে তাহার সহিত বিদ্যুৎ-চমক, মেঘ-গর্জন, প্রবল বায়ুপ্রবাহ এবং বর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এস্থলে চিত্রাঙ্গদার অনুচরীগণ ছিল বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী; তাহাদের আলুলায়িত কেশপাশ মেঘের ন্যায় ঘন কৃষ্ণ; তাহাদের শোকজনিত দীর্ঘশ্বাস ঝটিকাপ্রবাহের ন্যায় প্রবল; তাহাদের অশ্রুধারা বর্ষণের ন্যায়, এবং তাহাদের হাহাকার ধ্বনি ছিল মেঘগর্জনের ন্যায়। এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করিয়া তদনন্তর ঝড়ের অঙ্গীভূত বিদ্যুৎ ইত্যাদির সহিত সুন্দরীগণের রূপ ইত্যাদির সামঞ্জস্য সাধন করায় **সাঙ্গ-রূপক অলঙ্কার** হইয়াছে।

সুরসুন্দরী—বিদ্যুৎ।

আসার—ধারাবর্ষণ। "ধারাসম্পাত আসারঃ—" (অমরকোষ)

জীমূতমন্দ্র—মেঘগর্জন।

নিষ্কোষিলা—তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিল।

গ্রহদোষে দোষী জনে—এখানেও রাবণের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, স্বকৃত দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতেছেন এরূপ কোন বোধ তাঁহার নাই; তিনি নিজেকে ভাগ্য-বিড়ম্বিত বলিয়াই মনে করেন।

বিধিবশে—সম্পূর্ণ দৈবাধীন হইয়া।

নিদাঘে—গ্রীষ্ম ঋতুতে।

বরজে—পান উৎপন্ন করিবার জন্য চতুর্দিকে উত্তমরূপে আবৃত এবং উপরে স্বল্প-আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে।

সজারু (শজারু)—পুচ্ছদেশে তীক্ষ্ণ কণ্টকপুঞ্জযুক্ত পশুবিশেষ; শল্যক। শল্যক+(স্বার্থে) রূপ>শল্যকরূপ>শেজ্জঅরুঅ>শেজ্জরু>শজারু, সজারু।

বারুই—বারুজীবী; পানের চাষ ও ব্যবসায় করেন এরূপ সম্প্রদায় বিশেষ।

শিমুল-শিম্বী—শিমুল ফল। শিমুল<শাল্মলী; শিম্বী>শিম, সীম।

বিধি প্রসারিছে বাহু ইত্যাদি—এখানেও রাবণের খেদোক্তির ভিতরে স্বীয় অপরাধ অপেক্ষা দৈবাধীনতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দুনিভাননে—(সম্বোধনে) ইন্দুর অর্থাৎ চন্দ্রের নিভ অর্থাৎ সদৃশ আনন যাহার এইরূপ স্ত্রী। **বহুব্রীহি**।

বীরপ্রসূন—প্রসূন অর্থাৎ পুষ্পবৎ সৌন্দর্য ও লাবণ্যযুক্ত বীর। বীর প্রসূনের মত; **উপমিত সমাস**।

প্রসূ—প্রসবিত্রী, জননী।

রজত-প্রাচীরসম শোভেন জলধি—লঙ্কার চতুষ্পার্শ্বে সমুদ্রের রৌপ্যবৎ শুভ্র ফেনিল ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ প্রাচীরের ন্যায় বর্তমান।

সরযূতীরে—অযোধ্যানগরী সরযূতীরে অবস্থিত।

ক্ষুদ্র নর—মেঘনাদবধ কাব্যে কবি রাম-লক্ষ্মণকে সর্বদাই সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। দৈব বিরুদ্ধ হইলে রাবণের ন্যায় ত্রিভুবনবিজয়ী বীরও কিরূপে অতি ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা সবংশে ধ্বংস হইতে পারে,—তাহাই এই কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয়।

বামন হইয়া কে চাহে ধরিতে চাঁদে—চিত্রাঙ্গদার তিরস্কার বাণীর ভিতরেও রাবণ যে শৌর্যে, বীর্যে, প্রতিষ্ঠায়, সর্বতোভাবে রামচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—এই ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগ্নীর অপমানের প্রতিশোধার্থই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক,—রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়াই রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযান। অন্যথা রাজ্যভ্রষ্ট বিপন্ন রামের পক্ষে প্রবল প্রতাপান্বিত রাবণের রাজ্য আক্রমণ করিবার স্পর্ধা অসম্ভব ছিল;—ইহাই চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য বিষয়।

কাকোদর—সর্প। কু (কুৎসিত)+অক (গমন) কাক=বক্রগতি। কাক উদর যাহার=কাকোদর। **বহুব্রীহি**।

শোকে, অভিমানে,—পুত্রের বিয়োগজনিত শোকে এবং স্ত্রীর নিকট ভৎর্সিত হওয়ায় অভিমানে।

রঘুকুলমণি—পরম শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগই স্বাভাবিক। সুতরাং শত্রু রামচন্দ্রকে এখানে রাবণের 'রঘুকুলমণি' এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক উল্লেখ খুব স্বাভাবিক হয় নাই।

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি—অদ্যকার সংগ্রামে জগৎ হয় রাবণশূন্য অথবা রামশূন্য হইবে।

তুলনীয়ঃ—রামায়ণে রামের উক্তিঃ—"অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।"

(লঙ্কাকাণ্ড—১০১।৪৮)

কর্বুরবৃন্দ (কর্বুর)—রাক্ষসগণ।

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—কর্বুরবৃন্দের বিশেষণ।

বারী-(বারি)—হস্তিশালা।

বারণযূথ—হস্তিদল।

মন্দুরা—অশ্বশালা।

মুখস্—অশ্বের মুখের লাগাম।

আইল রড়ে—দ্রুতগতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শব্দ।

পদাতিকব্রজ—পদাতিক সৈন্য ; ব্রজ=সমূহ।

কনকশিরস্ক শিরে—মস্তকে স্বর্ণময় উষ্ণীষ পরিহিত।

ভাস্বর পিধানে অসিবর—উজ্জ্বল কোষে নিবদ্ধ সুবৃহৎ তরবারি লইয়া। অপি+ধা+অনট্=অপিধান, পিধান=পরিধান : এখানে কোষ বা খাপ। ব্যাকরণকার ভাগুরির মতে অব এবং অপি উপসর্গদ্বয়ের আদ্য অকার বিকল্পে লুপ্ত হয়। অপিনদ্ধ, পিনদ্ধ ; অবগাহন, বগাহন।

আয়সী—অয়ঃ অর্থাৎ লৌহ দ্বারা গঠিত বর্ম।

কাতারে—শ্রেণীবদ্ধভাবে। আরবী কতার্=শ্রেণী।

ধ্বজধর বলী—শক্তিমান পতাকাবাহক।

হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ।

হেষিল>হ্রেষিল ; অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিল। মধুসূদন হ্রেষে, হ্রেষিল, ক্রিয়ার 'র' সর্বদা বর্জন করিয়াছেন।

বারীশ—সমুদ্রাধিপতি দেবতা বরুণ।

বারুণী—বরুণপত্নী, বরুণানী। বরুণানীকে মধুসূদন 'বারুণী'রূপে পরিবর্তিত করিয়াছেন।

যথা জলতলে ইত্যাদি—বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গ ; বারুণী কর্তৃক মুরলাকে লক্ষ্মীদেবীর নিকট দূতীরূপে প্রেরণ ; প্রমোদকাননে মেঘনাদের অবস্থিতি এবং মেঘনাদকে লঙ্কাসমরের সংবাদদানার্থ ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর তথায় গমন ;—এই ঘটনাগুলি রামায়ণ-বহির্ভূত। বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য কাব্য হইতে এই ঘটনাগুলি মধুসূদন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানে মুরলা নামটি সম্ভবতঃ তিনি উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; কারণ ঐ নাটকে মুরলা নাম্নী সীতার সখী নদীদেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। মুরলা বারুণীর প্রশ্নের উত্তরে 'কলকলনাদে' উত্তর করিলেন,—ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানেও মুরলা নদীদেবতারূপেই কল্পিত হইয়াছেন। কবিরচিত তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যেও আছে :—"আইলেন ভগবতী তমসা,

সহ মুরলা বিমল-সলিলা, বৈদেহীর সখী দোঁহে"। কিন্তু বারুণী-মুরলা সংবাদটি কল্পিত হইয়াছে মিল্টনের 'কোমাস্' কাব্যে বর্ণিত 'সেবার্ন' নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'সাব্রিনা' এবং তাঁহার সখী লীজিয়ার কথোপকথনের ছায়ায়।

স্বজনি—সখি (সম্বোধনে)। স্বজন=বান্ধব; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী (অর্ধতৎসম সজনী)।

জলেশ পাশী—পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। গ্রীক পুরাণের Nereus.

বায়ুপতি—পবনদেব। গ্রীকপুরাণের Aeolus.

দেবেন্দ্রের সভায় ইত্যাদি—কাহিনীটি গ্রীকপুরাণের অনুগামী। ভারতীয় কোন পুরাণে এইরূপ কাহিনী নাই।

সেদিন—অতি অল্পদিন পূর্বে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধকালে। কিরূপ কৌশলে কবি রামায়ণীয় ঘটনার সহিত গ্রীক্ পুরাণে উল্লিখিত একটি কাহিনীর সমন্বয়সাধন করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়।

লাঘবিতে—লাঘব করিতে; খর্ব করিতে। **বিগ্রহ**—যুদ্ধ।

বারতা<বার্তা; সংবাদ।

যেখানে তাঁর রাঙা পা দু'খানি ইত্যাদি—পুরাণে কথিত আছে যে, দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীদেবী সমুদ্রগর্ভে কিছুকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি যেস্থলে তাঁহার চরণকমল স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে তাঁহার সমুদ্রগৃহ ত্যাগের পরে স্বর্ণপদ্মবনের সৃষ্টি হইয়াছে।

গিয়াছেন গৃহে—স্বগৃহ বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

রজঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম—রৌপ্যবৎ দেহের উজ্জ্বল শুভ্র শোভা। তুলনীয়— "উৎস রজঃছটা"।

বিভাবসু—সূর্য।

লঙ্কাপুরে—রাবণ নিজের সৌভাগ্যবলে লক্ষ্মীদেবীকে লঙ্কায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মদনমোহন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

দেবীর কমলপদ-পরিমল-আশে—দেবীর পাদপদ্মের সুরভি লাভের উদ্দেশ্যে। পরিমল শব্দের আভিধানিক অর্থ,—কস্তুরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি বস্তুর মর্দনজাত সুগন্ধ ("মর্দনোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহর।") কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণভাবে সুবাস অর্থে শব্দটি সুপ্রচলিত।

ধনদের—যক্ষপতি কুবেরের।

গন্ধরস—ধূপ, গুগ্‌গুল ইত্যাদি সুগন্ধি বৃক্ষনির্যাস।

দেউল<দেবকুল ; দেবগৃহ, দেবমন্দির।

হীনতেজাঃ খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা ইত্যাদি—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় জোনাকির আলো যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রজ্বালিত সুবর্ণ প্রদীপসমূহের আলোকও লক্ষ্মীদেবীর রূপপ্রভায় সেইরূপ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

ফিরায়ে বদন—লঙ্কার প্রত্যাসন্ন অমঙ্গলের সূচনাস্বরূপ লক্ষ্মীদেবী 'বিমুখ' হইয়া বসিয়া আছেন।

বিন্যাসিয়া—স্থাপন করিয়া।

কপোল—গণ্ডস্থল।

তেজস্বিনী—দীপ্তিময়ী, প্রভাশালিনী।

পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ?—লক্ষ্মীদেবী শোকমগ্ন বিষণ্ণ মুখে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কুসুমের ন্যায় স্নিগ্ধ, কোমল ও পবিত্র হৃদয়েও কি দুঃখশোকের অবস্থিতি সম্ভবপর? **কাকু নামক শব্দালঙ্কার**।

রমার আশার বাস ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবীর সকল আশার অবস্থান হরির বক্ষঃস্থলে, অর্থাৎ হরির উপরেই তাঁহার সকল সুখ ও সৌভাগ্য নির্ভর করে। সমুদ্রগৃহে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবার সময়ে তিনি যে হরির বিরহে বাঁচিয়া ছিলেন তাহা সমুদ্রপত্নীর অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতির জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল।

তেঁই—সেই হেতু। তেঁই<তেঞি<তেন<তেন কারণেন।

যাদঃপতি—সমুদ্র। যাদঃ (জলজ প্রাণী) সমূহের পতি।

রোধঃ—তটদেশ।

যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে—চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে ভঙ্গুর সমুদ্র-তটের ন্যায়। **দুঃশ্রাব্যতা দোষ**।

অকম্পন—রাক্ষস-সেনানীবিশেষ।

অতিকায়—রাবণের অন্যতম পুত্র।

দুকূলবসনা—পট্টবস্ত্রপরিহিতা।

নয়নরঞ্জন কাঞ্চী—অতিশয় সুদৃশ্য মেখলা বা কটিহার।

কৃশ কটিদেশে—ক্ষীণ মধ্যদেশ নারীর সৌন্দর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চক্রনেমি—চক্রের পরিধি বা বেষ্টনী।

দন্তী—বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট হস্তী।

দণ্ডধর—যম।

কালদণ্ড—যমদণ্ড।

নিক্কণ—বাদ্যযন্ত্র এবং অলঙ্কারাদির ধাতব মধুর ধ্বনি।

তেজস্কর—সমুজ্জ্বল, দীপ্তিশালী।

ভুবনমোহিনী লঙ্কাবধূ—লঙ্কানগরীর রূপবতী রাক্ষস রমণীগণ। এস্থলে পুনরায় লঙ্কার সমৃদ্ধি এবং রক্ষঃকুলবধূগণের অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা ইঙ্গিত হইয়াছে।

ত্রিদিব-বিভব—স্বর্গের ঐশ্বর্য। "ত্রয়ো দিব্যন্তি অত্র"—ত্রিদিব=স্বর্গ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দময় বাসস্থান।

স্বরীশ্বর—স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র। স্বর্=স্বর্গ।

প্রক্ষেড়ন—নারাচ বা লৌহময় বাণ।

বৈশ্বানর—অগ্নি।

যথা যবে বৈশ্বানর ইত্যাদি—গভীর অরণ্যে দাবানল উৎপন্ন হইলে যেমন সুবৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়, সেইরূপ এই কাল সমরে মহাবীর রাক্ষস সকল নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

প্রমোদ-উদ্যানে—এখানে রাম কর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কানগরীর বহির্দেশে প্রমোদোদ্যানে মেঘনাদের অবস্থিতি, লক্ষ্মীদেবীর দৌত্যকর্ম, এবং মেঘনাদের আত্মগ্লানি ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি,—এই সকল রামায়ণ-বহির্ভূত কাহিনী ইতালীয় কবি ত্যাসো রচিত 'জেরুসালেম উদ্ধার' (La Cerusalemme Liberta) কাব্যে বর্ণিত কুহকিনী আর্মিডার উপবনে বিলাসব্যসনে মত্ত রিনাল্ডোর কাহিনী হইতে গৃহীত।

প্রাক্তনের ফল—রাবণের পূর্বানুষ্ঠিত কর্মের ফলস্বরূপ তাহার সবংশে বিনাশ।

শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। শিখণ্ড (ময়ূরপুচ্ছ)+ইন্+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

আখণ্ডল—পর্বতের পক্ষচ্ছেদকারী ইন্দ্র।

মঞ্জু—সুন্দর, মনোরম।

যথা শিখণ্ডিনী ইত্যাদি—ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরী যেভাবে মনোরম কুঞ্জবনে উড্ডীন হয়, সুন্দরী মুরলা সেইরূপ নিজের বিচিত্র ও উজ্জ্বল পরিচ্ছদাদির সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে আকাশপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন।

হৃষীকেশ—বিষ্ণু। হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) ঈশ (অধিপতি দেবতা)।

বৈজয়ন্ত ধাম—ইন্দ্রের অমরাবতীস্থ প্রাসাদ।

অলিন্দ—বারান্দা।

হৈমময়—হৈম বা হেমময়। **ব্যাকরণদুষ্ট পদ**। তুলনীয় :—"এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী।" (১।৩০৮)

নন্দন কানন—অমরাবতীস্থ দেবোদ্যান।

নিষঙ্গ-সঙ্গে—তূণীরের সহিত।

বিজলী—বিদ্যুৎ > বিজ্জু > বিজু + লী (স্বার্থে)।

ঝলা—বিকাশ, দীপ্তি, চমক।

শিঞ্জিত—শিঞ্জন ; অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি।

সপ্তস্বরা—জলতরঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

রজনীনাথ বিহারেন যথা ইত্যাদি—চন্দ্র যেরূপ দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি কন্যার সহিত সুখে অবস্থান করেন।

ভানুসুতে—(সম্বোধনে) হে যমুনে। যমুনা সূর্যকন্যা।

মেঘনাদ-ধাত্রী ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে প্রমোদোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যেও চার্লস্ এবং য়ুবাল্‌ডো রিনাল্‌ডোকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আর্মিডার উপবনে গিয়াছিলেন।

প্রভাষা—রামায়ণে এই নামে একটি রাক্ষসীর উল্লেখমাত্র আছে।

বিশদ-বসনা—বার্ধক্য ও বৈধব্যহেতু শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা।

অম্বুরাশিসুতা—সমুদ্রের কন্যাস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী।

জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু ইত্যাদি—ইতঃপূর্বে মেঘনাদ যুদ্ধে রামলক্ষ্মণকে নাগপাশ-অস্ত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং এক্ষণে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর নিকট রামচন্দ্রের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ছিঁড়িলা কুসুমদাম ইত্যাদি—লঙ্কার চরম দুর্দিনে প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন বলিয়া প্রবল আত্মগ্লানিতে মেঘনাদ বিলাসের উপকরণ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যেও রিনাল্‌ডো-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"His nice attire in scorn he rent and tore ;
For his bondage vile that witness bore ;—
That done,—he hasted from the charmed fort."

(Book XVI, 34)

রথীন্দ্রর্ষভ—শ্রেষ্ঠ রথিগণের মধ্যেও প্রধান। রথীন্দ্র ঋষভের (বৃষের) মত ;—**উপমিত সমাস**।

হৈমবতীসুত—হিমবানের কন্যা উমার পুত্র কার্ত্তিকেয়। হৈমবতী—হিমবৎ+ অপত্যার্থে ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে-ঈ।

তারকে—কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেন।

বৃহন্নলারূপী—বিরাটগৃহে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ও নপুংসকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

কিরীটী—নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করায় অর্জুন ইন্দ্রের নিকট কিরীট বা মুকুট লাভ করিয়া 'কিরীটী' আখ্যা পান।

কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী ইত্যাদি—পাণ্ডবগণের বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে একদা কৌরবেরা বিরাটের গোধন হরণ করিবার জন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। বিরাট যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলে বৃহন্নলারূপী অর্জুন বিরাটপুত্র উত্তরের রথের সারথি হইয়া গোধন রক্ষা করিতে যান। কুরুসৈন্যের সংখ্যা দর্শনে ভীত হইয়া উত্তর পলায়নের উপক্রম করিলে, অর্জুন তাহাকে আশ্বস্ত করেন এবং ছদ্মবেশ গ্রহণকালে যে শমীবৃক্ষে তাঁহাদের গাণ্ডীবাদি অস্ত্র গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উত্তরকে লইয়া যান। বৃক্ষ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণপূর্বক অর্জুন ক্লীববেশ পরিত্যাগ করিয়া বীরবেশে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। বৃহন্নলা যেরূপ অক্ষম ক্লীবের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্তমধ্যে বীরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, মেঘনাদও সেইরূপ অপৌরুষসূচক বিলাসবেশ ত্যাগ করিয়া অতি সত্বর বীরবেশে সজ্জিত হইলেন।

ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী—মেঘনাদের রথের পতাকা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র ও উজ্জ্বল।

তুরঙ্গম বেগে আশুগতি—মেঘনাদের রথের অশ্বগুলি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি-সম্পন্ন।

মেঘবর্ণ……বেগে আশুগতি।—আপাতদৃষ্টিতে এখানে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার বলিয়া মনে হইলেও এখানে আদৌ রূপক অলঙ্কার হয় নাই। উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনা ব্যতীত রূপক সৃষ্টি হয় না। এখানে মেঘের বর্ণের সহিত রথের বর্ণের সাদৃশ্য তুলিত হওয়ায় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ না থাকায় **লুপ্তোপমা অলঙ্কার** হইয়াছে। পরবর্তী বাক্যদ্বয় 'চক্র বিজলীর ছটা' এবং 'তুরঙ্গম বেগে আশুগতি'তেও তদ্রূপ।

প্রমীলা সুন্দরী—মেঘনাদ-পত্নী। রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। প্রমীলা নামটি কবি কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রমীলা

কবির একটি সার্থক ও অপূর্ব সৃষ্টি। তৃতীয় সর্গে ইহাকে 'মহাশক্তি-অংশে' জাত এবং কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রমীলার বিলাপ 'ইলিয়ড' কাব্যে হেক্টরের যুদ্ধযাত্রাকালে তৎপত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকীর,—এবং 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যে রিনাল্‌ডোর বিদায়কালে আর্মিডার বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ব্রততী—লতা।

হায়, নাথ, গহন কাননে……ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?—এস্থলে উপমেয় ও উপমান দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে রহিয়াছে এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দ না থাকায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**।

বাঁধে—বন্ধনে।

হৈমপাখা বিস্তারিয়া……অম্বর উজলি—স্বর্ণপক্ষ বিস্তারপূর্বক মৈনাক যেরূপ শূন্যদেশ উদ্ভাসিত করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, সেইরূপ মেঘনাদের উজ্জ্বল রথ আকাশে উঠিল। মৈনাক হিমালয়ের পুত্র। ইন্দ্র যখন পর্বতদের পক্ষচ্ছেদ করেন, তখন একমাত্র মৈনাকই সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়া পক্ষদ্বয় রক্ষা করে। সুতরাং একমাত্র সেই 'অম্বর উজলি' উড়িবার সামর্থ্য রাখে।

শিঞ্জিনী—জ্যা, ধনুকের গুণ বা ছিলা।

বাজনা—বাদ্য > বজ্জ > বাজ + (স্বার্থে) না প্রত্যয়।

কৌশিক (কৌষিক)—কীটবিশেষের কোশ (কোষ) হইতে উৎপন্ন সূত্রের বস্ত্র; রেশমী কাপড়।

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণময় বেশের বা বর্মের দীপ্তি।

অসুরারি-রিপু—অসুরগণের অরি ইন্দ্র; তাঁহার রিপু অর্থাৎ শত্রু মেঘনাদ।

ছার>ক্ষার—তুচ্ছ।

হাসিবে মেঘবাহন—মেঘবাহন ইন্দ্র মেঘনাদের হস্তে পরাজিত হইবার পর সর্বদা তাহার ছিদ্রান্বেষণে রত। আজ লঙ্কার দুর্দিনে মেঘনাদ বর্তমান থাকিতে রাবণ যুদ্ধ করিতে গেলে ইন্দ্র মনে মনে মেঘনাদকে অপদার্থ কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবার সুযোগ পাইবেন।

রুষিবেন দেব অগ্নি—মেঘনাদ অগ্নির উপাসক ছিলেন। উপযুক্ত পুত্র বর্তমানে রাবণ যুদ্ধ করিতে গেলে মেঘনাদের কাপুরুষতায় ইষ্টদেব অগ্নি কুপিত হইবেন।

দুইবার আমি হারানু রাঘবে—রামায়ণে মেঘনাদ নিহত হইবার পূর্বে তিন বার রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে তিনি

নিশারণে রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন ; সেবার গরুড়ের সাহায্যে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়বারে মেঘনাদ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, অবশেষে রাম ও লক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় পতিত থাকিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহা ছাড়াও তৃতীয়বারে তিনি রামের মোহ উৎপাদনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া রামের সমক্ষে মায়াসীতা বধ করিয়াছিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ—যুদ্ধের পূর্বে মেঘনাদ লঙ্কার নিকুম্ভিলা নামক পর্বতগুহায় অগ্নিদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে যুদ্ধে অজেয় হইতেন।

অস্তাচলগামী দিননাথ এবে—বীরবাহু যে দিবসে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল সেই দিনের অবসানে সূর্য অস্ত যাইতেছে।

অভিষেক—সেনাপতিপদে বরণ।

বন্দী—বন্দনাকারী ; স্তুতি-পাঠক। এই তৎসম শব্দটি অবরুদ্ধ অর্থ-জ্ঞাপক ফারসী বন্দী (বন্দি) শব্দ হইতে পৃথক্।

নয়নে তব……হে রাজ সুন্দরি তোমার—অচেতন লঙ্কাপুরীতে সমান লিঙ্গ, সমান কার্য ও সমান বিশেষণ ব্যবহার দ্বারা 'সজীবত্ব আরোপ' করায় এখানে **সমাসোক্তি অলঙ্কার**।

বিভাবরী—রাত্রি। সূর্যের বিভাকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করে যে।

রাণী—রাজ্ঞী > রঞ্ঞী > রাণী। আধুনিক বানান—রানী।

পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র—যে ভীষণ অস্ত্র স্বয়ং পশুপতি শিবেরও ত্রাসজনক।

পাশুপত—অমোঘ শৈব-তেজঃসম্পন্ন শর।

অরিন্দম—শত্রুনিপীড়ক, রিপুজয়ী।

বিভীষণ, রক্ষঃকুলকালি—সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া বিভীষণ সম্মান লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভ্রাতৃদ্রোহিতার জন্য তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে তাহাও যে অনপনেয়, "ঘরসন্ধানী বিভীষণ"—এই প্রবাদবাক্যই তাহা সপ্রমাণ করে। মধুসূদন বিভীষণের চরিত্রের এই গ্লানিজনক দিকটিই দেখিয়া তাঁহাকে "scoundrel Vibhisana" বলিয়াছিলেন। উল্লিখিত বাক্যও বিভীষণের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণার পরিচায়ক।

দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত—রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর সৈন্য। ইহাদের প্রতিও কবি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, কবিগুরু বাল্মীকি একপাল বানরসৈন্যের পরিবর্তে যদি অল্পসংখ্যক মানুষ অনুচরও রামকে দিতেন, তবে মেঘনাদবধ কাব্যের রসনিষ্পত্তি তিনি অন্যভাবে করিবার চেষ্টা

করিতেন এবং মেঘনাদবধ ঘটনাটি লইয়া একখানি আর্যবিজয়গাথা রচনা করিতে পারিতেন। তুলনীয় :—"He (Indrajit) was a noble fellow, and but for that scoundrel Vibhisana, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad."

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে ইত্যাদি—সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া মধুসূদন অষ্টাধিক সর্গে তাঁহার কাব্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের অনুকরণে সংস্কৃত ভাষায় সর্গের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম সর্গের প্রধান ঘটনা হইল রাবণকর্তৃক মেঘনাদকে সৈনাপত্যে অভিষেক; তাই এই সর্গের নাম হইয়াছে "অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

দ্বিতীয় সর্গ

বিষয়-সংক্ষেপ :—বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদ রাবণের সেনাপতিপদে বৃত হইলে দিবাবসান হইল এবং রাত্রি আসিল। স্বর্গেও রাত্রির আবির্ভাব হইল। ইন্দ্র শচীসহ দেবসভায় স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, রাবণের ভক্তিতে ও সেবাযত্নে আবদ্ধ হইয়া তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও লঙ্কায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেছেন। লঙ্কার অন্যান্য সকল রাক্ষসবীর যুদ্ধে নিহত হওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া রাবণ এক্ষণে হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছে। দুর্ধর্ষ মেঘনাদ কল্য প্রভাতে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাধা করিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে 'দেবকুল-প্রিয়' রামকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিবে। এই আসন্ন বিপদে রামচন্দ্রের রক্ষাব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ইন্দ্রকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন।

ইন্দ্র বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং সর্বদা মেঘনাদের ভয়ে ত্রস্ত। এই বিপদে বিশ্বনাথ শিব ব্যতীত অন্য কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। লক্ষ্মীদেবী তখন ইন্দ্রকে অবিলম্বে শিবের নিকট গমন করিতে বলিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মাতলি রথ সজ্জিত করিয়া আনিলে ইন্দ্র শচীকে তাঁহার সহযাত্রিণী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্র ও শচী কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে শিবানী তাঁহাদের কুশলবার্তা ও কৈলাসে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন, জগন্মাতা পার্বতীর নিকটে জগতের কোন ঘটনাই অজ্ঞাত নহে। লঙ্কার রাজলক্ষ্মী স্বর্গে আগমন করিয়া জানাইয়া গেলেন যে, রাবণ এক্ষণে স্বীয় পুত্র দুর্ধর্ষ মেঘনাদকে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিবে। পরদিন প্রভাতে মেঘনাদ রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে, 'দেবকুলপ্রিয়' রামের রক্ষাব্যবস্থা দেবী ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারিবে না। দেবী রামচন্দ্রকে কৃপা না করিলে প্রভাতে রামের বিনাশ অবধারিত।

দেবী উত্তর করিলেন,—রাবণ শিবের পরম ভক্ত ; সুতরাং রাবণপক্ষের অহিতকর কোন কার্যের ব্যবস্থা করা দেবীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। এতদিন শিব বাহ্যজ্ঞানশূন্য

হইয়া তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন বলিয়াই শিবভক্ত রাবণ এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিয়াছে।

ইন্দ্র তখন দেবীকে মিনতি করিয়া বলিলেন যে, পাপিষ্ঠ রাবণ শিববরে বলীয়ান হইয়া এমন কি, দেবগণকেও তৃণজ্ঞান করে। মায়াজাল বিস্তার করিয়া সে সুশীল ও ধর্মাত্মা রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অপহরণ করিয়াছে। এইরূপ পাপাত্মার প্রতি দেবীর সহানুভূতি একান্তই অসমীচীন। অনন্তর শচীও রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সীতার উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য রাবণবধের ব্যবস্থা করিতে দেবীকে অনুনয় করিলেন। দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, ইন্দ্র ও শচী উভয়েই রাবণ ও মেঘনাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু স্বয়ং শিব ব্যতীত কাহারও ইহা করিবার শক্তি নাই। শিব এখন দুর্গম যোগাসন-শৃঙ্গে তপস্যারত। ইন্দ্র কি উপায়ে সেখানে উপস্থিত হইবেন? ইন্দ্র তখন দেবীকেই যোগাসন-শৃঙ্গে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ঠিক এই সময়ে কৈলাসধামে দেবীর মন অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী জ্ঞাত হইলেন যে, বিপন্ন রাম দেবীর প্রসাদ কামনা করিয়া পৃথিবীতে তাঁহার পূজা করিতেছেন। ভক্তের প্রার্থনা জ্ঞাত হইয়া দেবী আর কোন আপত্তি না করিয়া, বিজয়ার হস্তে ইন্দ্র ও শচীর অভ্যর্থনার ভার দিয়া যোগাসন-শৃঙ্গে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেবী রতিকে স্মরণ করায় তিনি তৎক্ষণাৎ কৈলাসে উপস্থিত হইয়া দেবীকে মোহিনীবেশে সজ্জিত করিলেন। দেবী অতঃপর কামদেবকে আহ্বান করিবার জন্য রতিকে আদেশ করিলেন। রতি স্মরণ করিলে কামদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবী কামদেবকে তাঁহার সহিত যোগাসন-শৃঙ্গে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইতে আদেশ করিলেন। পূর্বে একবার শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া কামদেব যেভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া যাইতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। দেবী কামদেবকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার অনুগামী হইতে বলিলেন। কামের কথামত দেবী তখন স্বর্ণবর্ণ মায়ামেঘে নিজের মোহিনী মূর্তি আবৃত করিয়া যোগাসনের দিকে কামসহ যাত্রা করিলেন।

যোগাসনশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবীর আদেশে কামদেব সম্মোহন শরে শিবকে বিদ্ধ করিলে ধ্যানমগ্ন শিব অকস্মাৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ললাটস্থ বহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভীত কামদেব ভবানীর বক্ষঃস্থলে আত্মগোপন করিলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল এবং মায়াময় স্বর্ণ মেঘের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেবী শিবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

শিব দেবীকে সেই দুর্গম ও নির্জন স্থানে একাকিনী আগমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন যে, বহুদিন স্বামি-সন্দর্শনে বঞ্চিত আছেন বলিয়া তিনি আজ স্বামীর চরণদর্শনাভিলাষে আসিয়াছেন। দেবীর রূপে মুগ্ধ শিব সাদরে দেবীকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন যে, দেবীর অভিপ্রায়, ইন্দ্রের কৈলাসে আগমন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর আরাধনা,—এই সকল ব্যাপারই তিনি জানেন। ভক্ত রাবণের বিপদে শিব অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও প্রাক্তনের ফল কেহই রোধ করিতে সমর্থ নহে। তিনি দেবীকে বলিলেন,—"তুমি অবিলম্বে কামদেবকে কৈলাসে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাকে মায়াদেবীর আলয়ে যাইতে আদেশ কর। মায়ার সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।"

কামদেব দেবীর বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতগতি কৈলাসে উপস্থিত হইয়া প্রথমে উৎকণ্ঠিতা রতিকে আশ্বস্ত করিলেন এবং পরে ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শিবের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। ইন্দ্রও সেই মুহূর্তে মায়াদেবীর নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে যে সকল শৈব অস্ত্রে শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই সকল দৈব অস্ত্র ইন্দ্রকে দেখাইয়া মায়াদেবী বলিলেন যে, এই সকল মহাস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদ নিহত হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবাস্ত্রের দ্বারাও ন্যায়যুদ্ধে মহাবীর মেঘনাদকে বধ করিতে দেবতা অথবা মানব কেহই সমর্থ হইবে না। সুতরাং মায়াদেবী পরদিন প্রভাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মেঘনাদের সহিত যুদ্ধরত লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবেন।

দৈব অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্র মহানন্দে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং গন্ধর্বপতি চিত্ররথকে আহ্বান করিয়া লঙ্কায় রামচন্দ্রের শিবিরে অস্ত্রসমূহ পৌঁছাইয়া দিতে এবং রামচন্দ্রকে দেবানুকূল্যের বিষয় জানাইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। যাহাতে রাক্ষসগণ দৈব ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় জানিতে না পারে, সেইজন্য ইন্দ্র ঐ সময়ে প্রবল ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রাক্ষস প্রহরিগণ গুহাভ্যন্তরে যাইয়া আশ্রয় লইলে, তাহাদের অজ্ঞাতসারে চিত্ররথ অস্ত্রাদিসহ রামচন্দ্রের শিবিরে আসিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং দেবগণের শুভেচ্ছা ও মায়াদেবীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা জানাইলেন। রামচন্দ্র দেবগণের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং চিত্ররথও স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি প্রশমিত হইয়া আকাশ পুনরায় চন্দ্র-তারকাশোভিত হইল। দুর্যোগের জন্য যে সকল রাক্ষস প্রহরী অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল।

মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত ঘটনার সহিত রামায়ণীয় ঘটনার কোন সম্পর্কই নাই। ইহাতে লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র-শচী, কাম-রতি, হর-পার্বতী, মায়াদেবী এবং চিত্ররথ প্রভৃতি দেবদেবীগণ মেঘনাদনিধনোদ্দেশ্যে যে ষড়্‌যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছেন, সেই দৈব ষড়্‌যন্ত্রের উৎস হইতেছে হোমর-রচিত ইলিয়ড্‌-কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত ঘটনাবলী। দেবরাজ জুপিটারের অনুগ্রহপুষ্ট ট্রয়ের সর্বনাশ-সাধন-মানসে জুপিটার-পত্নী জুনো নিদ্রাদেব সম্নাসের সহায়তায় 'আইডা' পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত জুপিটারকে নিজের রূপে সম্মোহিত করিয়া রাখেন। এই কাহিনীটিই দ্বিতীয় সর্গে কৌশলক্রমে হর-পার্বতীর উপর উপন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রীক দেবদেবীর চরিত্রের প্রভাবে পড়িয়া ভারতীয় 'ভক্ত-বৎসল' হর-পার্বতী চরিত্র বিকৃতি লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর সহিত এইরূপ কৌশলপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কবি আখ্যানটি বর্ণনা করিয়াছেন যে রামায়ণীয় কাহিনীর সহিত সুপরিচিত পাঠক ব্যতীত অপরের নিকট এই বিদেশীয় পৌরাণিক কাহিনীটির অভিনবত্ব অথবা অসঙ্গতি ধরা পড়ে না।

অস্তে গেলা দিনমণি—প্রথম সর্গের শেষাংশে রাবণ মেঘনাদকে বলিয়াছেন :—

"দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

বীরবাহুর মৃত্যুদিবসে মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতিপদে বরণ করিবার অব্যবহিত পরে সূর্য অস্ত গেল।

একটি রতন ভালে—গোধূলিকালে কেবল উজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারকাকেই (শুক্রগ্রহ বা শুকতারাকে) আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উপমেয়ের (শুকতারার) উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানকেই (রত্নকে) উপমেয়রূপে নির্দেশের ফলে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

মুদিলা সরসে আঁখি বিরস বদনা নলিনী—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরে পদ্মগুলি নিমীলিত হইল। এস্থলে গোধূলিতে এবং নলিনীতে সজীবত্ব আরোপ করায় **সমাসোক্তি অলঙ্কার**।

সরসে—(সরঃ শব্দ সপ্তমীতে) সরোবরে ; অপ্রচলিত প্রয়োগ।

কুলায়—নীড়, পাখীর বাসা।

গাভীবৃন্দ—গাভী শব্দটি অর্ধতৎসম শব্দ হইলেও (গবী > গাভী) সাধু বাংলায় প্রচুরভাবে প্রযুক্ত।

সুচারুতারা—সুন্দর-নক্ষত্র-শোভিতা। শর্বরীর বিশেষণ। **দূরান্বয় দোষ**।

শর্বরী—রজনী।

কূজনি পাখী..........**শর্বরী**—বস্তুর বা স্বভাবের যথাযথ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা হওয়ায় এখানে **স্বভাবোক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

সুগন্ধবহ—সুরভি বায়ু।

বিলাসী—মৃদু মন্দ বায়ু বলিয়া 'শৌখিন'।

কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা—কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন :—
These lines, will, no doubt recall to your mind the lines :—

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils" (Milton)
And—"Like the sweet sound
That breaths upon a bank of violets
Stealing and giving odour". (Twelfth Night 1. 1)

কিন্তু কবির ধারণা ছিল যে, চৌর্যবাচক steal শব্দের পরিবর্তে 'চুম্বন' শব্দের ব্যবহার সার্থকতর হইয়াছে।

দেবীর চরণাশ্রমে—নিদ্রাদেবীর চরণে।

শশিপ্রিয়া—রাত্রি, রজনী। তুলনীয়—রজনীনাথ, নিশাপতি—চন্দ্র।

উত্তরিলা—উপস্থিত হইল, অবতরণ করিল। অব-তৄ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুলনীয় উর শব্দ (১ম সর্গ)। শব্দটি 'উত্তরিলা' (উত্তর করিল) শব্দ হইতে স্বতন্ত্র।

ত্রিদশ-আলয়ে—দেবগণের বাসস্থল স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন, কেবল এই তিনটি দশা প্রাপ্ত হন বলিয়া দেবতাগণকে 'ত্রিদশ' বলা হয়।

পুলোম-নন্দিনী—পুলোমা (পুলোমন্) নামক দানবের কন্যা। পুলোমাকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন।

চামরী—চামর দ্বারা ব্যজনকারী।

ত্রিদিব-বাদিত্র—স্বর্গীয় বাদ্য। ত্রিদিব=স্বর্গ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই দেবতাত্রয়ের আনন্দময় বাসস্থান।

ছয় রাগ, মূর্তিমতী ছত্রিশ রাগিণীসহ—ভারতীয় সংগীতে ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী এবং মেঘ এই প্রধান ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের সঙ্গিনী ছয়টি করিয়া মোট ৩৬ রাগিণীর উল্লেখ আছে।

উর্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা, মিশ্রকেশী—স্বর্গীয় অপ্সরাদের মধ্যে চারিজন।

সুকেশিনী—শুদ্ধরূপ 'সুকেশা' বা 'সুকেশী'।—ইনভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে ছন্দের অনুরোধে -ইনী প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

শিঞ্জিতে—শিঞ্জন অর্থাৎ নূপুরাদি অলঙ্কারের মধুর শব্দের দ্বারা।

সুধারস—অমৃত; nectar।

দেব-ওদন—দেবভোগ্য খাদ্য; ইংরেজি ambrosia শব্দের অন্বর্থক শব্দ চয়ন করা হইয়াছে।

কেশর—পুষ্পরেণু বা পরাগ।

মন্দারদাম—মন্দার ফুলের মালা। নন্দন-কাননের বৃক্ষগুলির মধ্যে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পতরু, ও হরিচন্দন এই কয়টি প্রসিদ্ধ।

বৈজয়ন্ত ধাম—ইন্দ্রের পুরী, অমরাবতীস্থ ইন্দ্রের প্রাসাদ।

পদ্মাক্ষী—কমল-কোরকের ন্যায় সুন্দর ও আয়ত-লোচন-বিশিষ্টা।

পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেত পদ্মের ন্যায় আয়তলোচন যাঁহার: বিষ্ণু।

হে বারীন্দ্রসুতে—হে লক্ষ্মীদেবি! দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস করায় তাঁহাকে সমুদ্রের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভারতীয় পুরাণসম্মত এই কল্পনার সহিত কিন্তু প্রথমসর্গোক্ত সমুদ্রপত্নী 'বারুণী' কর্তৃক লক্ষ্মীকে 'প্রিয়তমা' সখীরূপে উল্লেখ ভারতীয় পুরাণসম্মত নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণের জন্যই এইরূপ অসঙ্গতি আসিয়া পড়িয়াছে।

হে বৃত্রবিজয়ি—হে বৃত্রাসুর-পরাভবকারি ইন্দ্র!

বিলক্ষণ জান তুমি তারে—কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে। অন্য কেহ না জানিলেও রাবণ-পুত্র 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদের কথা ইন্দ্র নিশ্চয়ই ভুলেন নাই।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ—লঙ্কাপুরীস্থ নিকুম্ভিলা নামক পর্বতগুহায় মেঘনাদ অগ্নিদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যুদ্ধে অজেয় হইতেন।

বৈদেহীনাথ—বিদেহ অর্থাৎ মিথিলার রাজকন্যা সীতাপতি রামচন্দ্র।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র গরুড়।

বল-জ্যেষ্ঠ—পরাক্রমে প্রধান।

বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা ইত্যাদি—অন্য সকল পক্ষীর সহিত তুলনায় গরুড় যেরূপ শক্তিশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ অন্যান্য রাক্ষস বীরের তুলনায় সেইরূপই পরাক্রমশালী।

স্বকর্ম—রাগ-রাগিণীদের কর্ম, অর্থাৎ গীতবাদ্য।

বসন্তকালে পাখীকুল যথা ইত্যাদি—লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই এরূপ মধুর যে, বসন্তকালে কোকিলের মধুর স্বর শ্রবণে অন্যান্য পক্ষী যেরূপ স্তব্ধ হইয়া থাকে, লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে দেব-সভাস্থ আলাপপরায়ণ রাগরাগিণীসমূহও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

স্বরীশ্বর—স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র।

পন্নগ-অশনে—সর্পভক্ষক গরুড়কে। পদ্+ন+গ=পন্নগ, যে পদ দ্বারা চলে না। পন্নগ হইয়াছে অশন (খাদ্য) যাহার; **বহুব্রীহি সমাস**।

দম্ভোলি—বজ্র।

তেঁই—<তেঞি<তেন<তেন কারণেন—সেইহেতু।

সর্বশুচি—অগ্নি; অগ্নিস্পর্শে সকল দ্রব্য শুদ্ধ হয়।

উপেন্দ্রপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীদেবী। একসময়ে বিষ্ণু ইন্দ্রের অনুজরূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামান্তর 'উপেন্দ্র'।

বারতা <বার্তা—সংবাদ

না পারি সহিতে ভার—রাবণের পাপভারে প্রপীড়িত হইয়া। কবি রাবণ-চরিত্র অত্যুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও রামায়ণের রাবণ-চরিত্রের নিন্দনীয় অংশটি একেবারে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হন নাই,—হওয়া সম্ভবপরও নহে। সেইজন্য লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাগণের এবং সীতা, সরমা, জটায়ু, বিভীষণ প্রভৃতির উক্তিতে রামায়ণীয় পাপিষ্ঠ রাবণ-চরিত্র মধ্যে মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যে ইঙ্গিত হইয়াছে।

অনন্ত ক্লান্ত এবে—রাবণের পাপভারে পৃথিবী ভারগ্রস্ত হওয়ায় পৃথিবীধারক বাসুকিনাগও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বিরূপাক্ষ—শিব।

কোন পিতা দুহিতারে ইত্যাদি—কোন সদ্‌বিবেচক পিতাই বিবাহের পর কন্যাকে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন না। লক্ষ্মীদেবী শিবের কন্যা; অথচ স্বীয় কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে শিবভক্ত রাবণের মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লঙ্কায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহা শিবের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন কার্য নহে।

ত্র্যম্বক—শিব; ত্রি অম্বক (নেত্র) যাঁহার।

অনম্বর-পথে—আকাশ-পথে। অম্বর শব্দের অর্থও আকাশ। অম্বর শব্দের অর্থান্তর হইল 'বসন', 'আবরণ'। শেষোক্ত অর্থে ন+অম্বর (আবরণ) যাহার=অনম্বর, উন্মুক্ত আকাশ।

কেশব-বাসনা—বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী।

অধোদেশে—স্বর্গ হইতে নিম্নদেশে পৃথিবীস্থ লঙ্কায়।

সোনার প্রতিমা যথা ইত্যাদি—স্বর্গ হইতে লক্ষ্মীদেবী যখন উন্মুক্ত আকাশ-পথে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন, তখন স্বচ্ছ সলিলে বিসর্জিত প্রতিমার উজ্জ্বল বর্ণে জল যেমন ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে, সেইরূপ তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি।

মৃণালের রুচি—পদ্মনালের শোভা।

বিকচ কমল গুণে—প্রস্ফুটিত পদ্মের জন্য।

চলহ দেবী..........শুনলো ললনে!—কার্যোদ্ধারের সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইন্দ্র সুন্দরী শচীকে তাহার সহযাত্রিণী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন যে, বায়ুপ্রবাহ সুরভিত হইলে তাহার আদর সমধিক হয় এবং মৃণালের আদর হয় কেবল তদগ্রে বিকশিত সুন্দর পদ্মটির জন্যই। এস্থলে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সাহায্যে ইন্দ্র শচীকে সহযাত্রিণী হইতে অনুরোধ করায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার** হইয়াছে।

বাহিরি বেগে..........আবরিলা কমল বদন—ইন্দ্রের বিমান আকাশ পথে স্বর্গ হইতে কৈলাসে গমনের সময়ে সেই দেবরথের বিভায় সারা জগৎ আলোকিত হওয়ায় সকলেই প্রভাতে সূর্যোদয় হইতেছে এই ভ্রান্তিতে প্রভাত-কালোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইল। অত্যধিক সাদৃশ্যবশতঃ অত্যুজ্জ্বল ইন্দ্ররথের আকাশে আবির্ভাবকে সূর্যোদয় বলিয়া কবি-কল্পিত ভ্রমের ফলে এস্থলে চমৎকার **ভ্রান্তিমান অলঙ্কার** হইয়াছে।

বাসর<বাসরঘর—প্রচলিত অর্থ:—যে ঘরে নব-বিবাহিত বরবধূ রাত্রি যাপন করে। এখানে কুলবধূর সাধারণ শয়নাগার অর্থই করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে 'কুসুম শয্যা' কেন? স্বামি-স্ত্রী নিত্য পুষ্পশয্যায় শয়ন করেন না।

মানস-সকাশে—মানস সরোবরের তীরে।

শিখিপুচ্ছ চূড়া ইত্যাদি—প্রচুর উদ্ভিজ্জহেতু শ্যামল দেহ কৈলাস পর্বতের চূড়ায় নানা রত্নে গঠিত শিবালয় শ্যামদেহ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভমান। তুলনীয়,—"শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে।"

(তিলোত্তমাসম্ভব ১।৬৭)

ধড়া<ধট—কটিবস্ত্র, বসন।

মানস-সকাশে শোভে..........চর্চিত সে বপুঃ।—উপমেয় কৈলাস পর্বত এবং তদঙ্গীভূত ভবের ভবন, স্বর্ণবর্ণ ফুলরাশি এবং নির্ঝর-নির্গত শুভ্র জলরাশিকে

উপমান শ্রীকৃষ্ণ এবং তদঙ্গীভূত শিখিপুচ্ছ-চূড়া, পীতধড়া এবং শ্বেতচন্দনপ্রলেপ বলিয়া বিতর্ক করায় এখানে অতি চমৎকার **'সাঙ্গ-উৎপ্রেক্ষালঙ্কার'** হইয়াছে

আনন্দ ভবনে—চিরানন্দময় কৈলাসপুরীতে।

বিজয়া ও জয়া—দেবীর সহচরীদ্বয়। পূর্বে জয়া, বিজয়া, পদ্মাবতী ইত্যাদি দেবীরই নানা নাম ছিল। পরে ইহাদের স্বতন্ত্র দেবী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হায়রে, কেমনে,…………ভাবি মনে মনে!—শিব-ভবনের অতুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করিতে কবি সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া খেদোক্তি করিতেছেন। ভাবুক ব্যক্তিরা স্ব স্ব কল্পনাশক্তির সাহায্যে যে যাহার সাধ্যমত কৈলাসের এবং শিব-ভবনের শোভা-সৌন্দর্য কল্পনা করিয়া লউক।

কিনা তুমি জান মাতঃ ইত্যাদি—সর্বজ্ঞা দেবীর পক্ষে পৃথিবীস্থ লঙ্কাসমরের হেতু ও গতি অজ্ঞাত থাকার কথা নহে।

আকুল বিগ্রহে—যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হওয়ায় অস্থির হইয়া।

বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি—পূর্বে দুইবার মেঘনাদ যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াছিল বলিয়া 'পুনঃ'।

পরন্তপ—শত্রু-নিপীড়নে সমর্থ। পর (শত্রু)+তপ+খচ্।

বিশ্বধর শেষ—পৃথিবীধারণকারী অনন্তনাগ।

ইষ্টদেবে—ইষ্টদেব অগ্নিকে।

অবিদিত নহে মাতঃ ইত্যাদি—সর্বজ্ঞা দেবীর নিকট বিশ্বের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মেঘনাদের বলবীর্যের কথাও অজ্ঞাত নহে।

রাবণি—রাবণপুত্র মেঘনাদ।

কুলিশে—বজ্রকে।

কাত্যায়নি—(সম্বোধনে) দেবীর নামান্তরবিশেষ। কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পূজিতা।

পরম অধর্মাচারী ইত্যাদি—বাল্মীকির অনুসরণে এস্থলে ইন্দ্র রাবণকে পরম পাপিষ্ঠরূপে উল্লেখ করিতেছেন। এই কাব্যে কোন কোন রাবণবিরোধী পাত্রপাত্রীর মুখে রাবণের চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটি ইঙ্গিত হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে রাবণের কবিকল্পিত চারিত্রিক অভ্যুন্নতি সবিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পক্ষান্তরে রাবণের তেজস্বী বীর চরিত্রের সহিত তুলনায়, একমাত্র সীতা চরিত্র ব্যতীত, এই সকল ষড়যন্ত্রকারী রাবণদ্বেষী দেবদেবীচরিত্রের স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত প্রকট হইয়া তাহাদের চরিত্রকেই যেন কলঙ্কিত করিয়াছে।

একটি রতনমাত্র—স্ত্রীরত্ন-স্বরূপ সীতা। উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

অমূল<অমূল্য—মহার্ঘ।

পাতি মায়াজাল—রাবণ সীতাহরণ ব্যাপারে কোন বলবীর্যের পরিচয় দেয় নাই। সে প্রথমে মায়ামৃগবেশে মারীচকে প্রেরণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করে, এবং সীতার অনুরোধে রাম মৃগটি ধরিবার জন্য গহন বনে প্রবেশ করিলে, রামই বিপন্ন হইয়া যেন লক্ষ্মণকে সাহায্যার্থ 'আহ্বান' করিতেছেন এই কপট আর্তনাদ দ্বারা লক্ষ্মণকে কুটীর হইতে অপসারিত করিয়া ঋষির ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে।

পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী—রামায়ণে বর্ণিত রাবণ এইরূপই বটে; কিন্তু কবির কল্পিত রাবণ, কবিরই নিজের ভাষায় "a grand fellow."

কহিতে লাগিলা বীণাবাণী ইত্যাদি—দেবীর নিকট ইন্দ্রের অনুনয়ের পর শচীও মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করার জন্য মধুর স্বরে দেবীর অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পরম শৈব রাবণের বিরুদ্ধে দেবীকে প্ররোচিত করার জন্যই দেবদম্পতীর এই আপ্রাণ চেষ্টা।

কি মনোবেদনা ইত্যাদি—দেবী অন্তর্যামিনী বলিয়াও বটে এবং স্বয়ং সতীশিরোমণি বলিয়াও বটে, রামচন্দ্রের বিরহে সীতা কি দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত থাকার কথা নহে।

দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ ইত্যাদি—মেঘনাদ যে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিল এ কথা সে জীবিত থাকিতে কেহই বিস্মৃত হইবে না। মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া দেবী ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রপত্নীরও গ্লানি দূর করুন।

শরমে—লজ্জায় (ফারসী শব্দ)।

জিষ্ণু—সতত জয়শীল ইন্দ্র।

মঞ্জুনাশিনী—'মঞ্জুনাশী' অর্থে সুন্দরী রমণী। 'সর্পিণী', 'সুকেশিনী' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইন্‌ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে—"ইনী" প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে।

বৃষধ্বজ—বৃষের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা, শিব।

যোগাসন নামে শৃঙ্গ—কৈলাস-পর্বতস্থ কবিকল্পিত শৃঙ্গবিশেষ। দেবভূমি 'অলিম্পিয়ার' অন্তর্গত 'আইডা' শৃঙ্গের অনুকরণে এই দুর্গম গিরিশৃঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। আইডাশৃঙ্গে অবস্থিত জুপিটারকে প্রলুব্ধ করার জন্য তৎপত্নী জুনো নিদ্রাদেব সম্‌নাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইলিয়ড কাব্য, ১৪শ সর্গ)।

পক্ষীন্দ্র গরুড় ইত্যাদি—যোগাসন শৃঙ্গের সমুচ্চতা ও দুর্গমতা জ্ঞাপক।

অদিতি-নন্দন—অদিতির পুত্র ইন্দ্র। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে দেবগণের উৎপত্তি হয়।

ত্রিপুরারি—ত্রিপুর নামক অসুরের নিহন্তা শিব। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় পুরীরূপে আকাশে সঞ্চরণশীল এই অসুর নানারূপ উৎপাত সৃষ্টি করিতে থাকায় শিব ইহাকে বধ করেন।

বিনাশি, দেবি ইত্যাদি—মেঘনাদবধের উপায় করিয়া রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করিলে দেবী ত্রিভুবনকে রাক্ষসগণের ত্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, ধর্মের জয় হইয়া ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, রাবণের পাপভার হইতে মুক্ত হওয়ায় পৃথিবী লঘুভার হইবে, বাসুকির শ্রম লাঘব হইবে, এবং সর্বোপরি দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্র প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিবেন। এক মেঘনাদবধের ব্যবস্থা দ্বারা এক সঙ্গে এতগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

হেনকালে গন্ধামোদে ইত্যাদি—ইন্দ্র ও শচী মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবীর অনুনয় করিবার কালে অকস্মাৎ পুষ্পের সুগন্ধে কৈলাস পূর্ণ হইল এবং দূরাগত কোকিল-রবের ন্যায় মৃদু ও মধুর 'শঙ্খ ঘণ্টা' ধ্বনি কৈলাসে আসিয়া পৌছিল। পৃথিবীতে ভক্তগণ দেবদেবীর উপাসনা করিলে কিরূপ সূক্ষ্মভাবে তাহার সাড়া স্বর্গে আসিয়া পৌছায়, কবি এখানে তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন।

ভবেশ-ভাবিনী—শিবের মনোমোহিনী উমা। ভাবিনী শব্দের অর্থ হাবভাব-বিশিষ্টা বিদগ্ধা নারী ; coquettish. ভামিনী শব্দও প্রায় অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে 'কোপনস্বভাবা নারী' ; shrew.

কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে—রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার বৃত্তান্ত বাল্মীকি উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু পুরাণান্তরে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণবধ কামনায় রামচন্দ্রের নীলোৎপল দ্বারা দেবী-পূজার উল্লেখ আছে। শরৎকালে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। তখন দক্ষিণায়ন এবং শাস্ত্রমতে দেবগণের রাত্রিকাল। অসময়ে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া পূজার পূর্বে রামকে দেবীর বোধন করিতে হইয়াছিল।

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গগনে—দেবীর আজ্ঞানুসারে বিজয়া মন্ত্রাদির সাহায্যে এবং খড়ি দিয়া ভূমিতে ছক কাটিয়া গণনা করিয়া ব্যাপারটি জানিয়া লইলেন।

সংঘটিত—মিলিত।

বারি সংঘটিত—জলপূর্ণ।

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া—কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র হনূমানের সাহায্যে নীলোৎপল সংগ্রহ করিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কাঞ্চন আসন ত্যজি—ইন্দ্র ও শচীর সমবেত প্রার্থনায় দেবী শিবের অসন্তোষজনক যে কার্য করিতে স্বীকৃত হন নাই, এক্ষণে ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সহজেই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধূর্জটি—ধূর্ (বিশ্বের ভার) বহন করেন যিনি ; শিব।

দ্বিরদ-গামিনী—গজবৎ মন্থরগতিবিশিষ্টা। দ্বি+রদ (দন্ত) যাহার, হস্তী।

চিররুচি—চিরকাল যাহার শোভা অক্ষুণ্ণ থাকে।

চির-বিকচিত—চিরকাল যাহা সমভাবে বিকশিত থাকে, কখনও ম্লান হয় না।

ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল।

স্বপনে শুনিয়া শিশু ইত্যাদি—কৈলাসের আনন্দোৎসবের সূক্ষ্ম তরঙ্গ পৃথিবীতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট স্ব স্ব অভীষ্ট মধুরধ্বনিরূপে আসিয়া পৌঁছিল।

ভেটিব—অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে গমন করিব। অভি+অটন (গমন) হইতে উৎপন্ন।

পরিমল—চন্দন, কস্তূরী, কর্পূর প্রভৃতি বস্তুর মর্দনোত্থ সুরভি। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ সুগন্ধ অর্থে ব্যবহৃত।

নিশান্তে—প্রভাতে।

ত্বিষাম্পতি-দূতী—কিরণরাশিসম্পন্ন গ্রহগণের অধিপতি সূর্যের দূতী ; উষার বিশেষণ। ত্বিষাম্ পতি। অলুক ৬ষ্ঠীতৎ।

নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ইত্যাদি—দেবীর স্মরণমাত্র রতি আসিয়া দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। দেবীও সুন্দরী, রতিও সুন্দরী। উভয় সৌন্দর্যের পার্থক্য কবি অতি চমৎকাররূপে সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পার্বতী উষার ন্যায় মহিমময়ী এবং রতি প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় মনোলোভা। রতি আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিল,—যেন প্রভাতে সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলটি মৃদু বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া সূর্যের আগমনবার্তা-বহনকারিণী উষাদেবীর উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

সমাধি—ধ্যান।

পিনাকী—ত্রিশূল অথবা ধনুকধারী শিব। শিবের ত্রিশূল এবং শিবধনুঃ উভয়কেই পিনাক বলে।

ঋতুপতি—বসন্ত, শিবের সহিত উপমিত।

বনস্থলী কুসুমকুন্তলা—পুষ্পসমৃদ্ধ বনভূমি ; রত্নালঙ্কারভূষিতা দেবীর সহিত উপমিত।

বিনানিলা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেণী রচনা করিল।

রত্নসঙ্কলিত-আভা—নানারূপ রত্নের সমাবেশে উজ্জ্বল।

কৌষেয় (কৌশেয়)—কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন সূত্রে প্রস্তুত ; ক্ষৌম, পট্ট।

লাক্ষারস—অলক্তক, আলতা।

রসান <রসায়ন—স্বর্ণকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যবহৃত প্রস্তরবিশেষ অথবা রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষ।

রসানে মার্জিত ইত্যাদি—দেবী স্বভাবতঃই অতুলনীয়া সুন্দরী। তদুপরি রতির প্রসাধন ও বেশভূষা ধারণে তাঁহার সৌন্দর্য রসান প্রয়োগে উজ্জ্বলীকৃত স্বর্ণের ন্যায় সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

স্মর-হর-প্রিয়া—কামদেবের নিধনকর্তা শিবের প্রেয়সী পার্বতী।

স্মর-প্রিয়া—কামদেবের প্রেয়সী রতি।

আসে যথা ইত্যাদি—প্রবাসে অবস্থিত ব্যক্তির নিকট স্বদেশীয় ভাষার সংগীত দুর্লভ বলিয়া প্রবাসে সেইরূপ সংগীত শ্রবণে সে যেমন মনের আনন্দে ব্যগ্রভাবে সেখানে ছুটিয়া আসে, রতির স্মরণমাত্রে কামদেবও সেইরূপ ব্যগ্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মায়ার নন্দন মদন—ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলিয়াছেন,—শিবের কোপানলে ভস্মীভূত হইবার পর মদন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহৃত হইয়া শম্বর নামক দৈত্যের গৃহে মায়াবতী নাম্নী ছদ্মবেশিনী রতি কর্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হন। সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই মদনকে মায়ার নন্দন বলা হইয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও মায়াবতীর কথা আছে।

উত্তরিলা ভয়ে—এখানে মদনের আশঙ্কার সহিত অনুরূপ ক্ষেত্রে ইলিয়ড কাব্যে বর্ণিত সম্নাসের আশঙ্কা তুলনীয় :—

Somnus to Juno :—

"But how unbidden shall I dare to steep
Jove's awful temples in the dew of sleep ?
Long since too venturous, at thy bold command
On these eternal lids I laid my hand,
What time deserting Ilion's wasted plains,
His conquering son, Alcides, plunged the main ;

When lo ! the deeps arise, the tempests roar,
And drive the hero to the ocean-shore ;
Great Jove awaking, shook the blessed abodes
With rising wrath, and tumbled gods on gods :
Me chief he sought, and from the realms on high
Had hurled indignant to the nether sky"—etc.

And Juno's reply :—

' Vain are thy fears," the Queen of heaven replies,
And speaking rolls her large majestic eyes :
"Thinkest thou that Troy has Jove's high power won,
Like great Alcides,—his all-conquering son ?
Hear and obey the mistress of the skies,
Nor for the deed expect a vulgar prize :
For, know, thy loved one shall be ever thine
Thy youngest Grace,—Pasithae the divine,"-etc.

(Iliad.-XIV)

যে কৌশলে মধুসূদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর অদ্ভুত সমন্বয়সাধনে এবং মূল গ্রীক কাহিনীটিকে ভারতীয়করণে সমর্থ হইয়াছেন তাহা লক্ষণীয়।

ফুলশর—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন গুণবিশিষ্ট যথাক্রম অরবিন্দ, অশোক, চূত (আম্রমঞ্জরী), নবমল্লিকা এবং নীল (মতান্তরে রক্ত) উৎপল,—কামদেবের পঞ্চ পুষ্পশর।

হাহাকার রবে ডাকিনু বাসবে ইত্যাদি—কারণ এই সকল দেবতার অনুরোধেই কামদেব শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে স্পর্ধিত হইয়াছিলেন।

বিভাবসু—অগ্নি।

ক্ষেমঙ্করি—(সম্বোধনে) শুভঙ্করি, মঙ্গলদাত্রি।

মিনতি—অনুনয়, কাতর প্রার্থনা। প্রার্থনাবাচক আরবী 'মিন্নৎ' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' > বিঞঞত্তি > 'বিনতি' শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন 'জোড়কলম' শব্দ।

যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা ইত্যাদি—উপযুক্ত ভেষজবিদ্যাবলে প্রযুক্ত প্রাণবিনাশক অতি তীব্র বিষ যেরূপ প্রাণদায়ক ঔষধে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রথমবারে অশুভমুহূর্তে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গেলে শিবের ললাটস্থ যে অগ্নি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, আজ দেবীর প্রভাবে সেই অগ্নিই কামদেবকে পরম আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিবে।

মুহূর্তে মাতিবে মাতঃ ইত্যাদি—মোহিনী বেশে দেবীকে দেখিলে সমগ্র জগৎ তাঁহার রূপে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। বিশ্বজননী পার্বতীর নিকট সন্তানতুল্য কামের এই উক্তি অসঙ্গত। ভারতীয় দেবদেবীচরিত্রের উপর অতিরিক্তভাবে হোমরীয় দেবদেবী-চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়ায় এইরূপ **পাত্রানৌচিত্য দোষ** ঘটিয়াছে।

সুরাসুরবৃন্দ যবে ……… এদাসের শরে।—সমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃত বণ্টন করিবার সময়ে বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি ধারণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। **পৌরাণিক প্রসঙ্গ** (Allusion) **অলঙ্কার**। বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি দর্শনে বিবদমান দেবদানব অমৃতের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

অধর-অমৃত-আশে……উচ্চ কুচযুগ!—অমৃত, নাগদল এবং মন্দারপর্বত, এই উপমানসমূহের বৈকল্য অথবা বৈফল্য প্রদর্শন করায় এখানে **প্রতীপ অলঙ্কার**।

মলম্বা<আরবী মুলম্মা (সোনার পাত)।

মলম্বা অম্বরে তাম্র ইত্যাদি—স্বর্ণপত্রে আচ্ছাদিত তাম্রখণ্ডই যদি দেখিতে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, তাহা হইলে তাম্রের মিশ্রণশূন্য বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ড কত বেশি মনোহর হইবে! নারীর ছদ্মবেশে পুরুষ বিষ্ণুই যদি মোহিনী বেশে জগৎকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী দেবীর রূপের ত কথাই নাই। 'অপ্রস্তুত' মলম্বা-অম্বরে তাম্র ও বিশুদ্ধ কাঞ্চনের পার্থক্য দ্বারা 'প্রস্তুত' নারীবেশী বিষ্ণুর ও দেবীর মোহিনীরূপের পার্থক্য ব্যক্ত হওয়ায় **অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার**।

সুবর্ণ বরণ ঘন—স্বর্ণবর্ণ মেঘ। ইলিয়ড কাব্যে বহুস্থলে দেবদেবীগণ মায়ামেঘের আবরণে দেহ আবৃত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩য় সর্গে স্বর্ণমেঘের অন্তরালে থাকিয়া আফ্রোদিতি মেনেলাউসের আক্রমণ হইতে প্যারিসকে রক্ষা করেন; ১৪শ সর্গে জুপিটার ও জুনো স্বর্ণবর্ণ মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করেন; ২০শ সর্গে স্বর্ণমেঘের অন্তরালে থাকিয়া এপোলো আকিলিসের আক্রমণ হইতে হেক্টরকে রক্ষা করেন।

হায়রে, নলিনী যেন ইত্যাদি—স্বর্ণমেঘ উজ্জ্বল বটে, কিন্তু দেবীর কান্তি তদপেক্ষা বহুগুণে উজ্জ্বলতর বলিয়া স্বর্ণমেঘের দ্বারা দেবী দেহ আবৃত করিলে মনে হইল, (১) যেন দিবাবসানে পদ্ম ম্লান হইয়া গেল; (২) যেন উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ভস্মাচ্ছাদিত হইল,

(৩) যেন চন্দ্রমণ্ডলে রক্ষিত উজ্জ্বল সুধাভাণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তিত সুদর্শন চক্রের ছায়া পতিত হওয়ায় তাহার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া পড়িল। একাধিক উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে স্বর্ণমেঘাচ্ছাদিত দেবীর রূপ বর্ণনার চেষ্টার ফলে **মালোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার** হইয়াছে।

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত—হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত।

মেঘাবৃতা যেন উষা—স্বর্ণমেঘাবৃত দেবী কৈলাসের গজদন্তনির্মিত দ্বারপথে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে অরুণরাগরঞ্জিত মেঘাবৃত উষার ন্যায় আবির্ভূত হইলেন।

কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী—দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন;—পশ্চাতে অস্ত্রাদি-সমন্বিত মদন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় অস্ত্র-সজ্জিত মদনের পুরোভাগে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী দেবীকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কণ্টকময় মৃণালের অগ্রভাগে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম অবস্থিত। তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দুইটি পৃথক বাক্যে উপমেয় কামের পুরোবর্তিনী দেবীর সহিত উপমান মৃণালের অগ্রে স্থিত পদ্মের সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার**।

ভৃগুমান—ভৃগু (উচ্চ শৃঙ্গ) বিশিষ্ট।

জলদল—পর্বতের উপরিস্থ নির্ঝর ও জল-প্রপাতের জলরাশি।

নীরবিলা—নির্ঝর ও প্রপাতের গর্জনশীল জলরাশি দেবীর আগমনহেতু শান্ত এবং স্তব্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল।

জলকান্ত যথা শান্ত শান্তি-সমাগমে—ঝড়ের পর প্রকৃতি শান্ত হইলে গর্জনকারী সমুদ্র যেমন স্তব্ধ হয়।

কপর্দী—কপর্দ অর্থাৎ জটাজূটধারী শিব।

তপসী—তপস্বী, তাপস। (অপ্রচলিত)

বিভুতি-ভুষিত—ভস্মানুলিপ্ত।

কহিলা মদনে হাসি ইত্যাদি—দেবী যে উদ্দেশ্যে কামদেবকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য শিবের প্রতি পুষ্পশর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। এস্থলেও গ্রীক দেবী জুনোর প্রভাব পতিত হইয়া জগজ্জননী পার্বতীর চরিত্র অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছে।

শম্বর-অরি—মদন। মদনভস্মের পর মদন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিলে শম্বর তাহাকে কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহরণ করে, এবং প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তৎকর্তৃক নিহত হয়।

মীনধ্বজ—মৎস্যের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা; কামদেব।

শিঞ্জিনী—ধনুর জ্যা বা ছিলা।

সম্মোহন শর—কামের প্রথম পুষ্পশর।

শিহরিলা শূলপাণি ইত্যাদি—কামশরে বিদ্ধ হইয়া শিব অকস্মাৎ অধীর হইয়া উঠিলেন। কুমারসম্ভবে বর্ণিত অনুরূপ ক্ষেত্রে শিবের চিত্রের সহিত এই চিত্রের তুলনা করিলে মধুসূদনের কল্পিত শিব অতি সাধারণব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়া আসেন। কুমারসম্ভবে কালিদাস বলিয়াছেন :—

"হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।"

কামশরের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিবের উপর পতিত হইল বটে, কিন্তু যোগিশ্রেষ্ঠ জগৎপিতার মানসিক সংযম ও গাম্ভীর্য চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় 'কিঞ্চিন্মাত্র' বিচলিত হইল।

ভালে—ললাটস্থ নেত্রে।

চিত্রভানু—অগ্নি।

ভয়াকুল ফুলধনু ইত্যাদি—ভীত ত্রস্ত কামদেব তৎক্ষণাৎ পার্বতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই চিত্রটি কল্পনার সময়ে কবির মনে গ্রীক্ পুরাণোক্ত 'শিশু মদনের' (Child Cupid) ভাবটি নিশ্চয়ই ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা কামদেবের পক্ষে দেবীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় কল্পনা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়া উঠে।

কেশরি-কিশোর—সিংহশিশু।

এ দাসীরে ভুলি, ইত্যাদি—শিব অকস্মাৎ পার্বতীর দুর্গম যোগাসন-শৃঙ্গে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে পার্বতী প্রকৃত হেতু গোপন করিয়া উত্তর করিলেন যে, বহুদিন শিবের পাদপদ্ম দর্শন না করায় তিনি সেখানে আসিয়াছেন। ইলিয়ড কাব্যেও অনুরূপ স্থলে জুনো জুপিটারের নিকট কপট উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

একাকী প্রত্যূষে ইত্যাদি—প্রসিদ্ধি আছে যে, সন্ধ্যাসমাগমে চক্রবাক-দম্পতী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রভাতে পুনর্মিলিত হয়।

যে রমণী ……প্রাণকান্ত তার—এস্থলে উপমেয় পতিব্রতা নারীর একাকিনী পতির নিকটে গমন পৃথক বাক্যে তুলনাবাচক যথাদি শব্দ ব্যতীত পরবর্তী বাক্যস্থিত উপমান চক্রবাকীর একাকিনী চক্রবাকের নিকট গমনের সহিত তুলিত হওয়ায় **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার**।

অজিন-আসনে—চর্মাসনে।

শিলীমুখবৃন্দ—ভ্রমরগণ।

মনসিজ—কামদেব। মনসি (মনে) জন্মে যে, ৭মী অলুক্‌ সমাস।

কুসুমেষু—পুষ্পশরবিশিষ্ট কামদেব।

লজ্জাবেশে রাহু আসি ইত্যাদি—কামশরে বিদ্ধ শিবকে কামোন্মত্ত দেখিয়া শিবের মস্তকস্থ চন্দ্র লজ্জায় রাহুগ্রস্ত অবস্থার ন্যায় ম্লানদশা প্রাপ্ত হইল এবং ললাটস্থ অগ্নিও ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

মোহন-মূরতি ধরি—যোগিবেশ ত্যাগ করিয়া মোহন বেশে। হরপার্বতীর এই চিত্র পুরাণসম্মত নহে। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত জুপিটার-জুনোর বিলাস-বৃত্তান্ত অবলম্বনে ইহা কল্পিত হইয়াছে।

কহিলা হাসিয়া দেব—পার্বতী তাঁহার আগমনের কারণ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলেও সর্বজ্ঞ শিব প্রকৃত কারণ জানেন বলিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন। শিবের এই সর্বজ্ঞত্ব তাঁহার চরিত্রকে যেন আরও হীন করিয়া ফেলিয়াছে। সকল ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও কেবল স্ত্রৈণতার জন্য তিনি পরম-ভক্তের বিনাশের উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাক্তনের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিলেন।

ভারে আদেশ—ইন্দ্রকে আদেশ কর।

মায়াদেবী—পুরাণে মায়াদেবী (মহামায়া) এবং পার্বতী অভিন্ন, কিন্তু মেঘনাদবধ-কাব্যে মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আবার এই সর্গেই অন্যত্র ইহাকে "কুহকিনী শক্তীশ্বরী"ও বলা হইয়াছে। ভারতীয় ও গ্রীসীয় পৌরাণিক আখ্যান ও চরিত্রের সংমিশ্রণ সাধন করায় মধুসূদন কোন কোন স্থলে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা ইহারই নিদর্শন।

নীড় ছাড়ি উড়ে ইত্যাদি—পক্ষী যেমন নীড় হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে উড্ডীন হয় সেইরূপ ভবানীর বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গত হইয়া কামদেব আকাশ-পথে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সে সুখ-সদন—দেবীর বক্ষঃস্থল কামদেবের পক্ষে সুখময় নিবাস। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে, "কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে।"

ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি—পুঞ্জ পুঞ্জ স্বর্ণবর্ণ মেঘ সুরভিত বায়ু-প্রবাহের সহিত রাশি রাশি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করিয়া বিশ্রম্ভালাপরত হরপার্বতীকে বেষ্টন করিল।

হৈমময়—হৈম বা হেমময়। স্বর্ণময়। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ।

মধুসখা—বসন্ত ঋতুর সখা কামদেব।

পসারি<প্রসারি—বিস্তৃত করিয়া।

ললনে—ললনাকে, সুন্দরী রতিকে।

পাই প্রাণধনে ধনী—সুন্দরী রতি প্রাণস্বরূপ পতি কামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া।

সারী-শুক—শুক (টিয়াপাখী) পুরুষ এবং সারী স্ত্রীপক্ষী বলিয়া কল্পিত। কিন্তু পক্ষিতত্ত্বে সারী বা সারিকা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় পক্ষী। সারিকা>সালিক, শালিক।

স্মরি পূর্বকথা যত—শিবের ক্রোধানলে মদনভস্ম, রতির সহমৃতা হইবার উদ্যোগ ইত্যাদি পূর্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া।

কিরে<কিরিয়া<সচ্চ-কিরিয়া<সত্যক্রিয়া—অগ্নি, বিষ, শস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে শপথ ; শপথ, দিব্য।

ছায়ার আশ্রয়ে কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !—রতির অমূলক ভীতি দূর করিবার জন্য কামদেব বলিলেন যে, ঘন ছায়ায় অবস্থিত ব্যক্তিকে সূর্যকিরণ যেমন তাপিত করিতে পারে না, সেইরূপ দেবীর স্নেহময় আশ্রয় লাভ করায় শিবের ক্রোধানল তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। প্রস্তুতের উল্লেখ না করিয়া অপ্রস্তুত ছায়া এবং ভাস্করকর দ্বারা দেবীর স্নেহ এবং শিবের ক্রোধ নির্দেশ করায় **অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার**।

অগ্নিময়তেজঃ বাজী—অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অশ্ব। ইংরেজি "Fiery steed"-এর অনুবাদ।

অকম্প চামর শিরে—বেগগমনহেতু অশ্বের স্কন্ধের কেশরাজিকে স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (তুলনীয় :—'নিষ্কম্প-চামর-শিখাঃ"—শকুন্তলা ১।১)

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।

দেউলে <দেবকুলে—দেবীমন্দিরে।

সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত আভাময় স্বর্ণাসনে—প্রখর সূর্যের কিরণ-সমূহ একত্র করিলে যেরূপ দীপ্তি সম্ভব হয় সেইরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণময় সিংহাসনে।

কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী—কৃত্তিকাগণের প্রিয় পুত্রস্বরূপ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। বল্লভ=প্রিয় (প্রণয়ী বা পতি অর্থে)। সন্তান অর্থে বল্লভ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত বলিয়া এস্থলে **নিহতার্থতা দোষ** হইয়াছে। উমার গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তিনি শরবনে পরিত্যক্ত হন। আকাশপথে গমনকালে ছয়জন কৃত্তিকা তাহাকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যপ্রযুক্ত সকলে একসঙ্গে স্তন্যদান করিতে উদ্যত

হইলে শিশুটি ছয় মুখে ছয়জন ধাত্রীর স্তন্য পান করেন। ছয় কৃত্তিকার পুত্রস্থানীয় বলিয়া শিশুর নাম কার্ত্তিক, কার্ত্তিকেয় এবং ষাণ্মাতুর, এবং ছয়মুখবিশিষ্ট বলিয়া নামান্তর 'ষড়ানন'। তুলনীয়,—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত, কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।" (তিলোত্তমাসম্ভব—৩।২৬৫)

সেনানী—সেনাপতি। কার্ত্তিক দেব-সেনাপতি।

সুনাসীর—শোভন সৈন্যদলের পশ্চাতে অবস্থিত ইন্দ্র। নাসীর=সৈন্যাগ্রভাগ, (vanguard)।

দিবাকর-পরিধি যেমতি—বিশাল উজ্জ্বল ঢালখানি বিশালতায় এবং ঔজ্জ্বল্যে সূর্যগোলকস্বরূপ।

কিন্তু হেন বীর নাহি ইত্যাদি—তারকাসুরকে কার্ত্তিকেয় রুদ্রতেজঃপূর্ণ যে সকল অস্ত্রসাহায্যে বধ করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্র দ্বারাই কেবল মেঘনাদের নিধন সম্ভবপর। কিন্তু মেঘনাদের পরাক্রম এতই অধিক যে, এই সকল দৈবাস্ত্র সাহায্যেও স্বাভাবিক ন্যায়যুদ্ধে তাহাকে বধ করা যাইবে না।

পূর্বাশা—পূর্বদিক, প্রাচী।

পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া—প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিক্-চক্রবাল প্রদীপ্ত স্বর্ণের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তৎপূর্বে রাত্রির অন্ধকার অপনোদনের সহিত পূর্বদিক ঈষৎ আরক্ত উষার আবির্ভাবে গোলাপীবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। দুইটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে কবি এই সুন্দর দৃশ্যটি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। উষা আবির্ভূত হইয়া নিজের পদ্মকর দিয়া প্রথমে রাত্রির অন্ধকারময় কপাট খুলিতে থাকেন। তাঁহার পদ্মকরস্পর্শে অন্ধকার ঈষৎ গোলাপী আভা ধরে। পরে কপাট সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করিয়া দিলে পূর্বাশার স্বর্ণময় দ্বার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুলনীয়,—"উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে একচক্ররথ, খুলি পদ্মকর দিয়া পূর্বাশার হৈমদ্বার!" (তিলোত্তমাসম্ভব—১।২১৩)

তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী ইত্যাদি—তোমার চিরদিনের ভীতিস্থলস্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মৃত্যুবরণ করিয়া তোমাকে ভয়শূন্য করিবে। কেহ কেহ বীরেন্দ্র-কেশরী শব্দকে লক্ষ্মণবোধক শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা করিলে বাক্যটি অযথা 'দূরান্বয় দোষদুষ্ট' হইয়া পড়ে এবং উহা করা নিরর্থক।

লঙ্কার পঙ্কজ রবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কবি মেঘনাদের বিশেষণরূপে কথাটি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটির সমাসগঠন যথাযথ

হয় নাই। "লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি", অথবা "লঙ্কা-পঙ্কজের রবি" সঙ্গততর প্রয়োগ হইত। তুলনীয়,—"কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু"—(১ম সর্গ)। কবি অন্যত্র নির্দোষ সমাসগঠনও করিয়াছেন :—"কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ"—(চতুর্দশপদী কবিতা), "পৌরব-পঙ্কজ-রবি চিররাহুগ্রাসে"—(বীরাঙ্গনা কাব্য) ইত্যাদি।

চিত্ররথ—গন্ধর্বপতি। কিছু পরে ইন্দ্র নিজেই তাঁহাকে 'হে গন্ধর্বকুলপতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

মেঘদলে আমি আদেশিব আবরিতে গগনে—সতর্ক রাক্ষস প্রহরীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য।

বায়ুপতি—পবনদেব, গ্রীকপুরাণের বায়ুদেব Æolus-এর আদর্শে কল্পিত।

কারারুদ্ধ বায়ুদলে—এই ভাবটিও গ্রীকপুরাণ হইতে গৃহীত। প্রথম সর্গেও বারুণী-মুরলা-সংবাদে ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। তুলনীয়,—

"Here Æolus in a cavern vast
With bolt and barrier fetters fast
Rebellious storm and howling blast." (Æneid, Book I)

দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব কর, সংগ্রাম কর। (ক্রিয়াপদ)

বৈরী বারিনাথ—গ্রীকপুরাণে বায়ুদেব Æolus ও সমুদ্রদেব Nereus পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন।

নির্ঘোষে—নির্ঘোষ বা ভীষণ গর্জন সহকারে (ক্রিয়া-বিশেষণ)। তুলনীয়,—"গর্জিয়া উঠিলা সিন্ধু দ্বন্দ্বে রত সদা, চিরবৈরী হেরি ; সাজিল তরঙ্গদল রণরঙ্গে মাতি।"

(তিলোত্তমাসম্ভব—৩।৩৮৫)

অন্তরিত পরাক্রমে—অন্তর্নিহিত শক্তিতে। অন্তর্নিহিত অর্থে অন্তরিত শব্দের প্রয়োগ অবাচকতা দোষ।

জাঙ্গাল<জঙ্গাল—বাঁধ।

তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্বতের মত।

মন্দ্রে—গর্জনধ্বনিসহ (ক্রিয়াবিশেষণ)।

জীমূত—মেঘ।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

দম্ভোলি—বজ্র।

মহাঝড় বহিল আকাশে—এই ঝটিকা বর্ণনায় ভার্জিলের ঈনীড্ কাব্যে বর্ণিত ঝটিকার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

আসার—ধারাবর্ষণ।

আচম্বিতে—অকস্মাৎ।

দিবাকর যেন অংশুমালী—কিরণশোভিত সূর্যবৎ। তুলনীয়,—"দিনমণি যেন অংশুমালী" (১ম সর্গ। ২০৬)।

সারসন—কটিবন্ধ।

রাশিচক্র—আকাশস্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ নক্ষত্রমণ্ডল। সূর্য প্রতি মাসে এক এক রাশিতে অবস্থান করেন।

রাশিচক্র-সম তেজোরাশি—চিত্ররথের পরিহিত কটিবন্ধ আকাশস্থ রাশিচক্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

সৌর কিরীটের আভা স্বর্ণময়ী—সূর্যমণ্ডলের ন্যায় ভাস্বর মুকুটের স্বর্ণময় দীপ্তি।

ত্রিদিব ব্যতীত আহা, ইত্যাদি—চিত্ররথের দেবোচিত আকৃতি ও কান্তিদর্শনে রামচন্দ্র সহজেই তাঁহাকে দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, 'হে ত্রিদিববাসি' সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গের অধিবাসী ব্যতীত এরূপ মহিমময় রূপ অন্য কাহারও হইতে পারে না।

পাদ্য, অর্ঘ্য—সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য পাদপ্রক্ষালনের জল এবং মস্তকে পুষ্পাদিরচিত বরণসামগ্রী।

এ শুভসংবাদে—দেবগণ রামচন্দ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং স্বয়ং পার্বতী তাঁহার প্রতি অনুগ্রহশীলা এই সংবাদে।

সত্যদেবী সেবা—ইংরাজিতে সত্য (Truth) স্ত্রীরূপে কল্পিত।

বলি—পূজার উপকরণ।

শান্তিলা—শান্ত হইল।

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ ইত্যাদি—ঝড়বৃষ্টির ফলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চন্দ্র-তারকালুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং লঙ্কাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ঝড়ের অবসানে আকাশ পরিষ্কার হইয়া আবার চন্দ্রতারকা আবির্ভূত হওয়ায় তাহাদের আলোকে লঙ্কাপুরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কৌমুদিনী<কৌমুদী—জ্যোৎস্না। -ইন-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীপ্রত্যয়ের সাদৃশ্যে ইনী প্রত্যয়।

তরল সলিলে পশি, কৌমুদিনী ইত্যাদি—ঝড়ের পর প্রকৃতি শান্ত হইলে সরোবরাদির নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছজলে শুভ্র জ্যোৎস্না অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ঝড়ের সময় চন্দ্র অদৃশ্য হওয়াতে কুমুদফুলগুলি ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল; এক্ষণে পুনরায় চন্দ্র আকাশে শোভা পাওয়ায় কুমুদগুলিও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

রজোময়<রজতময়—রৌপ্যবৎ শুভ্র। **অবাচকতা দোষ।** তুলনীয়,—"উৎস রজঃছটা" এবং "রজঃকান্তি-ছটা-বিভ্রম"—(১ম সর্গ)।

রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ—ঝটিকারম্ভে প্রহরী রাক্ষসগণ আশ্রয়লাভের জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল ("পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।")। ঝটিকাবসানে তাহারা পুনরায় স্বকর্মে বহির্গত হইল।

অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ—লক্ষ্মী, ইন্দ্র, শচী, পার্বতী, শিব, মায়াদেবী প্রভৃতির সহায়তায় লক্ষ্মণের দৈবাস্ত্রলাভই এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া ইহার নাম কবি 'অস্ত্রলাভ' রাখিয়াছেন।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

তৃতীয় সর্গ

মেঘনাদবধ-কাব্যের দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটনার ন্যায় তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাও সম্পূর্ণরূপে রামায়ণ-বহির্ভূত। প্রথম সর্গের শেষ ভাগে লঙ্কাপুরীর বহির্দেশে প্রমোদোদ্যানে মেঘনাদের ব্যসনমত্তভাবে অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। এই চিত্রটি ট্যাসো-রচিত 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্য হইতে গৃহীত। বীরবাহু-নিধনের পর ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর নিকট লঙ্কার শোচনীয় অবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া বীর মেঘনাদ তৎক্ষণাৎ বিলাসবেশ পরিত্যাগ করিয়া বীর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিমানযানে রামচন্দ্র কর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার অনুমতি লাভ করিয়া সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন। এখানেই প্রথম সর্গোক্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি।

দ্বিতীয় সর্গের ঘটনা আদ্যন্ত দৈব-ষড়্যন্ত্র। বীর মেঘনাদ ইতঃপূর্বে দুইবার রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিতে সমুৎসুক লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ইন্দ্রসভায় যাইয়া ইন্দ্রকে শিবের আনুকূল্য-লাভের জন্য কৈলাসে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র ও শচী কৈলাসে যাইয়া পার্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রামচন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়া মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। শিবানুগৃহীত রাবণের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে দেবী প্রথমে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিপন্ন রামচন্দ্র মর্ত্যে তাঁহার আরাধনা করায় দেবী ভক্তের মঙ্গলের জন্য যোগাসন নামক পর্বতশৃঙ্গে তপস্যারত শিবের নিকট গমন করিতে এবং শিবকে বশীভূত করিয়া মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন। রতির সাহায্যে মোহিনীবেশে সজ্জিত হইয়া পার্বতী কামদেবকে সঙ্গে লইয়া শিবের ধ্যানভঙ্গ করিলেন এবং রূপমুগ্ধ শিবের নিকট জ্ঞাত হইলেন যে, মায়াদেবীর প্রসাদে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। কামদেব এই সংবাদ ইন্দ্রকে দিলে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীর নিকটে যাইয়া পুরাকালে কার্তিকেয় যে সকল দৈবাস্ত্রে তারকাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র সমুদয় গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গন্ধর্বপতি চিত্ররথের সাহায্যে রাক্ষসগণের অগোচরে সেই সকল দৈবাস্ত্র লঙ্কায় রাম-শিবিরে প্রেরণ করিয়া রামচন্দ্রকে দেবতাগণের শুভেচ্ছা ও সাহায্যের কথা

জ্ঞাপন করিলেন। এই কাহিনীটি ইলিয়ড কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত কাহিনী হইতে গৃহীত। সেই স্থলে ট্রয়নগরীর প্রতি বিরূপা জুনোদেবী উক্ত নগরীর প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ জুপিটারকে 'আইডা'-পর্বতশৃঙ্গে স্বীয় রূপে মুগ্ধ এবং নিদ্রাদেব সম্নাসের সাহায্যে নিদ্রাভিভূত করিয়া সেই অবসরে ট্রয়ের সর্বনাশ সাধন করিবার ব্যবস্থা করেন। সম্পূর্ণরূপে অভিনব বিদেশীয় পুরাণের এই ঘটনাটিকে মধুসূদন অতি সুকৌশলে রামায়ণীয় ঘটনার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটনা পরিবেশন করিয়াছেন।

তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনা হইতেছে মেঘনাদের প্রমোদোদ্যান ত্যাগের পর বিরহিণী মেঘনাদপত্নী প্রমীলার স্বামীব সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে অবরুদ্ধ লঙ্কানগরীতে প্রবেশ। রামায়ণে প্রমীলার উল্লেখমাত্র নাই। নামটি যে কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে উল্লিখিত নারীরাষ্ট্রের অধিনেত্রী প্রমীলা নাম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা
নারীদেশে, দেবদত্ত শঙ্খনাদে রুষি,
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে,"—

এই উপমাটির সাহায্যে লঙ্কাপুরীতে নারিবাহিনীসহ প্রমীলার প্রবেশোদ্যম বর্ণনায়।

কাশীরামের কল্পিত বীরাঙ্গনা প্রমীলার প্রভাব মধুসূদন-কল্পিত প্রমীলার উপর অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আসিয়া পড়িলেও এই চরিত্রটি কবির একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সমগ্র মেঘনাদবধ-কাব্যে মেঘনাদ, রাবণ এবং চতুর্থ সর্গে চিত্রিত সীতাচরিত্র ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রই কবির সহানুভূতিরসে অভিষিক্ত হইয়া এরূপ উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কাশীরামের প্রমীলাচরিত্রের প্রভাব ছাড়াও স্থানে স্থানে মেঘনাদপত্নী প্রমীলার উপর ট্যাসোর 'জেরুসালেম-উদ্ধার' কাব্যের কুহকিনী আর্মিডার, বীরাঙ্গনা ক্লোরিণ্ডার, হেক্টর-পত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকীর এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীকাব্যের পদ্মিনীর চরিত্রের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি প্রমীলাচরিত্রের মধ্যে অতি অল্প পরিসরেও কবি এমন একটি তেজস্বিতা, মনোজ্ঞতা এবং সজীবতা আনিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার ফলে এই চরিত্রটি কাব্যে একটি অপূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম সর্গে অতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রমীলা-চরিত্রের নানাদিক ইঙ্গিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই তৃতীয় সর্গেই তাহার অপূর্ব চিত্র কবি সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া তুলিয়াছেন। বীর ও প্রগল্ভ হনুমান এই

তেজোমণ্ডিত মহিমময় রূপের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত; স্বয়ং রামচন্দ্র দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক্; বিভীষণ তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

—"নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে?"

এবং পুনরায়, "মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ, কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী
রণপ্রিয়া! কালসিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার।"

স্বয়ং পার্বতী দেবী কৈলাসে বসিয়া মর্ত্যে প্রমীলার অপূর্ব বীরাঙ্গনা মূর্তি দেখিয়া সখী বিজয়াকে বলিয়াছেন,—

—লঙ্কাপানে দেখ লো চাহিয়া
বিধুমুখি! বীরবেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনীদল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণকঞ্চুকবিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নরলোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্যযুগে।"

সত্যই তৃতীয় সর্গে,—তথা সমগ্র কাব্যের মধ্যে, প্রমীলা কবির একটি অপূর্ব ও সার্থক সৃষ্টি।

বিষয়-সংক্ষেপ—

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনা তুল্যকালীন। যে সময়ে মেঘনাদনিধন ব্যবস্থার জন্য স্বর্গে ও কৈলাসে ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই লঙ্কার বহির্দেশস্থ প্রমোদকাননে প্রমীলা পতিবিরহে সন্তপ্ত হইয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যান ত্যাগের পর রাত্রি আসিল। শত্রুকে দমন করিয়া অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন এই আশ্বাস দিয়া মেঘনাদ বিদায় লইয়াছিলেন। রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার উৎকণ্ঠাও বাড়িতে লাগিল। তিনি সখী বাসন্তীকে স্বামীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে বাসন্তী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, দেব-দৈত্যবিজয়ী মেঘনাদ অবিলম্বে রামচন্দ্রকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুষ্পবনে যাইয়া উভয়ে আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া সযত্নে চিকণ মালা প্রস্তুত করিলেন। পুষ্প চয়ন করিবার সময়েও বিরহাশ্রুতে প্রমীলার চক্ষু পূর্ণ হইতেছিল। মাল্যরচনাকার্য শেষ হইলে প্রমীলা সখীকে বলিলেন, "এই ত তোমার কথামত রাশি রাশি ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিলাম; কিন্তু যাঁহার পূজার জন্য এই আয়োজন, তিনি ত এখনও আসিলেন না। তাঁহার বিলম্বের হেতু আমি বুঝিতে পারিতেছি না। চল, আমরাও সকলে লঙ্কাপুরীতে গমন করি।"

সখী শত্রুবেষ্টিত লঙ্কায় প্রবেশের অসম্ভাব্যতার বিষয় উল্লেখ করিলে প্রমীলা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি বীরকন্যা, বীরপত্নী এবং বীরের পুত্রবধূ; ভিখারী রাঘবকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। যদি শত্রু বাধা দেয়, তবে বাহুবলে শত্রুদমন করিয়া আমি লঙ্কায় প্রবেশ করিব।"

প্রমীলার আদেশে রণদামামা বাজিয়া উঠিল এবং প্রমীলার অনুচরী বীর্যবতী দানব-কন্যাগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের অশ্ব ও হস্তিসমূহও রণবাদ্যধ্বনি শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শান্ত ও স্তব্ধ প্রমোদকানন অকস্মাৎ কলরব ও উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নৃমুণ্ডমালিনী নাম্নী প্রমীলার প্রধান অনুচরী একশত অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিলে একশত সুন্দরী অনুচরী অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিল। প্রমীলাও অপূর্ব বীরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া "বড়বা" নামক তাঁহার নিজের ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া অনুচরীগণকে বলিলেন,—অবরুদ্ধা লঙ্কাপুরীতে বীর মেঘনাদ বন্দীর ন্যায় অবস্থিত। শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া আমরা লঙ্কায় প্রবেশ করিব এই আমাদের পণ। সহচরীগণ জয়ধ্বনিসহ সম্মতি জানাইল এবং প্রমীলা তাঁহার নারী-বাহিনী লইয়া লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

প্রমীলা ও তাঁহার সহচরীগণের শঙ্খধ্বনিতে ও ধনুকের টঙ্কারে সমস্ত দেশ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পশ্চিম দ্বারে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত হনুমান প্রমীলাবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া বলিল, "এই গভীর নিশীথে নারীর ছদ্মবেশে কে তোরা মরিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিস? রাক্ষসেরা পরম মায়াবী সত্য, কিন্তু আমি বাহুবলে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া থাকি।"

প্রমীলার প্রধানা অনুচরী নৃমুণ্ডমালিনী অগ্রসর হইয়া বলিল, "তোর মত বর্বরের সহিত আমাদের শক্তিপরীক্ষা হইতে পারে না। তুই, রাম লক্ষ্মণ অথবা দেশদ্রোহী বিভীষণকে এখানে পাঠাইয়া দে। ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমীলা এখানে সদলবলে উপস্থিত। তিনি স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছায় বাহুবলের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিবেন।" নৃমুণ্ডমালিনীর উক্তি শ্রবণ করিয়া উৎসুক হনুমান একটু অগ্রসর হইয়া নারীবাহিনীর মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত প্রমীলার অতুলনীয় মহিমময় রূপ দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল, "প্রভু রামচন্দ্র তাঁহার শত্রু রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই। তোমাদের প্রার্থনা কি জানাইলে তিনি অবশ্যই তাহা পূরণ করিবেন।"

প্রমীলা অতি মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, রামচন্দ্র আমার স্বামীর শত্রু; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সহিত আমার বিবাদের প্রয়োজন নাই। আমার স্বামী নিজেই শত্রুদমনে সমর্থ। রামের নিকট আমার প্রার্থনা কি তাহা আমার দূতী তাঁহাকে বলিবে।" অনন্তর হনুমানের সহিত নৃমুণ্ডমালিনী রামের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইল। শিবিরে তখন রামচন্দ্র ইন্দ্রকর্তৃক সদ্যঃপ্রেরিত দৈবাস্ত্রসমূহের প্রশংসা করিতেছিলেন। হঠাৎ শিবিরদ্বারে তেজস্বিনী ও সুন্দরী নৃমুণ্ডমালিনীর আবির্ভাবে রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নৃমুণ্ডমালিনী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিল যে, হয় রামচন্দ্র প্রমীলাকে লঙ্কা প্রবেশের পথ দিন, নতুবা প্রমীলা অথবা অন্য যে কোন দানব-কন্যার সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন। রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, রাবণই তাঁহার শত্রু; রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুল-ললনাগণের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। প্রমীলা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারেন; বিনা যুদ্ধেই রামচন্দ্র তাঁহার ন্যায় বীরাঙ্গনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছেন। ইহা বলিয়া রাম হনুমানকে প্রমীলার পথের বাধা অপসারণ করিতে আদেশ করিলেন। দূতী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলে রামচন্দ্র বিভীষণের সহিত শিবিরের বাহিরে আসিয়া দলবলসহ প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ দেখিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের সৈন্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া মধ্যে পথ সৃষ্টি করিয়াছে;—সেই পথ দিয়া সুন্দরী বীরাঙ্গনাগণ অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া অস্ত্রের ঝনৎকারে ও অলঙ্কারের শিঞ্জনে দেশ পূর্ণ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লঙ্কার সিংহদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে চলিয়াছে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে নৃমুণ্ডমালিনী। তাহার পশ্চাতে অগ্রসর হইতেছিল বাদ্যকরীগণ। তাহাদের পশ্চাতে শূলধারিণী বীরাঙ্গনাগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া এবং 'বড়বার' পৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া সিংহবাহিনী দুর্গার ন্যায়, কিংবা ঐরাবতপৃষ্ঠে সমাসীনা শচীর ন্যায়, অথবা গরুড়বাহিনী লক্ষ্মীর ন্যায় মহিমময়ী সুন্দরী প্রমীলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। রামচন্দ্র প্রমীলার লঙ্কাভিমুখে সদলবলে যাত্রা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে প্রশ্ন করিলেন,—"আমি কি স্বপ্নে এই অলৌকিক ঘটনা দেখিতেছি? অথবা পূর্বে চিত্ররথ দৈবাস্ত্র দান করিতে আসিয়া মায়াদেবীর আবির্ভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মায়াদেবীই কি তবে প্রমীলার ছদ্মবেশে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন?"

বিভীষণ উত্তর করিলেন, "ইহা নিশার স্বপ্ন নহে, বাস্তব সত্য। কালনেমি দানবের কন্যা প্রমীলা মহাশক্তির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই যে, ইহাকে শক্তিতে পরাস্ত করে। স্বয়ং ইন্দ্রকে যুদ্ধে যে মেঘনাদ পরাজিত করিয়াছে, সেই মেঘনাদকে এই তেজস্বিনী নারী বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে!" রামচন্দ্র বলিলেন, "মেঘনাদ যে রথিশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আমি পরশুরামের ন্যায় বীরেরও শক্তি পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু মেঘনাদের ন্যায় দ্বিতীয় বীর দেখি নাই। সেই মেঘনাদের সহিত বীর্যবতী প্রমীলা আসিয়া মিলিত হইল;—এক্ষণে আমাদের কে রক্ষা করিবে? তোমার সাহায্যে যদি কোনক্রমে মেঘনাদকে বধ করিতে পারি, তবেই রাবণকে পরাজিত করিয়া সীতার উদ্ধারের আশা করিতে পারি;—নতুবা বৃথাই সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছি।"

রামচন্দ্রের সংশয়ের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন যে, স্বয়ং ইন্দ্র যখন তাঁহাদের সহায়, তখন ভয়ের কোন কারণ নাই। রাবণের পাপের ফলে তাহার বীরপুত্র যুদ্ধে নিহত হইবে; কারণ অধর্ম কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। চিত্ররথও পরদিন প্রভাতে মেঘনাদের মৃত্যুর কথা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামচন্দ্রের আশঙ্কা বৃথা। বিভীষণ উত্তর করিলেন যে, লক্ষ্মণের কথাই সত্য এবং পাপিষ্ঠ রাবণের দোষে মেঘনাদ লক্ষ্মণের হস্তেই নিহত হইবে। তথাপি প্রমীলার ন্যায় বীর রমণী যখন মেঘনাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে তখন বাকি রাত্রিটুকু অত্যন্ত সাবধানে থাকা উচিত। রাত্রে রক্ষা পাইলে প্রভাতে মেঘনাদবধের চেষ্টা করা যাইবে।

বিভীষণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কার বিভিন্ন দ্বারে তাঁহার সৈন্যগণের ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ পালনের জন্য বহির্গত হইলেন।

প্রমীলা অবশেষে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারে উপস্থিত হইলে রাক্ষসসেনাগণ শত্রু মনে করিয়া দলবলসহ তাহাকে প্রতিরোধ করিল। চারিদিকে অস্ত্রের ঝঙ্কার ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির সাড়া পড়িয়া গেল। সমস্ত লঙ্কা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। রাক্ষসগণ শর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে অগ্রবর্তিনী নৃমুণ্ডমালিনী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"এই অন্ধকারে কাহার প্রতি তোরা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিস্। আমরা রক্ষোরিপু নহি, রক্ষোবধূ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ্।" তৎক্ষণাৎ প্রহরী রাক্ষসগণ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল এবং জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমীলা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

প্রমীলার আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল এবং দলে দলে রাক্ষসগণ প্রমীলাকে দেখিতে আসিল, কুলবধূরা মাঙ্গল্যসূচক হুলুধ্বনি করিল এবং পুষ্পবৃষ্টি করিল। রুদ্ধ গৃহের বাতায়ন উন্মোচন করিয়া রাক্ষসবধূরা প্রমীলার বীরত্ব দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রমীলা আসিয়া মেঘনাদের ভবনে উপস্থিত হইলেন। মেঘনাদ কৌতুকচ্ছলে বলিলেন যে, রক্তবীজ বধ করিয়া দেবী বুঝি কৈলাসে আসিয়াছেন! যদি আদেশ হয়ত দেবীর পদতলে স্থিত শিবের ন্যায় তিনিও প্রমীলার পদতলে পতিত হইতে প্রস্তুত আছেন। প্রমীলাও প্রত্যুত্তরে রহস্যচ্ছলে বলিলেন যে, পতির আশীর্বাদে তিনি সর্বজয়িনী—কেবল মন্মথকেই জয় করিতে পারেন নাই। পতির বিরহে সন্তপ্ত হইয়া-তাই তিনি স্বামিসকাশে আগমন করিয়াছেন।

অতঃপর প্রমীলা বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া রক্ষঃকুলবধূর বেশভূষা ধারণ করিয়া মেঘনাদের সহিত স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। গায়কগণ গীত, এবং নর্তকীগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। চারিদিকে সুখের হিল্লোল বহিল।

এদিকে রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ লক্ষ্মণের সহিত একে একে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দ্বারে সৈন্যগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং সকলেই সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্রের শিবিরে সংবাদ দিতে গেলেন।

প্রমীলা যখন লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন কৈলাসে পার্বতী বিজয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখ, প্রমীলা বীরবেশে লঙ্কায় প্রবেশোদ্যত। প্রমীলার অপূর্ব রূপচ্ছটায় রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণাদি সকলে বিস্মিত। ঐ দেখ মৃদুগতি ঘোটকের উপর ঈষৎ আন্দোলিত বীরাঙ্গনা প্রমীলাকে কি সুন্দরই না দেখাইতেছে!"

বিজয়া বলিলেন, "সত্যই রূপলাবণ্যশালিনী প্রমীলা তোমার উপযুক্ত দাসী। কিন্তু তুমি রামলক্ষ্মণকে রক্ষা করিবার যে ভার লইয়াছ তাহা কিভাবে পালন করিবে তাহার চিন্তা কর। মেঘনাদ আপন হইতেই জগজ্জয়ী। এখন আবার প্রমীলা আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। এখন তুমি রামকেই বা কিভাবে রক্ষা করিবে এবং লক্ষ্মণই বা কি উপায়ে মেঘনাদকে বধ করিবে ?"

দেবী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শক্তি হইতেই প্রমীলার উৎপত্তি। আগামী দিবস প্রভাতে তিনি প্রমীলার শক্তি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে শক্তিহীনা করিবেন এবং তাহা হইলেই লক্ষ্মণ মেঘনাদনিধনে সমর্থ হইবে। মৃত্যুর পর মেঘনাদ ও প্রমীলা কৈলাসধামেই আগমন করিবে। মেঘনাদ শিবের সেবা করিবে এবং প্রমীলা দেবীর অন্যতমা সখীর স্থান অধিকার করিবে।

ইহা বলিয়া দেবী বিশ্রামার্থ নিজের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অতি সন্তর্পণে নিদ্রা কৈলাসে নামিয়া আসিল। শিবের ললাটে চন্দ্রকলা প্রদীপ্ত হইয়া সুখময় কৈলাস-ধামকে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

প্রমোদ-উদ্যানে—প্রথম সর্গোক্ত লঙ্কাপুরীর বহির্দেশস্থ মেঘনাদের প্রমোদ-কাননে।

কাঁদে—মেঘনাদ বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অকস্মাৎ উপবন ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় পতির বিরহে ব্যাকুল হইয়া।

দানব-নন্দিনী—কালনেমি নামক দানবের কন্যারূপে কবি প্রমীলার কল্পনা করিয়াছেন। তুলনীয়,—

"কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।" (৩য় সর্গ, ৪:৫।১৬)

প্রমীলা—মহাবীর্যবতী ও অতুলনীয়া সুন্দরী মেঘনাদপত্নীরূপে এই কাব্যে চিত্রিত। প্রমীলা নামটি কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বোক্ত নারীদেশের অধিনেত্রীর নাম হইতে গৃহীত। কাশীরাম-কল্পিত অসাধারণ তেজস্বিতা এই প্রমীলার মধ্যেও রহিয়াছে এবং উভয় চরিত্রের মধ্যে এই দিক দিয়া খানিকটা সাদৃশ্যও আসিয়া গিয়াছে বটে, তথাপি মধুসূদন-কল্পিত প্রমীলা চরিত্র কোমলে কঠোরে আরও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

অশ্রু-আঁখি—অশ্রুপূর্ণ আঁখি যাহার (বহুব্রীহি সমাস)।

ভ্রমে ফুলবনে– পুষ্পোদ্যানের মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে বিরহ-সন্তাপ ভুলিবার উদ্দেশ্যে।

পীতধড়া—পীত (হরিদ্রাবর্ণের) ধড়া <ধট (উত্তরীয়) যাহার, শ্রীকৃষ্ণ।

পীতাম্বর—পীতধড়া ও পীতাম্বর প্রায় সমার্থক শব্দ। এস্থলে, পীতবসন-পরিহিত। **মুরলী**—বংশী।

বিবশা—ব্যাকুলা, অধীরা।

কভু বা উঠি ইত্যাদি—মেঘনাদের বিরহে কাতরা প্রমীলা কখনও বা উচ্চ ছাদে উঠিয়া মেঘনাদের বর্তমান অবস্থানস্থল দূরবর্তী লঙ্কানগরীর দিকে সাগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

পুঁছিয়া—মুছিয়া। প্র+উঞ্ছ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

মুরজ—মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

মন্দিরা<মঞ্জীর—ক্ষুদ্র করতাল।

কে না জানে ইত্যাদি—প্রমীলা পতিবিরহে বিষাদিনী বলিয়া তাহার আশ্রিতা সহচরীগণও বিষণ্নবদনা। একটি উপমার সাহায্যে এই ভাবটি ব্যক্ত করা হইয়াছে। বসন্তের অবসানে গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে যখন বনভূমি সন্তপ্ত হইয়া উঠে তখন সেই বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিও ম্লান হইয়া যায়। এখানে মধু অর্থাৎ বসন্তের সহিত মেঘনাদের, বনস্থলীর সহিত প্রমীলার, গ্রীষ্মতাপের সহিত বিরহ-সন্তাপের এবং ফুল-কুলের সহিত প্রমীলার সুন্দরী সখীবৃন্দের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে উপমেয় প্রমীলা, সখীগণ, মেঘনাদ ও বিরহতাপের সহিত উপমান বনস্থলী, ফুলকুল, মধু ও গ্রীষ্মতাপের সাধারণ ধর্ম এক, অথচ উপমাসূচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত না হওয়ায় **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার** হইয়াছে।

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ-উদ্যানে—লঙ্কার বহির্দেশস্থ প্রমীলার উপবনে রাত্রি নামিয়া আসিল। বীরবাহুবধের পর যে রাত্রিতে দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাও সেই রাত্রিতেই ঘটিয়াছে। তুলনীয়,—

"উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে।" (২য় সর্গ।১৪)

উতরিলা - অবতরণ করিল, উপস্থিত হইল। অব+ √তৄ—অবতর<ওতর<উত্তর<উর, উর।

শিহরি—বিরহহেতু রোমাঞ্চিত দেহে। রাত্রিকালেই বিরহজনিত দুঃখ তীব্রতর হইয়া উঠে বলিয়া রাত্রির আগমনের সহিত প্রমীলা শিহরিয়া উঠিল।

কলস্বরে—অব্যক্ত মধুর স্বরে।

বসন্ত-সৌরভা—বসন্ত ঋতুর ন্যায় সৌরভবিশিষ্টা; সুগন্ধি প্রসাধনাদি ব্যবহারহেতু সুবাসিত দেহবিশিষ্টা।

তিমির যামিনী—তিমিরময়ী অর্থাৎ অন্ধকারময়ী রাত্রি।

কালভুজঙ্গিনীরূপে—কালসর্পীরূপে। রাত্রিকালেই বিরহি-বিরহিণীর সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়া বিরহিণী প্রমীলা অন্ধকারময়ী আসন্ন রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণা কালসর্পীর সহিত তুলনা করিয়াছে।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। মেঘনাদ নিজের শক্তিতে সকল শত্রুকেই দমন করিতে সমর্থ। আসন্ন রজনী প্রমীলার বিরহ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া উহা প্রমীলার পরম শত্রু; কিন্তু উহার হস্ত হইতে প্রমীলাকে রক্ষা করিতে সমর্থ শক্তিমান মেঘনাদ এখন উপস্থিত নাই।

এখনি আসিব বলি ইত্যাদি—মেঘনাদ পূর্বে অনায়াসে দুইবার রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল। এবারেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামচন্দ্রকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া ফিরিয়া আসিবে ভাবিয়া "ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া" বলিয়া সন্ধ্যার পূর্বে প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়াছিল। কিন্তু রাবণের আদেশে সে রাত্রিকালে যুদ্ধযাত্রায় বিরত থাকে। প্রমীলা এই সংবাদ জানিত না বলিয়া মেঘনাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব-হেতু তাহার এই উৎকণ্ঠা।

ব্যাজ—বিলম্ব।

কুহরে—কুহুধ্বনি করে।

বসন্তসখা—কোকিল। সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী 'বসন্তসখ' পদটিই শুদ্ধ।

সীমন্তিনি—(সম্বোধনে) সাধব্যসূচক সিন্দূরাঙ্কিত-সীমন্তবিশিষ্টা নারী, আয়ুষ্মতী। মেঘনাদ সম্বন্ধে প্রমীলার উৎকণ্ঠা ভবিষ্যৎ দুর্নিমিত্তসূচক। সখী বাসন্তী সুরাসুর কর্তৃক অপরাজেয় মেঘনাদের বিপদাশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাই 'সীমন্তিনী' সম্বোধন দ্বারা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে।

কে তাঁরে আঁটিবে বিগ্রহে—যুদ্ধে কে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে?

চিকণিয়া—চিকণ অর্থাৎ সুন্দর করিয়া।

বিজয়ী রথ-চূড়ায়—যুদ্ধজয়ী বীরের রথের শীর্ষদেশে।

যথায় সরসী সহ ইত্যাদি—উদ্যানে যে স্থলে সরোবরের জলে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে।

সিঁথি (সীঁথি<সীমন্তিকা)—কপালের উপরিস্থ কেশরাশির মধ্যরেখায় সংলগ্ন অলঙ্কার বিশেষ; **tiara.**

জোনাক (জোনাকি <জোণ্হা+কি <জ্যোৎস্না)—খদ্যোৎ; স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ করে বলিয়া এই নাম।

পাঁতি<পংক্তি—শ্রেণী।

শোভিছে আনন্দময়ী ইত্যাদি—বনের মধ্যে বৃক্ষাদির সু-উচ্চ শাখাপ্রশাখায় সংলগ্ন উজ্জ্বল জোনাকি পোকার সারি বনভূমির ললাটস্থ মণিমাণিক্যখচিত উজ্জ্বল ও আনন্দজনক সীঁথিরূপে শোভা পাইতেছে। 'বনরাজী-ভালে' শব্দটি 'সমস্ত' পদ হওয়ায় 'আনন্দময়ী' শব্দটিকে 'বনরাজী' শব্দের পরিবর্তে 'পাঁতি' শব্দের বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইহাতে দুরান্বয় দোষ আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু মধুসূদনের রচনায় এইরূপ প্রয়োগেব অভাব নাই।

কত যে ফুলের দলে ইত্যাদি—পুষ্পচয়ন করিতে যাইয়া পতির বিরহে প্রমীলা অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকায় তাহার অশ্রুবিন্দুগুলি স্বচ্ছ মুক্তাফলের ন্যায় অসংখ্য-পুষ্পদলের উপর শোভিত হইতেছিল। অশ্রুর সহিত মুক্তার তুলনা সর্বদেশীয় কবি-প্রসিদ্ধি। তুলনীয়,—

মুকুতা-মণ্ডিত-বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! (৫ম সর্গ, ৫৬।৫৭)

এবং "Decking with liquid pearl the bladed grass."

(A Midsummer Night's Dream—1. 1, 211)

মুক্তিল—মুক্তাদ্বারা শোভিত করিল।

সূর্যমুখী দুঃখী—সূর্যমুখী সূর্যোদয়ে প্রস্ফুটিত হয় এবং সর্বদা সূর্যের অভিমুখীন থাকে। সূর্য অস্ত গেলে ফুলটি ম্লান হইয়া যায়।

মিহির-বিরহে—সূর্যের অভাবে।

ভানুপ্রিয়ে—(সম্বোধনে) হে সূর্য-প্রেয়সি সূর্যমুখী ফুল!

যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি—প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী যে মেঘনাদের লাবণ্যময় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমি প্রাণধারণ করি।

অস্তাচলে আচ্ছন্ন—অস্তগত সূর্যের ন্যায় দৃষ্টিবহির্ভূত।

আর কি পাইব আমি—এই কথাটির দ্বারা প্রমীলার হৃদয়ে আসন্ন বিপদ যে ছায়া ফেলিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

উষার প্রসাদে—উষাই যেন দূতীরূপে সূর্য ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিবে।

প্রাণেশ্বরে—সূর্যমুখীর হৃদয়েশ্বর সূর্যকে।

অবচয়ি—চয়ন করিয়া, তুলিয়া।

ফুল-চয়ে—পুষ্পসমূহকে ; চয় সমূহার্থক শব্দ।

স্বজনি—(সম্বোধনে) হে সখি। স্বজন=বান্ধব ; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী।

মৃগরাজে—সিংহকে অর্থাৎ সিংহপরাক্রম মেঘনাদকে। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান মৃগরাজকেই উপমেয়রূপে উল্লেখহেতু **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

চমূ—সৈন্য। প্রকৃত অর্থ হইতেছে একটি বিশেষ আয়তনের সেনাদল। ইহাতে ৭২৯ রথ, ৭২৯ গজ, ২১৮৭ অশ্ব এবং ৩৬৪৫ পদাতিক সেনা থাকিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম সেনাদলের নাম ছিল পত্তি এবং ইহার পরিমাণ ছিল ১ রথ, ১ গজ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতিক। ইহা হইতে ক্রমশঃ ত্রিগুণিত সেনাদলের নাম যথাক্রমে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ এবং অনীকিনী। বৃহত্তম সেনাদলের নাম ছিল অক্ষৌহিণী এবং ইহা দশটি অনীকিনীর সমবায়ে গঠিত হইত।

দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা—যমদণ্ডধারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

পর্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী ইত্যাদি—পর্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত নদী যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে যায় তখন তাহার গতি ও বেগ হয় দুর্বার। সেইরূপ স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত প্রমীলার গতিও কেহ রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের সাধারণ-ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার না হইয়া **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে**। সাধারণ-ধর্ম এক এবং পরিস্ফুট হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইত। যেমন, "চারিদিকে সখীদল যত·········যবে তাপে বনস্থলী" (১৩—১৬ পংক্তি) বাক্যটিতে সাধারণ ধর্ম এক হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

ভিখারী রাঘবে—রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট অথচ দেবানুগৃহীত সাধারণ মানবরূপেই মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রিত করা হইয়াছে। কবি নিজেই একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet is with the Raksasas. And that is the real truth. I despise Rama and his rabble, but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination ; —he was a grand fellow." ইহার জন্য কবিকে বহু বিরূপ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এককালে কবির এই উক্তির কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। রামলক্ষ্মণচরিত্রকে হীন করিয়া রাবণ ও মেঘনাদচরিত্রকে সমুন্নত ও সমুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করার কারণ তাঁহার ধর্মান্তরগ্রহণ এবং তজ্জনিত বিজাতীয় মনোভাব,—কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইলেও, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মধুসূদনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতার

পরিচয় তাঁহার রচনার বহুস্থলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রামায়ণীয় চরিত্রসমূহের বিকৃতির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। কবির ঐশ্বর্যলুব্ধ মন রাজ্যচ্যুত জটাবল্কলধারী রামের মধ্যে পার্থিব সমৃদ্ধির কোন সন্ধান না পাইয়া স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা ব্যতীত, দৈববিড়ম্বিত রাবণের ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে তিনি গ্রীক্ সাহিত্যের নির্মম অদৃষ্টবাদকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিবার একটি অতি উপযুক্ত অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার কাব্যের মধ্যে রাবণ ও রাক্ষসগণের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র। একই বাক্যে একবার 'ভিখারী রাঘব' বলিয়া অবহেলা করিয়া পরমুহূর্তেই আবার 'নৃমণি' বলায় বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় **"ব্যাহতত্ব দোষ"** ঘটিয়াছে। বৈদেশিক আদর্শে রামচন্দ্র ভিখারী হইলেও ভারতীয় আদর্শে তিনি যে নৃমণি ইহা কবি ভুলিতে পারেন নাই।

পরন্তপ—শত্রুদমনকারী; পর অর্থাৎ শত্রুকে ক্লেশ দিতে সমর্থ।

পার্থ—পৃথার অর্থাৎ কুন্তীর পুত্র অর্জুন।

নারীদেশে-কাশীরামদাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে যজ্ঞাশ্বসহ অর্জুনের নারীরাষ্ট্র প্রমীলার দেশে উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। প্রমীলার নাম ও চরিত্র-কল্পনায় মধুসূদন যে মূলতঃ কাশীরামের নিকট ঋণী, এই উপমাটি সেই ঋণের স্বীকৃতি।

দেবদত্ত শঙ্খ—অর্জুনের যুদ্ধ-শঙ্খের নাম। তিনি নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করিয়া ইন্দ্রের উপকার করায় ইন্দ্র তাঁহাকে ইহা উপহারস্বরূপ দান করেন।

বীরাঙ্গনা—নারীরাষ্ট্রের অধীশ্বরী প্রমীলার নারীবাহিনী।

উথলিল < উৎ+স্থল—প্লাবিত করিল।

চারিদিকে—প্রমীলার প্রমোদ কাননের সর্বত্র।

কার্ম্মুক—ধনুঃ।

আস্ফালি ফলকপুঞ্জ—ঢালগুলিকে ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করিয়া।

কাঞ্চন কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণময় পরিচ্ছদাদির দীপ্তি। কঞ্চুক—বহির্বাস, আলখাল্লা-জাতীয় পোষাক। মধুসূদনের রচনায় বহুব্যবহৃত শব্দ।

মন্দুরায়—অশ্বশালায়।

হেষে < হ্রেষে—হ্রেষাধ্বনি করে। ক্রিয়াপদরূপে শব্দটির ব্যবহারে মধুসূদন সর্বত্রই 'র' বর্জন করিয়াছেন।

কিঙ্কিণীর বোলী—নূপুর ইত্যাদিতে সংলগ্ন ঘুঙুরের শব্দ।

মন্দুরায় হেষে অশ্ব ইত্যাদি—সাপুড়িয়ার ডমরুধ্বনির তালে তালে কালসর্প যেমন চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ বীরাঙ্গনাগণের অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণে অশ্বশালায় আবদ্ধ যুদ্ধের অশ্বগুলিও ঊর্ধ্বকর্ণ ও চঞ্চল হইয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল।

বারীমাঝে—হস্তিশালার অভ্যন্তরে।

নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—শান্ত উপবনের পর্বত, বন, গিরিগুহা, প্রভৃতি স্থান অস্ত্রশস্ত্রের ও রণবাদ্যের শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এতকাল শুদ্ধ উপবনে প্রতিধ্বনি যেন সুপ্ত ছিল, এখন সে জাগিয়া উঠিল। সমান কার্য, সমলিঙ্গ ও সম-বিশেষণের সাহায্যে অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ধর্ম আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। প্রতিধ্বনির উপর সজীব পদার্থের সমান কার্য 'নিদ্রাভঙ্গ' আরোপ করায় এখানে **সমাসোক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

নৃমুণ্ডমালিনী—প্রমীলার অনুচরীগণের মধ্যে প্রধানা।

উগ্রচণ্ডা—অতি কোপনস্বভাবা।

অলিন্দ—বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ চত্বর বা বারান্দা।

চেড়ী <চেটী, চেটিকা—অন্তঃপুররক্ষিণী দাসী।

অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি ইত্যাদি—প্রমীলার শত অনুচরী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে তাহাদের কটিবন্ধসংলগ্ন কোষবদ্ধ তরবারিসমূহ অশ্বসমূহের পার্শ্বদেশে বিলম্বিত হইয়া অশ্বগণের অস্থিরতাহেতু কোষমধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

শীর্ষক-চূড়া—উষ্ণীষের অগ্রভাগ।

হাতে শূল ইত্যাদি—সুন্দরীগণের হস্তধৃত শূলগুলি তাহাদের সুগঠিত কোমল বাহুর পার্শ্বদেশ দিয়া ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। তাহাদের হস্তসমূহ পদ্মবৎ, বাহুসকল মৃণালবৎ এবং তাহাতে সংলগ্ন তীক্ষ্ণ শূল মৃণালকণ্টকবৎ।

বিরূপাক্ষ—শিব, মহাদেব।

দানব দলনী-পদ্ম-পদযুগ ইত্যাদি—দৈত্যদলনী কালীর পাদপদ্মদ্বয় বক্ষে ধারণ করিবার সুযোগ পাইয়া শিব যেমন আনন্দধ্বনি করেন, সুন্দরী অনুচরীগণ অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইলে তাহাদের স্পর্শসুখেই যেন অশ্বসমূহ সেইরূপ আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। বিরূপাক্ষের সহিত অশ্বের উপমা অত্যন্ত অসঙ্গত এবং হাস্যকর হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তন্ত্রে নিষ্ক্রিয় শিব শবাকারে দেবীর চরণতলে পতিত বলিয়া কল্পিত। সুতরাং দেবীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাঁহার আনন্দধ্বনিও তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম। এখানে **অত্যন্ত স্থূল পাত্রানৌচিত্য দোষ** ঘটিয়াছে।

দিবে—স্বর্গে। দিব্=স্বর্গ।

রোষে—রামচন্দ্রের সৈন্য তাহার লঙ্কাপ্রবেশে বাধা দিবে,—সখী বাসন্তীর, এই উক্তির জন্য ক্রোধে।

লাজভয় ত্যজি—কুলনারী হইয়া পুরুষোচিত বীরবেশে বিপক্ষসৈন্যের ভিতর দিয়া যাইবার সঙ্কোচ ও ত্রাস পরিত্যাগ করিয়া।

কিরীট-ছটা ইত্যাদি—প্রমীলার ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির উপরে পরিহিত নানারত্ন-খচিত মুকুটের উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর প্রতিফলিত ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈচিত্র্যের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠিল।

অঞ্জনের রেখা - কজ্জল-রেখা, কাজলের তিলক।

লেখা ভালে ইত্যাদি—প্রমীলা কপালে কাজলের তিলক পরিয়াছিলেন। উহা দুর্গাদেবীর ললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় শোভিত ছিল। অঞ্জনের রেখা কাল হইলেও চন্দ্রকলার আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে। কেহ কেহ কাজলের টিপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার টিপের সহিত চন্দ্রকলার সাদৃশ্য কি? এখানে অঞ্জনের পরিবর্তে রঞ্জন শব্দ থাকিলে একটি অত্যন্ত চমৎকার উপমার সৃষ্টি হইত। রঞ্জন অর্থে রক্তচন্দন। প্রমীলা নিজের ললাটে রক্তচন্দনের অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিয়াছিলেন; বর্ণ ও আকারে উহা দুর্গাদেবীর ললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় শোভমান। মধুসূদন অন্যত্র রঞ্জন শব্দের সার্থক ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়:—

অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী
রঞ্জনের রেখা।" (৪র্থ সর্গ, ৬২৮-৩০)

স্বর্ণ সারসনে—স্বর্ণখচিত মেখলা বা কটিবন্ধ।
নিষঙ্গ—তূণীর।
ফলক—ঢাল।
রবির পরিধি হেন—উজ্জ্বলতায় সূর্যমণ্ডলস্বরূপ।

কবচ—বর্ম।

বর্তুল যথা ইত্যাদি—স্থূল ও সুগোল উরুদ্বয় বনের সৌন্দর্যস্বরূপ রক্তিমাভ 'রাম রম্ভা' (কদলী) বৃক্ষের ন্যায়। কালিদাসও উমার রূপবর্ণনায় কুমারসম্ভবে উরুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'রামরম্ভার' উল্লেখ করিয়াছেন:—

"নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদ্ একান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ।
লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং জাতাস্তদ্ উর্বোরুপমানবাহ্যাঃ॥" (১।৩৬)

হৈমময়—হৈম বা হেমময়, স্বর্ণনির্মিত ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ।

খরশান—তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট, সুশাণিত।

হৈমবতী যথা ইত্যাদি—হিমালয় কন্যা দুর্গা দেবী প্রথমে মহিষাসুরকে এবং পরে অন্যরূপ ধারণ করিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন।

ডাকিনী যোগিনী সম ইত্যাদি—অসুরবধকালে দেবীর সহিত ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি অনুচরীগণ বর্তমান ছিল ; দেবীর ন্যায় মহিমময়ী প্রমীলার সহিতও তাহার একশত অনুচরী বর্তমান ছিল।

বড়বা নামেতে বামী—বড়বা ও বামী উভয় শব্দের অর্থই ঘোটকী। এস্থলে প্রমীলার ঘোটকীর নামই 'বড়বা'।

বাড়বাগ্নিশিখা—সমুদ্রজলে প্রজ্বলন্ত শিখার নাম বাড়বাগ্নি, বড়বাগ্নি বা ঔর্বাগ্নি। প্রমীলার ঘোটকী 'বড়বা' সমুদ্র-জলস্থ ঔর্বাগ্নির ন্যায় চঞ্চলা ও তেজস্বিনী।

মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণ গর্ভবতী ঔর্ব-জননীর গর্ভনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে ঔর্ব মাতার উরু ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় রত হন। তাঁহার তপস্যার তাপে পৃথিবী দগ্ধ হইতে থাকিলে পিতৃলোক হইতে পিতৃগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তপস্যা ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি প্রতিজ্ঞাহানির ভয়ে তপস্যা ছাড়িতে অসম্মত হন। তখন পিতৃগণ বলেন যে, জলই সর্বভূতের জীবনস্বরূপ। সুতরাং জলে তাঁহার ক্রোধাগ্নি বিসর্জন করিলে তাঁহার সৃষ্টিধ্বংসের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইবে অথচ পৃথিবীও সমূলে ধ্বংস হইবে না। তখন ঔর্ব সমুদ্রে ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করেন। সেই অগ্নি অশ্বমুণ্ডের আকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্রজল শোষণ করিতে থাকে। তাই ইহার নাম 'বাড়বাগ্নি'।

কাদম্বিনী—মেঘমালা।

নিতম্বিনী—শোভন নিতম্ব বা শ্রোণিদেশ যে নারীর ; সুন্দরী।

বিকট কটক কাটি—দুর্ধর্ষ শত্রু-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া।

জিনি—জয় করিয়া।

দ্বিষৎ-শোণিত-নদে ইত্যাদি—যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়া যদি মরিতেই হয়, তবে শত্রুর রক্ত-স্রোতের মধ্যে ডুবিয়া অর্থাৎ বহু শত্রু-সৈন্য বিনাশ করিয়া মরাই আমাদের ধর্ম।

অধরে ধরিলো মধু, ইত্যাদি—আমরা নারী এবং অন্তঃপুরবাসিনী ; পুরুষের মন মুগ্ধ করিবার জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন অধরসুধা এবং নয়নের কটাক্ষ হইলেও আমাদের মৃণালবৎ কোমল বাহু একেবারে বলশূন্য নহে।

পিসী<পিউসী<পিতৃষ্বসা—রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা মেঘনাদের পিসী, সুতরাং প্রমীলার পিসী-শাশুড়ী।

মাতিল মদন মদে—বীররসের মধ্যে আদিরসের সমাবেশে "**বিরুদ্ধ-রসভাব**" দোষ হইয়াছে।

বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে—দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী বলিয়া বিভীষণের প্রতি কবির মন অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রামায়ণে বিভীষণ সত্যসন্ধ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হইলেও তাঁহার চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটিও লোকে যে একেবারে ভুলিতে পারে নাই, "ঘর-সন্ধানী বিভীষণ" এই প্রবাদবাক্যটি তাহার প্রমাণ। মধুসূদন বিভীষণচরিত্রের সদ্‌গুণাবলী উপেক্ষা করিয়া তাঁহার চরিত্রের এই নিন্দনীয় দিকটিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে "scoundrel Vibhisana" আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রমীলার 'রক্ষঃকুলাঙ্গার' তিরস্কার 'scoundrel Vibhisana'-এরই প্রতিধ্বনি।

মাতঙ্গিনী<মাতঙ্গী—হস্তিনী। ইন্‌ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে ইনী প্রত্যয়।

হুহুঙ্কার—প্রচণ্ড হুঙ্কার বা গর্জন।

যথা বায়ু সখা সহ ইত্যাদি—অগ্নির সখা বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে যেরূপ বনদগ্ধকারী অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া উঠে।

ঘন ঘনাকারে—ঘন মেঘবৎ।

রেণু—ধূলি।

কিন্তু নিশাকালে ইত্যাদি—যেমন রাত্রিকালে ধূমরাশি দ্বারা জলন্ত অগ্নিশিখা আবৃত হয় না, তেমনই প্রমীলা দলবলসহ অশ্বারোহণে যাত্রা করিলে তাহাদের অশ্বের গতিবেগে প্রচুর ধূলি উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিলেও, তাহা ভেদ করিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রমীলার প্রদীপ্ত রূপজ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ উপমেয় ধূলিপুঞ্জ ও প্রমীলার উজ্জ্বল রূপের সহিত উপমান ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিশিখার সাদৃশ্য পৃথক্ বাক্যে ব্যক্ত হওয়ায় **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার**।

বামা-বল-দলে নারী-সৈন্যগণের সহিত।

পশ্চিম দুয়ারে—কারণ, এই দ্বারেই রামচন্দ্রের শিবির অবস্থিত।

নিষাদী—হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সৈনিক।

সাদিবর - শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈনিক।

অবরোধে—অন্তঃপুরে।

কাঁপিল মাতঙ্গে······ কুলবধূ—একই 'কাঁপিল' ক্রিয়ার সহিত 'নিষাদী', 'রথী', 'সাদিবর', 'রাজা' এবং 'কুলবধূ' শব্দের অন্বয় হওয়াতে এখানে **তুল্যযোগিতা অলঙ্কার** হইয়াছে। পরের বাক্যটিতেও সেইরূপ।

পবন-নন্দন হনূ—হনূমান পবনদেবের ঔরসে অঞ্জনানাম্নী বানরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'হনু' ও 'হনূ' উভয় বানানই প্রচলিত।

গরজি কহিলা—ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল।

জাগে—সতর্ক-ভাবে পাহারায় রত।

কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ইত্যাদি—হনূমান মনে করিয়াছিল যে, মায়াবী রাক্ষসগণ মায়াবলে নারীবেশ ধারণ করিয়া রামসৈন্যকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে। কিন্তু হনূমান বাহুবলে রাক্ষসগণের সকল মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ বলিয়া গর্বপ্রকাশ করিতেছে।

কোদণ্ড—ধনুঃ।

বর্বর—বর্বর ও ক্ষুদ্রজীবী শব্দদ্বয়ের সাহায্যে কিষ্কিন্ধ্যাবাসী হনূমানের প্রতি নৃমুণ্ডমালিনীর অপরিসীম ঘৃণা ব্যক্ত হইয়াছে। কবিও রামসৈন্যকে "rabble" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য একখানি পত্রেও কবি প্রসঙ্গক্রমে রামের বানর সৈন্যের প্রতি বিরূপভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "By the bye, if the father of our Poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad," মেঘনাদবধ কাব্যে মানবিকতা (human interest) একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই মানবিকতার জন্যই রামায়ণ-কল্পিত দেবাদেশসম্ভূত রাম-লক্ষ্মণাদির, এবং কদাচার ও কুক্রিয়াসক্ত বীভৎসাকৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীগণের অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং মানবেতর বন্য বানরগণ কবির সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই কাব্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূমান প্রভৃতি কুত্রাপি লাঙ্গুলযুক্ত বানর বলিয়া চিত্রিত হয় নাই,—তাহারা অসভ্য বন্য মানবরূপেই কবিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। কবি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে অন্য একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them." ৭ম সর্গে কবি এই প্রতিশ্রুতি কতকটা পালন করিয়া সুগ্রীবাদিকে শৌর্যমণ্ডিত করিয়াছেন এবং নল-নীলকে "দেবাকৃতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন যোধ-সাধ্য—কোন যোদ্ধা সমর্থ?

পাবনি—পবনদেবের পুত্র হনূমান।

রঙ্গে—বিচিত্র বীরভূষায় ভূষিত ও স্ব-গর্বে অবস্থিত।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম ইত্যাদি—প্রমীলার সুন্দর উজ্জ্বল দেহের প্রভায় সুবর্ণময় বর্ম সূর্যকিরণদীপ্ত মণিমাণিক্যাদির ন্যায় ঝলমল করিতেছে।

খর্পর খণ্ডা হাতে—দুই হস্তে রুধির-পাত্র এবং খড়্গধারিণী।

মুণ্ডমালী <মুণ্ডমালিনী—নরমুণ্ডমালাধারিণী। ছন্দের অনুরোধে ইন্-ভাগান্ত মালিন্ শব্দে ইন্ প্রত্যয় লুপ্ত করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে -ঈ-প্রত্যয় করা হইয়াছে।

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি—মন্দোদরী ময়দানবের কন্যা।

কিন্তু নাহি হেরি ইত্যাদি—প্রমীলার রূপ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভীষণতা ও মধুরতার এমন একটি অপূর্ব মিশ্রণ দৃষ্ট হয় যে, ভয়ঙ্করী চণ্ডীর ভীষণত্ব এবং মন্দোদরাদি রাবণ-মহিষীগণের সৌন্দর্য,—এমন কি, স্বয়ং সীতার অনবদ্য রূপ-মাধুর্যও যেন তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

রঘুকুল-কমলেরে—রঘু-বংশরূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপা সীতাকে। রঘুকুলকে সরোবর কল্পনা করিয়া সীতাকে উহার কমলরূপে কল্পনা করায় **লুপ্ত-রূপক অলঙ্কার**।

হেন সৌদামিনী—এইরূপ বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী প্রমীলা। এখানে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

অকালে—গভীর নিশীথে।

প্রসাদ—অনুগ্রহ।

বিবাদি—বিবাদ করি (নামধাতু)।

যে বিদ্যুৎ-ছটা রমে আঁখি—প্রমীলা ও তাঁহার অনুচরীগণ সকলেই কুলরমণী এব অপূর্ব সুন্দরী। বিদ্যুৎ রূপে নয়ন-রঞ্জন হইলেও যেমন তাহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণ অতুলনীয় সৌন্দর্য-বিশিষ্ট হইলেও প্রয়োজনস্থলে তাহারা শত্রু নিধনেও সমর্থ।

নৃমুণ্ডমালিনী দূতী ইত্যাদি—দৈহিক সৌন্দর্য-বিশিষ্টা হইলেও তেজস্বিতায় নরমুণ্ড-মালাধারিণী চামুণ্ডার ন্যায় ভয়োদ্রেক-কারিণী নৃমুণ্ডমালিনী নাম্নী প্রমীলার অনুচরী।

গরুত্মতী তরি—পালবিশিষ্ট নৌকা। গরুৎ=পক্ষ আছে যাহার গরুত্মান্, তরির বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে গরুত্মতী। তরি ও তরী উভয় রূপই শুদ্ধ।

নিকর—সমূহ।

অকূল সাগর জলে ভাসে একাকিনী—পাল-দেওয়া-নৌকা যেমন অবলীলা-ক্রমে অকূল সমুদ্রবক্ষে সমুদ্র-তরঙ্গগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ নৃমুণ্ডমালিনীও সাগর-সদৃশ বিশাল রাম সৈন্যব্যূহের ভিতর দিয়া অনায়াসে অগ্রসর হইয়া চলিল।

চমকে গৃহস্থ যথা ইত্যাদি—নৃমুণ্ডমালিনীর ত্রাসজনক ভীষণ রূপ অকস্মাৎ নয়নগোচর হওয়ায় গভীর নিশীথে হঠাৎ ঘরে আগুন লাগিতে দেখিলে গৃহবাসী যেমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, রামের বীর সেনাগণেরও সেইরূপ অবস্থা হইল।

ভামিনী—কোপনস্বভাবা স্ত্রী। ভাম=ক্রোধ।

হাসিলা ভামিনী মনে মনে—তাহাকে দেখিয়া রঘুসৈন্য যে বিস্মিত ও ভীত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া।

দড়ে রড়ে—দৃঢ় অথচ দ্রুতপদে।

কাঞ্চী—মেখলা, কটিহার।

জরজরি সর্ব্বাঙ্গনে ইত্যাদি—নৃমুণ্ডমালিনীর আকৃতি বীরত্বের আধিক্যহেতু পরুষ ও ত্রাসজনক হইলেও তাহার দৈহিক সৌন্দর্যও মনোমুগ্ধকর।

শিরোপরি—শিরঃ+উপরি, মস্তকোপরি ; সন্ধি সমর্থনীয় নহে।

চন্দ্রক-কলাপময়—উজ্জ্বল চক্রসমূহ শোভিত ময়ূরপুচ্ছনির্মিত। চন্দ্রক=ময়ূর-পুচ্ছস্থ উজ্জ্বল চক্রসমূহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়।

কলাপ—ময়ূরপুচ্ছ।

ধকধকে—পীনোন্নত বক্ষের উত্থান-পতনের জন্য ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে।

রত্নাবলী—রত্নহার।

পীবর—স্থূল।

দুলিছে পৃষ্ঠে ইত্যাদি—নৃমুণ্ডমালিনীর দৈহিক শোভা ও বেশভূষাবর্ণন-প্রসঙ্গে তাহার পৃষ্ঠবিলম্বিত বেণীকে বসন্ত ঋতুতে সঞ্চালিত 'কামের পতাকা'র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এক টীকাকার 'কামের পতাকা' অর্থে 'মদনের নিশান অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন' লিখিয়াছেন। কিন্তু 'মধুকালে' শব্দের দ্বারা কবি কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর সহিতই বেণীর তুলনা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত অভিধানে কাম, কামায়ুধ, কামাঙ্গ, কামফল প্রভৃতি আম্রবাচক শব্দ। পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান বেণীর সহিত বায়ুভরে আন্দোলিত নবপল্লবের চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে 'কামের পতাকা' অর্থে বসন্তকালে প্রস্ফুটিত এবং বায়ুভরে আন্দোলিত আম্রপল্লব অর্থগ্রহণই সঙ্গত। তুলনীয়,—

> "সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীন-স্তনোপরে
> ভাতে যথা কামকেতু, যবে কামসখা
> বসন্ত হিমান্তে তারে উড়ায় কৌতুকে"

(তিলোত্তমা-সম্ভব ১।৩৫৮-৬০)

কৌমুদী যেমতি ইত্যাদি—নির্মল জলপূর্ণ সরোবরে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নার ন্যায়, অথবা উন্নত পর্বত-শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে আবির্ভূত উষার উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় নৃমুণ্ড-মালিনী রামচন্দ্রের বিশাল ও স্তব্ধ সৈন্যদলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

করপুটে—যুক্তকরে।

রুদ্রকুলসমতেজঃ—বলে একাদশ রুদ্রতুল্য।

দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ—দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত দৈবাস্ত্রসমূহ।

পিঠোপরি—উচ্চ আসনের বা বেদীর উপর। পীঠ, পীঠিকা>পীঁড়ি। পিঠ (পীঠ) বানানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা পিঠ < পৃষ্ঠ শব্দ নহে।

রঞ্জিত রঞ্জনরাগে—দৈবাস্ত্র বলিয়া সেগুলিকে উন্নত আসনে স্থাপন করিয়া রক্তচন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধূপ-দীপ প্রজ্বালিত করা হইয়াছে।

দেউটি<দীবট্টিআ<দীপবর্তিকা—প্রদীপ।

বাখানেন—ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশংসা করেন।

চর্মবর—বিশালায়তন ঢাল।

সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা ইত্যাদি—বিশাল ঢালটি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু স্বর্ণ-খচিত বলিয়া দিবাবসানে সূর্য-কিরণে রঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

কেহ বাখানেন ······ কেহ বর্ম তেজোরাশি—একই ক্রিয়াপদ বাখানেন দ্বারা বহু শব্দ অন্বিত হওয়ায় **তুল্যযোগিতা অলঙ্কার**।

তেজোরাশি—অত্যন্ত দীপ্তিশালী, ভাস্বর। বর্মের বিশেষণ।

পিনাক—হরধনুঃ—"পিনাকোঽজগবং ধনুঃ"—(অমরকোষ)।

ঠাট—সৈন্যদল।

রক্ষোরথী—রামশিবিরে অবস্থিত একমাত্র রাক্ষস বিভীষণ।

চেয়ে দেখ রাঘবেন্দ্র ইত্যাদি—শিবিরের সন্নিকটে অকস্মাৎ অপূর্ব রূপ-জ্যোতিঃসম্পন্না নৃমুণ্ডমালিনীর আবির্ভাব হওয়াতে বিভীষণ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া সংশয় প্রকাশ করিতেছেন যে, এই গভীর নিশীথেই কি স্বয়ং উষাদেবীর অকালে আবির্ভাব হইল! উপমেয় ও উপমান উভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য যেখানে এরূপ সংশয় কাব্যোচিত চমৎকারিত্বের সহিত প্রকাশিত হয় সে স্থলে **সন্দেহ অলঙ্কার** হয়। সন্দেহ প্রকৃত হইলে অলঙ্কার হয় না। এ স্থলে নৃমুণ্ডমালিনীর উল্লেখ না থাকিলেও, উপমেয় সুন্দরী নৃমুণ্ডমালিনী এবং উপমান উষা উভয়পক্ষেই সন্দেহ পরিব্যক্ত হওয়ায় অতি চমৎকার অলঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে।

ইন্দ্রজাল—মায়া, কুহক।

কামরূপী তবাগ্রজ—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ পরম মায়াবী।

এ দুর্বল বলে—সৌভাগ্যবশতঃ নানাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে মায়াবী রাক্ষসগণের তুলনায় দুর্বল আমার সেনাগণকে।

ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে—ছত্রিশ রাগিণীর সুরমাধুর্যকে একটি স্বরে ঘনীভূত করিয়া; অর্থাৎ অত্যন্ত মধুর স্বরে।

তাঁর দাসী—আমি মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনী।

সুধিলা—জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভর্ত্রিণী<ভর্ত্রী—স্বামিনীর সাদৃশ্যে ইনী প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ। পরেই ৩৪০ পংক্তিতে 'ভর্ত্রী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ভীমারূপী—চণ্ডিকা দেবীর ন্যায় বীরবেশধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী।

রূপসী—রূপবতী, অর্ধতৎসম শব্দ। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন যে, সম্ভবতঃ রূপ আছে এই অর্থে 'শ' প্রত্যয়-যোগে রূপশ এবং তাহা হইতে স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। সরসী, তাপসী, ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্যে রূপসী। মধুসূদন পুংলিঙ্গে রূপস শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি............" (৮ম সর্গ, ৪৫০)

চিত্রবাঘিনী<চিত্রব্যাঘ্রী—বাঘের স্ত্রীলিঙ্গে বাঙ্গলা ইনী-প্রত্যয়যোগে বাঘিনী পদ নিষ্পন্ন।

কিরাতিনী<কিরাতী—কিরাত বা ব্যাধজাতীয়া নারী। ছন্দের অনুরোধে ইনী-প্রত্যয়।

প্রফুল্ল কুসুম যথা—প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্যে কোমল সৌন্দর্য ব্যতীত অন্যভাবের অনস্তিত্ব থাকায় বীর্যবতী নৃমুণ্ডমালিনীর উপমারূপে প্রয়োগটি সার্থক হয় নাই।

নোয়াইয়া—নোয়াইয়া, নত করিয়া।

প্রবেশ—(অকারান্ত করিয়া পঠনীয়) প্রবেশ কর।

রঘুরাজকুলে—দিলীপপুত্র দিগ্‌বিজয়ী রঘুর বংশে। বীরের বংশে জন্ম, সুতরাং ভাগ্যদোষে বনবাসী হইলেও বীরের ও বীরাঙ্গনার সম্মান রক্ষা করিতে জানি—এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে।

ললনে—(সম্বোধনে) হে নারি।

বীরপণা—বীরত্ব ; সংস্কৃত -ত্বন প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন -পণা (-পনা) প্রত্যয়যোগে বাঙ্গলা গুণবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়।

পরিহার—উপেক্ষা, দোষের জন্য ক্ষমা।

প্রসাদ—উপহার।

বলি—(সম্বোধনে) হে শক্তিমান্!

ভীমারূপী ইত্যাদি—ভীমারূপে আবির্ভূতা চামুণ্ডা দেবীর ন্যায়। ভীষণাকৃতি রুদ্র বা শিবের নামান্তর ভীম, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী ভীমা।

রক্তবীজকুল-অরি—শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনানী রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তপাত হইলে প্রতি রক্তবিন্দু হইতে রক্তবীজের ন্যায়ই পরাক্রমশালী একটি করিয়া দৈত্য উৎপন্ন হইতেছিল। সেই অসুরগণদ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন হইতে চলিল দেখিয়া দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলে, দুর্গাদেবী চামুণ্ডাদেবীকে বদনবিস্তারপূর্বক রক্তবীজের শোণিত পান করিতে বলেন। এইরূপে চামুণ্ডা কর্তৃক পীত-শোণিত রক্তবীজ রক্তক্ষয়হেতু দুর্বল হইয়া অবশেষে দুর্গাদেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়।

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে—নৃমুণ্ডমালিনীকে দেখিয়া রামের ভীতির চেয়ে বিস্ময়ই যে বেশি হইয়াছিল, দূতীর সহিত ধীর, সংযত ও শিষ্ট আলাপনে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে রামচন্দ্রের মুখে 'ডরিনু' ও 'যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিনু' বাক্য দুইটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বীরাঙ্গনাগণের বীরত্বের প্রশংসাসূচক বাগ্‌ভঙ্গি হিসাবেই অর্থ করা উচিত। মধুসূদন রামচন্দ্রের প্রতি সর্বত্র সুবিচার না করিলেও অন্ততঃ এস্থলে কোন অবিচার করেন নাই। এই উক্তির ভিতর দিয়া বরং রামচন্দ্রের বীররমণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসামূলক মনোভাবই (chivalry) প্রকটিত হইয়াছে।

বিভারাশি নির্ধূম আকাশে—দাবানলে অগ্নির সহিত ধূম বর্তমান থাকে ; কিন্তু প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণের অপূর্ব রূপচ্ছটায় আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে রূপালোক নির্ধূম।

ঘোড়া দড়বড়ি—অশ্বের দ্রুতগমন শব্দ।

সে রোলের সহ মিশি—ভীষণ অস্ত্রের শব্দ ও অশ্বপদধ্বনির সহিত মধুর রণবাদ্য মিলিত হইয়া যেন ঝড়ের ভীষণ গর্জনের সহিত শ্রুতিমধুর কোকিলরবের সংমিশ্রণ হইল।

রত্ন-সঙ্কলিত-আভা—নানারত্ন হইতে নিষ্পন্ন অপূর্ব দীপ্তি সমন্বিত। পতাকার বিশেষণ।

আস্কন্দিতে—দুলকি চালে।

বোলিছে—শব্দিত হইতেছে।

ঘুঙ্ঘুরাবলী—অলঙ্কারাদি-সংলগ্ন ঘণ্টিকাসমূহ, ঘুঙুরগুলি।

ঘুনু ঘুনু বোলে—রুনু-ঝুনু শব্দে।

উপত্যকা পথে—দুইটি উন্নত পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নদেশস্থ পথে। দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান সৈন্যশ্রেণীর সহিত পর্বতের তুলনা করা হইয়াছে।

গরজে—গর্জনশব্দে, বৃংহণ বা বৃংহিতধ্বনিতে।

কৃষ্ণ হয়ারূঢ়া—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের উপর অবস্থিতা।

হৈমময় < হৈম বা হেমময়—স্বর্ণনির্মিত। ব্যাকরণদুষ্ট পদ।

বিদ্যাধরী—কিন্নর বা গন্ধর্ববৎ দেবযোনিবিশেষকে বিদ্যাধর বলে। ইহারা রূপের জন্য প্রসিদ্ধ।

নিক্কণে—শব্দে।

তারার দলে শশিকলা যথা—রূপের আধিক্যহেতু তারাসমূহের মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রের ন্যায় দর্শনীয়।

রতন-সম্ভবা বিভা—পরিহিত অলঙ্কারাদি-সংলগ্ন রত্নসমূহ হইতে নির্গত দীপ্তি।

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি—প্রমীলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া কামদেব ঘন ঘন ফুলশর বর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন, যাহাতে স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছা প্রমীলার মনে তীব্রতর হয়। জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা আছে :—

> "Fast by her side unseen smil'd Venus' son,
> As erst he laughed when Alcides spun."
>
> (Book VI—92)

খগেন্দ্রে—গরুড়পৃষ্ঠে।

সিংহপৃষ্ঠে যথা মহিষমর্দিনী দুর্গা····· বড়বার পিঠে—প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত একাধিক উপমাপ্রয়োগে **মালোপমা অলঙ্কার** হইয়াছে।

বামী-ঈশ্বরী—ঘোটকীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ছন্দের জন্য সন্ধি অস্বীকৃত।

শিঞ্জিনী—জ্যা, ধনুকের ছিলা।

টিটকারি < ধিক্কার—উপহাস করিয়া।

হাসিলা কেহ বা ইত্যাদি—স্ত্রীলোকের শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া ভয়ে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করার জন্য।

কি আশ্চর্য নৈকষেয় ইত্যাদি—প্রমীলার অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ সাহস দর্শনে রামচন্দ্র বিস্ময়াভিভূত হইয়া নিকষাপুত্র বিভীষণকে বলিতেছেন যে, ত্রিভুবনে নারীর এইরূপ রূপ ও সাহস তিনি দেখেন নাই, শুনেনও নাই।

প্রপঞ্চ—মায়া, ইন্দ্রজাল।

চিত্ররথ-রথি-মুখে ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গের শেষাংশে গন্ধর্বপতি চিত্ররথ ইন্দ্রাদেশে রামশিবিরে দৈবাস্ত্রসমূহ পৌঁছাইয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, পরদিন প্রভাতে মায়াদেবী আবির্ভূত হইয়া মেঘনাদবধকার্যে লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবেন। দেবীই কি তবে প্রমীলার ছদ্মবেশে আসিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন ? ইহাই রামের জিজ্ঞাস্য। প্রমীলার মহিমময় রূপদর্শনে বিস্মিত রাম তাহাকে সামান্যা স্ত্রীলোক মনে না করিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী বলিয়াই মনে করিতেছেন।

কালনেমি—মধুসূদন-কল্পিত দৈত্যবিশেষ, প্রমীলার পিতা।

মহাশক্তি—আদ্যাশক্তি, শিবানী।

দম্ভোলি-নিক্ষেপী—বজ্র-নিক্ষেপকারী।

সহস্রাক্ষে—সহস্রনেত্র ইন্দ্রকে।

যে হর্যক্ষ—যে সিংহ, অর্থাৎ সিংহপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ। উপমেয় মেঘনাদের উল্লেখমাত্র না থাকায় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, ইত্যাদি—বিভীষণ রামকে বলিতেছেন যে, কালী যেরূপ শিবকে নিজের বশীভূত করিয়া আপন পদতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে মনোমোহিনী প্রমীলা নিজের সৌন্দর্যে বশীভূত করিয়া পদতলে স্থাপন করিয়াছে। ১১০-১১৩ পংক্তিতে যেরূপ মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উপমায় পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে এখানেও প্রায় তদ্রূপ। রক্ষঃ+ইন্দ্র=রক্ষইন্দ্র ; ছন্দের অনুরোধে রক্ষেন্দ্র।

এ নিগড়ে—প্রণয়ের শৃঙ্খলস্বরূপ এই প্রমীলাকে। এখানেও **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

মদকল কাল হস্তী—মদমত্ত সর্বধ্বংসী হস্তিস্বরূপ সমগ্র জগতের উপদ্রবকারী মেঘনাদ।

এ কালাগ্নি—প্রলয়াগ্নির ন্যায় জগতের ধ্বংসকারী মেঘনাদ।

যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—অতি ক্রূর ও প্রাণবিনাশক কালীয়নাগ যমুনার স্নিগ্ধ জলে ডুবিয়া থাকে বলিয়া যেরূপ প্রাণিগণ তাহার দংশন হইতে অব্যাহতি পায়, সেইরূপ মেঘনাদরূপ কালসর্পও প্রমীলার স্নিগ্ধ ও সুরভিত প্রেমনীরে মগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া স্বর্গে, মর্ত্যে, ও পাতালে সকল লোক নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে।

ত্রিদিবে—স্বর্গে, 'ত্রয়ো দিব্যন্তি অত্র'—ত্রিদিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দে বাস করিবার স্থান।

না দেখি এ হেন শিক্ষা ইত্যাদি—কারণ, রামচন্দ্র ইতঃপূর্বে দুইবার মেঘনাদ-হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

ভৃগুরাম—ভৃগুবংশীয় রাম, পরশুরাম।

ভৃগুমান গিরিসদৃশ—উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় অটল।

এ মৃগপালে—সিংহ-বীর্য মেঘনাদের পরাক্রমের তুলনায় তুচ্ছ ও দুর্বল হরিণ-দলের ন্যায় রামসৈন্যকে।

উথলিছে চারিদিকে—আমি একেই ত বিপদ সাগরে মগ্ন,—এখন আবার মহাবীর মেঘনাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণে এবং মেঘনাদসহ মহাবীর্যবতী প্রমীলার সম্মেলনে সেই বিপদ-সমুদ্র হলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল ;—অর্থাৎ বিপদের মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

নীলকণ্ঠ—সমুদ্রমথনোত্থিত হলাহলপানে নীলবর্ণ কণ্ঠবিশিষ্ট শিব।

নিস্তারিণী—জগতের ত্রাণকর্ত্রী শিবানী।

নিস্তারিলা ভবে—বিষপান করিয়া সমুদ্রমথনজাত হলাহলের দাহ-জালা হইতে শিব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

প্রকারে—যে কোন কৌশলে।

সফল তবে মনোরথ হবে—সীতার উদ্ধাররূপ মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

সুরনাথ—দেবরাজ ইন্দ্র।

লাভে—লাভ শব্দ হইতে প্রথম পুরুষে নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ। সাধারণ প্রয়োগে 'লভে'।

লঙ্কার পঙ্কজরবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কথাটি মধুসূদন বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। "লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি", অথবা "লঙ্কা-পঙ্কজের রবি" সমাস হিসাবে দোষহীন হইত। আসত্তি-অনুসারে প্রথমে লঙ্কারূপ পঙ্কজ এই কর্মধারয় সমাস না করিয়া পঙ্কজের সহিত রবি শব্দের সমাস সমর্থনীয় নহে। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণেও এই জাতীয় সমাসের অপ্রাচুর্য নাই। এইরূপ স্থলে "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" স্বীকার করা হয়। এই প্রয়োগটিকেও এইভাবে সমর্থন করা যায়।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠার্থে কুঞ্জর শব্দের সহিত উপমিত সমাস।

ভীমা—ভীষণা, ভয়ঙ্করী (বিশেষণ)।

নিশায় পাইলে রক্ষা মারিব প্রভাতে—ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়া দৈবাস্ত্র প্রেরণকালে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, প্রভাতে মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিবেন। দেববাক্য মিথ্যা না হইতে পারে ; কিন্তু প্রমীলা আসিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হওয়ায় রামপক্ষীয়গণের বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে যদি প্রমীলাসহ মেঘনাদ আসিয়া ধ্বংস না করে, তবেই দৈবাস্ত্র-সাহায্যে প্রভাতে মেঘনাদকে বধ করা যাইবে।

অঙ্গদ—কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ, বালির পুত্র এবং সুগ্রীবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

নীল—অগ্নির অংশে জাত রামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ বানর সেনানী।

মিতা<মিত্র—বন্ধু।

ঊর্মিলাবিলাসী শূরে—ঊর্মিলাপতি বীর লক্ষ্মণকে।

সুরপতিসহ ইত্যাদি—বিভীষণ যখন লক্ষ্মণকে লইয়া লঙ্কার চারি দ্বার পর্যবেক্ষণ করিতে বহির্গত হইলেন, তখন মনে হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং তারকাসুরের বধকর্তা কার্ত্তিকেয়, অথবা সূর্য এবং চন্দ্র একত্র বিরাজমান হইলেন। উপমেয় বিভীষণ ও লক্ষ্মণকে শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ উপমান ইন্দ্র ও কার্ত্তিকেয় এবং সূর্য ও চন্দ্র বলিয়া উৎকট সংশয়হেতু এস্থলে **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

ত্বিষাম্পতি—সূর্য; ত্বিষ (ত্বিট্) শব্দের অর্থ কিরণ, ত্বিষাম্ (কিরণসমূহের) পতি, ষষ্ঠী অলুক্ সমাস।

সুধানিধি—সুধা অর্থাৎ অমৃতের আশ্রয়স্থল চন্দ্র। সমুদ্রমথনলব্ধ অমৃত চন্দ্রে স্থাপিত হইয়াছিল।

বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি ঘোররবে—অবরুদ্ধ লঙ্কার দ্বারে সশস্ত্র সহচরীগণ-সহ প্রমীলার আকস্মিক আবির্ভাবকে শত্রুর অতর্কিত আবির্ভাব মনে করিয়া লঙ্কার রাক্ষস-প্রহরিগণ সতর্কতাসূচক শৃঙ্গ ও ভেরী নিনাদ করিয়া উঠিল।

বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, প্রমত্ত—রাক্ষস সেনানীগণের নাম।

প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহময় বাণ বা নারাচ অস্ত্র।

দুরন্ত—প্রচণ্ড শক্তিমান।

কৌন্তিককুল—কুন্ত অর্থাৎ ভল্ল বা বল্লম জাতীয় অস্ত্রধারী সৈনিকগণ।

অগ্নিময় আকাশ—উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে অতি ভাস্বর আকাশ।

- **ভীরু**—কাপুরুষ; ভয়হেতু প্রকৃত বিষয় বুঝিতে অক্ষম, দিশাহারা ব্যক্তি।

হুড়ুকা<হুড়ুক্ক—দ্বারের অর্গল।

আবলী (আবলি)—সমূহ।

পৌরজন—পুরবাসী; পুর+ষ্ণ্য (বিশেষণ)।

হুলাহুলি—মাঙ্গল্যসূচক হুলুধ্বনি।

বরষি কুসুমাসারে—প্রচুর পুষ্পবর্ষণ করিয়া। আসার=বৃষ্টিধারা।

বন্দী—বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক। অবরুদ্ধার্থক ফারসী শব্দ 'বন্দী' বা 'বন্দি' হইতে স্বতন্ত্র তৎসম শব্দ।

চলিলা অঙ্গনা ইত্যাদি—নিবিড় বনের অসংখ্য বৃক্ষাদির মধ্যে যেমন দাবানলের লেলিহান শিখাগুলি উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ লঙ্কাপুরীর জনপূর্ণ রাজপথ দিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল রূপবিশিষ্টা প্রমীলা অনুচরীবৃন্দসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একজন টীকাকার লিখিয়াছেন, " 'নিবিড় কানন' অন্ধকারব্যঞ্জক।" কিন্তু এখানে লঙ্কার রাজপথে প্রমীলার অভ্যর্থনার জন্য চারিদিক হইতে উৎসুক লোকের সমাবেশ এবং গবাক্ষদ্বার খুলিয়া পুরনারীগণের প্রমীলার অপূর্ব বেশভূষা অবলোকন প্রভৃতি বর্ণনাদ্বারা রাজপথের অন্ধকার সূচিত হওয়া অসম্ভব। ইহা ছাড়াও,

"শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূমশূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।" (৫৬১-৬৩ পংক্তি)

—লঙ্কার সমুজ্জ্বলতাসূচক এই উপমাটিও অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্য উপায়ে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'নিবিড় কানন" এস্থলে বৃক্ষগুল্মাদির ঘন সন্নিবেশসূচক। অসংখ্য বৃক্ষপূর্ণ ঘন অরণ্যের ন্যায় লঙ্কার রাজপথ প্রমীলার দর্শনোৎসুক অসংখ্য জনগণদ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল।

বাদ্যকরী বিদ্যাধরী—বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দরী ও বাদ্যনিপুণা বাদ্যকরী।

পিধানে—আবরণ বা কোষের মধ্যে। অপি+ধা+ন। ভাগুরি নামক বৈয়াকরণের মতে 'অব' এবং 'অপি' উপসর্গদ্বয়ের আদ্য 'অ' লুপ্ত হয় ; যথা—পিহিত, পিনদ্ধ, বগাহন ইত্যাদি।

মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে—প্রসিদ্ধি আছে যে, কালসর্পের মস্তকে মণি থাকে, এবং কোনক্রমে উহা স্খলিত হইলে সর্প অত্যন্ত ব্যাকুল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। প্রমীলাও পতি-বিরহে এতক্ষণ মণিভ্রষ্ট সর্পের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ; এক্ষণে মেঘনাদের পুনর্দর্শনে সে যেন পুনর্জীবন লাভ করিল।

কৌতুকে—প্রমীলার বীরবেশ দর্শনে পরিহাসচ্ছলে।

ভব-বিজয়িনী—পৃথিবীর সর্বত্র জয়লাভে সমর্থা।

মনমথে<মন্মথে—কামদেবকে।

তেঁই<তেঞি<তেন<তেম কারণেন—সেইহেতু।

পশিল সাগরে আসি ইত্যাদি—নদীর শেষ গতি যেমন সমুদ্র, সেইরূপ সতীর শেষ আশ্রয়স্থল হইতেছেন পতি। প্রমীলার উক্তির অর্থ এই যে, সাগর-সঙ্গমে নদী যেমন তাহার পূর্ণতা লাভ করে এবং তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেইরূপ আমিও স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারিয়া চরিতার্থতা লাভ করিলাম।

দুকূলে—ক্ষৌম বা রেশমী বস্ত্র; শুভ্র বসন।

রতনময় আঁচল—রত্নখচিত অঞ্চলবিশিষ্ট, দুকূলের বিশেষণ।

কাঁচলি<কঞ্চুলিকা—স্ত্রীলোকের বক্ষোদেশ আবরক বস্ত্র, bodice.

পীন—স্থূল।

শ্রোণিদেশে—কটিদেশে, নিতম্বে। শ্রোণি ও শ্রোণী উভয় রূপই প্রচলিত।

ভাতিল মেখলা—রত্নখচিত সমুজ্জ্বল কটিহার শোভিত হইল।

উরসে (উরঃ)—বক্ষঃস্থলে।

জ্বলিল ভালে—ললাটে উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান হইল।

তারাগাঁথা সিঁথি—তারার ন্যায় উজ্জ্বল মণিদ্বারা ভূষিত সীমন্তের অলঙ্কার, tiara.

অলকে—গণ্ডদেশ ও ললাটস্থ চূর্ণকুন্তলের বা অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছের মধ্যে।

দম্পতী—স্বামি-স্ত্রী ; দ্বিবচনবাচক শব্দ বলিয়া 'দম্পতী' বানানই সঙ্গত।

ত্রিদশ-আলয়ে—দেবগণের বাসস্থান স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা ভোগ করেন বলিয়া দেবতাগণকে 'ত্রিদশ' বলা হয়।

ভুলি নিজ দুঃখ, ইত্যাদি—প্রমীলা ও মেঘনাদ বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলে নানা-রূপ নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। চারিদিকে সুখের ও আনন্দের হিল্লোল এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, মেঘনাদপুরীর পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণও স্বাধীনতাহানির দুঃখ সাময়িকভাবে ভুলিয়া মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল। অথবা অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। রামকর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কার অধিবাসিগণ এতদিন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অসুখী ছিল। মেঘনাদের পরাক্রমে তাহাদের দুঃখের দিন সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে মনে করিয়া, বহুদিন পরে তাহারা আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। প্রথম অর্থে **স্বভাবোক্তি** এবং দ্বিতীয় অর্থে **রূপক অলঙ্কার**।

সুধাংশুর অংশুস্পর্শে ইত্যাদি—চন্দ্রকিরণস্পর্শে সমুদ্রের জল যেমন উতলা হইয়া উঠে, সেইরূপ লঙ্কানগরীর ফোয়ারাগুলিও সক্রিয় ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুলনীয়,—"চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ"—(কালিদাস)।

ঋতুরাজ—বসন্ত (নায়ক)।

বনস্থলী—বনভূমি (নায়িকা)।

মধু মধুকালে—মধুর বসন্তকালে।

হেথা ইত্যাদি—৪৮৭-৫৫১ পংক্তি পর্যন্ত প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ, পুরবাসিগণ কর্তৃক তাহার অভ্যর্থনা এবং মেঘনাদের সহিত তাহার মিলন বর্ণনা করিয়া কবি পূর্ব প্রসঙ্গের

অবতারণা করিতেছেন। রামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ লঙ্কার অবরোধ পর্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়া পশ্চিম দ্বার হইতে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দ্বার ঘুরিয়া রামশিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বৃথা নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে—পূর্ব দ্বারে নীল সৈন্যগণসহ অতন্দ্র-ভাবে অবস্থিত।

ক্ষুধাতুর হরি যথা ইত্যাদি—ক্ষুধিত সিংহ আহারান্বেষণে যেভাবে অস্থিরচিত্তে ভ্রমণ করে, দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদ শত্রুচরের সন্ধানে সেইরূপ বিচরণ করিতেছিল।

কিম্বা নন্দী শূলপাণি ইত্যাদি—অথবা সতর্কভাবে অবস্থিত অঙ্গদের সহিত কৈলাসরক্ষক শিবানুচর শূলধারী নন্দীর তুলনা করা যাইতে পারে।

শত শত অগ্নিরাশি—সতর্ক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রজ্বালিত।

শত শত অগ্নিরাশি ইত্যাদি—অবরুদ্ধ লঙ্কার চারিদিকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য শত শত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে। রাত্রি বলিয়া অগ্নিসমূহ নির্ধূম ও উজ্জ্বল। চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে এই সকল অগ্নিকুণ্ডবেষ্টিত লঙ্কাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রবেষ্টিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। এস্থলে রাত্রির সর্বব্যাপী অন্ধকারের সহিত কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অগ্নিকুণ্ডের সহিত নক্ষত্র-সমূহের এবং দীপালোকিত উজ্জ্বল লঙ্কার সহিত চন্দ্রের তুলনায় অতি **চমৎকার উপমা অলঙ্কার** হইয়াছে।

কৃষী—কৃষক, কৃষীবল। কৃষি (কৃষিকার্য)+ইন্ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ; (অপ্রচলিত)।

জাগে বীরব্যূহ—রামের বীর সৈন্যসমূহ সতর্কভাবে অবস্থিত।

হৃষ্টমতি—সকলে সতর্কভাবে স্ব স্ব কর্মে রত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে।

হাসিয়া কৈলাসে উমা—পুনর্বার প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রমীলা যখন বীরবেশে লঙ্কাপ্রবেশে উদ্যতা, তখন তাহার অপূর্ব বীরাঙ্গনা-মূর্তি দেখিয়া দেবী মনের আনন্দে সখী বিজয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

সাজিনু এ বেশে আমি ইত্যাদি—সত্যযুগে মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, রক্ত-বীজ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিবার জন্য আমি স্বয়ং যেরূপ বীরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলাম, তাহার সহিতই প্রমীলার এই অপূর্ব বীরবেশের তুলনা চলে।

তুরঙ্গম আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে ইত্যাদি—অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া স্বর্ণকান্তি প্রমীলার সুন্দর দেহখানি অশ্বের গতিবেগে সঞ্চালিত হওয়ায় তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত স্বর্ণপদ্মের ন্যায় ক্ষণে ঊর্ধ্বে উত্থিত এবং ক্ষণে নিম্নে অবনমিত হইতেছে। রাত্রির বিশাল সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে প্রমীলার সুন্দর স্বর্ণবৎ অঙ্গের এই উত্থানপতন যেন মানস

সরোবরের নীল জলের মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত স্বর্ণপদ্মের উত্থানপতনের মত। উপমান কনককমল ও উপমেয় স্বর্ণকান্তি প্রমীলার মধ্যে সাদৃশ্যহেতু সংশয় প্রকাশে **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

কিরূপে আপন কথা রাখিবে—ভক্ত রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

বায়ুসখা—অগ্নিশিখা স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া তাহার বিশেষণ বায়ুসখী স্ত্রীলিঙ্গ।

ক্ষণকাল চিন্তি—কারণ, এই অপ্রত্যাশিত বাধার বিষয়ে পূর্বে চিন্তা করা হয় নাই; সুতরাং উপায় নির্ধারণার্থ দেবীকে ঈষৎ ভাবিতে হইল।

মম অংশে জন্ম ধরে—বিভীষণ প্রমীলার পরিচয়দানকালে রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন :—

"মহাশক্তি-অংশে দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে!" (৩য় সর্গ, ৪১৭-৪১৮)

রবিচ্ছবি-করস্পর্শে ইত্যাদি—সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণস্পর্শে যে মণি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সন্ধ্যাগমে সূর্যকিরণের অভাবে তাহা ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ আমার যে শক্তিতে প্রমীলা শক্তিমতী, সেই শক্তি আকর্ষণ করিয়া আমি তাহাকে নিস্তেজ করিব।

পতিসহ আসিবে প্রমীলা ইত্যাদি—এক ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অপর ভক্তের অহিতাচরণ দেবীর মনে হয় ত পীড়ার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি আত্ম-সমর্থনার্থই যেন বলিতেছেন যে, এই ব্যাপারে প্রমীলা ও মেঘনাদেরও প্রকৃত কল্যাণ করা হইবে। মেঘনাদ মৃত্যুর পর পাপ রাক্ষসযোনি ও পাপপূর্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবানুচরের পদ লাভ করিবে এবং প্রমীলা পতির সহমৃতা হইয়া কৈলাসে আসিয়া দেবীর সখীর গৌরব লাভ করিবে।

ভবের ভালে—শিবের ললাটদেশে।

উজলিল সুখধাম রজোময় তেজে—পূর্ণ সুখের আলয় কৈলাসধামকে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

রজোময়—রজতময়, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র। রজত অর্থে মধুসূদন বহুবার রজঃ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। **অবাচকতা দোষ**।

সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ—তৃতীয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে প্রমোদোদ্যান হইতে বিরহিণী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদের নিকটে আগমন; তাই এই সর্গের নাম "সমাগম"।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

চতুর্থ সর্গ

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে অশোকবনে অবরুদ্ধা সীতার সহিত সরমার কথোপকথন-প্রসঙ্গে সরমার নিকট সীতার পূর্বজীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা অল্পবিস্তর রামায়ণানুগত হইতে বাধ্য বলিয়া, সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে কেবল এই সর্গটিতেই রামায়ণীয় কাহিনীর সূত্র প্রায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। মাত্র একস্থলে বিদেশীয় কাব্যের একটি ঘটনার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে পথে গরুড়পুত্র জটায়ু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাবণ ও জটায়ু যখন ভীষণ যুদ্ধে রত, তখন সীতা পলায়নের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আতঙ্কে মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। সেই অবস্থায় সীতাজননী ধরিত্রীদেবী সীতাকে আশ্বাস দিয়া স্বপ্নে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর চিত্র প্রদর্শন করিলেন। এই ঘটনাটি রামায়ণ-বহির্ভূত এবং ভার্জিল-রচিত ঈনীড্ কাব্যের নায়ক ঈনীয়স্‌কে তাঁহার পিতা আঙ্কাইসিস্ কর্তৃক ভবিতব্য প্রদর্শনের অনুরূপ। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গে সীতার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণা ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসীর স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সে স্বপ্নে কেবল সীতারামের অভ্যুদয় এবং রাবণ ও রাক্ষসগণের বিনাশ অস্পষ্টভাবে নিমিত্তসমূহ দ্বারা ইঙ্গিত হইয়াছে। সুতরাং ধরিত্রীদেবী সীতাকে ভবিতব্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভবিষ্যতের যে সকল সুস্পষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মূলে ঈনীড্-কাব্যোক্ত ঘটনার প্রভাবই বর্তমান,—এইরূপ মনে করিবার হেতু রহিয়াছে।

চতুর্থ সর্গের উপযোগিতা :—মেঘনাদবধ কাব্য বীরবাহুবধের পরবর্তী ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি, সূর্পণখার লাঞ্ছনা, সীতাহরণ প্রভৃতি পূর্ববর্তী ঘটনা বর্ণনার অবকাশ ছিল না। এই সর্গে কবি সীতা-সরমা-সংবাদের সাহায্যে কৌশলে সেই পূর্বানুক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে কবির রাক্ষসগণের প্রতি সহানুভূতি সুবিদিত এবং স্বয়ং কবি কর্তৃকও স্বীকৃত। রামায়ণীয় আদর্শ-চরিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিষ্প্রভ ও ক্ষুণ্ণ করিয়া রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রকে উজ্জ্বল ও সমুন্নতভাবে চিত্রিত করায় বহু সমালোচক কবির

ধর্মান্তরগ্রহণ ও তজ্জনিত বিজাতীয় মনোভাবের বিষয় কারণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উক্তি যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চতুর্থ সর্গে চিত্রিত সীতার অনবদ্য চিত্র এইরূপ উক্তির বিরুদ্ধে অন্য একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। গ্রীক সাহিত্যের নির্মম অদৃষ্টবাদকে কাব্যে প্রমূর্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই যে কবি রামায়ণীয় চরিত্রসমূহকে একটু স্বতন্ত্রভাবে নূতন বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং বিজাতীয় মনোভাব-প্রসূত অশ্রদ্ধাবশতঃ যে তিনি রামলক্ষ্মণের আদর্শ চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই,—চতুর্থ সর্গে সীতার চরিত্র পূর্ণ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সহিত চিত্রিত করিয়া তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সরলতায়, পবিত্রতায়, মনের ঔদার্যে এবং চরিত্রমাধুর্যে কবিকল্পিত সীতাচরিত্র বহুস্থলে বাল্মীকিকল্পিত সীতাচরিত্র হইতেও মধুরতর ও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনা-সংস্থানে, কবিত্বশক্তির বিকাশে, অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে,—এবং সর্বোপরি সীতা ও সরমা চরিত্রদ্বয়ের মাধুর্যে,—সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই সর্গটিই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ইহার বিস্তৃতি। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণের সুবিস্তৃত ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সংকীর্ণ ঘটনাকে (বীরবাহুর মৃত্যুর পর হইতে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত) অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়া ইহাতে মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতির বিশেষ অভাব ছিল। এই সর্গে সীতার পূর্বজীবনের কাহিনী বর্ণনায় কবি অতীতের বৃত্তান্ত যেমন সংক্ষেপে পরিবেশন করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তেমনই আবার সীতার স্বপ্নদর্শনের সাহায্যে মেঘনাদবধের পরবর্তী রাবণবধ এবং সীতার উদ্ধার কাহিনীও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই সর্গের আরও একটি বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। সীতার শোকার্ত বিষাদময় করুণ মূর্তিটি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া কবি রাবণচরিত্রের অন্যায় ও অধর্মের দিকটিকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহাবীর রাবণ দৈবপীড়িত হইলেও কেবল দৈববশেই তাহার পতন ঘটে নাই; সীতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া রাবণ নীতিধর্মবিরোধী যে কাজ করিয়াছেন,—তাহাও যে তাঁহার পতনের অন্যতম মুখ্য কারণ,—ইহা বুঝাইবার জন্য সীতার দুঃখের চিত্রটি অঙ্কন করার প্রয়োজন ছিল।

বিষয়-সংক্ষেপ ঃ—পাশ্চাত্য কবিগণের অনুসরণে কবি আদিকবি বাল্মীকির আবাহন করিয়া সর্গটির সূচনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গোক্ত ঘটনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাবলীর সমকালীন। মেঘনাদ সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছেন। পরদিন

প্রভাতে তিনি রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লঙ্কার দুর্দশামোচন করিবেন এই আশায় লঙ্কাপুরীর আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দোৎসবে মত্ত। সীতার রক্ষাকার্যে নিযুক্তা চেড়ীগণও সীতাকে ত্যাগ করিয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছে। শোকাকুলা সীতা একাকিনী অশোকবনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিভীষণপত্নী সরমা আসিয়া সীতাকে সাধব্যের চিহ্ন সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার নিরাভরণ দেহদর্শনে অলঙ্কার-সমূহ অপহরণের জন্য রাবণকে ধিক্কার দিলেন। অলঙ্কারহরণের জন্য সরমা রাবণের নিন্দা করিলে, সীতা, পরম শত্রু হইলেও,—রাবণের এই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিবার সময়ে অভিজ্ঞানস্বরূপ অলঙ্কারসমূহ তিনি নিজে পথে ফেলিতে ফেলিতে আসিয়াছেন। অনন্তর সরমা সীতাকে তাঁহার পূর্বজীবনের বৃত্তান্তসমূহ বলিতে অনুরোধ করিলে সীতা বলিতে লাগিলেন :—তাঁহারা পূর্বে সুন্দর পঞ্চবটীবনে মনের আনন্দে বাস করিতেন। লক্ষ্মণ সর্বদা সীতারামের পরিচর্যা করিতেন। তাঁহাদের কোন বস্তুরই অভাব ছিল না। পঞ্চবটীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে সীতা রাজপুরীর সুখৈশ্বর্য ভুলিতে পারিয়াছিলেন। চির-বসন্তপূর্ণ পঞ্চবটীবনে কত বিচিত্র ফুল ফুটিত; প্রভাতে কোকিলের মধুর স্বরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত; তাঁহার কুটীরপার্শ্বে ময়ূর-ময়ূরী আসিয়া নৃত্য করিত; বলিভুক্ কত পশুপক্ষী প্রত্যহ সীতার নিকট আহারান্বেষণে আসিত;—সরোবরের স্বচ্ছ জল ছিল তাঁহার আরশি;—কতদিন পদ্মফুল তুলিয়া তিনি কবরীতে ধারণ করিতেন এবং ফুলসাজে সজ্জিত হইতেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে কৌতুকচ্ছলে বনদেবী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। হায়, রামের সেই পাদপদ্মদ্বয় কি তিনি জীবনে আর দর্শন করিতে পারিবেন। সীতা রামের বিরহে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সহানুভূতিতে সরমাও কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে শোকাবেগ একটু কমিলে সরমা বলিলেন যে, পূর্বকথাস্মরণে যদি সীতা দুঃখ পান তবে উহা স্মরণ করিয়া কাজ নাই। প্রত্যুত্তরে সীতা বলিলেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যহীনা কাঁদিবে না ত কে কাঁদিবে? সীতার প্রতি সরমার ন্যায় সহানুভূতিসম্পন্না আর কেহই এই শত্রুপুরীতে নাই। দুঃখী ব্যক্তি তাহার দুঃখের কাহিনী সমব্যথীকে বলিয়া কিছু শান্তি পায়। সুতরাং সরমাকে তিনি পূর্বের কাহিনী বলিতেছেন।

সীতা বলিলেন, "পঞ্চবটীবনে আমরা পরম সুখে ছিলাম। সেই সুন্দর বনের শোভা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি নিদ্রার মধ্যেও বনদেবীর বীণাধ্বনির ন্যায় বনের নানা বিচিত্র মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম। কখনও বা সরোবরের তীরে বসিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা দেখিতাম। কোনদিন হয় ত নিকটস্থ তপোবন হইতে ঋষিবধূরা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; আমি তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতাম। অন্য সঙ্গিনী না

পাইলে নিজের ছায়াকেই সখী-সম্ভাষণ করিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিতাম। আমি হরিণীগণের সহিত আনন্দে ছুটাছুটি করিতাম; কোকিলধ্বনির অনুকরণ করিতাম; লতার সহিত বৃক্ষের বিবাহ দিতাম; লতায় ফুল ফুটিলে সেই ফুলগুলিকে নাতিনী বলিয়া সস্নেহে চুম্বন করিতাম এবং ফুলের নিকটে ভ্রমরেরা আসিয়া গুঞ্জন করিলে তাহাদিগকে নাতিনী-জামাই বলিয়া পরিহাস করিতাম। কখনও বা স্বামীর সহিত নদীতীরে ভ্রমণকালে স্বচ্ছ সলিলে আকাশ-চন্দ্র-তারকা প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতাম। আবার কখনও বা পর্বতচূড়ায় উঠিয়া রামের চরণতলে বসিয়া নানা কাহিনী শ্রবণ করিতাম। এখনও এই অশোকবনে আসিয়া আমি যেন রামের সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতেছি বলিয়া বোধ হয়। হায়, আমার অদৃষ্টে সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার সৌভাগ্য কি আর হইবে!" ইহা বলিয়া সীতা বিষাদে স্তব্ধ হইলেন। সরমা বলিলেন, "দেবি, তোমার মুখে তোমার পঞ্চবটীবনে অবস্থানের আনন্দপূর্ণ কাহিনী শুনিলে তুচ্ছ রাজ-ভোগে ঘৃণা জন্মে; মনে হয়, তোমার মত বনবাসিনী হইয়া সেই মধুর জীবন যাপন করি। এখন তুমি বল যে, কি কৌশলে রাবণ তোমাকে হরণ করিয়াছিল। তোমার মধুর কণ্ঠে তোমার পূর্বকাহিনী শুনিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক হইয়া আছি।"

সীতা বলিলেন, "এইরূপে সুখে পঞ্চবটীবনে বহুকাল বাস করিবার পর অবশেষে তোমার ননদ সূর্পনখা আসিয়া আমাদের জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করিল। অতি নির্লজ্জভাবে সে আমাকে বধ করিয়া রামকে বরণ করিতে চাহিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন। ফলে রাক্ষসগণের সহিত রাম-লক্ষ্মণের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। আমি ভীত হইয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা করার জন্য দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যুদ্ধের ভীষণ হুঙ্কারে শেষে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।"

"কতক্ষণ মূর্ছিত ছিলাম জানি না। অবশেষে রামচন্দ্রের সাদর সম্ভাষণে জাগিয়া উঠিলাম। হায়, রামচন্দ্রের সেই মধুর প্রণয়-সম্ভাষণ আর কি শুনিতে পাইব!" এই বলিয়া সীতা দুঃখে সত্যই মূর্ছিতা হইলেন। সরমা তাঁহাকে সাবধানে ধরিয়া ফেলিলেন। মূর্ছিতা সীতা বাণাহতা বিহঙ্গীর ন্যায় সরমার ক্রোড়ে পতিতা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সীতার চৈতন্য হইলে সরমা কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, না বুঝিয়া সীতার পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে যাইয়া তিনি আজ তাঁহাকে এত কষ্ট দিলেন।

সীতা সরমাকে বলিলেন, "সখি, তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। আমার হরণ-কাহিনী বলিতেছি শোন। হয়ত সূর্পণখার নিকট মায়ামৃগের রূপধারী মারীচের

কাহিনী শুনিয়াছ। স্বর্ণমৃগ দর্শনে লুব্ধ হইয়া আমি কুক্ষণে রামের নিকট মৃগটি প্রার্থনা করিলাম। লক্ষ্মণকে প্রহরী রাখিয়া রাম ধনুর্বাণ হস্তে বাহির হইলেন। বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল মায়ামৃগ বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল। রামচন্দ্র দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চিরদিনের মত আমার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অকস্মাৎ দূরে আর্তনাদ শুনিলাম, 'কোথায় লক্ষ্মণ! আমার প্রাণ যায়!' আমার ন্যায় লক্ষ্মণও চমকিত হইলেন। লক্ষ্মণকে অনুনয় করিয়া হাত ধরিয়া বলিলাম, 'আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, বুঝি বিপদে পড়িয়া রাম তোমাকে ডাকিতেছেন। তুমি শীঘ্র যাও।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'তোমাব আদেশ কেমন কবিয়া পালন করিব? এই মায়াপূর্ণ বনে কত রাক্ষস রহিয়াছে। তোমাকে একা ফেলিয়া যাইব কি করিয়া? তোমার ভয় অমূলক। পরশুরাম-বিজয়ী রামচন্দ্রকে কেহই বিপদে ফেলিতে পারে না।' এই সময় আবার সেই আর্তনাদ শুনিলাম। ধৈর্য হারাইয়া আমি লক্ষ্মণকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলাম যে, তুমি না যাও ত আমি নিজে যাইয়া দেখিব রাম কি বিপদে পতিত হইয়াছেন। আমার তিরস্কারে বিচলিত হইয়া লক্ষ্মণ আমাকে থাকিতে বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।"

"আমি বসিয়া কত অমঙ্গলের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। যে সকল পশু-পক্ষী আহার প্রাপ্তির নিমিত্ত নিত্য আমার নিকট আসিত, তাহারা আসিয়া জুটিল। তাহাদের মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দেহধারী এক তপস্বীকে দেখিয়া নতশিরে প্রণাম করিলাম। হায় সখি, তখন যদি বুঝিতাম যে, এই আমার সকল দুঃখের মূল রাবণ, তাহা হইলে কি তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতাম? মায়াবী তপস্বী ভিক্ষা চাহিলে আমি বলিলাম, 'প্রভু, বিশ্রাম গ্রহণ করুন; অবিলম্বে গৃহস্বামী রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ফিরিয়া আসিবেন।' সে ছদ্মরোষে বলিল যে, সে ক্ষুধার্ত অতিথি এবং অবিলম্বে ভিক্ষা চাহে। ভিক্ষা না পাইলে সে অন্য স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইবে। রঘুবংশের বধূ হইয়া আমি কি অতিথিকে বিমুখ করিব? ভিক্ষা না পাইলে সে 'দুরন্ত রাক্ষস রামের শত্রু হউক'—এই শাপ দিবে। ব্রহ্মশাপের ভয়ে আমি ভিক্ষা লইয়া কুটীরের বাহিরে আসামাত্র, ব্যাঘ্র যেভাবে হরিণীকে ধরে, সেইভাবে রাবণ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি বৃথাই বিলাপ করিয়া কানন পূর্ণ করিলাম; রাবণের লৌহবৎ কঠিন হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল না। ছদ্মবেশী রাবণের ছদ্মবেশ দূর হইল; রক্ষঃপতি বেশে সে আমাকে রথে তুলিয়া রথ চালাইয়া দিল। সর্প-কবলিত ভেকের ন্যায় আমি আর্তনাদ করিতে লাগিলাম; কিন্তু রথচক্র-নির্ঘোষে আমার আর্তনাদ ডুবিয়া গেল। তখন বিপন্ন হইয়া আমি আমার অঙ্গের সকল অলঙ্কার খুলিয়া পথে

ছড়াইতে লাগিলাম। সেইজন্যই দেহ আমার আভরণশূন্য। আমার অলঙ্কারহীনতার জন্য রাবণ দোষী নহে।"

সরমা সীতাহরণের পর রাবণ কি করিল জানিতে চাহিলে, সীতা বলিলেন, "রাবণ আমাকে রথে তুলিয়া লইয়া যাইবার সময়ে আমি আকাশ, বায়ু, মেঘ, ভ্রমর, কোকিল, —সকলকে ডাকিয়া বলিলাম,—তোমরা আমার কথা প্রভু রামচন্দ্রকে বলিও; কিন্তু কেহই আমার বিলাপে কর্ণপাত করিল না। রাবণের পুষ্পক রথ শূন্যপথে পর্বত, বন, নদনদী উত্তীর্ণ হইয়া চলিল।

"অকস্মাৎ সম্মুখে ভীষণ গর্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রথের অশ্বসমূহ ভীত ও কম্পিত হওয়ায় রথ অসমগতিতে চলিতে লাগিল। সম্মুখে পর্বতশিখরে একজন বিরাটাকৃতি বীরকে দেখিতে পাইলাম। তিনি রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি রাবণকে চিনিতে পারিয়াছেন। পরস্ত্রী-হরণ রাবণের নিত্যকর্ম। রাবণকে বধ করিয়া তিনি বীরগণের কলঙ্ক ঘুচাইবেন। তাঁহার ভীষণ গর্জনে আমি অচেতন হইয়া রথে পতিত হইলাম।

"জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমি ভূমিতে রহিয়াছি এবং আকাশে সেই বীরের সহিত রাবণের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। সেই বীরকে যুদ্ধে জয়ী করিবার জন্য দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম। বনের মধ্যে পলায়ন করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু আছাড় খাইয়া আবার মাটিতে পড়িয়া গেলাম। মাটিতে পড়িয়া জননী পৃথিবীকে দ্বিধা হইয়া আমাকে বক্ষে গ্রহণ করিতে বলিলাম;—নতুবা রাবণ অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে পুনরায় ধরিবে। আকাশে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুদ্ধের ভীষণ গর্জনে আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।

"এই মূর্ছিত অবস্থায় আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। মাতা ধরিত্রীদেবী আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া বলিলেন যে, বিধাতার বিধানে রাবণ সবংশে ধ্বংস হইবে বলিয়াই আমাকে হরণ করিতেছে। রাবণের পাপের ভারে মাতা ধরিত্রী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। আমাকে যে মুহূর্তে রাবণ স্পর্শ করিয়াছে সেই মুহূর্তেই রাবণের বিনাশের ও ধরিত্রীর পাপভার-লাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি আমাকে ভবিতব্যতার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন।

"আমি চাহিয়া দেখিলাম, এক উচ্চ পর্বতের উপর দুঃখভারাক্রান্ত পাঁচজন বীরপুরুষ উপবিষ্ট। এমন সময়ে সেখানে লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র উপস্থিত হইলেন। পঞ্চবীর রামের ও লক্ষ্মণের পূজা করিলেন এবং সকলে একটি সুন্দর নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই নগরের রাজাকে বধ করিয়া পঞ্চ বীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রামচন্দ্র সিংহাসনে

বসাইলেন। চারিদিকে দূতগণ ছুটিয়া চলিল এবং বীরপদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। আমি স্বপ্নের মধ্যে ভয়ে চক্ষু মুদিত করিলাম। মাতা ধরিত্রী হাসিয়া বলিলেন যে, আমার ভয় অনাবশ্যক। রাম-মিত্র সুগ্রীব আমার উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন। রামচন্দ্র যাহাকে বধ করিলেন তাহার নাম বালি এবং নগরের নাম কিষ্কিন্ধ্যা। আমি আবার চাহিয়া দেখিলাম,—দলে দলে বীর সৈন্য বন, নদী লঙ্ঘন করিয়া, গর্জনে জগৎ পূর্ণ করিয়া বহির্গত হইতেছে। তাহারা ক্রমে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জলে শিলা ভাসিল; শত শত শিল্পী মিলিয়া অপূর্ব সেতু রচনা করিল; কনকলঙ্কা শত্রুপদভরে টলমল করিতে লাগিল এবং আমি 'জয় রঘুপতি' ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রাবণের রাজসভায় দেখিলাম ধার্মিক এক বীরপুরুষ আমাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণের জন্য রাবণকে অনুরোধ করিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া তিরস্কার করিলে, অভিমানে সেই ধার্মিক পুরুষ আমার স্বামীর নিকটে চলিয়া গেলেন।"

এই কথা শুনিয়া সরমা বলিলেন যে, তাঁহার স্বামী বিভীষণ ও তিনি সীতার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত এবং উভয়ে সীতার জন্য গোপনে কত অশ্রুমোচন করিয়াছেন। সীতা বলিলেন যে, তিনি তাহা উত্তমরূপেই জানেন। সীতা সরমার স্নেহে ও সহানুভূতিতেই এখনও বাঁচিয়া আছেন। অতঃপর সীতা তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—"আমি দেখিলাম,—রাক্ষস সৈন্য দলে দলে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং লঙ্কা ভীষণ গর্জনে পূর্ণ হইল। রাবণকে আবার রাজসভায় আসীন দেখিলাম,—কিন্তু এবার তাহার আর সে দম্ভ নাই। সে ভাগ্যকে দোষ দিয়া ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করিতে বলিল। কুম্ভকর্ণ জাগিয়া যুদ্ধে যাইয়া রামচন্দ্রের হস্তে প্রাণ দিল। আবার 'জয় রাম' ধ্বনি শুনিলাম; আবার রাবণকে শোকাকুল দেখিলাম।"

"এই অবস্থায় মাতা ধরিত্রীকে বলিলাম, 'মা, রাক্ষসগণের দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।' মা বলিলেন যে, ভবিষ্যতে সত্যই যাহা ঘটিবে তাহাই আমি দেখিতেছি। লঙ্কা লণ্ডভণ্ড করিয়া রাম রাবণকে দণ্ড দিবেন। তারপর দেখিলাম, দেবকন্যাগণ নানা বেশ-ভূষা লইয়া আমাকে সাজাইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, স্বয়ং দেবেন্দ্রাণী শচী আজ আমাকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন। আমি কাঙ্গালিনী বেশেই পতি-সকাশে যাইতে চাহিলে তাঁহারা আমার কথা না শুনিয়া আমাকে সযত্নে সাজাইলেন। অদূরে রামচন্দ্রকে দেখিয়া যেমন তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিবার জন্য ছুটিতে চাহিলাম, অমনি আমার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। হায়, আমি তখনই মরিলাম না কেন!"

সরমা সীতাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, শীঘ্রই সীতা রামচন্দ্রকে লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সীতার স্বপ্নদৃষ্ট অন্য সকল ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। অতঃপর সীতা কি দেখিলেন, সরমা সীতাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলে সীতা বলিলেন,—"জাগিয়া দেখিলাম, রাবণের সহিত যুদ্ধরত সেই বীর পরাজিত ও ভূতলে পতিত এবং রাবণ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে আমাকে বলিল যে, তাহার পরাক্রমে গরুড়পুত্র জটায়ু মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত। জটায়ু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, তিনি বীরধর্ম পালন করিয়া স্বর্গে যাইতেছেন, কিন্তু পরিশেষে রাবণের দণ্ড অনিবার্য। রাবণ পুনরায় আমাকে রথে তুলিলে আমি জটায়ুকে বলিলাম, 'আমার নাম সীতা, আমি রঘুপতির দাসী। যদি আমার স্বামীর সহিত দেখা হয় তবে বলিবেন যে, শূন্য গৃহ হইতে রাবণ আমাকে হরণ করিয়াছে।' রাবণের রথ গগনপথে চলিল। অকস্মাৎ সম্মুখে গর্জন শুনিয়া দেখিলাম নিম্নে নীল সমুদ্র বিস্তৃত। জলে ঝাঁপ দিতে গেলে রাবণ আমাকে বাধা দিল। শীঘ্রই সমুদ্রবক্ষে মনোরম লঙ্কাভূমি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু আমার পক্ষে কারাগারস্বরূপ লঙ্কার শোভা-সৌন্দর্য আমার নিকটে বৃথা। সখি, আমার দুরদৃষ্টবশতঃ আমি রাজকন্যা ও রাজবধূ হইয়াও আজ কারাগারে বন্দিনী।" এই বলিয়া সীতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সরমা সীতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু ধরিত্রী মাতা যাহা যাহা দেখাইয়াছেন তাহা সকলই ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। এই বীরপুরী আজ বীরশূন্য। শীঘ্রই দেবকন্যাগণ আসিয়া সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিবেন। সীতা যেন সরমাকে সুসময়ে ভুলিয়া না যান। সরমা আজীবন সীতার মূর্তি নিজের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিবেন। সীতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, এই দুঃখময়, পাপময় লঙ্কাপুরীতে সরমাই সীতার একমাত্র অবলম্বন ;—তাঁহার কথা বিস্মৃত হওয়া সীতার পক্ষে অসম্ভব।

অতঃপর সরমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পাছে কেহ সীতার সহিত তাঁহার বিশ্রম্ভালাপ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সীতাও দূরে পদশব্দ শুনিয়া চেড়ীগণ ফিরিয়া আসিতেছে ভাবিয়া সরমাকে সত্বর চলিয়া যাইতে বলিলেন।

সরমা ভয়ে ত্রস্তপদে দ্রুতগতি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। বিজন বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত একটি মাত্র কুসুমের ন্যায় সীতা অশোকবনে একাকিনী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কবিগুরু—আদি কবি বাল্মীকি। ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকিরচিত রামায়ণ প্রথম কাব্য এবং ক্রৌঞ্চনিধনকারী ব্যাধের প্রতি তাঁহার অভিশাপ-বাণী—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্ একম্ অবধীঃ কাম-মোহিতম্॥"

প্রথম লৌকিক কবিতা বা শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শিরঃচূড়ামণি—মস্তকের ভূষণ; 'শিরোমণি' বা 'চূড়ামণি' হইলেই সার্থক প্রয়োগ হইত। **অধিকপদতা দোষ**। ছন্দের অনুরোধে এবং দুঃশ্রাব্যতা দোষ দূর করিবার জন্য সন্ধি পরিত্যক্ত। তুলনীয়, "হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ"—১ম সর্গ, ২১২ পংক্তি।

তব অনুগামী দাস—এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বাল্মীকির নিকট ঋণস্বীকার এবং বশংবদতা প্রকাশ কবির পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কাব্যখানি রচনার প্রারম্ভে কবি লিখিয়াছিলেন,—"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek Mythology on our own'; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such. as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki." বাস্তবিকই মেঘনাদবধ কাব্যের ২য়, ৩য়, ৫ম, ৮ম ও ৯ম সর্গোক্ত ঘটনাবলীর সহিত রামায়ণের কোন সম্বন্ধ নাই। ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গে রামায়ণীয় কাহিনীর ক্ষীণ সূত্রটুকু আশ্রয় করিয়া কবি নূতন মাল্য রচনা করিয়াছেন। কেবল এই চতুর্থ সর্গটিতেই কবি বাল্মীকির প্রকৃত অনুগামী হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র-সঙ্গমে—শ্রেষ্ঠ রাজার সাহচর্যে।

রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা ইত্যাদি—দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাববশতঃ দূরদেশস্থ তীর্থস্থান দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া যেমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির অনুগামী হইয়া নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ কবিও যশের মন্দিররূপ তীর্থে উপস্থিত হইবার আশায় বাল্মীকির অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

তব পদচিহ্ন ধ্যান করি—তোমার রচিত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া।

পশিয়াছে কত যাত্রী ইত্যাদি—কত শত কবি কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী ও অমর হইয়াছেন।

শ্রীভর্তৃহরি—সংস্কৃত ভট্টিকাব্য নামক রামজীবনীমূলক মহাকাব্যের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত।

সূরী ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ—ভবভূতি নামে বিখ্যাত সুপণ্ডিত শ্রীকণ্ঠ রামায়ণকাহিনী অবলম্বনে 'মহাবীর-চরিত' ও 'উত্তর-রামচরিত' নাটকদ্বয় রচনা করেন।

কালিদাস—ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত 'রঘুবংশ'-রচয়িতা কালিদাস।

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি—'অনর্ঘ-রাঘব' নামক সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা মুরারি মিশ্র,—যাঁহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ন্যায় মধুর।

কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি—প্রথম বাঙ্গালা রামায়ণ রচয়িতা কীর্ত্তির আবাসস্থল স্বরূপ কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের নামটির বানানে মধুসূদন সর্বত্রই প্রমাদে পড়িয়াছেন। কৃত্তি (ব্যাঘ্রচর্ম) বাস (পরিধান) যাঁহার—কৃত্তিবাস=মহাদেব। চতুর্দশপদী "কীর্ত্তিবাস" নামক কবিতাটিতেও পাই:—

"জনক-জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কীর্ত্তিবাস নাম তোমা।"

স্বর্গীয় দীননাথ সান্যাল মহাশয় মধুসূদনপ্রযুক্ত বানানটির সমর্থনে বলিয়াছেন, "কৃত্তিবাসের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে—'কৃত্তিবাস' অথবা 'কীর্ত্তিবাস'। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামায়ণে আছে 'কীর্ত্তিবাস'।" মধুসূদন বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে একপ্রকার নিরঙ্কুশ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত 'কপোতাক্ষ' নদকে তিনি 'কবতক্ষ' লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার একটি প্রমাদ সংশোধনের জন্য সুপ্রচলিত 'কৃত্তিবাস' এবং শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিগণের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত পুস্তকে প্রাপ্ত 'কীর্ত্তিবাস' বানান লইয়া বিচার বিতর্ক অনাবশ্যক।

হে পিতঃ—তুলনীয়,—বাল্মীকি সম্বন্ধে কবির উক্তি,—"father of our Poetry."

সরে—সরোবরে। কবি অন্যত্র সপ্তম্যন্ত 'সরসে' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। "মুদিলা সরসে আঁখি" (২১৩)

রাজহংস-কুলে—কবিতা-সরোবরের রাজহংস-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ কবিগণের সহিত।

গাঁথিব নূতন মালা ইত্যাদি—রামায়ণীয় কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করিয়া অভিনব কাব্য রচনা করিব।

রত্নাকর—রত্নসমূহের আকর বা উৎপত্তিস্থল সমুদ্র। অন্যদিকে বাল্মীকি পূর্বজীবনে রত্নাকর নামক দস্যু ছিলেন। **শ্লেষ অলঙ্কার।**

অকিঞ্চনে—দরিদ্রকে, অভাজন ব্যক্তিকে। ন (নাই) কিঞ্চন (কিছুই) যাহার।

ভাসিছে কনকলঙ্কা ইত্যাদি—মেঘনাদ রামচন্দ্রকে কল্য প্রভাতে পরাজিত করিয়া লঙ্কার অবরোধ মোচন করিবে এই আশায় রত্নহার-শোভিতা রাজমহিষীর ন্যায় সুবর্ণ-দীপশ্রেণী-শোভিতা লঙ্কানগরীর সমস্ত লোক আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে।

বাজনা—বাদ্য>বজ্জ>বাজ+(স্বার্থে) না

নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী—প্রণয়িনী নারীগণ স্ব স্ব প্রণয়ীর সহিত নানারূপ আমোদপ্রমোদে মত্ত। নায়ক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নায়িকা; 'নায়কী' শব্দটি ব্যাকরণ-সঙ্গত নহে।

শীধু (সীধু)—মদ্য, সুরা।

গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ—গৃহসমূহের শীর্ষদেশে নিশান উড়িতেছে।

বাতায়ন—জানালা, বায়ুসঞ্চালনের পথ। বাত+অয়ন (পথ)।

বাতি<বর্তিকা—প্রদীপ।

জাগে লঙ্কা আজি ইত্যাদি—সমগ্র লঙ্কার অধিবাসিগণ আজ রাত্রিকালে অনিদ্র; কেহই বিশ্রাম গ্রহণের অভিলাষে নিদ্রার শরণাপন্ন নহে। অচেতন নিদ্রার উপরে চেতনা-বিশিষ্ট জীবের সমান কার্য 'পরিভ্রমণ' আরোপ করায় এস্থলে **সমাসোক্তি অলঙ্কার**।

শৃগাল-সদৃশ—অতি তুচ্ছ।

পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে রাহু—এতকাল চন্দ্রবৎ সুন্দর ও উজ্জ্বল লঙ্কা শত্রুবেষ্টিত হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান হইয়া ছিল; এক্ষণে শত্রু বিতাড়িত হওয়ায় উহা রাহুমুক্ত হইবে। উপমেয় লঙ্কা এবং শত্রুসৈন্যের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান চন্দ্র ও রাহুকে উপমেয়রূপে নির্দেশের ফলে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

দেউলে<দেবকুলে—দেবালয়ে, মন্দিরে।

আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—অচেতন আশার উপর চেতন মানবের সমান কার্য 'গান করার ভাব' আরোপিত হয়; এখানে **সমাসোক্তি অলঙ্কার**।

রাঘব-বাঞ্ছা—রামচন্দ্রের কামনার ধন সীতা।

হীনপ্রাণা—মুমূর্ষু।

মলিনবদনা দেবী ইত্যাদি—সীতা অপূর্ব সুন্দরী হইলেও আজ রামচন্দ্রের বিরহে তিনি বিষণ্নমুখী বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য ও লাবণ্যের উপর যেন একটা ছায়া পড়িয়াছে। কবি দুইটি সুন্দর উপমার সাহায্যে সীতার এই বিষাদময়ী সুন্দর মূর্তিটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সূর্যকান্তমণি অত্যন্ত উজ্জ্বল বটে; কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য কেবল সূর্যকিরণস্পর্শেই সম্ভবপর। অন্ধকারময় অশোকবনের নিবিড় ছায়ায় উপবিষ্টা বিষণ্নমুখী সীতা রামচন্দ্রের বিরহহেতু অন্ধকার খনি-গর্ভস্থ সূর্য-কিরণবঞ্চিত সূর্যকান্ত-মণির ন্যায়, অথবা অন্ধকারময় গভীর সমুদ্র-গর্ভে অবস্থিত লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় স্বভাবতঃ সুন্দরী হইয়াও ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বনিছে পবন দূরে—উৎসবমত্ত লঙ্কানগরীর একপ্রান্তে সীতার অবস্থান-স্থল। এই অন্ধকারময় ও বিষাদময় অশোকবনেই কেবল আনন্দের অভাব। এখানে দূর বনপ্রান্তে বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া যে-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যেও যেন বিলাপের বিষণ্ণ সুর ব্যক্ত হইতেছে।

অরবে—আনন্দশূন্যতা হেতু নীরবে।

রাশি রাশি কুসুম পড়েছে ইত্যাদি—বৃক্ষতলে রাশীকৃত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সীতার বিরহ-দুঃখে দুঃখিত বৃক্ষগুলি অলঙ্কারাদি দেহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয় বৃক্ষকে উপমান মনস্থাপিত ব্যক্তিরূপে সংশয় বা বিতর্ক **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

বীচিরবে—তরঙ্গোত্থিত শব্দচ্ছলে।

এ দুঃখ-কাহিনী—সীতার বিরহ-দুঃখের বার্তা।

দূরে প্রবাহিণী ইত্যাদি—এখানেও পূর্বোক্ত কারণে **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?—অর্থাৎ কখনও ফোটে না ইহাই কবির বাচ্য। **কাকু অলঙ্কার**।

প্রভা আভাময়ী—দীপ্তিশালিনী সূর্যপত্নী প্রভা।

তমোময় ধামে—অন্ধকারময় যমালয়ে। যম সূর্যপুত্র বলিয়া সূর্যপত্নী প্রভার যমালয়ে অবস্থিতি কল্পনা স্বাভাবিক।

সরমা—গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা ও বিভীষণ-পত্নী। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৩৩শ সর্গে সীতার প্রতি সহানুভূতিশীলা সরমার উল্লেখ আছে।

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে—ধর্মশীলা সুন্দরী বিভীষণ-পত্নী সরমা রূপে ও চরিত্রের পবিত্রতায় যেন রাক্ষসগণের কুললক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন।

এয়ো<আইয়<আইহ<অইহআ<অবিধবা—সধবা স্ত্রীলোক।

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? ইত্যাদি—পদ্মের সুন্দরসুকোমল দলগুলি কেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া পদ্মকে শ্রীভ্রষ্ট করিতে চায় না। নিষ্ঠুর রাবণ সীতার সুন্দর অঙ্গ হইতে কি করিয়া অলঙ্কারসমূহ অপহরণ করিয়া তাঁহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিল তাহা সরমার বুদ্ধির অতীত। বাক্যভঙ্গিহেতু **কাকু অলঙ্কার**। কোন টীকাকার এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়াছেন। বিশেষ দ্বারা সামান্য অথবা সামান্য দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইলে উক্ত অলঙ্কার সৃষ্টি হয়। এখানে পদ্মপর্ণ কেহ ছিন্ন করে না এই উক্তিটি রাবণই অলঙ্কার হরণ করিয়াছে, সরমার এই প্রতীতি দ্বারা সমর্থিত হয় নাই বলিয়া অর্থান্তরন্যাস বলা চলে না।

গোধূলি-ললাটে, আহা! ইত্যাদি—সরমা সীতার বিষণ্ণ-ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরাইয়া দিলে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দুটি গোধূলিকালীন ম্লানায়মান আকাশে সন্ধ্যাতারার ন্যায় শোভিত হইল।

আহা মরি! সুবর্ণ-দেউটী ইত্যাদি—এই চমৎকার উৎপ্রেক্ষাটির সাহায্যে

কবি সীতা ও সরমা উভয়ের চরিত্রই যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে অত্যুজ্জ্বলরূপবিশিষ্টা সরমা পবিত্রচরিত্রা সতীশিরোমণি সীতার পদতলে আসিয়া বসিলেন; মনে হইল যেন সন্ধ্যাকালে পবিত্র তুলসীমূলে কেহ স্বর্ণময় উজ্জ্বল দীপটি স্থাপন করিয়াছে।

বৃথা গঞ্জ দশাননে ইত্যাদি—সীতা সরমাকে বলিতেছেন যে, তাঁহার অলঙ্কার হরণের জন্য রাবণকে দোষারোপ করা অন্যায়। এই উক্তিটির ভিতর দিয়া সীতার সত্য-নিষ্ঠ, পবিত্র, সরল হৃদয়টি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; যে রাবণ তাঁহার সকল দুঃখ-বিপদের মূল কারণ, তাহাকেও অযথা অপবাদ দিতে তিনি কুণ্ঠিতা।

চিহ্ন-হেতু—রামচন্দ্রের পক্ষে হরণকারীর পথের নিদর্শনস্বরূপ।

সেই সেতু—নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারসমূহ সেতুর ন্যায় রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগমনের পথ সুগম করিয়াছে।

এ ধনে—এই শ্রেষ্ঠ রত্ন-স্বরূপ রামচন্দ্রকে।

শুনিয়াছে দাসী ইত্যাদি—সীতার প্রতি অনুরক্তা ও সহানুভূতিপরায়ণা সরমা যে সুযোগ পাইলেই সীতার সহিত মিলিত হইতেন তাহার পরিচায়ক।

দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে—তোমার মধুর বচনে আমার শ্রবণাভিলাষ পূর্ণ কর। উপমেয় শ্রবণ এবং বচনের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান তৃষা এবং সুধাকে উপমেয়রূপে গ্রহণে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

ঠাকুর<ঠক্কুর—পূজনীয়, সম্মানার্হ।

এ চোর—চৌরবৎ পরস্বাপহারী রাবণ।

কি মায়াবলে—কারণ, ছল-কৌশলের আশ্রয় না লইয়া রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় বীরদ্বয়ের নিকট হইতে সীতাকে হরণ করা রাবণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সরমা মনে করিয়াছিলেন।

গোমুখী—হিমালয়স্থ গিরিরন্ধ্র-বিশেষ; এখানে গঙ্গাধারা রন্ধ্রপথে পর্বতের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

পূত বারিধারা—পবিত্র গঙ্গোদকস্রোতঃ; সীতার বাক্যের পবিত্রতাজ্ঞাপক।

গোদাবরী-তীরে—দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদীকূলে। জনস্থান বা দণ্ডকারণ্য ইহার তীরে অবস্থিত।

পঞ্চবটী—দাক্ষিণাত্যের সুবিস্তীর্ণ দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। বর্তমান বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলার অন্তর্গত। বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, আমলকী ও নিম্ব বা অশোক এই পাঁচটি বৃক্ষ যে বনে থাকে তাহাকে পঞ্চবটী বলে। পঞ্চ বটের সমাবেশ (সমাহার দ্বিগু সমাস)।

মর্ত্যে সুরবনসম—পৃথিবীতে নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর বন।

দণ্ডক—দণ্ডকবন; ইক্ষ্বাকু-পুত্র দণ্ডের রাজ্য শুক্রাচার্যের শাপে বিজন অরণ্যে পরিণত হয়।

সৌমিত্রি—সুমিত্রা-পুত্র লক্ষ্মণ।

মৃগয়া করিতেন কভু ইত্যাদি—প্রয়োজন হইলে রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে পশু-বধ করিয়া মাংস আনিতেন। কিন্তু স্বাভাবিক দয়াপ্রবণতার জন্য রাম বৃথা প্রাণিহত্যা করিতে চাহিতেন না।

সই<সখী—প্রিয় সঙ্গিনী। (সম্বোধনে)

পিরীতি<প্রীতি—আনন্দ, সন্তোষ।

পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি—মধু অর্থাৎ বসন্ত ঋতু সর্বসময়ে পঞ্চবটী বনে বিরাজমান; অর্থাৎ তথায় চিরবসন্ত এবং চিরবসন্ত বিরাজিত বলিয়া পুষ্পের প্রাচুর্য।

কুহরি—কুহুধ্বনি করিয়া।

বৈতালিক—রাজপুরীর রাজস্তুতিগায়ক কর্মচারী,—বন্দনা-সঙ্গীতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ করা ইহাদের কর্তব্য কর্ম ছিল।

শিখী, শিখিনী—ময়ূর, ময়ূরী। বিরহাকুলা সীতা শিখীর সহিত বর্তমান বলিয়া শিখিনীকে সুখিনী ভাবিতেছেন। **করভ, করভী**—হস্তি-শাবক।

চিত্রিত—বিচিত্রবর্ণ।

কেহ বা চিত্রিত, ইত্যাদি—মেঘের বুকে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণের ন্যায় নানাবর্ণে চিত্রিত পক্ষিগণ। ঘনশ্যাম পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ মেঘরূপে কল্পিত হইয়াছে।

পালিতাম পরম যতনে, ইত্যাদি - মেঘপ্রসাদে বর্ষার জলে পরিপুষ্টা নদী যেমন সুপেয় জলদ্বারা মরুভূমিতে পিপাসাতুরের পিপাসা দূর করে, সেইরূপ আমিও রামচন্দ্র-কর্তৃক সংগৃহীত আহার্য-সম্ভারে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তাহা দিয়া এই বিজনবনে পশুপক্ষী-দিগকে আহার্য প্রদান করিতাম। এস্থলে মেঘের সহিত রামের, নদীর সহিত সীতার, নদীজলের সহিত খাদ্যাদির এবং মরুভূমে তৃষাতুরের সহিত পঞ্চবটীস্থ প্রাণিগণের তুলনা করা হইয়াছে।

সরসী—স্বচ্ছ সরোবর।

আরসি—(আরশি) <আদর্শিকা—দর্পণ।

কুবলয়—পদ্ম।

অমূল <অমূল্য—বহুমূল্য, মূল্যদ্বারা অলভ্য।

আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ;—অর্থাৎ সকল আশার সার; **রূপক অলঙ্কার**।

তিতি—আর্দ্র হইয়া, সিক্ত হইয়া।

প্রিয়ম্বদা—প্রিয়ভাষিণী, মধুরভাষিণী সীতা।

কাদম্বা—কলহংস, শ্যামবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট বালি-হাঁস; মধুর স্বরের জন্য কাব্যে প্রসিদ্ধ।

সুভগে—(সম্বোধনে) সৌভাগ্যবতী।

বরিষার কালে, সখি, ইত্যাদি—যেরূপ বর্ষাকালে বন্যার প্রচণ্ড শক্তিতে ক্লিষ্ট হইয়া নদীর প্রবাহ দুই তীরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া জলরাশি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত করে, সেইরূপ দুঃখের ভারে পীড়িত ব্যক্তিও দুঃখের কাহিনী নিজের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্তী অপর ব্যক্তিকে বলিতে চায়।

অররু-পুরে—শত্রুপুরীতে।

কান্তার-কান্তি—দুর্গমবনের শোভা।

সতত স্বপনে শুনিতাম বন-বীণা ইত্যাদি—নির্জন গভীর অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষশাখা ও বেণুকুঞ্জে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহ বনদেবীর করধৃত বীণার মধুর সঙ্গীতের মত তন্দ্রার মধ্যেও আমার কর্ণে প্রবেশ করিত।

সৌরকর-রাশি-বেশে সুরবালাকেলি পদ্মবনে—সূর্যকিরণে পদ্মগুলি বিকশিত হইয়া সমগ্র পদ্মবন অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; মনে হয় যেন সূর্যকিরণ-সমূহের রূপ ধারণ করিয়া দেবকন্যারা স্বর্গ হইতে পদ্মবনে ক্রীড়া করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের রূপচ্ছটায় পদ্মবন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

ঋষি-বংশ-বধূ—রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে অত্রিজায়া অনসূয়া প্রভৃতি ঋষিবধূ সীতার কুটীরে আসিতেন।

সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে—চন্দ্রকিরণস্পর্শে অন্ধকারময় গৃহ যেরূপ আলোকিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানবসংস্পর্শবর্জিত সীতার নিরানন্দ কুটীরও ঋষিবধূ-গণের পদার্পণে আনন্দময় হইয়া উঠিত।

অজিন—চর্ম, মৃগচর্ম।

রঞ্জিত আহা, কত শত রঙে—শবল জাতীয় হরিণের নানাবর্ণে চিত্রিত চর্ম।

সম্ভাষিয়া ছায়ায়—একান্ত নির্জনতাহেতু নিজের অথবা বৃক্ষের ছায়াকেই সখীরূপে সম্ভাষণ করিয়া।

কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি—বনের হরিণীগণের নৃত্যবৎ চটুল পদক্ষেপের অনুকরণ করিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতাম।

নব-লতিকার ইত্যাদি—লতার সহিত বৃক্ষের দাম্পত্যসম্বন্ধ কবিপ্রসিদ্ধি।

নাতিনী বলিয়া—বৃক্ষ ও লতা সন্তানস্থানীয় বলিয়া তাহাদের সন্তানস্বরূপ মঞ্জরী বা পুষ্পসমূহ নাতিনী। শকুন্তলা নাটকে তপোবনের বৃক্ষাদিকে শকুন্তলা ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতেন—তুলনীয়, "ণ কেবলং তাদ-ণিওও, অত্থি মে সোদর-সিণেহো বি এদেষু।"

নাতিনী<নপ্ত্রী—পুত্রের কিংবা কন্যার কন্যা।

নাতিনী-জামাই—পুষ্পের সহিত ভ্রমরের নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধও কবিপ্রসিদ্ধি।

দেখিতাম তরল সলিলে ইত্যাদি—নদীর শান্ত নির্মল জলে আকাশ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়া মায়াময় অভিনব আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ ও চন্দ্রের শোভা ধারণ করিত ইহা দেখিতাম। তুলনীয়,—"সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ

শোভিল পুলকে যেন নূতন গগনে

তরলতর।" (তিলোত্তমাসম্ভব,—১।৪৩১-৩৩)

ব্রততী—ব্রততী, বল্লরী, লতা।

রসাল—আম্র অথবা কাঁঠাল বৃক্ষ।

ব্যোমকেশ—মহাদেব, অনন্ত আকাশ যাঁহার জটাস্বরূপ।

স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে—পার্বতীর সহিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট মহাদেবের কল্পনা পৌরাণিক প্রসিদ্ধি-ত্যাগ। পুরাণে সর্বত্রই মহাদেবকে জটাজূটধারী, ভস্মানুলিপ্ত দেহ, চর্মপরিহিত এবং চর্মাসনে আসীন যোগিমূর্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আগম—তন্ত্রশাস্ত্র। "আগতং গিরিশ-বক্ত্রাদ্ গতং তু গিরিজাশ্রুতৌ।

মতং চ মাধবস্য স্যাৎ তস্মাদ্ আগম উচ্যতে।"

পুরাণ—প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ। প্রধান পুরাণ অষ্টাদশখানি।

বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিখানি মন্ত্রসংহিতা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ। "মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।"

পঞ্চতন্ত্রকথা—তন্ত্রের সংখ্যা বহু; শিবের পঞ্চমুখের জন্যই 'পঞ্চ' তন্ত্র কল্পিত হইয়াছে।

রূপসি—(সম্বোধনে-'ই') রূপ আছে এই অর্থে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা (যেমন লোমশ, লোমশা)। তাহা হইতে সরসী, আয়সী, তাপসী প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে 'রূপসী'।

সাঙ্গ—অঙ্গসমূহের সহিত বর্তমান অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ; তাহা হইতে গৌণ অর্থ 'পরিসমাপ্ত', 'শেষ'।

সে সঙ্গীত—সঙ্গীতবৎ মধুর সেই বাক্যালাপ।

আয়ত-লোচনা—বিশাল-লোচনা, সুন্দর নয়নবিশিষ্টা সীতা।

রবিকর যবে,……সর্বজন তথা?—সীতার পঞ্চবটীবনে সুখশান্তিময় জীবন-যাপনের কাহিনী শুনিয়া সরমা ঐরূপ শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, এই শান্তির কারণ বিজনবনবাস নহে, ইহার কারণ সীতারই চরিত্র-মাধুর্য। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য সরমা রবিকিরণ ও নিশার আবির্ভাবে জগতে কি পরিবর্তন ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া সীতার চরিত্রমাধুর্যই যে তাঁহার বনবাস-জীবনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিতে চান। এখানে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকায় এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত না হওয়ায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**।

নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা মলিন তোমার রূপে—উপমান চন্দ্র হইতে উপমেয় সীতার রূপের উৎকর্ষ-প্রদর্শন-হেতু **ব্যতিরেক অলঙ্কার**।

পিইছেন হাসি—আনন্দ সহকারে পান করিতেছেন। (অপ্রচলিত)

ননদিনী—ননদ<ননন্দা, স্বামীর ভগ্নী।

জঞ্জাল—আবর্জনা, এখানে উৎপাত, অনিষ্ট।

শরমে—লজ্জায়। ফারসী শব্দ।

আইলা ধাইয়া রাক্ষস—সূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ।

তুমুল রণ বাজিল কাননে—ভীষণ যুদ্ধের শব্দে বন পূর্ণ হইল।

কোদণ্ড-টংকারে—ধনুকের নির্ঘোষে।

মুদি আঁখি—ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া। আঁখি<অংখি<অক্ষি।

আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে—পরাজিত ও আহত রাক্ষসগণের আর্তনাদ এবং বিজয়ী রামলক্ষ্মণের জয়সূচক ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল।

অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে—যুদ্ধের ভীষণতায় কোমলহৃদয়া সীতা মূর্ছিতা হইলেন।

স্বজনি—হে সখি। স্বজন=বন্ধু; তাহার স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। আধুনিক অর্ধ-তৎসমরূপ সজনী। সম্বোধনে স্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারান্ত শব্দে ই-কার।

হায় লো, যেমতি স্বনে মন্দ সমীরণ ইত্যাদি—বসন্তকালে পুষ্পবনে প্রবাহিত মৃদুমন্দ বায়ুর শব্দের ন্যায় অস্ফুট কোমল কণ্ঠে।

এই কি শয্যা—এই কঠিন ও মলিন ভূমিশয্যা।

সহসা পড়িলা মূর্ছিত হইয়া—রামচন্দ্রের গভীর প্রণয়ের স্মৃতি মনে পড়ায় সীতা আত্মহারা হইয়া হঠাৎ মূর্ছিতা হইলেন।

ললিত গীত—মধুর গান।

সুকেশিনী—সুকেশী, সুকেশা। -ইন্‌ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে অযথা ইনী প্রত্যয়।

মারীচ—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র; রাবণের আদেশে এই রাক্ষসই মায়াস্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করে।

মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণিকা; জলশূন্য স্থানে জলভ্রম। মরীচি (সূর্যকিরণ) বালুকা-রাশিকে উত্তপ্ত করিয়া দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বস্তুর বিপরীত ছায়া প্রতিফলিত করে এবং উহাকে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়।

কুলগ্নে—অশুভ মুহূর্তে।

কুরঙ্গে—মারীচ যে মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়াছিল সেই হরিণটিকে।

বিদ্যুৎ-আকৃতি—অত্যুজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট

বারণারি-গতি—বারণের (হস্তীর) অরি সিংহের ন্যায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট।

হারানু নয়ন-তারা ইত্যাদি—আমার নয়নের মণিস্বরূপ রাম বনের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন এবং সেই শেষবারের মত তাঁহাকে আমি দেখিলাম।

কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, ইত্যাদি—সীতার রক্ষণে নিযুক্ত লক্ষ্মণকে কুটীর হইতে অপসারিত করার জন্য মারীচের পূর্ব-সংকল্পিত আর্তনাদ। রামই যেন বনমধ্যে বিপন্ন হইয়া লক্ষ্মণের সাহায্য চাহিতেছেন।

চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী—প্রথম শব্দশ্রবণে সিংহবিক্রম লক্ষ্মণও চমকিয়া উঠিলেন।

মিনতি—কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ ও সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শব্দের সংমিশ্রণজাত শব্দ। মিন্নৎ+বিনতি<বিজ্ঞপ্তি=মিনতি। এইরূপ শব্দকে ভাষাতত্ত্বে 'Portmanteau word' বা 'জোড়কলম শব্দ' বলে।

রঘুবংশ-অবতংসে—রঘুকুলের শিরোভূষণ-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্রকে।

ভৃগু-রাম-গুরু বলে—শক্তিতে পরশুরাম হইতেও শ্রেষ্ঠ। সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরামের সহিত রামের শক্তিপরীক্ষা হয় এবং পরশুরাম পরাস্ত হন।

মরি আমি এ বিপত্তিকালে ইত্যাদি—দ্বিতীয়বারের আর্তনাদ আরও সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। রাম যে শুধু বিপদেই পড়িয়াছেন তাহা নয়, তিনি যেন প্রাণ হারাইতেও বসিয়াছেন, এইভাবে সাহায্য চাহিতেছেন এবং এবার লক্ষ্মণের সহিত জানকীকেও স্মরণ করিতেছেন।

ধৈরয—ধৈর্য। স্বরসম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত।

নারিনু<না+পারিনু—পারিলাম না। পদ্যে এবং প্রাদেশিকভাবে ব্যবহৃত।

শাশুড়ী—স্বামীর মাতা। শ্বশ্রূ>সসসূ (শশশু)>শাশু+(স্বার্থে) ড়ী।

পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা ইত্যাদি—ইহার সহিত ঈনীড্ কাব্যের নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি তুলনীয়:—

"Not sprung from noble blood, nor goddess-born,
But hewn from hardened entrails of a rock,
And rough Hyrcanian tigers gave thee suck."

Also—"No goddess bore you, traitorous man :
No Dardanus your race began :
No ; 'twas from Caucasus you sprung,
And tigers nursed you with their young."

(Book IV, 559-562)

Translation by *John Conington.*

রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, ইত্যাদি—লক্ষ্মণের প্রতি সীতার তিরস্কার তীব্র হইলেও শালীনতাবর্জিত নহে। রামায়ণে সীতা লক্ষ্মণকে ইহা হইতেও পরুষ ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জঘন্য অপবাদ দিয়াছিলেন। তুলনীয়:—"রে নৃশংস! কুলনাশক! তুমি রামকে মারিয়া দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ; অতএব এই দয়া আর্য-জনোচিত নহে। বুঝিলাম, রামের এই মহৎ বিপদ তোমার পরম প্রীতিকর হইয়াছে; সেইজন্য তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়াও এইপ্রকার কথা বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় নিয়ত প্রচ্ছন্নাচারী নৃশংস-স্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমি নিতান্ত দুষ্ট-প্রকৃতি, সেইজন্য রাম একাকী বনে আসিলে আমার প্রতি লোভবশতঃ তুমিও একাকী তাঁহার অনুগামী হইয়াছ; অথবা ভরতকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই এরূপ করিয়াছ।"—ইত্যাদি। (অনুবাদ অরণ্যকাণ্ড; ৪৫ সর্গ; ২১-২৪ শ্লোক)।

মধুসূদন চতুর্থ সর্গে সীতার যে অনবদ্য মনোরম চিত্রটি অঙ্কন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সীতার শালীনতা-হানিকর এই উক্তিগুলি বাদ দিয়া ভালই করিয়াছেন।

ক্রোধভরে, আরক্ত নয়নে—অযথা নিন্দাশ্রবণহেতু।

মাতৃসম মানি তোমা—জ্যেষ্ঠ রাম পিতৃতুল্য সম্মানার্হ বলিয়া তাঁহার স্ত্রীও মাতৃতুল্যা। বনাগমনকালে সুমিত্রাও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন:—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যাম্ অটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ (অযোধ্যাকাণ্ড; ৪০।৮)

তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে—সীতা ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণ না গেলে তিনি নিজেই রামের সন্ধানে যাইবেন। এই সঙ্কটে লক্ষ্মণের যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগশিশু যত—বাক্যটি ত্রুটিযুক্ত। কুরঙ্গ অর্থে হরিণ এবং বিহঙ্গ পক্ষী; এই উভয়বিধ প্রাণীর সহিত মৃগশিশু অর্থাৎ হরিণশাবকের, (অথবা পশু-শাবকের) অন্বয় কর্তব্য। কিন্তু তাহার কোন অর্থ হয় না। এস্থলে 'জীবগণ' বা 'প্রাণিগণ' পাঠই সঙ্গততর হইত, এবং সেই অর্থেই মৃগশিশু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সদাব্রত ফলাহারী—সীতাকর্তৃক নিত্য নিয়মিতভাবে প্রদত্ত ফলাদি-ভক্ষণকারী। সদাব্রত = অন্নসত্র; সর্বদা সকলকে অন্নদানের অনুষ্ঠান।

উতরিল—উপস্থিত হইল; অবতীর্ণ হইল। অব + তৃ ধাতু হইতে অবতর > ওতর < উতর ধাতু।

বৈশ্বানর সম—অগ্নির ন্যায়।

বিভূতি—ভস্ম।

ফুলরাশি মাঝে……বিমল সলিলে বিষ—যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ব্যবহার না করিয়া ছদ্মবেশী রাবণের সহিত ফুলের মধ্যে অবস্থিত সর্পের এবং বিমল সলিলে বিষের তুলনা করায় **লুপ্ত-মালোপমা**।

ঘোমটা < গুণ্ঠিকা—অবগুণ্ঠন।

রাঘবেন্দ্র যিনি—যিনি রঘুবংশের শ্রেষ্ঠব্যক্তি;—স্বামীর নাম উল্লেখ না করিয়া পরিচয়দান। তুলনীয়, "জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।" (ভারতচন্দ্র)

প্রতারিত রোষ—ছল বা কৃত্রিম ক্রোধ; প্রতারণা করিবার জন্য রোষের ভান। এ স্থলে 'রোষ' প্রতারিত নহে,—রোষের পাত্র প্রতারিত; সুতরাং প্রতারিত শব্দটি **অবাচকতা-দোষদুষ্ট**।

এ কলঙ্ক-কালি—ক্ষুধিত অতিথিকে প্রত্যাখ্যানরূপ অযশঃ।

কি গৌরবে—কিসের অহঙ্কারে।

দুরন্ত রাক্ষস এবে ইত্যাদি—যোগীর ছদ্মবেশধারী রাবণ বলিতেছে যে, সীতা অবিলম্বে ভিক্ষা না দিলে তাহার শাপে অতি প্রচণ্ড রাক্ষস এখনই রামচন্দ্রের শত্রুরূপে আবির্ভূত হইবে।

না বুঝে পা দিনু ফাঁদে……আমায় তখনি।—এখানে পক্ষী ফাঁদে পা দিলে ব্যাধ তাহাকে যেমন ধরিয়া ফেলে, রাবণও তাহার প্রতারণায় সীতা কুটীরের বাহিরে

আসামাত্র তাহাকে তেমনই ধরিয়া ফেলিল,—এই ভাবটি প্রকাশ পাওয়ায় এবং যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ও উপমান ব্যাধ ও পক্ষী লুপ্ত হওয়ায় **লুপ্তোপমা অলঙ্কার**।

ভাসুর<ভ্রাতৃ-শ্বশুর—শ্বশুরের ন্যায় সম্মানিত স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'ভাশুর' বানান সঙ্গত।

ইরম্মদাকৃতি—বজ্রাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পীতাভ দেহবিশিষ্ট।

বন-সুন্দরীরে—বনের সৌন্দর্যস্বরূপ হরিণীকে।

শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি—সীতা নির্জন বনে নিজের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন যে, বোধহয় বনদেবীই তাঁহার দুর্দশা দর্শনে ক্রন্দন করিতেছেন।

হুতাশন—অগ্নি। হুত (যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃত) অশন (ভক্ষণ) করেন যিনি।

হুতাশন-তেজে গলে লৌহ ইত্যাদি—যাহার হৃদয় কঠিন তাহাকে শক্তির দ্বারা দমন করা যায়;—কাতর অনুনয় বা কোমল বাক্যে বশীভূত করা যায় না। এস্থলে বারিসেচনের পরিবর্তে অগ্নিতেজে লৌহের গলনরূপ সাধারণ একটি কার্যের সাহায্যে রাবণের লৌহবৎ কঠিন হৃদয়কে দমন করার জন্য কাতর ক্রন্দনের পরিবর্তে শক্তি সামর্থ্যই যে প্রয়োজন, এই ভাবটি ব্যক্ত হওয়ায় **অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার**।

কহিল যে কত দুষ্টমতি ইত্যাদি—রাবণ কখনও ভীতিপ্রদর্শন করিয়া, কখনও বা প্রলোভনসূচক মধুর স্বরে সীতাকে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে বলিতেছিল। সীতার প্রতি প্রবল সহানুভূতিবশতঃ সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই একটি মাত্র সর্গে কবি তৎকল্পিত বীর রাবণ-চরিত্রের রূপান্তর ঘটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সর্গে সীতার, সরমার ও জটায়ুর উক্তিসমূহে রাবণ-চরিত্র রামায়ণোল্লিখিত রাবণের ন্যায় পরস্ত্রীহারক লম্পটরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কালসর্পমুখে কাঁদে যথা ভেকী—সীতার একান্ত বিপদ ও অসহায়তা জ্ঞাপক।

ফাঁফর (ফাঁপর)—বুদ্ধিশূন্য বা বিমূঢ় হইয়া। ফাঁফর হইয়া—ফাঁপরে পড়িয়া।

কাঞ্চী—মেখলা, কটিহার, চন্দ্রহার।

ছড়াইনু পথে—রামচন্দ্রের পক্ষে সীতার গমনপথের নিদর্শনস্বরূপ।

এখনও তৃষাতুরা ইত্যাদি—উপমেয় উৎকট শ্রবণেচ্ছা এবং মধুর বাক্যের উল্লেখ না করিয়া উপমান তৃষ্ণা এবং সুধাকেই উপমেয়রূপে গ্রহণে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**। তুলনীয়,—পূর্ববর্তী "দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।" (১০৬ পংক্তি)

ইন্দুনিভাননা—চন্দ্রবৎ মনোরম মুখশ্রীবিশিষ্টা। নিভ=সম, তুল্য।

তুমি শব্দবহ—ধ্বনিবহন আকাশের ধর্ম। তুলনীয় ,"শব্দবহ আকাশ বহিলা" (৫ম সর্গ ৬০২ এবং ৬ষ্ঠ সর্গ ২:৮)

গন্ধবহ তুমি—বায়ুর ধর্ম গন্ধবহন।

বারতা<বার্তা—সংবাদ।

পঞ্চ স্বরে—পঞ্চম স্বরে; কোকিল-ধ্বনি সপ্ত স্বর-তরঙ্গের মধ্যে 'পঞ্চমে' ধ্বনিত হয়। পঞ্চ=পঞ্চম অর্থে—**অবাচকতা দোষ**।

শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে—বিরহীর নিকট কোকিল-ধ্বনি বিরহ-দুঃখের উদ্দীপনাকারী বলিয়া সীতা-বিরহ-ক্লিষ্ট রামচন্দ্র কোকিলের ডাক নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবেন।

চলিল কনক-রথ—রাবণের স্বর্ণময় বিমানযান 'পুষ্পক রথ'।

স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে—ভীত অশ্বগণের গতি-বৈষম্যহেতু পুষ্পকের গতিও বিষম হইল।

দেখিনু মেলিয়া আঁখি—রাবণকর্তৃক গৃহীত হইবার পর হইতে সীতা ভয়ে এবং শোকে চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রচণ্ড গর্জন শুনিয়া এবং রথের গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন।

ভৈরব-মুরতি ইত্যাদি—প্রলয়কালীন সুবৃহৎ কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর বিরাট দেহবিশিষ্ট এক বীরপুরুষ পর্বতোপরি অবস্থিত।

চোর তুই, লঙ্কার রাবণ ইত্যাদি—এই স্থলেও রাবণের রামায়ণানুগত নিন্দনীয় অত্যাচারী ও লম্পট রূপই ধ্বনিত হইয়াছে। সীতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বশতঃ এই সর্গে কবি রাবণের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতি সাময়িক-ভাবে রুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অস্ত্রিদল-অপবাদ—শস্ত্রধারী বীরগণের নামের কলঙ্কস্বরূপ রাবণ নাম।

ব্রহ্ম-মণ্ডলে—ব্রহ্মাণ্ডে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে।

অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে—প্রচণ্ড গর্জনে অস্থির হইয়া আমি রথের মধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।

পাইয়া চেতন পুনঃ ইত্যাদি—সীতার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তিনি আর রাবণের পুষ্পক রথের মধ্যে নাই, মাটিতে অবস্থান করিতেছেন।

উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে—রাবণ শূন্যদেশে পুষ্পকে জটায়ুর সহিত যুদ্ধে রত। এই সুযোগে বিজন বনের মধ্যে পলায়ন করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন ভাবিয়া সীতা উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

মা আমার—সীতা ধরিত্রী দেবীর কন্যা,—মিথিলার রাজা জনক ভূমি-কর্ষণ করিতে যাইয়া 'সীতা' বা হল-কর্ষিত ভূমি-রেখার মধ্যে ইহাকে প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম সীতা রাখা হইয়াছিল।

আরাধিনু বসুধারে ইত্যাদি—পলায়নের উদ্দেশ্যে উঠিয়া সীতা নিকটস্থ প্রচণ্ড যুদ্ধের ভীষণ আলোড়নে আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিজের জননী পৃথিবীকে স্মরণ করিয়া এই দারুণ বিপদে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

তস্কর—পরস্ত্রী-অপহরণকারী রাবণ।

পরধন—রাবণের নিকট পরস্ব-স্বরূপ রাম-পত্নী সীতা।

আরবে—শব্দে, গর্জনে। রব, রাব, আরব এবং আরাব সমার্থক।

দেখিনু স্বপনে আমি ইত্যাদি—সীতা পুনর্বার মূর্ছিতাবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখিলেন। এই স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্ত রামায়ণবহির্ভূত।

বিধির ইচ্ছায়—বিধাতার অভিপ্রায়ে সবংশে নিজের বিনাশ সাধন করিবার জন্য।

ধরিনু গো গর্ভে তোরে ইত্যাদি—রাবণের নিধনের নিমিত্তস্বরূপ হইবে বলিয়াই রাবণের পাপভারে পীড়িত আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম।

যে কুক্ষণে তোর তনু ইত্যাদি—যে অশুভ মুহূর্তে পাপিষ্ঠ রাবণ তোমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অচিরে রাবণের বিনাশ সাধন করিয়া আমাকে পাপভারমুক্ত করিবেন।

জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—সীতাহরণহেতু রাবণের বিনাশ, এবং রাবণবিনাশে ধরণীর যন্ত্রণার অবসান প্রত্যাসন্ন। মৈথিলি—সম্বোধনে ইকার।

ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে!—সীতা-হরণের পর ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটিবে তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গুহায় নিহিত। এই ভবিষ্যতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পৃথিবী সীতাকে ঘ নাগুলি প্রদর্শন করিতেছেন। ভার্জিলের ঈনীড কাব্যের নায়ক ঈনীয়স্‌কে তাঁহার পিতা আঙ্কাইসিস ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ঘটনার ছায়াতেই আলোচ্য ঘটনাটি কল্পিত হইয়াছে। রামায়ণেও ত্রিজটা নাম্নী সীতার প্রতি অনুকম্পাশীলা জনৈকা রাক্ষসীর রাবণের পক্ষে দুর্নিমিত্তসূচক একটি স্বপ্নদর্শনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত আলোচ্য ঘটনার কোন সাদৃশ্য নাই।

তুলনীয়,— "Anchises spoke, and with him drew
Aeneas and the Sibyl too
Amid the shadowy throng,
And mounts a hillock whence the eye
Might form and countenance descry
As each one passed along.
'Now listen what the future fame
Shall follow the Dardanian name,
What glorious spirits wait
Our progeny, I furnish forth.'"
(Aeneid, Book VI, 1245-54)

এই স্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্তটি বিদেশী কাব্য হইতে গৃহীত হইলেও কি অপূর্ব কৌশলের সহিত কবি ইহাকে রামায়ণীয় ঘটনার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া লইয়াছেন এবং অতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে সমগ্র রামায়ণের ফলশ্রুতি পাঠকের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সীতার কাহিনীচ্ছলে বীরবাহুবধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রামায়ণের সকল কাহিনীর উল্লেখ দ্বারা কাব্যের একটি চমৎকার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং চতুর্থ সর্গটির ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অভ্রভেদী গিরি—কিষ্কিন্ধ্যার অত্যুন্নত ঋষ্যমূক পর্বত। এই পর্বতেই সুগ্রীবাদির সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়।

পঞ্চ জন বীর ইত্যাদি—কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালি কর্তৃক অত্যাচরিত বিষণ্ণবদন নল, নীল, হনূমান্, জাম্বুবান্ এবং সুগ্রীব। এই চিত্রটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত; বাল্মীকি অন্যরূপে রামের সহিত সুগ্রীবের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন।

ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারিপাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল, নীল, হনূমান পবন-নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন॥ (কৃত্তিবাস—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

অনুজে—রামানুজ লক্ষ্মণকে।

সুন্দর নগরে—কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে।

মারি সে দেশের রাজা—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালিকে বধ করিয়া।

তুমুল সংগ্রামে—বালিবধের জন্য রামকে 'তুমুল সংগ্রাম' করিতে হয় নাই;—তিনি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধরত বালিকে তীরনিক্ষেপে বধ করেন। এইরূপ উক্তি প্রসিদ্ধি-ত্যাগের দৃষ্টান্ত। এই কাব্যের অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীতে রাম যখন বালির প্রেতাত্মার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তখন বালিও বলিয়াছেন:—

"অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে," (৮ম। ৬১২-৬১৩)

শ্রেষ্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে—পাঁচজনের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে।

ধাইলা চৌদিকে দূত—রাম-সুগ্রীব-মিত্রতার প্রধান শর্তই ছিল এই যে, রাম বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিবেন এবং সুগ্রীব সীতার সন্ধান ও উদ্ধারকার্যে রামকে সাহায্য করিবেন। সেই চুক্তি অনুসারে সীতার অন্বেষণার্থ চারিদিকে দূত প্রেরিত হইল।

কহিলা হাসিয়া—চারিদিকে যুদ্ধের ভীষণ আয়োজন দেখিয়া সীতা ভয়ে চক্ষু রুদ্ধ করায় পৃথিবী দেবী সীতার উদ্ধারকার্যের জন্যই যে এই সৈন্যসমাবেশ এবং ইহাতে তাঁহার ভয়ের পরিবর্তে যে আনন্দ হওয়াই উচিত ইহা বুঝাইবার জন্য ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন।

সৈন্যদল—রামের সেনাদল।

ভাসিল সলিলে শিলা—লোকের ধারণা এই যে, বিষ্ণুর অবতার রামের প্রভাবে প্রস্তরখণ্ডসমূহ জলে না ডুবিয়া ভাসানো সেতু রচনা করিয়াছে।

শৃঙ্গধরে—পর্বতকে।

শিল্পিকুল মিলি—বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানরের তত্ত্বাবধানে বানর শ্রমিকগণ দ্বারা সেতু নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। শিল্পী+কুল=শিল্পিকুল। **বারীশ পাশী**—পাশাস্ত্রধারী সমুদ্রপতি বরুণ।

প্রভুর আদেশে—রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে। বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ২১শ ও ২২শ সর্গে ক্রুদ্ধ-রামসমীপে সমুদ্রের আগমন এবং সেতুবন্ধের বিবরণ আছে।

পরিল শৃঙ্খল পায়ে—শৃঙ্খলবৎ সেতুদ্বারা স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইল।

কটক—সেনাদল।

ধীর ধর্মসম বীর এক—সরমার স্বামী সংযত ও ধর্মপরায়ণ বিভীষণ।

রাঘবারি—রামচন্দ্রের শত্রু রাবণ।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠার্থক কুঞ্জর শব্দের সহিত উপমিত সমাস।

কবন্ধ—মস্তকবিহীন ভূতযোনিবিশেষ।

গৃধিনী<গৃধ্র—শকুনি-জাতীয় মাংসাশী পক্ষী।

ভৈরবে—ভৈরব অর্থাৎ ভীষণ কোলাহলে।

দেখিনু কর্বুরনাথে পুনঃ সভাতলে—রামচন্দ্রের সহিত প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষীণবল হইবার পর। কর্বুর—রাক্ষস।

লাঘব-গরব—গর্ব বা দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে যাহার।

হায় বিধি, এই কি রে ছিল তোর মনে?—প্রবল শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ভাগ্য-দোষে তুচ্ছ শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় রাবণ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে।

শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণে মম—মেঘনাদবধ কাব্যে কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধে রাবণ-কর্তৃক এই 'স্থির বিশেষণটি' সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। শূলধারী মহাদেবের ন্যায় শক্তিমান কুম্ভকর্ণকে।

জাগাও যতনে—সাবধানে জাগ্রত কর। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার নিকট বিঘ্নশূন্য সুচিরনিদ্রা বর প্রার্থনা করিয়াছিল। লঙ্কা-সমরের সময়ে সে নিদ্রাভিভূত ছিল। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হইয়া অবশেষে রাবণ কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করে এবং কুম্ভকর্ণ নিহত হয়।

সে যদি না পারে?—বিশাল দেহ ও প্রভূত শক্তিসম্পন্ন কুম্ভকর্ণ ব্যতীত রাক্ষস-কুলকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই।

মরিল অকালে জাগি—কৃত্তিবাস বলিয়াছেন, ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ ছয়মাস কাল নিদ্রামগ্ন থাকিয়া একদিন জাগ্রত হইয়া সে যথেচ্ছ পানভোজন করিতে পারিবে; কিন্তু অকালে কেহ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাহার বিনাশ হইবে। রাবণ ক্রমাগত পরাজয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার বরের তাৎপর্য ভুলিয়া অকালে তাহাকে প্রবুদ্ধ করে এবং রামচন্দ্রের হস্তে কুম্ভকর্ণ নিহত হয়।

রক্ষঃকুল-দুঃখে বুক ফাটে ইত্যাদি—সীতার চরিত্র এতই কোমল যে, পরম শত্রু রাক্ষসগণের দুঃখেও তিনি শোকে মর্মাহত হইয়াছিলেন।

ক্ষম, মা, মোরে—আর এই সকল শোকাবহ দৃশ্য আমাকে দেখাইও না।

হাসিয়া কহিলা বসুধা—কন্যা সীতার কোমল ও সরল চরিত্র দেখিযাও বটে, এবং এই যুদ্ধ ও শোণিতপাত যতই ভীষণ হউক না কেন,—ইহার ভিতর দিয়াই রাবণের বিনাশ এবং তাঁহার নিজের মুক্তি হইবে ভাবিয়া পৃথিবী দেবী হাসিয়া বলিলেন।

মন্দারের মালা—স্বর্গের নন্দনকাননস্থ মন্দারপুষ্পের মালা। স্বর্গের তরুসমূহের মধ্যে পারিজাত, মন্দার, সন্তানক, কল্পতরু ও হরিচন্দন এই পাঁচটি বৃক্ষ প্রসিদ্ধ।

অবগাহ দেহ—অবগাহন স্নান কর। অবগাহন অর্থ-ই দেহ-নিমজ্জনপূর্বক স্নান; সুতরাং দেহ শব্দের ব্যবহার নিরর্থক।

পর নানা আভরণ—স্বামি-সন্দর্শনার্থ বেশভূষা ধারণ কর। রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইবার সময় হইতে সীতা যে নিরাভরণাই ছিলেন ইহা সর্গারম্ভে সরমার উক্তি হইতে জানা যায়।

কাঁদিয়া হাসিয়া ইত্যাদি—রামের নিকটে যাইবার উদ্দেশ্যে দেববালাগণের কথামত বেশভূষায় সজ্জিত হইবার সময়ে মনের অত্যধিক আবেগহেতু সীতা কখনও কাঁদিতে, আবার কখনও হাসিতে লাগিলেন। এতকাল রামের বিরহে বন্দিনী অবস্থায় যে দুঃখ ও অপমান ভোগ করিয়াছেন তজ্জন্য ক্রন্দন; এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রামের সহিত মিলন আসন্ন ভাবিয়া হাস্য।

জাগিনু অমনি—এতক্ষণ সীতা মূর্ছিত অবস্থায় ধরিত্রীদেবী-প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী স্বপ্নে চিত্রের ন্যায় দেখিতেছিলেন। যে মুহূর্তে রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ধাবিত হইবার চেষ্টা করিলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার মূর্ছাভঙ্গ হইল এবং স্বপ্নের চিত্রগুলিও মিলাইয়া গেল। এখানে স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রাভঙ্গের অতি চমৎকার স্বাভাবিক বর্ণনাহেতু **স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।**

দেউটি<দীঅট্টিঅ<দীঅবট্টিআ<দীপবর্তিকা—প্রদীপ।

আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে—স্বপ্নে দৃষ্ট রামচন্দ্রকে হারাইয়া পুনরায় কঠিন দুঃখময় বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ায়।

কি সাধে—কোন্ আশায়। সাধ<সদ্ধা<শ্রদ্ধা।

নীরবে যেমতি বীণা ইত্যাদি—তার ছিঁড়িয়া গেলে বীণা বাজিতে বাজিতে যেমন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, মধুরভাষিণী সীতা মধুরকণ্ঠে পূর্বকাহিনী বলিতে বলিতে সেইরূপ স্তব্ধ হইলেন।

সত্য এ স্বপন তব ইত্যাদি—সরমা সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার স্বপ্ন সত্য হইবে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিতেছেন যে, স্বপ্নের প্রথম দিকে দৃষ্ট ঘটনাগুলি যখন সবই ঘটিয়াছে,—জলে শিলা ভাসিয়াছে, কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে এবং বিভীষণ রামের সেবা করিতেছেন,—তখন রাবণের বিনাশ এবং সীতারামের পুনর্মিলনও অবশ্যই ঘটিবে।

মিলি আঁখি—মূর্ছাভঙ্গের পর চক্ষু মেলিয়া।

ভূতলে হায়, সে বীরকেশরী—দ্বিতীয়বার মূর্ছিত হইবার পূর্বক্ষণে সীতা প্রথমবারের মূর্ছাভঙ্গের পর নিজেকে ভূমিতলে অবস্থিত এবং রাবণ-জটায়ুকে শূন্যে যুধ্যমান অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারের মূর্ছাপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ধরিত্রী-প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ ঘটনার চিত্রাবলী দর্শনের পর পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া দেখিলেন যে, রাবণ সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং রাবণের সহিত যুদ্ধরত জটায়ু বজ্রাহত পর্বতশৃঙ্গের মত আহত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন।

ইন্দীবর-আঁখি—পদ্ম-নয়ন।

জটায়ু—গরুড়-পুত্র। ইনি দশরথের মিত্র, সুতরাং রামের পিতৃবন্ধু ছিলেন।

হীনায়ু—মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়।

অতি মৃদু স্বরে—মরণোন্মুখ বলিয়া।

দেবালয়ে—দেবপুরে, স্বর্গে। (অপ্রচলিত)

পড়িলি সঙ্কটে ইত্যাদি—সীতার পরিচয় না জানিলেও জটায়ু তাঁহার অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি অসামান্য বংশের কুলবধূ, এবং তাঁহাকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণের বিপদ আসন্ন।

নীলোর্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গপূর্ণ।

অনম্বর-পথে—আকাশ-পথে। শব্দটি মধুসূদন একাধিক স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়,—

"অনম্বর-পথে সুকেশিনী
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে" (২।১০৫)

এবং "অনম্বর আঁধারি ধাইল—" (৭।৬১২)

অম্বর শব্দের অর্থও আকাশ। সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দুইটি শব্দ দ্বারা একই বস্তু জ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অনম্বর শব্দের অন্তর্গত অম্বর ভিন্নার্থক শব্দ। এস্থলে অম্বর অর্থে বস্ত্র, আবরণ। ন+অম্বর (আবরণ) এই অর্থে আবরণশূন্য উন্মুক্ত আকাশ।

মনোরথ-গতি—ইচ্ছার বা মানুষের চিন্তার ন্যায় অবাধ ও দ্রুতগতিবিশিষ্ট। তুলনীয়:—

"কাঞ্চীপুর বর্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥" (ভারতচন্দ্র)

এবং— "How fleet is a glance of the mind!
Compared with the speed of its flight
The tempest itself lags behind,
And the swift-winged arrows of light". (Cowper)

রঞ্জনের রেখা—রক্তচন্দনের ফোঁটার ন্যায়।

কিন্তু কারাগার যদি ইত্যাদি—লঙ্কার শোভা-সৌন্দর্য অতুলনীয় হইলেও সীতার নিকট উহা কারাগার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বন্দীর নিকট স্বর্ণগঠিত কারাগারের ন্যায়, অথবা আবদ্ধ পক্ষীর নিকট স্বর্ণনির্মিত পিঞ্জরের ন্যায় লঙ্কার সৌন্দর্য সীতার নিকটে নিরর্থক। 'অপ্রস্তুত' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক স্বর্ণময় কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীর এবং স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষীর উল্লেখ দ্বারা 'প্রস্তুত' অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক

সুবর্ণময় লঙ্কাপুরে অবরুদ্ধা সীতার অবস্থা জ্ঞাপন করার জন্য **অপ্রস্তুত-প্রশংসা-অলঙ্কার।**

কুঞ্জবিহারিণী—বনবিহারিণী পক্ষিণী। সীতার সহিত উপমিত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ।

বিধির নির্বন্ধ—বিধাতার অভিপ্রায়।

কিন্তু সত্য যা কহিলা বসুধা—পৃথিবী স্বপ্নে তোমাকে যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সবই সত্য হইবে।

বীর-যোনি—বীর-প্রসবিনী।

ভেটিবে—<অভি+অট্ ধাতু—অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে; মিলিত হইবে।

ভেটিবে রাঘবে তুমি ইত্যাদি—বসন্ত ঋতুতে পুষ্পপল্লবসজ্জিতা পৃথিবীরূপিণী নায়িকা যেরূপ বসন্তের অভ্যর্থনা করেন, সেইরূপ তুমিও মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিবে।

কৌমুদিনী < কৌমুদী—জ্যোৎস্না। ছন্দের অনুরোধে ইন্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয়।

মরুভূমে প্রবাহিণী……শিরোমণি—নিরানন্দ শত্রুপুরীতে সরমার সাহচর্য পর পর পাঁচটি বিভিন্ন রূপক সাহায্যে ব্যক্ত হওয়ায় **এস্থলে মালা-রূপক অলঙ্কার।**

তপন-তাপিত—দুঃখরূপ প্রখর সূর্যতাপে দগ্ধ।

ভুজঙ্গিনী-রূপী—কালসর্প নয়নবিমোহন হইলেও যেরূপ ভয়ঙ্কর, লঙ্কা মনোরম হইলেও সীতার পক্ষে সেইরূপ ভয়াবহ। এখানেও ছন্দের অনুরোধে 'ভুজঙ্গী' স্থলে 'ভুজঙ্গিনী' শব্দের প্রয়োগ।

কাঙ্গালিনী সীতা……অযতনে, ধনি?—দরিদ্র রত্ন পাইলে তাহাকে অযত্ন করে না,—এই সামান্য বা সাধারণ উক্তি দ্বারা সীতা সরমার ন্যায় স্নেহশীলা বান্ধবীকে কখনও বিস্মৃত হইবেন না এই বিশেষ উক্তিটি সমর্থিত হওয়ায় এস্থলে **অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে।**

রহিলা দেবী সে বিজন বনে ইত্যাদি—সরমা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে সেই নিরানন্দ নির্জন বনে সুন্দরী সীতা বনমধ্যে প্রস্ফুটিত একটি মাত্র ফুলের ন্যায় দর্শনীয় ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ—অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঘটিয়াছিল বলিয়া এই সর্গের নাম 'অশোকবন' রাখা হইয়াছে।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

পঞ্চম সর্গ

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গোক্ত ঘটনাবলীর সহিত পঞ্চম সর্গোক্ত ঘটনাও বীরবাহুর মৃত্যুদিবসের রাত্রিকালে সংঘটিত হইয়াছে। এই সর্গে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়,—মেঘনাদবধে চণ্ডীদেবীর সাহায্য-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক দেবীর আরাধনা এবং বর-প্রাপ্তি। এই ঘটনাটির সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজা এবং বরলাভের একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকিলেও, মূল ঘটনার অঙ্গীভূত অন্যান্য ঘটনার সহিত বাল্মীকি অথবা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঘটনাবলীর কোন সম্পর্ক নাই। চণ্ডিকার মন্দিরে গমনকালে বনপথে লক্ষ্মণ যে সকল বিভীষিকা ও প্রলোভনের মায়াদৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা ট্যাসো-রচিত 'জেরুজালেম-উদ্ধার' কাব্যের ১৫শ ও ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত।

বিষয়-সংক্ষেপ ঃ—স্বর্গে তখন গভীর রাত্রি। অন্যান্য দেবদেবীগণ সকলে সুখসুপ্ত হইলেও দেবরাজ ইন্দ্রের নয়নে নিদ্রা নাই। শচী ইন্দ্রের বিমনা ভাব দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র বলিলেন যে, প্রভাতে লক্ষ্মণ কি উপায়ে মেঘনাদকে বধ করিবে তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়। শচী বলিলেন যে, তাঁহারা দৈবাস্ত্র লাভ করিয়াছেন এবং হর-পার্বতীর আশীর্বাদও প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিবস প্রভাতে স্বয়ং মায়াদেবী লক্ষ্মণকে মেঘনাদ-বধের উপায় বলিয়া দিবেন,—সুতরাং চিন্তা নিরর্থক। ইন্দ্র বলিলেন যে, ইহা সবই সত্য; তথাপি মেঘনাদ এরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী যে, মায়াদেবী যে কি কৌশলে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবেন তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। ইন্দ্র ও শচী অপ্সরোগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিনিদ্র ও বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে মায়াদেবী ইন্দ্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র মায়াদেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মায়াদেবী বলিলেন যে, তিনি লঙ্কাপুরীতে যাইতেছেন। কৌশলে লক্ষ্মণের হস্তে মেঘনাদের বিনাশ ঘটাইয়া তিনি ইন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু মেঘনাদবধের পর রাবণ যখন সেই সংবাদ শুনিবে, তখন রাম-লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রভৃতিকে কি উপায়ে ইন্দ্র রক্ষা করিবেন তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখুন। ইন্দ্র বলিলেন যে, মেঘনাদ নিহত হইলে তিনি রাবণকে তত ভয় করেন না। দেবতারা সকলে রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। মায়াদেবী বলিলেন যে, দেবগণের তাহা করাই সঙ্গত হইবে। ইহা বলিয়া মায়া লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্রও নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

মায়া স্বর্গের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া স্বপ্নদেবীকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যেন সুমিত্রার বেশে নিদ্রিত লক্ষ্মণকে একাকী লঙ্কার উত্তরপ্রান্তস্থ বনে অবস্থিত চণ্ডীর মন্দিরে যাইয়া অবিলম্বে দেবীর পূজা করিবার প্রত্যাদেশ দেন। দেবীর আদেশানুসারে স্বপ্নদেবী তৎক্ষণাৎ সুমিত্রার রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণকে চণ্ডী-পূজার স্বপ্নাদেশ দিয়া আসিলেন। স্বপ্নে মাতা সুমিত্রাকে দেখিয়া লক্ষ্মণ চমকিতভাবে জাগ্রত হইলেন এবং রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহাকে নিজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সত্যই লঙ্কার উত্তরপ্রান্তে ভীষণ বন-মধ্যে রাবণ-পূজিত চণ্ডীর মন্দির আছে। সে অতি দুর্গম স্থান এবং স্বয়ং মহাদেব সে-বনের প্রহরী। লক্ষ্মণ যদি সাহস-সহকারে সেখানে যাইয়া দেবীর পূজা করিতে পারেন তবে রামচন্দ্রের মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তিনি রামচন্দ্রের চিরানুগত ভৃত্য ;—রাম আদেশ দিলে নির্ভয়ে বনে প্রবেশ করিবেন। রামচন্দ্র সম্মত হইলে লক্ষ্মণ তরবারি হস্তে লঙ্কার উত্তরদ্বারাভিমুখে একাকী যাত্রা করিলেন। উত্তর-দ্বার-রক্ষী সুগ্রীব বাধা দিতে আসিলে লক্ষ্মণ নিজের পরিচয় দিয়া দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই লক্ষ্মণ ভীষণমূর্তি মহাদেবের সম্মুখীন হইলেন। তিনি আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন,—হয় মহাদেব দ্বার মুক্ত করুন নতুবা লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হউন। ধর্মবলে বলীয়ান লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই মহাদেবকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। লক্ষ্মণের সাহসপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব পথ ছাড়িয়া দিলেন। বনের মধ্যে প্রবেশ করামাত্র লক্ষ্মণ ঘোর সিংহনাদ শ্রবণ করিলেন। লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিবার জন্য মায়াসিংহ ধাইয়া আসিল, কিন্তু লক্ষ্মণ অসি উত্তোলন করিতেই সে অদৃশ্য হইল। লক্ষ্মণ আর একটু অগ্রসর হইতেই সহসা ভীষণ ঝড়, বজ্রপাত ও দাবানলের আবির্ভাব হইল। লক্ষ্মণ স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইতেই ঝড়, বৃষ্টি ও মেঘ অদৃশ্য হইয়া আকাশ আবার তারকা-শোভিত হইল। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণ অতি মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি সম্মুখে পুষ্পবনের মধ্যে অবস্থিত সরোবরে জলকেলি-রত সুন্দরীগণকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া নিজেদের দেবকন্যা বলিয়া পরিচয় দিল এবং ভোগবিলাসের নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি রামের ভ্রাতা। রামের পত্নী সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। রাক্ষস বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিবেন ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। দেবকন্যাগণের নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূরণের বর প্রার্থনা করিয়া তিনি

তাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করা মাত্র সেই মায়া দৃশ্য মিলাইয়া গেল। বিস্মিত লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চণ্ডীর দেউলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সরোবর-তীরে দেবীর স্বর্ণময় মন্দিরে পূজার বিবিধ উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সরোবরে স্নান করিয়া নীলপদ্ম তুলিয়া সিংহবাহিনী দেবীর পূজা করিয়া রাক্ষসবধের বর প্রার্থনা করিলেন। অকস্মাৎ দৈবতেজের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ যেন বজ্রনিনাদে পূর্ণ হইল এবং ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। দেবী আবির্ভূতা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, ইন্দ্র তাঁহাকে দেবাস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং শিবের আদেশে স্বয়ং তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। দেবাস্ত্র গ্রহণপূর্বক বিভীষণসহ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ যেন পূজারত মেঘনাদকে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। তাঁহার বরে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অদৃশ্যভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিবেন।

লক্ষ্মণ মায়াদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া সত্বর রামের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল। ফিরিবার পথে তিনি নিজের প্রশংসামূলক দৈববাণী শ্রবণ করিলেন।

যেখানে স্বর্ণমন্দিরে মেঘনাদ ও প্রমীলা নিদ্রিত ছিলেন নিশাবসানে সেখানে প্রভাতী পাখীর গান শুনিয়া মেঘনাদ জাগ্রত হইয়া মধুর প্রণয়বাক্যে প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মেঘনাদ প্রমীলাকে বলিলেন যে, প্রথমে তাঁহারা মাতা মন্দোদরীর আলয়ে যাইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিবেন; পরে অগ্নিদেবের পূজা করিয়া রামের যুদ্ধসাধ পূর্ণ করিবেন। মেঘনাদ ও প্রমীলা বেশভূষা করিয়া শিবিকারোহণে মন্দোদরীর আলয়ে উপস্থিত হইলে ত্রিজটানাম্নী রাক্ষসী দ্রুত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মেঘনাদ তাহাকে বলিলেন যে, পিতার আদেশে রামের সহিত যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তিনি মাতার চরণবন্দনা করিতে আসিয়াছেন। ত্রিজটা বলিল যে, রাক্ষস-রানী পুত্রের মঙ্গলকামনায় শিবমন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছেন। সে মন্দোদরীকে সংবাদ দিবার জন্য দ্রুত প্রস্থান করিল। রক্ষঃপুরীর গায়িকাগণ মন্দোদরী, প্রমীলা ও মেঘনাদের প্রশস্তি গাহিতে আরম্ভ করিল।

মন্দোদরী শিবালয় হইতে বহির্গত হইলে পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মন্দোদরী উভয়কে নিজের কোলে বসাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, আজ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করিয়া তিনি রামচন্দ্রকে যুদ্ধে বধ করিবেন, রাজদ্রোহী বিভীষণকে বন্দী করিয়া আনিবেন এবং বানর সৈন্যগণকে লঙ্কা হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। মন্দোদরী চক্ষু মুছিয়া নিজের মনের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিলেন। শক্তিমান রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ, বিভীষণ সর্পের

ন্যায় খল এবং স্বজনদ্রোহী ;—সুতরাং মেঘনাদকে বিদায় দিতে তাঁহার মন সরিতেছে না। মেঘনাদ হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, রাম-লক্ষ্মণকে মাতা বৃথা ভয় করিতেছেন। ইতঃপূর্বে দুই দুইবার তিনি উভয়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন। মায়ের আশীর্বাদে তিনি যে বিশ্ববিজয়ী ইহা ত্রিভুবনে কাহারও অজ্ঞাত নহে। তুচ্ছ শত্রু রামের ভয়ে মাতার ব্যাকুলতা অহেতুকী। মন্দোদরী বলিলেন,—রাম হয় মায়া জানে, নতুবা সে দৈববলে বলী। পূর্বে যখন মেঘনাদ নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিল, তখন সে বিষম বন্ধন কে খুলিয়া দিয়াছিল ? দ্বিতীয়বার যখন নিশারণে সসৈন্যে তাহাদের সে বধ করিয়াছিল, তখনই বা কে তাহাদের বাঁচাইল ? তিনি শুনিয়াছেন যে, রামের আদেশে জলে শিলা ভাসে, অগ্নি নির্বাপিত হয় এবং বৃষ্টিপাত হয়। এইরূপ মায়াবী শত্রুর সঙ্গে কোন প্রাণে তিনি পুত্রকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইবেন ?

মেঘনাদ মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, পূর্বের ঘটনা লইয়া বিলাপ বৃথা। নগরদ্বারে শত্রু অবস্থিত। সেই শত্রু বিনাশ করিতে না পারিলে তিনি মনে শান্তি পাইবেন না। বীর রাক্ষসবংশে তাঁহার জন্ম। শত্রুর ভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সেই বংশের গৌরব লাঘব করিবার সুযোগ তিনি রামকে দিবেন না। তাঁহার কাপুরুষোচিত আচরণের কথা শুনিলে মাতামহ ময়, বীর মাতুলগণ সকলে উপহাস করিবে। প্রভাত হইয়া আসিল। ইষ্টদেব অগ্নির পূজা করিয়া তিনি অবিলম্বে শত্রু ধ্বংস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাতৃপদ পূজা করিবেন। তিনি যুদ্ধার্থ পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়াছেন ; এক্ষণে মাতার আজ্ঞা ও আশার্বাদ লাভ করিলে কে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে ?

মন্দোদরী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন যে, মেঘনাদ যদি একান্তই যুদ্ধে যায়, তবে মহাদেব যেন তাহাকে রক্ষা করেন। অনন্তর প্রমীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন যে, পুত্রবধূ যেন তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুত্রের অভাব কিছুটা দূর করে।

মাতাকে প্রণাম করিয়া মেঘনাদ পদব্রজে বনপথে একাকী যজ্ঞশালাভিমুখে চলিলেন। মন্দোদরী ও প্রমীলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই মেঘনাদ পশ্চাতে অতিপরিচিত নূপুরধ্বনি শুনিয়া সহাস্যবদনে ফিরিয়া প্রমীলাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীলা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, তিনিও পতির সহিত যজ্ঞাগারে যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু শাশুড়ীর আদেশে তাঁহাকে গৃহে থাকিতে হইল। মেঘনাদ প্রমীলাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তিনি এখনই শত্রুবধ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। সদানন্দময়ী প্রমীলার নয়নে অশ্রু শোভা পায় না। বেলা ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রমীলা অনুমতি দিলে তিনি যজ্ঞাগারে যাইতে পারেন। কামদেব

যেরূপ কুক্ষণে রতিকে ছাড়িয়া হরধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, মেঘনাদও সেইরূপ কুক্ষণে প্রমীলাকে ছাড়িয়া যজ্ঞশালার দিকে চলিলেন।

প্রমীলা স্বামীর অতুলনীয় রূপ ও গুণের কথা স্মরণ করিয়া স্বামীর কল্যাণার্থ পার্বতীর নিকট যুক্তকরে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। প্রমীলার প্রার্থনা আকাশপথে দেবীর নিকটে যাইবার সময়ে ইন্দ্র মনে মনে সন্ত্রস্ত হইলেন। পবনদেব অমনি সে প্রার্থনাধ্বনিকে দূরে উড়াইয়া দিলেন। চক্ষু মার্জনা করিয়া শূন্যমনে প্রমীলা ফিরিয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হাসে নিশা তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে তারকা-দীপ্ত উজ্জ্বল রজনীকাল।

দ্বিতীয় সর্গে পাই :—

"উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।" (১৪)

তৃতীয় সর্গে "উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ-উদ্যানে।" (১৭)

চতুর্থ সর্গে "..............জাগে লঙ্কা আজি
"নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর-প্রার্থনে।" (৩৩-৩৬)

এই চারি সর্গোক্ত ঘটনা প্রায় তুল্যকালীন ;—একই রাত্রিতে সংঘটিত। পঞ্চম সর্গোক্ত ঘটনা একই রাত্রিতে সর্বশেষে ঘটিয়াছে।

ত্রিদশ-আলয়—দেবনিবাস স্বর্গভূমি। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা ঘটে বলিয়া দেবতাগণের নাম ত্রিদশ।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ।

ত্রিদিব-পতি—স্বর্গপতি ইন্দ্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দপূর্ণ বাসস্থান বলিয়া স্বর্গের অন্য নাম ত্রিদিব। 'ত্রয়ো দিব্যস্তি অত্র' এই অর্থে ত্রিদিব।

কিন্তু চিন্তাকুল এবে—রাত্রি প্রভাত হইলে মেঘনাদের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালী মেঘনাদের আক্রমণে লক্ষ্মণ রক্ষা পাইবেন কিনা এই চিন্তায় ইন্দ্র ব্যাকুল।

অভিমানে—শচীকে উপেক্ষা করিয়া বিনিদ্রভাবে চিন্তামগ্ন থাকার জন্য।

স্বরীশ্বরী—স্বর্গের অধীশ্বরী শচী ; স্বর্ (স্বর্গবাচক অব্যয়)+ঈশ্বরী।

সুরেশ—দেবরাজ।

ক্ষণেক মুদিছে, ইত্যাদি—দেবরাজ স্বয়ং বিনিদ্র থাকায় তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য আগতা মেনকাদি অপ্সরারাও বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিতে পারিতেছে না। অথচ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঢুলিয়া পড়িয়া পরমুহূর্তেই ইন্দ্রের ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছে।

তরাসে<ত্রাসে—ইন্দ্রের অসন্তুষ্টির ভয়ে।

স্পন্দহীন যেন—তন্দ্রাচ্ছন্নতাহেতু নিশ্চল।

চিত্র-পুত্তলিকা-সম চিত্রলেখা—চিত্রলেখা নাম্নী অপ্সরা চিত্রে অঙ্কিত মূর্তির ন্যায় স্থির।

আর কারে ভয় তাঁর—ইন্দ্রের নিদ্রায় অনিচ্ছা বুঝিয়া নিদ্রাদেবী ভয়ে তাঁহার কাছে যাইতেছেন না। ইন্দ্র ব্যতীত অপর কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা তিনি গ্রাহ্য করেন না।

দৈত্যদল আসি ইত্যাদি—ইন্দ্রকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া শচী পরিহাস করিয়া বলিতেছেন যে, প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণ কি পূর্বের মত স্বর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে?

রাবণি—রাবণপুত্র মেঘনাদ।

পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গে পার্বতীর আনুকূল্যে ইন্দ্র মেঘনাদের নিধনকার্যে সমর্থ দৈবাস্ত্র মায়াদেবীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ চিত্ররথ নামক গন্ধর্বের সাহায্যে তাহা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন,—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পৌলোমী—পুলোমা (পুলোমন্) নামক দানবের কন্যা শচী। ইন্দ্র পুলোমাকে নিহত করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

অনন্ত-যৌবনা—কারণ দেবদেবীগণের যৌবনের পর অন্য দশা নাই।

যাহে বধিলা তারকে ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবী দৈবাস্ত্রের পরিচয় দিবার সময়ে ইন্দ্রকে বলিয়াছেন :—

> "দুরন্ত তারকাসুর, সুরকুলপতি,
> কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
> সমরে ; কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী,
> পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
> বধিতে দানবরাজে সাজাইলা বীরে
> আপনি বৃষভধ্বজ সৃজি রুদ্রতেজে
> অস্ত্রে।" (৪১২-১৮)

দাসীর সাধনে—শচীর প্রার্থনায়। দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শচীও পার্বতীকে মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিতে ইন্দ্রের সহিত কৈলাসে গিয়াছিলেন।

সাধ্বী—সতীশ্রেষ্ঠা।

কালি—রাত্রি প্রভাত হইলে।

মায়া দেবীশ্বরী—দ্বিতীয় সর্গে মায়া ও পার্বতী স্বতন্ত্র দেবী। শিব পার্বতীকে বলিয়াছেন:— "পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতন।" (৪৩৫-৩৭ পংক্তি)

কিন্তু এই সর্গে চণ্ডীর দেউলে দেবীর আবির্ভাব বর্ণনায় দেবী ও মায়া অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ৩৪৪-৩৫৮ পংক্তি দ্রষ্টব্য। ভারতীয় পুরাণের দেবদেবী-চরিত্রের সহিত গ্রীক্ পুরাণোক্ত দেবদেবী-চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটাইবার ফলেই এরূপ অসামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে।

বধের বিধান—মেঘনাদবধের উপায়।

দন্তী—হস্তী।

আঁটে মৃগরাজে—পশুরাজ সিংহের সমকক্ষ হয়।

জানি আমি..... আঁটে মৃগরাজে?—এস্থলে লক্ষ্মণ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদের সমকক্ষ নহেন। এই উক্তিটি পরবর্তী দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুটিত হওয়ায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার** হইয়াছে।

দম্ভোলি-নির্ঘোষ—বজ্র-গর্জন।

ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। মধুসূদন কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত শব্দ।

বিমান—ইন্দ্রের আকাশ-যান। "ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রী:" (অমরকোষ)।

চাপে—ধনুকে।

মহেষ্বাস—মহাধনুর্ধর। ইষুর (বাণের) আস (আসন)=ইষ্বাস=ধনুক; মহৎ ইষ্বাস যাহার—মহেষ্বাস।

ঐরাবত—সমুদ্রোদ্ভূত ইন্দ্রের হস্তী। "ঐরাবতাভ্রমাতঙ্গৈরাবণাভ্রমু-বল্লভাঃ"—(অমরকোষ) ঐরাবত, অভ্রমাতঙ্গ, ঐরাবণ এবং অভ্রমু-বল্লভ এই চারিটি ঐরাবতবাচক শব্দ।

ত্রিদিব-দেবা—ত্রিদিববাসিনী অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী দেবী। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

সরসে—সরোবরে। সরঃ (সরস্) শব্দের উত্তর অধিকরণে 'এ' বিভক্তি।

সরসে যেমতি ইত্যাদি—সরোবরে রাত্রিকালে নিমীলিত ম্লান পদ্মের চারিপাশে জ্যোৎস্নারাশিকে যেমন দেখায়, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট ইন্দ্র-শচীর চারিপাশে অবস্থিত মেনকাদি সুন্দরীগণকেও তেমন দেখাইতেছিল; উপমেয় ইন্দ্র-শচী ও মেনকাদি এবং উপমান মুদ্রিত পদ্ম ও সুধাকর-কররাশি। ইহাদের সাধারণ ধর্ম (ক্রিয়াগত) প্রথম বাক্যে 'দাঁড়াইলা চারিদিকে' এবং পরবাক্যে 'বেড়ে' বিভিন্ন হইলেও একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া **বস্তু-প্রতিবস্তুভাব-বিশিষ্ট উপমা অলঙ্কার।**

কিম্বা দীপাবলী ইত্যাদি—অথবা শারদীয়া দুর্গাপূজাকালে দুর্গাদেবীর বেদীর নিম্নে প্রদীপসমূহের দীপ্তির সহিত ইন্দ্র-শচীর সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত মেনকাদির দেহকান্তির তুলনা করা চলে। একই উপমেয়ের সহিত একাধিক উপমানের তুলনাহেতু **মালোপমা অলঙ্কার।**

চির-বাঞ্ছা—সর্বকালীন কামনার ধন। 'মায়েরে' শব্দের বিশেষণ।

মৌনভাবে—চিন্তাকুলতা হেতু।

দম্পতী—স্বামি-স্ত্রী। জায়া ও পতি শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসে জায়াপতী, জম্পতী ও দম্পতী হয়; দ্বিবচনান্ত শব্দ বলিয়া 'ঈ'-কারান্ত।

উতরিলা<অব+তৃ—অবতীর্ণ হইলেন, উপস্থিত হইলেন।

দেবালয়ে—দেবধাম স্বর্গে। (অপ্রচলিত)

রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল ইত্যাদি—তেজস্বিনী মায়াদেবী ইন্দ্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভা রত্নসমূহের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় নন্দনকাননে প্রস্ফুটিত স্বভাবতঃ উজ্জ্বল মন্দারপুষ্প সূর্যকিরণস্পর্শে যেরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, সেইরূপ রত্নসমূহ হইতে নির্গত জ্যোতিও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা ইত্যাদি—মায়াদেবী ইন্দ্রাদি হইতে মহত্তরা বলিয়া শচী ও ইন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সুধিলা (শুধিলা)—জিজ্ঞাসা করিলেন।

আদিতেয়—অদিতির পুত্র দেবতা; এস্থলে ইন্দ্র।

মনোরথ তোমার পূরিব—তোমার পরমশত্রু মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব।

রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে—শক্তিদ্বারা না পারিলেও দৈবী মায়ার সাহায্যে রাক্ষসবংশের শ্রেষ্ঠরত্নস্বরূপ মেঘনাদের বিনাশ ঘটাইব। **রূপক অলঙ্কার।**

পোহাইছে—প্রভাত হইতেছে। প্র+ভান>পোহানো।

ভবানন্দময়ী—বিশ্বের আনন্দদায়িনী।

লঙ্কার পঙ্কজরবি—মেঘনাদের বিশেষণরূপে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। লঙ্কারূপ পঙ্কজের পক্ষে সূর্য-স্বরূপ মেঘনাদ। শব্দটিকে সমাসের নিয়মানুসারে সার্থক প্রয়োগ বলা চলে না। প্রথমে লঙ্কারূপ পঙ্কজ এই রূপক কর্মধারয় সমাস গঠন না করিয়া রবির সহিত সমাসবন্ধন করা যায় না। 'লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি' অথবা 'লঙ্কা-পঙ্কজের রবি' সার্থকতর প্রয়োগ হইত। মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতা "কমলে কামিনী"তে "কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ" এই সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও এই জাতীয় সমাস-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় এবং 'সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ' (অর্থাৎ পদসমূহের পরস্পর সাপেক্ষত্ব সত্ত্বেও সুস্পষ্ট অর্থবোধহেতু সমাস) এই বচন দ্বারা সমাস স্বীকৃত হয়।

নিকুম্ভিলা—রামায়ণে লঙ্কার একটি পর্বতগুহার নাম। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের যজ্ঞগৃহরূপে কল্পিত।

অসুরারি—হে অসুর-রিপু ইন্দ্র।

নিরস্ত্র, দুর্বল বলী—বলবান হইলেও নিরস্ত্র অবস্থায় শক্তিহীন মেঘনাদ।

আনায়-মাঝারে—জাল বা ফাঁদের মধ্যে আবদ্ধ।

বারতা<বার্তা—সংবাদ।

রঘুমিত্র—বিভীষণের বিশেষণ।

দেবেন্দ্র—(সম্বোধনে) হে দেবরাজ ইন্দ্র।

কৃতান্ত সদৃশ—যমস্বরূপ ভয়ঙ্কর। কৃত অন্ত যাহা দ্বারা—কৃতান্ত=যম।

নমুচিসূদন—নমুচি নামক দৈত্যের বধকর্তা ইন্দ্র।

কর্বুরকুলের গর্ব—রাক্ষস-বংশের দর্প-স্বরূপ মেঘনাদকে।

সমরিবে—(নামধাতু) সমর বা যুদ্ধ করিবে।

বজ্রি—হে বজ্রধারি ইন্দ্র।

পিরীতি<প্রীতি—সন্তোষ, আনন্দ।

শক্তীশ্বরী—মহাশক্তি মায়াদেবী।

দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা ইত্যাদি—মায়াদেবীর সুস্পষ্ট আশ্বাসবাক্যে নিশ্চিন্ত হওয়ায় ইন্দ্র নিদ্রিত হইলেন। অচেতন নিদ্রায় চেতনা-বিশিষ্ট মানবের সমান কার্য 'প্রণাম করা' আরোপহেতু **সমাসোক্তি অলঙ্কার**।

মহা-ইন্দ্র—মহেন্দ্র শব্দটিকে ছন্দের অনুরোধে অসংহিত রাখা হইয়াছে।

কিঙ্কিণী—নূপুর, মেখলা ইত্যাদিতে সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বা ঘুঙুর।

কাঁচলি<কঞ্চুলিকা—স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরক বস্ত্রবন্ধন।

সৌরকররাশিরূপিণী সুরসুন্দরী—সূর্যের কিরণমালার ন্যায় সমুজ্জ্বল-দেহা মেনকাদি দেবপুরীর সুন্দরীগণ।

পরিমলময় বায়ু—সুগন্ধি বায়ুপ্রবাহ। পরিমল শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন প্রভৃতি মর্দিত বা পিষ্ট বস্তু হইতে উৎপন্ন সুগন্ধ। "বিমর্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে।" (অমর)। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সুবাস অর্থেই ব্যবহৃত।

অলক—কপাল ও গণ্ডস্থলে সংসপিত চূর্ণ-কুন্তল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ।

প্রফুল্লিত<প্রফুল্ল—বিকশিত, প্রস্ফুটিত। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ।

বিমোহিনী—বিশ্বের বিভ্রম উৎপাদনকারিণী মায়া।

স্বপন-দেবীরে—স্বপ্ন বা নিদ্রার দেবতা; গ্রীক্-পুরাণের 'সম্‌নাসের' অনুকরণে কল্পিত। ইলিয়ড্ কাব্যেও দেবরাজ জুপিটার কর্তৃক গ্রীক্ সেনাপতি আগামেম্‌ননের নিকট আশ্বাসবাণী-বহনকারী নেস্টর-রূপধারী সম্‌নাস্‌কে প্রেরণের কাহিনী আছে। তুলনীয়,—

> "Canst thou with all a monarch's cares oppress'd
> Oh Atreus' son! Canst thou indulge thy rest?" (Canto II)

দেউল<দেবকুল—দেবমন্দির।

দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে—মায়াদেবীর অধীরতার কারণ এই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের পক্ষে অপরের অজ্ঞাতসারে চণ্ডীর দেউলে যাইয়া দেবীর পূজা করা অসম্ভব হইবে এবং অন্যদিকে মেঘনাদ যজ্ঞ সমাপন করিয়া শক্তি-লাভের সুযোগ পাইবে।

উরি<উতরি<অব+তৄ—অবতীর্ণ হইয়া, আবির্ভূত হইয়া।

কুহকিনী—কুহক বা মায়া সৃষ্টি করিতে সমর্থা স্বপ্নদেবী।

যবে আমি বিদায় হইনু ইত্যাদি—লক্ষ্মণের অযোধ্যা ত্যাগকালে সুমিত্রা নিশ্চয়ই পুত্রবিরহে আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে কবির উক্তির মধ্যে তাঁহার ধর্মান্তরগ্রহণ এবং স্নেহময়ী মাতার সহিত চিরবিচ্ছেদের দুঃখই যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ। বীর কুঞ্জরের (হস্তীর) মত; উপমিত সমাস।

কুঞ্জর-গমনে—হস্তীর ন্যায় স্থির ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে।

রক্ষঃপুরে রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে—রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র যে বিভীষণের উপর একান্ত নির্ভরশীল তাহা রামচন্দ্র পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। কবির ব্যক্তিগত ধারণাও যে এইরূপ ছিল তাহা "He (Meghanad) was a noble fellow, and but for that scoundrel Vibhisana, would have kicked the monkey army into the sea."—এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্বল বলে, কহ এ বিপত্তি কালে ?" (৩য়। ৩০০-৩০২)
"নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলা ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।" (৩য়। ৪৪২-৪৪৪)
"নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে।" (৬ষ্ঠ। ২৩৫-২৩৬)
"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্র-কুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।" (৬ষ্ঠ। ১৩২-১৩৭)

মেঘনাদবধ-কাব্যে বিভীষণ সম্বন্ধে রামচন্দ্রের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি কবির নিজস্ব ধারণারই প্রতিফলন মাত্র।

আপনি রাক্ষসনাথ পূজেন সতীরে—কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাবণকর্তৃক দেবী-পূজার উল্লেখ আছে।

আয়াসিতে—(নাম ধাতু) আয়াস বা ক্লেশ দিতে।

আয়সী-সদৃশ—লৌহময় বর্মস্বরূপ। অয়ঃ (লৌহ) গঠিত—আয়স ; স্ত্রীলিঙ্গে আয়সী।

বীতিহোত্র-রূপী—অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। বীতি (ভোজন) হোত্র (হোম) যাহার; অথবা বীতি (দীপ্তি) হোত্রে (হোমকার্যে) যাহার; সমানাধিকরণ বা ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস।

দীপিছে ললাটে ইত্যাদি—মহাসর্পের মস্তকে উজ্জ্বল মণির ন্যায় লক্ষ্মণ-দৃষ্ট ভীষণ-দর্শন মূর্তির কপালে চন্দ্রকলা দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল।

জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে ইত্যাদি—সেই ভীষণ মূর্তির মস্তকস্থিত পিঙ্গল জটারাশির মধ্যে গঙ্গার শুভ্র জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন শরৎকালের রাত্রিতে মেঘের মধ্যে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। 'যেন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমানকেই উপমেয়রূপে প্রবল সংশয় প্রকাশ করায় এস্থলে **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার** হইয়াছে।

রজোরেখা<রজতরেখা—রৌপ্যবৎ শুভ্র বিকাশ। রজত অর্থে মধুসূদন বহুস্থলে রজঃ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। **অবাচকতা দোষ**।

বিভুতি-ভুষিত অঙ্গ—দেহখানি ভস্মলিপ্ত।

চিনিলা সৌমিত্রি ভুতনাথে—বিশাল ও ভীষণ আকৃতি, ললাটস্থ চন্দ্রকলা, জটাজালের মধ্যে গঙ্গাধারা, ভস্মলিপ্ত দেহ এবং হস্তস্থিত ত্রিশূল দর্শনে লক্ষ্মণ উদ্যানরক্ষী মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন।

নিষ্কোষিয়া—কোষমুক্ত করিয়া।

তেজস্কর—প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল।

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ—রঘুর পুত্র অজ, তাহার ঔরসজাত দশরথ।

বিলম্ব না সহে—কারণ অধিক বিলম্বে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলে কার্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।

যথা শুনি বজ্রনাদ, ইত্যাদি—বজ্রধ্বনি পর্বতে যেরূপ গম্ভীরশব্দে প্রতিধ্বনিত হয় সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে।

বৃষধ্বজ—মহাদেব; বৃষ দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা। বৃষ ধ্বজ (চিহ্ন বা উপলক্ষণ) যাঁহার; বহুব্রীহি।

বাখানি<ব্যাখ্যান—প্রশংসা করি।

কেমনে আমি যুঝি ইত্যাদি—তোমার সাহস দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট ত হইয়াছিই, তাহার উপর স্বয়ং দেবী আজ তোমার প্রতি তুষ্ট বলিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রসন্নময়ী—ভক্তের প্রতি প্রসন্না দেবী পার্বতী। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ।

কপর্দী—কপর্দ অর্থাৎ জটাজূটধারী মহাদেব। "কপর্দোঽস্য জটাজূটঃ পিনাকোঽজগবংধনুঃ" (অমরকোষ)।

কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি—চণ্ডীর দেউল যে বনে অবস্থিত, সেই বনে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণের নানারূপ বিভীষিকা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হইবার চিত্রসমূহ ট্যাসো-রচিত "জেরুসালেম উদ্ধার"-কাব্যের ১৫শ ও ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত।

আইল ধাই ইত্যাদি—এই মায়াসিংহের কাহিনী উল্লিখিত কাব্যের ১৫শ সর্গের ৫০ তম অনুচ্ছেদে আছে।

হর্যক্ষ—হরি (হরিদ্‌বর্ণ) অক্ষি যাহার ; সিংহ।

উলঙ্গিলা—উন্মুক্ত করিলেন। উলঙ্গ<ওলঙ্গ<ওনঙ্গ<অব-নগ্ন—আবরণশূন্য।

নির্ঘোষে—গভীর গর্জনধ্বনির সহিত। ক্রিয়া-বিশেষণ।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে—ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ বিকাশের পর অন্ধকারকে গাঢ়তর বলিয়া মনে হয়।

বাহুবলে উপাড়িলা তরু প্রভঞ্জন—এই মায়া-ঝটিকার কাহিনীও উল্লিখিত কাব্যের ১৮শ সর্গের ৩৭তম অনুচ্ছেদে আছে।

দাবানল পশিল কাননে—মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাতে সমস্ত বন যেন দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

গর্জিল জলধি দূরে, ইত্যাদি—যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধশঙ্খ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া এবং অসংখ্য ধনুকের টঙ্কারের সহিত মিশিয়া যেরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে সেইরূপ ভীষণ শব্দে দূরস্থিত ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল।

সে রৌরবে—অগ্নিময় ভীষণ নরকে। এস্থলে রৌরবের ন্যায় ভীষণ দাবানলের মধ্যে। উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান রৌরবকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

আচম্বিতে—অকস্মাৎ, হঠাৎ চমকিত করিয়া ; আচমকা।

কুসুম-কুন্তলা মহী—অরণ্যকে মহী অর্থাৎ পৃথিবীর কেশরূপে কল্পনা করিয়া বনমধ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহকে পৃথিবীর কেশের ভূষণরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

মন্দ সমীর স্বনিলা—ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনের পর পুনরায় মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নিক্কণে—শ্রুতিমধুর ধ্বনিতে।

মন্দিরা<মঞ্জীর—ক্ষুদ্র করতাল।

সপ্তস্বরা—জলতরঙ্গ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

উথলিল—প্লাবিত করিল; উৎ+স্থল শব্দ হইতে নিষ্পন্ন।

দেখিলা সম্মুখে বলী ইত্যাদি—এই মায়া প্রলোভন চিত্রটিও উল্লিখিত কাব্যের দুই স্থলে (১৫শ সর্গ, ৫৮-৬৬ অনুচ্ছেদে এবং ১৮শ সর্গ, ২৬-৩৫ অনুচ্ছেদে) পাওয়া যায়।

অবগাহে দেহ—**অধিকপদতা দোষ**; কারণ 'অবগাহে' অর্থই দেহ নিমজ্জিত করিয়া স্নান করে।

কৌমুদী নিশিতে যথা—সুন্দরীরা সরোবরে স্নান করিতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন জ্যোৎস্নারাশি রাত্রিকালে সরোবরের জলে নামিয়া আসিয়াছে।

দুকূল, কাঁচলি শোভে কূলে, ইত্যাদি—সুন্দরীরা কেহ কেহ সরোবরে অবতরণ-কালে তাহাদের বস্ত্রাদি তীরে খুলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ নগ্নদেহে স্নান করিতেছে। তাহাদের স্বর্ণবর্ণ দেহকান্তি স্বচ্ছ জলরাশির মধ্যে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মানস-সরোবরে এক ঝাঁক স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে।

কেহ তুলে পুষ্পরাশি, ইত্যাদি—অন্য মায়া-সুন্দরীগণ পুষ্পবনে পুষ্প চয়ন করিয়া তাহাদের অলকদাম কুসুমে ভূষিত করিতেছে,—যে মনোমুগ্ধকর অলকদাম পুরুষের পক্ষে কামের শৃঙ্খল স্বরূপ।

দ্বিরদ-রদ নির্মিত—হস্তিদন্তে নির্মিত। দ্বিরদ=দুইটি বৃহৎ দন্ত আছে যাহার—হস্তী।

কোলম্বক—বীণার কাষ্ঠাদিনির্মিত অঙ্গ বা ঠাট।

হৈম—হেম বা স্বর্ণনির্মিত। কবি কয়েক স্থলে এই অর্থে ব্যাকরণদুষ্ট 'হৈমময়' শব্দটি প্রয়োগ করিলেও এই স্থলে শব্দটির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন।

সঙ্গীত-রসের ধাম—বীণার তার হইতেই মধুর সঙ্গীত নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তারই সঙ্গীতের আবাসস্থল।

সুখময়ী—আনন্দময়ী; 'কেহ' শব্দের বিশেষণ।

পীবর—স্থূল, ঘন।

ক্বণিছে রশনা—মেখলা মধুর শব্দ করিতেছে। নৃত্যহেতু অঙ্গ সঞ্চালনে বুকের রত্নহার দোদুল্যমান, এবং নূপুরদ্বয় ও মেখলা ঝঙ্কৃত হইতেছে।

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে—কালসর্পের প্রাণবিনাশক দংশনে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নশ্বর শব্দের অর্থ নাশশীল, যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; যেমন 'নশ্বর জীবন'। মধুসূদন এই স্থলে এবং অন্য কয়েক স্থলেও 'নশ্বর' শব্দটি 'বিনাশক' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা **অবাচকতা দোষ**।

যেমন— "বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতম প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।" (৬।৬)
"যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে," (৭।১২২)
"হত এ নশ্বর রণে" (৮।১২২)

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে.........জ্বলে পরাণ—কাল সর্পের দংশন মানুষের মৃত্যুর প্রসিদ্ধ কারণ। এখানে সুন্দরীগণের পৃষ্ঠবিলম্বিত মণিশোভিত বেণীসমূহ সর্পবৎ হইলেও তাহাদের দংশন-ক্ষমতা নাই; অথচ মানুষের প্রাণ জ্বলিতে থাকে বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি দেখাইবার চেষ্টা করিলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। সর্পদংশনরূপ প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতীতই মানুষের বিষদাহ-জ্বালা কেবল সর্পাকৃতি বেণীদর্শনের ফলেই ঘটে বলায় এস্থলে **বিভাবনা অলঙ্কার**।

হেরিলে ফণী পলায় তরাসে......বাঁধিতে গলায়—কার্য-কারণে বৈষম্য প্রদর্শিত হইলে বিষম অলঙ্কার হয়। এখানে প্রথমে ফণি-দর্শনমাত্র লোক ভয়ে পলায়ন করে বলিয়া, 'এ ফণী' অর্থাৎ সুন্দরীগণের সর্পাকৃতি বেণী দেখিলে কোন্ লোক না তাহাকে গলায় বাঁধিতে চায়, বলা হইয়াছে। ফণিদর্শনে ভয়ে পলায়নের পরিবর্তে তাহাকে সযত্নে গলায় বেষ্টন অত্যন্ত অস্বাভাবিক কার্য। সুতরাং এখানে কার্য-কারণে বৈষম্য জনিত **বিষম অলঙ্কার** হইয়াছে।

মধুসখা—মধুর অর্থাৎ বসন্তের সখা কোকিল। সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী 'মধুসখ' পদই শুদ্ধ; কিন্তু বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ প্রচলিত।

জলযন্ত্র—ধারাযন্ত্র, ফোয়ারা।

অরিন্দমে—শত্রুজয়ী লক্ষ্মণকে।

গাইল—গানের মত মধুর স্বরে বলিল।

নহি নিশাচরী মোরা—রাক্ষসপুরীতে অবস্থান করিলেও আমরা রাক্ষসকন্যা নহি।

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন উদ্যানে—দেবকন্যা বলিয়া আমরা সুচিরযৌবনা।

অধর-সরসে—অধররূপ সরোবরে। ২৯০-২৯২ পংক্তিত্রয় ২য় সংস্করণে সংযোজিত।

উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত—চিরযৌবনা বলিয়া। উরোজ শব্দের অপপ্রয়োগ।

আমা সবে—আমরা সকলে; 'মোরা সবে'। 'আমা সবে' কর্মকারকে প্রযুক্ত হয়, কর্তায় ইহা অপ্রচলিত।

কাটে জীবনের ফুল এ ভবমণ্ডলে—যাহারা পৃথিবীতে জীবনরূপ ফুলের দল ও বৃন্ত কাটিয়া তাহাকে অকালে নষ্ট করে।

যত=যাহারা (সর্বনাম)।

জানকী-সতী—'উদ্ধারিব' ক্রিয়ার কর্ম।

সুরাঙ্গনে—(সম্বোধনে) সুর+অঙ্গনা; দেববালা।

মাতৃ হেন মানি তোমা সবে—কারণ দেবীগণ সর্বদাই মানুষের নিকট মাতার ন্যায় পূজ্যা।

বিজন সে বন—পবিত্রাত্মা লক্ষ্মণ মায়াসুন্দরীগণের রূপে বিভ্রান্ত না হইয়া তাঁহাদিগকে মাতৃ-সম্বোধন করায় তাহারা স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়া বন জনশূন্য হইল।

সদ্যোজীবা—ক্ষণস্থায়ী।

পীঠতলে—দেবীর বেদিকার বা পীড়ির নিম্নে।

ঝাঁঝরী<ঝর্ঝরিকা—কাঁসর, ঘণ্টা।

সুরভি—সুরভিত, সুবাসযুক্ত। বিশেষণ।

ধূপ ধূপদানে পুড়ি, ইত্যাদি—ধূপদানে বা ধুনুচিতে ধূপ পুড়িয়া সুরভিত পুষ্প-গন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমগ্র স্থানটি সুগন্ধে পূর্ণ করিতেছে।

তুলিলা যতনে নীলোৎপল—রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র নীলপদ্ম দ্বারা দুর্গা-দেবীর অর্চনা করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সর্গে লক্ষ্মণ কর্তৃক নীলোৎপল দ্বারা সিংহবাহিনী চণ্ডিকার অর্চনা সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসোক্ত ঘটনার ছায়ায় কল্পিত হইয়াছে।

সিংহবাহিনীরে—সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া চণ্ডীকে। এই কাব্যে অন্যত্র পার্বতী ও মায়া স্বতন্ত্র দেবীরূপে উক্ত হইলেও (২য় সর্গ, ৪৩৫।৪৩৭ পংক্তি) এখানে পার্বতী, চণ্ডী বা দুর্গা, এবং মায়া এক ও অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা। বলা বাহুল্য যে, এই কল্পনাই ভারতীয় পুরাণসম্মত। দ্বিতীয় সর্গের দৈব ষড়্‌যন্ত্রজালের মধ্যে ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন কি, নাম পর্যন্ত গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমিয়া—ভূমিতে লুণ্ঠিত দেহে প্রণাম করিয়া। দুই চরণ, দুই জানু,

দুই হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং কপাল,—এই আটটি অঙ্গদ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক প্রণামকে 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম' বলে। মতান্তরে,—জানুদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষঃস্থল, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা প্রণাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

গরজিলা দূরে মেঘ ইত্যাদি—সহসা প্রচণ্ড দেবতেজের আবির্ভাবসূচক।

মহামায়ে—মহামায়া চণ্ডিকাকে।

তেজঃ রাশি রাশি ইত্যাদি—অকস্মাৎ দেবীর শক্তির আবির্ভাবে প্রচণ্ড তেজঃ উৎপন্ন হইয়া ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎশিখার ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। লক্ষ্মণ সভয়ে দেখিলেন যে, চক্ষু উন্মীলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুই দেখিতেছেন না;—সমস্ত মন্দির যেন গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

হাসিলা সতী—ভক্তের বিহ্বলতা দর্শন করিয়া।

পলাইল তমঃ দূরে—ভক্তের প্রতি দেবীর প্রসন্ন করুণ হাস্যে অন্ধকার দূর হইল।

দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!—দেবীর কৃপায় লক্ষ্মণের চক্ষুর ধাঁধা ঘুচিয়া গেল এবং তিনি দেবীকে দর্শন করিবার উপযোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন।

নগর-মাঝে—রামায়ণে নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থল লঙ্কার প্রত্যন্ত দেশস্থ নির্জন গিরিগুহায় বলিয়া বর্ণিত।

নিকষে যথা অসি—কোষ মধ্যে রক্ষিত তরবারির ন্যায় অদৃশ্য। নিকষ শব্দের অর্থ স্বর্ণপরীক্ষায় ব্যবহৃত কষ্টিপাথর; এস্থলে কোষ বা তরবারির খাপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবাচকতা দোষ।

আবরিব মায়াজালে আমি দোঁহে—এই বাক্যটি এবং ইহার পূর্বে "আপনি আমি আসিয়াছি হেথা সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে"—এই বাক্যটি, এই স্থলে সুস্পষ্টরূপে চণ্ডী ও মহামায়ার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে।

কূজনিল জাগি পাখীকুল ফুলবনে—ইত্যবসরে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত আসন্ন হওয়ায় মধুর স্বরে পাখীরা গাহিয়া উঠিল।

আকাশ-সম্ভবা বাণী—দৈব বাণী।

নীরবিলা সরস্বতী—দৈববাণী স্তব্ধ হইল। সরস্বতী=বাণী, বাক্য।

তথা—সেই সুখের আলয়ে। অনাবশ্যক প্রয়োগ।

কুঞ্জবন-গীতে—কুঞ্জবনে অবস্থিত পক্ষিগণের প্রভাতী গানে।

যেমতি নলিনীর কানে অলি ইত্যাদি—ভ্রমর যেরূপ অস্ফুট মৃদুগুঞ্জনে পদ্মের নিকট প্রণয়ের অনির্বচনীয় মধুর ভাব প্রকাশ করে সেইরূপ মৃদু ও মধুর কণ্ঠে।

ডাকিছে কুজনে—কাকলীশব্দচ্ছলে আহ্বান করিতেছে।

হৈমবতী ঊষা তুমি রূপসি, তোমারে—উষার ন্যায় স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট তোমাকে। হেম হইতে নিষ্পন্ন হৈম শব্দ বিশেষণ বলিয়া তাহার পর পুনরায় 'বতু' প্রত্যয়যোগে বিশেষণ গঠন করা যায় না। হিমবানের কন্যা অর্থে হৈমবতী অবশ্য শুদ্ধ প্রয়োগ; কিন্তু এখানে সে অর্থ হয় না।

রূপসি—(সম্বোধনে ঈ-কারান্ত স্ত্রীবাচক শব্দে ই-কার) হে সুন্দরি। রূপ আছে যার অর্থে শ-প্রত্যয়যোগে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা=রূপবতী, সুন্দরী। 'সরসী', 'বেতসী', 'আয়সী' প্রভৃতি অস্-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাদৃশ্যে রূপসী।

মিল<মীল ধাতু—মেল; উন্মীলিত কর।

উঠ, চিরানন্দ মোর ইত্যাদি—প্রমীলার সুপ্তিভঙ্গ করিবার জন্য মেঘনাদের প্রণয়পূর্ণ উক্তির উপর অনুরূপ ক্ষেত্রে ঈভের প্রতি এ্যাডামের উক্তির ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। তুলনীয়—

"Then with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,—
Her hand oft touching, whispered thus :—Awake,
My fairest, my espoused, my latest found,
Heaven's last best gift, my ever new delight;
Awake, the morning shines."

(Paradise Lost)

সূর্যকান্তিমণি—সূর্যের কিরণসমূহকে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ স্ফটিক বা কাচ; আতশী কাচ

সূর্যকান্তি-মণি সম এ পরাণ, ইত্যাদি—যেমন সূর্যের অবস্থিতিতে তাহার কিরণ প্রতিফলনের জন্যই আতশী কাচের দীপ্তি সম্ভবপর, তেমনই তোমার সান্নিধ্য ও প্রভাবহেতুই আমার সকল তেজ ও গৌরব। তোমার অভাবে সূর্যহীন আতশী কাচের ন্যায় আমিও মলিন ও নিষ্প্রভ।

ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম—আমার সৌভাগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ।

মহার্হ—মহার্ঘ, বহুমূল্য।

উঠি দেখ, শশিমুখি......মঞ্জুকুঞ্জবনে কুসুম—সাধারণতঃ নারীর সৌন্দর্য ও লাবণ্য জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে কুসুমকে উপমানরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে উপমেয় প্রমীলার সৌন্দর্যের আধিক্য বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে,

নিদ্রিতাবস্থায় প্রমীলাকে অসতর্কভাবে পাইয়া কুসুমসমূহ তাহার কান্তি অপহরণ করিয়াই লাবণ্যময় হইয়া উঠিয়াছে। উপমানের নিষ্ফলতা প্রদর্শনহেতু এস্থলে **প্রতীপ অলঙ্কার** হইয়াছে।

গোপিনী<গোপী—বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপকন্যাগণ।

শরমে—লজ্জায়। ফারসী শব্দ।

চক্ষুঃদ্বয়—সন্ধির নিয়মানুসারে 'চক্ষুর্দ্বয়' শুদ্ধ প্রয়োগ হইলেও দুঃশ্রাব্যতা পরিহারের জন্য সন্ধি অস্বীকৃত।

রাবণ-বধূ—রাবণের পুত্রবধূ প্রমীলা। বধূ অর্থে পত্নী এবং পুত্রবধূ উভয়ই বুঝায়।

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে ইত্যাদি—যেভাবে ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে মলিনমুখী খদ্যোতের বিশেষণ; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ কেন? ছন্দের অনুরোধে 'খদ্যোত' প্রয়োগ করিলেও কবির মনে 'খদ্যোতিকা' শব্দই বর্তমান ছিল বলিয়াই কি? ইহার অর্থ এই যে,—প্রভাতের আবির্ভাবের সহিত নিষ্প্রভ জোনাকিগুলি শিশিরসিক্ত সুগন্ধি ফুলগুলি হইতে উড়িয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়সূচক ছেদচিহ্নটি 'অরুণের সাথে' কথাটির পরে না হইয়া 'মলিনমুখী' শব্দের পর হইলে, ব্যাখ্যা করিবার কোন অসুবিধা হয় না। সে স্থলে অর্থ হইবে,—মেঘনাদের সহিত শাশুড়ী মন্দোদরীর নিকটে গমনোদ্যতা লজ্জাবনতমুখী বধূ প্রমীলা শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইলে মনে হইল, যেন সমুজ্জ্বল অরুণরূপ নায়কের সহিত লজ্জাবনতমুখী ম্লান প্রভাত-তারারূপ নায়িকা আবির্ভূত হইয়াছে। অরুণোদয়ে প্রভাত-তারার অনুজ্জ্বলতাকে তাহার লজ্জাগ্রস্ত ভাবরূপে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি ফুলদলে—ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে সঞ্চিত অমৃতের ন্যায় সুগন্ধি ও সুস্বাদু শিশিরবিন্দু ত্যাগ করিয়া।

পঞ্চস্বরে<পঞ্চম স্বরে। তুলনীয়, "গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত," (৪র্থ সর্গ, ৪০৫)। **অবাচকতা দোষ**।

নমিল রক্ষক—পুরীরক্ষক; প্রহরী।

যানবাহদলে—শিবিকাবহনকারীরা।

মন্দোদরী মহিষী—রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী ময়দানবের ঔরসে হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মায়াবী এবং দুন্দুভি নামক দানবদ্বয় ইঁহার ভ্রাতা।

অতুল জগতে—শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান রাজার প্রধানা মহিষীর প্রাসাদ বলিয়া।

ভ্রমিছে দুয়ারে প্রহরিণী ইত্যাদি—মন্দোদরীর প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া অন্তঃপুর-রক্ষিণী প্রহরিণীগণ সতর্কভাবে বিচরণ করিতেছে।

মনোহর স্বপনে যেমতি—বীণার ঝঙ্কার মধুর বটে, কিন্তু অর্ধতন্দ্রার মধ্যে শ্রুত হইলে উহা আর৺ কোমল, মধুর ও অনির্বচনীয় হইয়া উঠে। মন্দোদরীর প্রাসাদে যে বীণার মৃদু মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে, উহা স্বপ্নে শ্রুত বীণাধ্বনির মত মনোমুগ্ধকর।

ত্রিজটা—রামায়ণে এই নামে সীতার প্রতি অনুকম্পাশীলা রাক্ষসীর উল্লেখ আছে।

তেঁই<তেঞি<তেণ<তেন কারণেন—সেই হেতু।

সৌদামিনী-গতি—বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিত-গতিবিশিষ্টা।

হে কৃত্তিকে হৈমবতি—কার্তিকের গর্ভধারিণী মাতা হৈমবতী উমা, এবং ধাত্রী মাতা কৃত্তিকাগণ। এ স্থলে মাতৃত্ব যাঁহাতেই আরোপ করি না কেন, হয় **নিরর্থকতা**, নতুবা **ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ দোষ** ঘটে। হৈমবতীকে মাতা বলিলে কৃত্তিকা অর্থহীন; কারণ হৈমবতী ও কৃত্তিকা এক নহেন। অন্যদিকে কৃত্তিকাগণকে মাতা বলিয়া তাঁহাদের উজ্জ্বলতা হেতু হৈমবতী শব্দটিকে 'স্বর্ণকান্তিবিশিষ্টা' এই অর্থে গ্রহণ করা চলে বটে, এবং কবিও অন্যত্র এই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়, তথাপি সে স্থলেও শব্দটির প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট হইয়া উঠে। কবি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়:—

"হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে পালিয়াছিলা।" (২।৩৪৬)

শক্তিধর কার্তিক; শক্তি নামক নিক্ষেপণীয় অস্ত্র ধারণ করেন যিনি।

সেনা সুলোচনা—সুনেত্রা 'সেনা', 'দেবসেনা', বা 'ষষ্ঠী' ইন্দ্রের কন্যা এবং কার্তিকের পত্নী বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত।

শক্তিধর তব কার্তিকেয়...........সেনা সুলোচনা—উপমেয় মেঘনাদ ও প্রমীলার সহিত কার্তিকেয় ও সেনা উপমানদ্বয়ের অভেদকল্পনা করায় **রূপক অলঙ্কার**।

রোহিণী-গঞ্জিনী-বধূ—বধূ প্রমীলা, যাহার রূপের নিকট উজ্জ্বল রোহিণী নক্ষত্রও নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

পুত্র, যার রূপে শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে—পুত্র মেঘনাদের রূপ দর্শনে উজ্জ্বল চন্দ্র সত্য সত্যই নিজেকে কলঙ্কযুক্ত বলিয়া মনে করে। উপমেয় বধূ ও পুত্রকে উপমান রোহিণী ও চন্দ্রের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলায় এস্থলে **ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে।**

ভাগ্যবতী তুমি! ভুবন-বিজয়ী শূর ইত্যাদি—পুত্র মেঘনাদ শৌর্যে জগজ্জয়ী এবং বধূ প্রমীলা সৌন্দর্যে জগন্মোহিনী। এইরূপ অসামান্য পুত্র ও পুত্রবধূ লাভ অসীম ভাগ্যবল ব্যতীত হয় না।

হায় রে, মায়ের প্রাণ ইত্যাদি—কবি মাতৃ-হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, পুষ্পসমূহ হইতে যেরূপ সুবাসের উৎপত্তি, শুক্তি হইতে যেরূপ মুক্তার উৎপত্তি, এবং খনি হইতে যেরূপ মণিসমূহের উদ্ভব, সেইরূপ হে মাতৃ-হৃদয়, তোমা হইতেই জগতে স্বার্থলেশশূন্য অমূল্য ভালবাসার উৎপত্তি হয়; কোন বস্তুতে চেতনা আরোপ করিয়া সংক্ষেপে সম্বোধন করিলে ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রে 'Apostrophe' অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত সমাসোক্তির সহিত ইহার সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়কে এক বলা চলে না। কারণ সমাসোক্তি অলঙ্কারে শুধু চেতনা আরোপই হয় না, চেতনাবিশিষ্ট প্রাণীর গুণ এবং কার্যও আরোপ করা হয়। উদ্ধৃত অংশটিকে বাংলায় Apostrophe বা **সম্বোধন অলঙ্কার** বলা যাইতে পারে।

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী ইত্যাদি—পুত্র মেঘনাদ রূপে শরতের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, পুত্রবধূ প্রমীলা লাবণ্যে শারদীয়া জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় এবং রক্ষোরাজ-মহিষী মন্দোদরী সৌন্দর্যে ও মহিমায় নক্ষত্রখচিত মুকুটধারিণী নিশার ন্যায়। রাত্রিকালে যেমন বৃক্ষপত্রে শিশিরপাত হয়, সেইরূপ মন্দোদরীর গণ্ডস্থলও বাৎসল্যের অশ্রুতে ভূষিত হইল। এস্থলে প্রথমে মন্দোদরী ও নিশাকে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া নিশাকালে বর্তমান চন্দ্র, জ্যোৎস্না ও শিশিরসিক্ত পত্রের সহিত মেঘনাদ, প্রমীলা ও অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থল প্রভৃতি অঙ্গের অভেদত্ব আরোপ করার জন্য **সাঙ্গরূপক অলঙ্কার** হইয়াছে।

আশীষ দাসেরে—একান্ত অনুগত পুত্রকে আশীর্বাদ কর। বিশেষ্যরূপে আশীর্বাদ বাচক আশীষ শব্দটি বাংলায় সুপ্রচলিত। সংস্কৃত শব্দ হইতেছে আশীঃ (আশীর্) এবং আশিস্। সুতরাং অর্ধ-তৎসম শব্দরূপে গ্রহণ করিলেও বানান 'আশিস' হওয়া উচিত।

শিশু ভাই বীরবাহু—মেঘনাদ অগ্রজ বলিয়া বীরবাহুকে শিশু, অতএব দুর্বল বলিতেছে।

তাত—খুল্লতাত, পিতৃব্য। সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠার্থক বা সম্মানবাচক তাত শব্দ দ্বারা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে এবং জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিতেন। (তুলনীয়—"গচ্ছ তাত যথাসুখম্"—লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রা।) "গোত্র তব নাহি জানি তাত।" (সত্যকামের প্রতি জবালা)।

খেদাইব—তাড়াইয়া দিব, বিতাড়িত করিব। খেদা ধাতু<খিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। খিন্ন অর্থাৎ ক্লিষ্ট বা পীড়িত করিয়া দূর করা।

রাণী—(রানী)<রঞ্‌ঞী<রাজ্ঞী।

বাছনি—বাছা, বাছ<বৎস+আদরে বা ক্ষুদ্রার্থে নি প্রত্যয়। পদ্যে ব্যবহৃত।

কেমনে বিদায় তোরে…………তুই পূর্ণশশী আমার—এস্থলে পুত্র মেঘনাদে পূর্ণশশীর আরোপ হইয়াছে বলিয়াই মাতা মন্দোদরীর হৃদয়ে আকাশ আরোপ করা হইয়াছে। একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ যদি অন্য উপমেয়ে তদুপযুক্ত উপমানের আরোপের কারণ হয় তাহা হইলে **পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার** হয়।

মত্ত লোভমদে, ইত্যাদি—ক্ষুধিত হিংস্র ব্যাঘ্র যেভাবে নিজের শাবককে ভক্ষণ করে, রাজ্যলোভে মত্ত হইয়া বিভীষণ সেইরূপই নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের ব্যবস্থা করিয়াছে। এস্থলে মন্দোদরীর বিলাপ হেক্টরের যুদ্ধযাত্রাকালে হেক্টরজননী হেকুবার শঙ্কা ও বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী—তুচ্ছ রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে মন্দোদরী এত ভয় করিতেছেন দেখিয়া, নিজের শক্তিসামর্থ্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান মেঘনাদ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন।

দুইবার পিতার আদেশে ইত্যাদি—মেঘনাদ রামলক্ষ্মণকে প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত ও নাগপাশে আবদ্ধ করেন। সেবার রামলক্ষ্মণ গরুড়ের সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হন। দ্বিতীয়বার মেঘনাদ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রামলক্ষ্মণ মৃতের ন্যায় পতিত থাকেন। প্রথম সর্গেও মেঘনাদ রাবণকে বলিতেছেন :—

> "—দুইবার আমি হারানু রাঘবে ;
> আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
> দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে !" (৭৪৮-৫০)

দম্ভোলি-নিক্ষেপী সহস্রাক্ষ—বজ্র-নিক্ষেপকারী সহস্রনেত্রবিশিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র।

পাতালে নাগেন্দ্র—পাতালবাসী সর্পগণের রাজা বাসুকি।

মর্ত্যে নরেন্দ্র—পৃথিবীবাসী শ্রেষ্ঠ রাজগণ। নরেন্দ্র অর্থে নরেন্দ্রগণ বুঝিতে হইবে ; কারণ দেবরাজ ইন্দ্র বা নাগরাজ বাসুকির ন্যায় সমগ্র পৃথিবীতে কোন একজন মানুষ নরেন্দ্র নহেন।

জানেন তাত বিভীষণ…………মর্ত্যে নরেন্দ্র—একই 'জানেন' ক্রিয়াপদের

সহিত 'বিভীষণ', 'যত দেবকুল-রথী', 'নাগেন্দ্র' এবং 'নরেন্দ্র' শব্দ সম্বন্ধ হওয়ায় **তুল্যযোগিতা অলঙ্কার** হইয়াছে।

কি ছার সে রাম—ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে যে পুত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে সেই বীর পুত্রের নিকট রামের ন্যায় শত্রু অতি তুচ্ছ এবং তাহাকে ভয় করা অনুচিত। 'সে' তুচ্ছতাজ্ঞাপক।

মায়াবী মানব, বাছা, ইত্যাদি—রাম সামান্য মানব হইলেও তাঁহার সহিত মেঘনাদের যুদ্ধের উপক্রমে মন্দোদরী কেন শঙ্কিত হইয়াছেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তুচ্ছ মানব হইলেও রাম হয় মায়াবলে শক্তিমান, নতুবা দেবতারা সকলেই তাহার সহায়। অন্যথা রাম পরাজিত ও বন্দী হইয়াও পুনরায় মুক্ত হইতে পারিত না। যে ব্যক্তি মায়াবলে শক্তিমান, অথবা যে দৈববলে বলী, তাহার ন্যায় শত্রুর সঙ্গে পুত্রের সংগ্রামে মাতার মন বিচলিত না হইয়া পারে না।

এ সব আমি না পারি বুঝিতে—রামের মুক্তি অথবা পুনর্জীবন লাভের ব্যাপার এতই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যে, তাহার কোন প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ করা যায় না।

জলে ভাসে শিলা—সমুদ্রবন্ধনের ও রামের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত।

নিবে অগ্নি আসার বরষে—অগ্নিবাণের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য অকারণে অসময়ে ধারাবর্ষণ হয়। আসার=ধারাবর্ষণ।

বিদাইব—বিদায় দিব। 'বিদায়' শব্দ হইতে নাম ধাতু, সুতরাং 'বিদায়িব' হওয়াই উচিত ছিল।

কুলক্ষণা সূর্পণখা—দুর্লক্ষণা সূর্পণখা; সে-ই রাম-রাবণ বিরোধের মূল বলিয়া মন্দোদরীর তিরস্কার।

কৃত্তিবাসও বলিয়াছেন:—

"কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতিলোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইবে বিধবা॥"

পূর্ব-কথা স্মরি—সূর্পণখা কর্তৃক রামের প্রেমভিক্ষা, তাহার লাঞ্ছনা এবং তজ্জনিত সীতাহরণ ও রাম-রাবণ সংঘর্ষ ইত্যাদি পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া।

অকারণে—কারণ, ইহাতে বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না।

নগর তোরণে—লঙ্কানগরীর সিংহদ্বারে।

আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?—ঘরে আগুন লাগিলে কে নিশ্চিন্ত ও অলসভাবে থাকিতে পারে?

হেন কুলে কালি দিব কি রাঘবে দিতে ইত্যাদি—যুদ্ধে অবিলম্বে রামকে পরাজিত না করিতে পারিলে, রাক্ষসকুলের গৌরব সমূলে নষ্ট হইবে এবং রাক্ষসগণ বীর হইয়াও যে শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছে,—এই কলঙ্ককাহিনী সর্বত্র ঘোষিত হইবে। বীরশ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ আমি যুদ্ধে গমন না করিয়া রাক্ষসকুলের এই অপযশ রটনার সুযোগ কি রামচন্দ্রকে দিব? অনুরূপ ক্ষেত্রে ইলিয়ড কাব্যে হেক্টরও স্বীয় পত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকীকে বলিয়াছেন :—

"How would the sons of Troy, in arms renown'd,
And Troy's proud dames, whose garments sweep the ground,
Attaint the lustre of my former name,
Should Hector base ly quit the field of fame?" (Iliad—VI)

মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়—দানবরাজ ময় মন্দোদরীর পিতা এবং মেঘনাদের মাতামহ।

রথী যত মাতুল—মন্দোদরীর ভ্রাতা মায়াবী ও দুন্দুভি নামক পরাক্রান্ত বীর দানব।

হাসিবে বিশ্ব—সমগ্র বিশ্ববাসী মেঘনাদের কাপুরুষোচিত নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবে।

বিভাবরী—রাত্রি; অন্ধকারের আবরণে সূর্যের বিভা বা আলোককে আবৃত করে বলিয়া। বিভা–আ+বৃ+অল্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ।

রাক্ষস-দলে—রাক্ষসগণ সহ।

পদ-রাজীব-যুগ—পাদপদ্মদ্বয়।

থুইলি<স্থাপি—রাখিলি। প্রাদেশিক শব্দ।

বহুলে—কৃষ্ণপক্ষে।

থাক মা, আমার সঙ্গে.........উজ্জ্বল ধরণী—কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের অভাবে নক্ষত্রের কিরণে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়। এখানে এই সাধারণ উক্তিটির সাহায্যে মন্দোদরী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ণচন্দ্রতুল্য পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তারার ন্যায় পুত্রবধূ প্রমীলা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে তাঁহার মনের বিষাদ দূর করিতে পারিবেন। সামান্যের দ্বারা বিশেষ ঘটনা সমর্থিত হওয়ায় এস্থলে **অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার** হইয়াছে।

শিবিকা ত্যজিয়া—প্রমীলার সহিত মেঘনাদ শিবিকারোহণে মাতার প্রাসাদে আসিয়াছিলেন।

কুসুম-বিবৃত পথে—যজ্ঞশালার পুষ্পবাহকগণের পাত্র হইতে ঝরিয়া পড়া প্রচুর ফুলের দ্বারা চিহ্নিত পথ দিয়া। ৬ষ্ঠ সর্গে যজ্ঞাগারের বর্ণনায় আছে—"পুষ্প রাশি রাশি।" বিবৃত=ব্যক্ত, চিহ্নিত।

চির-পরিচিত, মরি, ইত্যাদি—প্রণয়ীর নিকট প্রণয়িনীর গমনভঙ্গি, পদধ্বনির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বারংবার সাগ্রহে দর্শন ও শ্রবণের ফলে এতই পরিচিত হইয়া উঠে যে, চক্ষে না দেখিয়াও কেবল গমনের ভঙ্গি দর্শনে বা পদধ্বনি শুনিয়াই তাহার আগমন বুঝিতে পারা যায়।

হাসিলা বীরেন্দ্র—মন্দোদরীর সম্মুখে প্রমীলা কোন কথা বলিতে পারেন নাই বলিয়া এখন কৌশলে নিভৃতে দেখা করিতে আসিয়াছেন বুঝিয়া, মেঘনাদ ঈষৎ হাসিলেন।

ইন্দীবরাননা—পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লমুখী।

ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ইত্যাদি—মন্দোদরীর আদেশে প্রমীলাকে তাঁহার নিকট থাকিয়া যাইতে হইল। নতুবা তিনিও স্বামীর সহিত নিকুম্ভিলায় যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। মন্দোদরীর পুত্রবধূকে নিজের নিকট রাখিবার অভিলাষও যেন দৈব বা Fate দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনা মেঘনাদের নিকটে উপস্থিত থাকিলে, দৈবাস্ত্র এবং মায়াদেবীর সক্রিয় সাহায্য লাভ করিয়াও লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিতেন কিনা সে সন্দেহ তৃতীয় সর্গে দেবীর সখী বিজয়ার মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে:—

"কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে ভবানি?
একাকী জগৎ-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে,
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?" (৫৯২-৯৮)।

এই প্রশ্নের উত্তরে দেবী প্রমীলার তেজঃ হরণের কথা বলিয়াছিলেন। উহার পরিবর্তে, কৌশলে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিলে, এই সর্গে বর্ণিত ঘটনার সহিত তাহা অধিকতর সামঞ্জস্যযুক্ত হইত।

শাশুড়ী—শ্বশ্রূ; স্বামীর মাতা। শ্বশ্রূ<শশ্‌শু<শাশু+স্বার্থে ড়ী প্রত্যয়।

শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি ইত্যাদি—সূর্যের কিরণের প্রতিফলনেই চন্দ্রকলা

উজ্জ্বল হইয়া উঠে বলিয়া শুনিয়াছি। আমার সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দও সেইরূপ তোমার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। তোমার অভাবে আমার নিকট জগৎ অন্ধকারময়।

বিহনে<বিহীন—অভাবে।

মুকুতামণ্ডিত বুকে ইত্যাদি—প্রমীলার মুক্তাহারশোভিত বক্ষঃস্থলে মুক্তাহারস্থিত মুক্তাগুলির উপর চক্ষু আর এক সারি উজ্জ্বলতর মুক্তা বর্ষণ করিল ;—অর্থাৎ প্রমীলার চক্ষু হইতে বিরহজনিত অশ্রু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। উপমেয় অশ্রুর অনুল্লেখহেতু **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

শতদল-দলে কি ছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে—উপমান শতদল-দল এবং শিশিরবিন্দুর অপকর্ষ ঘটাইয়া উপমেয় বক্ষঃস্থল ও অশ্রুবিন্দুর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় এস্থলে **ব্যতিরেক অলঙ্কার**।

শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী—চন্দ্রোদয়ের পূর্বে সর্বদা চন্দ্রের প্রণয়িনীস্বরূপ রোহিণীর আবির্ভাব হয়। সেইরূপ আমিও যে অবিলম্বে মাতার প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইব ইহা জ্ঞাপন করার জন্য আমার প্রণয়িনী তুমি পূর্বেই মাতার নিকট গমন কর। অপ্রস্তুত বিষয় চন্দ্র এবং রোহিণীর উদয়ের সাহায্যে প্রস্তুত বা প্রস্তাবিত বিষয়, প্রমীলার আবির্ভাবের অনতিবিলম্বে মেঘনাদের আবির্ভাব জ্ঞাপিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে **অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার** হইয়াছে।

পয়োবহ—মেঘ। শুদ্ধরূপ—পয়োবাহ।

আলোকাগারে কেন লো উদিছে পয়োবহ?—জ্যোতির আধার তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে স্নিগ্ধ আনন্দময় জ্যোতির পরিবর্তে কেন বিষাদরূপ মেঘের উদয় হইতেছে? উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান পয়োবহকেই উপমেয় বিষাদচ্ছায়ারূপে গ্রহণ করায় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

ভ্রান্তিমদে মত্ত—প্রমীলাকে উষা বলিয়া ভুল করিয়া।

তোমারে ভাবিয়া উষা—তোমার রূপের উজ্জ্বলতাহেতু।

ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি……সত্বর গমনে—প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ যদি এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হয় এবং কবির কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। ভ্রম সাধারণ হইলে অলঙ্কার হয় না। এস্থলে প্রমীলার রূপের ঔজ্জ্বল্যহেতু নিশার প্রমীলাকে উষা বলিয়া ভ্রম করায় **ভ্রান্তিমান অলঙ্কার**। ইহা ছাড়া অচেতন নিশার উপর সচেতন প্রাণীর ক্রিয়া পলায়ন আরোপে এস্থলে **সমাসোক্তি অলঙ্কারও** হইয়াছে।

কুসুমেষু—পুষ্পশরধারী কামদেব। কুসুম+ইষু (শর)।

ভাঙিতে শিবের ধ্যান—হর-পার্বতীর মিলন সাধনোদ্দেশ্যে।

কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন—কারণ সেই যাত্রাতেই হরকোপানলে সে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

কুলগ্নে করি যাত্রা ইত্যাদি—মদনের ন্যায় মেঘনাদও বিনাশের জন্য অশুভক্ষণে যজ্ঞগৃহের দিকে গমন করিল।

প্রাক্তনের গতি হায়, কার সাধ্য রোধে?—পূর্বকৃত আচরণের ফলস্বরূপ ভাগ্য বা অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয়।

জানি আমি কেন তুই ইত্যাদি—স্বামীর ধীর গম্ভীর গমনভঙ্গি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া প্রমীলা যূথপতি হস্তীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার স্বামীর গমনভঙ্গি এতই মনোরম যে, তাহার নিকট নিজের প্রশংসিত গমনভঙ্গিও অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া লজ্জায় ও অভিমানে গজরাজ মানব-চক্ষুর অগোচরে বিচরণ করিবে বলিয়াই যেন গভীর অরণ্যে বাস করিতেছে।

সরু মাঝা তোর রে কে বলে ইত্যাদি—যজ্ঞাগারের দিকে অগ্রসর স্বামীর দেহ-সৌষ্ঠব দূর হইতে দেখিয়া প্রমীলা সিংহকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, সিংহ তাহার ক্ষীণ কটির জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও, মেঘনাদের কটির সহিত তুলনায় তাহাও স্থূল বলিয়া মনে হয়; এবং সেইহেতু সিংহও লোকলোচনের অন্তরালে থাকিবার জন্যই বনবাসী হইয়াছে। উভয়ত্রই উপমান গজগতি এবং সিংহের ক্ষীণ কটি উপমেয় মেঘনাদের গমনভঙ্গি ও ক্ষীণ কটিদেশের তুলনায় ধিকৃত এবং গজ ও সিংহ বনে নির্বাসিত হইয়াছে বলিয়া **প্রতীপ অলঙ্কার** হইয়াছে।

নাশিস বারণে তুই; এ বীরকেশরী ইত্যাদি—সিংহ নিজের শক্তিতে হস্তীকে বধ করে; কিন্তু মেঘনাদ দৈত্যগণের চিরশত্রু দেবরাজ ইন্দ্রকেই যুদ্ধে পরাজিত করে।

নগেন্দ্র-নন্দিনি—(সম্বোধনে) পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা, দেবী পার্বতী।

রাখ এ বিগ্রহে—এই আসন্ন যুদ্ধে রক্ষা কর। মেঘনাদ ও প্রমীলার পূর্ববর্ণিত বীরত্ব ও আত্মনির্ভরতার সহিত এই কাতর প্রার্থনার সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টকর। যিনি পূর্বে দম্ভ করিয়া বলিয়াছেন :—

"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

এবং ইহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণেই মেঘনাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"এ বীরকেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুলপতি।"

রাম-লক্ষ্মণের সহিত স্বামীর আসন্ন যুদ্ধকালে তাঁহার এই শঙ্কা ও ব্যাকুলতা কেন? স্বামীর আসন্ন বিপদের ছায়াই কি তবে প্রমীলার অন্তরের অন্তস্তলে পতিত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক স্থৈর্য ও আত্মনির্ভরশীলতা লুপ্ত করিয়াছিল?

কবচরূপে—বর্মরূপে।

যে ব্রততী সদা, সতি, ইত্যাদি—যে লতিকা একান্তভাবে তোমার আশ্রিত তাহার জীবন মেঘনাদরূপ বনস্পতির উপরই নির্ভর করিতেছে। উপমান ব্রততী ও তরুরাজকেই উপমেয় প্রমীলা ও মেঘনাদরূপে গ্রহণ করায় **লুপ্ত রূপক অলঙ্কার**।

কুঠার—বিনাশক অস্ত্র। তরুরাজ বলিয়াই কুঠার শব্দের প্রয়োগ।

পর্শে—স্পর্শ করে। স্পর্শ শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ; স্বরসম্প্রসারণ দ্বারা উৎপন্ন 'পরশ' কবিতায় প্রচলিত।

অন্তর্যামী<অন্তর্যামিনী—ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হয় নাই।

বহে যথা সমীরণ ইত্যাদি—বাতাস যেমন পুষ্পবন হইতে পুষ্পসৌরভ রাজপুরীতে বহন করিয়া আনে, সেইরূপ শব্দবহনকারী আকাশ প্রমীলার কাতর প্রার্থনা দেবীর নিকটে কৈলাসে বহন করিয়া চলিল।

কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র—পাছে প্রমীলার ঐকান্তিক কাতর প্রার্থনা দেবীর কর্ণগোচর হইলে দেবী প্রমীলার প্রতি কৃপাবশতঃ দেবতাদের মেঘনাদবধের ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন, এই আশঙ্কায় ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়িলেন।

তা দেখি, সহসা ইত্যাদি—দেবরাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া বায়ুদেব আকাশপথে কৈলাসাভিমুখে সঞ্চালিত প্রমীলার প্রার্থনা-বাণী বায়ুবেগে অন্যদিকে প্রেরণ করিলেন।

মুছিয়া আঁখি—মন্দোদরীর প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বক্ষণে অন্য কেহ তাঁহার ব্যাকুলতা বুঝিতে না পারে এইজন্য অশ্রু মুছিয়া।

উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ—লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ উভয়েরই আসন্ন যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ বা প্রস্তুতি পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া সর্গের নাম 'উদ্যোগ' রাখা হইয়াছে।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

ষষ্ঠ সর্গ

ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা—লক্ষ্মণকর্তৃক মেঘনাদবধ—রামায়ণ হইতে গৃহীত। সুতরাং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গোক্ত ঘটনাবলীর ন্যায় ইহাকে রামায়ণবহির্ভূত ঘটনা বলা চলে না। কিন্তু ঘটনাটি যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত রামায়ণ-কাহিনীর কোন সম্বন্ধ নাই। রামচন্দ্রের আশঙ্কা, বিভীষণের স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন, রামের দৈববাণীশ্রবণ, এবং আকাশে নিমিত্তদর্শন, দেবানুগ্রহে বিভীষণসহ লক্ষ্মণের অদৃশ্যভাবে লঙ্কাপ্রবেশ, মায়া-লক্ষ্মী-সংবাদ,—এবং সর্বোপরি লক্ষ্মণের দুর্বলতা ও অসহায়তা এবং মেঘনাদের চরিত্রের ঋজুতা ও দৈহিক শক্তিসামর্থ্য যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা রামায়ণ-বহির্ভূত ও রামায়ণ-বিরোধী। এই সর্গে কবি তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য উজাড় করিয়া মেঘনাদ-চরিত্রকে অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ-চরিত্রকে ঠিক সেই অনুপাতে টানিয়া নামাইয়াছেন। লক্ষ্মণ দেবতাদের কৃপা ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন এবং দৈববলে বলী হইয়া মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—ইহাতে তাঁহার কোন অগৌরব নাই। রামায়ণেও রাম, গরুড়, ইন্দ্র প্রভৃতির সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সর্গে কবি মেঘনাদের প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত দেখাইতে যাইয়া লক্ষ্মণকে একেবারে 'অমানুষ' করিয়া ফেলিযাছেন। মেঘনাদ লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া যখন বীরের ন্যায় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অস্ত্রসজ্জিত হইবার জন্য সময় চাহিলেন, তখন লক্ষ্মণের উক্তি—

"আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি
অবোধ, তেমতি তোরে? জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর; ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি পারি যে কৌশলে!"

তাঁহার চরিত্রকে জঘন্যরূপে কলঙ্কিত করিয়াছে। রামায়ণে লক্ষ্মণ কপট-সমরী নহেন; কপট-সমরী মায়াবী মেঘনাদ। লক্ষ্মণ সেখানে নিজের অতুলনীয় শৌর্যবীর্যের জন্য

মহিমময় হইয়া উঠিয়াছেন। একমাত্র চতুর্থ সর্গে সীতাচরিত্র ব্যতীত মধুসূদন রামায়ণীয় চরিত্রাদর্শ এই কাব্যে কোথাও পুরাপুরি অনুসরণ করেন নাই বটে,—কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের চরিত্রে এই ব্যতিক্রম একেবারে বৈপরীত্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিষয়-সংক্ষেপঃ—পঞ্চম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, লঙ্কার বন-মধ্যস্থ চণ্ডীর দেউলে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ দেবীর পূজা করিয়া তাঁহার নিকট মেঘনাদ-বধের বর লাভ করিয়াছেন। বরলাভের পর লক্ষ্মণ সেই বন হইতে দ্রুতবেগে রামচন্দ্রের শিবিরে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি দেবীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। বনের মধ্যে তিনি প্রথমে বনরক্ষক মহাদেবের সম্মুখীন হন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তিনি বিনাযুদ্ধেই পথ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ একে একে মায়া-সিংহ, মায়া-ঝটিকা, মায়া-সুন্দরীগণ প্রভৃতি বিভীষিকা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হইলেন। এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং সরোবরে স্নান করিয়া নীলোৎপল তুলিয়া দেবীর অর্চনা করিলেন। দেবী বলিয়াছেন যে, দেবতারা সকলে লক্ষ্মণের প্রতি প্রসন্ন। ইন্দ্র তাঁহাকে দৈবাস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং দেবী তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। দৈবাস্ত্রসমূহ লইয়া দেবী লক্ষ্মণকে বিভীষণের সহিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয়ে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। দেবীর কৃপায় তাঁহারা অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। এই বৃত্তান্ত বলিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন যে, যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে দেব নর সকলেই অস্থির, কি করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইবেন। সীতার উদ্ধারের জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। বৃথাই তিনি সমুদ্রবন্ধন করিয়া সুগ্রীবাদির সহিত,সসৈন্যে লঙ্কায় আসিয়া যুদ্ধে অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য বধ করিয়াছেন। তিনি রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব সকলই হারাইয়াছেন,—বাকি ছিলেন কেবল সীতা। তাঁহাকেও রাবণ হরণ করিয়া আনিয়াছে। এ পৃথিবীতে লক্ষ্মণ ব্যতীত এখন রামের আপন বলিতে কেহই নাই। সুতরাং আর যুদ্ধে কাজ নাই;—তাঁহারা আবার বনবাসীই হইবেন।

রামের খেদোক্তি শুনিয়া লক্ষ্মণ বীরদর্পে বলিলেন যে, রামচন্দ্রের এইরূপ ভীত হওয়া অনুচিত। দেবতারা রামচন্দ্রের সহায়। রামের আদেশ পাইলে তিনি রাক্ষসপুরীতে প্রবেশ করিয়া নিশ্চয়ই মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন। দেবতাগণের ইচ্ছার বিরোধিতা করা বিজ্ঞ ও ধর্মাত্মা রামচন্দ্রের পক্ষে একান্ত অনুচিত।

তখন বিভীষণও বলিলেন যে, মেঘনাদ জগতে এতদিন পর্যন্ত অজেয় হইলেও আজ আর তাহাকে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, রক্ষঃকুললক্ষ্মী তাঁহার শিয়রে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষোরাজরূপে বরণ করিয়াছেন। দেবী বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ পরদিবস প্রভাতে মেঘনাদকে বধ করিবেন;—বিভীষণ যেন লক্ষ্মণের সহায় হন। সুতরাং রামচন্দ্র অনুমতি দিলে তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া মেঘনাদের যজ্ঞশালায় গমন করিবেন। দেবাদেশ পালন করিলে নিশ্চয়ই রামের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

কিন্তু বিভীষণের আশ্বাসেও রামের মন স্থির হইল না। তিনি বলিলেন যে, লক্ষ্মণ এ পর্যন্ত তাঁহার জন্য যে কষ্টস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে নিশ্চিত বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতে তাঁহার প্রাণ সরিতেছে না। রামের জন্যই লক্ষ্মণ রাজ্যসুখ, মাতা ও স্ত্রী পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া বনে রামের অনুগমন করিয়াছেন। বনে আগমনকালে মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণকে রামের হাতেই সঁপিয়া দিয়াছেন। সুতরাং লক্ষ্মণের জীবন বিপন্ন করিয়া সীতার উদ্ধারের চেষ্টায় কাজ নাই;—তাঁহারা আবার বনেই ফিরিয়া যাইবেন। সুগ্রীব, হনূমান, অঙ্গদ, নল, নীল, কেশরী প্রভৃতি বীরগণের সমবেত সাহায্যে যে দুর্ধর্ষ মেঘনাদকে পরাজিত করা যায় না,—লক্ষ্মণ একাকী কিভাবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে?

সহসা রামচন্দ্র দৈববাণী শুনিলেন যে, তাঁহার দেবতাদের আদেশ অবহেলা করা উচিত নয়;—তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখুন। দৈববাণী শুনিয়া রাম আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তথায় সর্পে ও ময়ূরে এক ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ময়ূর মৃত হইয়া মাটিতে পতিত হইল এবং বিজয়ী সর্প গর্জন করিতে লাগিল।

বিভীষণ এই মায়া-দৃশ্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, সর্পের নিকট সর্পভক্ষক ময়ূরের পরাজয়-দৃশ্য অর্থহীন নহে। লক্ষ্মণের হস্তেই যে মেঘনাদের মৃত্যু হইবে, দেবতারা এই ঘটনার দ্বারা তাহারই সূচনা করিয়াছেন।

তখন রামচন্দ্র আশ্বস্ত লইয়া লক্ষ্মণকে দৈবাস্ত্রসমূহের দ্বারা সজ্জিত করিলেন এবং বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ দ্রুতপদে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; আকাশে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল এবং ত্রিভুবন জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। রামচন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া দুর্গাদেবীর নিকট লক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং পবনদেব অনুকূল হইয়া রামের প্রার্থনা আকাশপথে কৈলাসের দিকে চালনা করিলেন। দেবীও রামচন্দ্রের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার কামনা পূর্ণ হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিরাপত্তার দিকে বিভীষণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন এবং বিভীষণও তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের সহিত দেবকৃপায় অদৃশ্যভাবে যাত্রা করিলেন।

এদিকে মায়াদেবী আসিয়া রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার তেজঃ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ তাহা না হইলে লক্ষ্মণের পক্ষে শত্রুভাবে লঙ্কায় প্রবেশ করা অসম্ভব হইবে। লক্ষ্মীদেবী বলিলেম যে, মায়াদেবীর আদেশে তিনি তেজঃ সম্বরণ করিবেন। রাবণ ও মন্দোদরী তাঁহাকে পরম ভক্তির সহিত সেবা করেন বলিয়া ভক্তের আসন্ন বিপদে তাঁহার মন ব্যাকুল। কিন্তু অদৃষ্ট অপ্রতিরোধনীয়। তিনি লক্ষ্মণকে নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিবার কথা বলিতে মায়াদেবীকে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর মায়াদেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী স্বমন্দির ত্যাগ করিয়া লঙ্কার পাশ্চম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কাপুরীর সরস কদলীবৃক্ষগুলি পর্যন্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল; মঙ্গলঘট বিচূর্ণ হইল; লঙ্কার সকল শোভা-সম্পদের দীপ্তি আসিয়া দেবীর চরণে মিশিল;—লঙ্কা মুহূর্তে শ্রীভ্রষ্টা হইল এবং চারিদিকে নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখা দিল। মায়াদেবী ও লক্ষ্মীদেবী লঙ্কার প্রাচীরে আরোহণ করিয়া দেবকৃপায় অদৃশ্যভাবে অগ্রসর লক্ষ্মণকে বিভীষণসহ অদূরে দেখিতে পাইলেন। মায়াদেবীকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মীদেবী স্বমন্দিরে ফিরিয়া ভক্তের আসন্ন বিপদে রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়ার বলে শক্তিমান বীরদ্বয় লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণের স্পর্শমাত্রেই সিংহদ্বার ভীষণ শব্দে উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু মায়ার কৌশলে সে শব্দ কেহই শুনিল না এবং লক্ষ্মণ ও বিভীষণকেও কেহ দেখিতে পাইল না। লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ সবিস্ময়ে অসংখ্য বীর সৈন্যের সমাবেশ এবং নগরীর অপরিমেয় ঐশ্বর্য দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বিভীষণকে বলিলেন যে এইরূপ সুখৈশ্বর্যের অধিকারী রাবণ সত্যই পরম ভাগ্যবান। বিভীষণ উত্তর করিলেন যে, রাবণ সত্য সত্যই ভাগ্যবান; কিন্তু এ জগতে ভাগ্য কাহারও চিরদিন সমান থাকে না। উভয়ে অদৃশ্যভাবে রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার নরনারীর সমাগম দেখিতে দেখিতে চলিলেন, এবং অবশেষে নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। রুদ্ধদ্বার যজ্ঞশালায় মেঘনাদ নির্জনে একাকী বিবিধ পূজার উপকরণ-বেষ্টিত হইয়া ধ্যানে রত। এমন সময়ে মায়ার কৃপায় লক্ষ্মণ দ্রুত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অস্ত্রাদির শব্দে এবং গর্বিত পদক্ষেপে মেঘনাদের ধ্যান ভঙ্গ হইল। মেঘনাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবই তাঁহার পূজায়

সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিয়াছেন। তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার পরম শত্রু লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া অগ্নিদেবের আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণ বীরদর্পে উত্তর দিলেন যে, তিনি অগ্নিদেব নহেন, তিনি লক্ষ্মণ। মেঘনাদকে বধ করিবার জন্যই তাঁহার তথায় আগমন। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া নির্ভয় মেঘনাদের মন জীবনে এই প্রথম ত্রাসে পূর্ণ হইল। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন যে, সত্যই যদি তিনি লক্ষ্মণ হন, তবে কিরূপে তিনি শত শত সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং রুদ্ধদ্বার যজ্ঞশালাতেই বা কিরূপে আসিলেন। লক্ষ্মণ ত আর নিরাকার পুরুষ নহেন;—সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার ইষ্টদেব এবং ভক্তের সহিত পরিহাস করিতেছেন। মেঘনাদ ইষ্টদেবজ্ঞানে লক্ষ্মণের নিকট শত্রুজয়ের বর প্রার্থনা করিলেন।

লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন—তিনি মেঘনাদের যম। কাল পূর্ণ হইলে সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত ভাবে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। মেঘনাদ অগ্নিদেবের কৃপায় শক্তিমান হইয়া দেবগণকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। তিনি আজ দেবাদেশে মেঘনাদকে বধ করিতে আসিয়াছেন। ইহা বলিয়া লক্ষ্মণ দৈব অসি কোষমুক্ত করিয়া মেঘনাদকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে মেঘনাদ বলিলেন,—সত্যই লক্ষ্মণই যদি যজ্ঞশালায় আসিয়া থাকেন ত তাঁহার যুদ্ধের সাধ তিনি অবিলম্বে পূর্ণ করিবেন। কিন্তু মেঘনাদ নিরস্ত্র, তাঁহাকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নয় ইহা লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই জানেন। তাঁহাকে অস্ত্র-সজ্জিত হইবার সুযোগ দিয়া ততক্ষণ লক্ষ্মণ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করুন। লক্ষ্মণ বলিলেন, রাক্ষস মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে তিনি ক্ষাত্রধর্ম পালন করিতে অস্বীকৃত,—শত্রুকে যে-কোন উপায়ে বধ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। লক্ষ্মণের উক্তি শুনিয়া মেঘনাদ তাঁহাকে তীব্র ভৎ‍র্সনা করিলেন এবং অন্য কোন অস্ত্র না পাইয়া পূজার কোষা তুলিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে লক্ষ্মণের মস্তকে আঘাত করিলেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলে, মেঘনাদ লক্ষ্মণের দেহস্থিত দৈবাস্ত্রসমূহ একে একে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন অস্ত্রই নাড়িতে পারিলেন না। ইহা দৈব ষড়্‌যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া ক্ষুব্ধভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেই শূলধারী বিভীষণকে তিনি দ্বারদেশে দেখিতে পাইলেন। মেঘনাদ বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—এতক্ষণে তিনি লক্ষ্মণের পুর-প্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন। শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং রাবণ-কুম্ভকর্ণাদির ন্যায় বীরের ভ্রাতা হইয়াও, শত্রুকে বিভীষণ নিজ পুরীর মধ্যে পথ দেখাইয়া আনিয়াছেন। পিতৃতুল্য গুরুজন বিভীষণকে তিনি নিন্দা করিতে চান না। তিনি কেবল দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে,—যেন অস্ত্রাগারে

যাইয়া অস্ত্র আনিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বধ করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক ঘুচাইতে পারেন। বিভীষণ উত্তর দিলেন যে, তিনি রামচন্দ্রের দাস; সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে অক্ষম। মেঘনাদ বিভীষণের রামচন্দ্রের আনুগত্যের কথা শুনিয়া ধিক্কার দিয়া বলিলেন যে, এইরূপ গ্লানিজনক উক্তি শ্রেষ্ঠ রক্ষোবংশে জন্মিয়া বিভীষণের মুখে শোভা পায় না। রাম-লক্ষ্মণ যে কত হীন ও কাপুরুষ তাহা লক্ষ্মণের অক্ষত্রিয়োচিত আচরণেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পুনরায় বিভীষণকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে অনুনয় করিয়া বলিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের বিক্রম তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তুচ্ছ শত্রু দম্ভভরে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে; বিভীষণ আদেশ করিলে তিনি তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। এই অপমান সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; রাক্ষসবীর হইয়া বিভীষণই বা কি প্রকারে ইহা সহ্য করিতেছেন? বিভীষণ লজ্জাবনতমুখে উত্তর দিলেন,—তাঁহাকে ভৎর্সনা করা বৃথা। রাবণ নিজের পাপকার্যের জন্য সবংশে ধ্বংস হইতে চলিয়াছেন। রাবণের পক্ষে থাকিয়া তিনি নিজের বিনাশ কেন ঘটাইবেন? বিভীষণের কথা শুনিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্লেষবাক্যে বলিলেন যে, ধার্মিক বিভীষণ কোন্ ধর্ম অনুসরণ করিয়া জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন? হীন সংসর্গে থাকার জন্যই তাঁহার চরিত্রের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

ইত্যবসরে মায়ার যত্নে চেতনা পাইয়া লক্ষ্মণ উঠিয়া মেঘনাদকে তীক্ষ্ণ তীরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মেঘনাদের দেহ হইতে নির্গত রুধিরস্রোতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া ভূমিতল রঞ্জিত হইল। বেদনায় অস্থির হইয়া নিরস্ত্র মেঘনাদ পূজার পাত্রাদি যাহা হাতের কাছে পাইলেন তাহাই লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মায়ার কৃপায় তাহা লক্ষ্মণের দেহ স্পর্শ করিল না। তখন ভীষণ গর্জন করিয়া মেঘনাদ লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইলেন; কিন্তু মায়ার চক্রান্তে চারিদিকে যম, শিব, বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতাগণকে দেখিতে পাইয়া হতাশ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। এই অবসরে লক্ষ্মণ দৈব-অসি নিষ্কোষিত করিয়া মেঘনাদকে আঘাত করিলে তিনি ভূপতিত হইলেন। মেঘনাদের পতনে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল; সমুদ্র উদ্বেলিত হইল এবং ভৈরবরবে বিশ্ব পূর্ণ হইল। রাবণের রাজসভায় তাঁহার মস্তক হইতে স্বর্ণমুকুট খসিয়া পড়িল; প্রমীলা মনের ভুলে হঠাৎ ললাটের সিন্দুরলেখা মুছিয়া ফেলিলেন; মন্দোদরী বিনাকারণে অকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; এবং রাক্ষস-শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অন্যায় যুদ্ধে পতিত হইয়া মেঘনাদ পরুষবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, তিনি বীর,

সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করেন না; তবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাস্ত করিয়া শেষে লক্ষ্মণের মত কাপুরুষের হস্তে নিহত হইলেন,—এই তাঁহার দুঃখ। কিন্তু পুত্রশোকার্ত রাবণ যখন এই অন্যায় যুদ্ধের কথা শুনিবেন তখন লক্ষ্মণ যেখানেই পলায়ন করুক না কেন,—দেব, দৈত্য, মানব, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহার অপযশও কেহ কোনকালে ঘুচাইতে পারিবে না। মৃত্যুর পূর্বে মেঘনাদ মাতা-পিতার কথা স্মরণ করিলেন। প্রমীলার কথা মনে হইতে তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইল; কান্তিহীন দেহে তিনি ভূতলে পড়িয়া রহিলেন।

মেঘনাদের প্রাণবিয়োগ হইলে বিভীষণ শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি বিলাপ করিয়া বলিলেন যে, মেঘনাদের মত ব্যক্তির কি ভূমিশয্যা শোভা পায়? রাবণ, মন্দোদরী, প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণ এবং বৃদ্ধা পিতামহী নিকষা তাহাকে এভাবে ভূতলে শায়িত দেখিলে কি বলিবেন? পিতৃব্য তিনি, তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে অনুরোধ করিতেছেন এবং এখনই তাহাকে দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন;—সে যেন অস্ত্রসজ্জিত হইয়া আসিয়া শত্রু দমন করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক দূর করে। মেঘনাদের জন্য সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে উঠিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক এবং রাক্ষসবংশের বিপুল কুলগৌরব রক্ষা করুক।

লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, মেঘনাদবধ ব্যাপারে বিভীষণের কোন হাত নাই। বিধির বিধানানুযায়ীই মেঘনাদ তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। তাঁহাদের উভয়ের এখন অবিলম্বে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া রামচন্দ্রের উৎকণ্ঠা দূর করা কর্তব্য। তখন উভয়ে রাবণের ভয়ে দ্রুতগতি রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণ আসিয়া রামচন্দ্রকে মেঘনাদবধের শুভ সংবাদ জানাইলে রাম লক্ষ্মণকে আদর করিয়া ও সাধুবাদ দিয়া সকল শুভকর্মের নিয়ন্তা দেবতাগণের পূজা করিতে বলিলেন। রাম বিভীষণকেও অজস্র সাধুবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি নিজের অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর তিনি শুভঙ্করী শঙ্করীর পূজার প্রস্তাব করিলেন। আকাশে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাম-সৈন্য বিজয়োল্লাসে "জয় সীতাপতি জয়" রবে গর্জন করিয়া উঠিল এবং সেই গর্জন শ্রবণে আতঙ্কিত হইয়া লঙ্কাপুরীর অধিবাসিগণ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল।

ত্যজি সে উদ্যান ইত্যাদি—লঙ্কাপুরীর যে উদ্যানে 'চণ্ডীর দেউল' অবস্থিত, দেবীর নিকট বরলাভের পর বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেই উদ্যান ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি—কারণ রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। প্রভাতে মেঘনাদের যজ্ঞসমাপ্তির পূর্বেই নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে বলিয়া লক্ষ্মণের দ্রুত গতি।

হেরি মৃগরাজে বনে ইত্যাদি—বনের মধ্যে সিংহকে দেখিতে পাইলে ব্যাধ তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রাণঘাতী তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র আনিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ দ্রুত-গতিতে অস্ত্র রক্ষা করিবার স্থানের দিকে ধাবিত হয়।

প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে—'নশ্বর' শব্দকে 'প্রহরণ' অথবা 'সংগ্রামে' উভয় শব্দের বিশেষণ রূপেই গ্রহণ করা যায়। 'যুদ্ধে প্রাণবিনাশক অস্ত্র' অথবা 'প্রাণঘাতী যুদ্ধের অস্ত্র'—উভয়ক্ষেত্রেই 'নশ্বর' শব্দে **অবাচকতা দোষ**। নশ্বর শব্দের অর্থ 'নাশশীল'; কিন্তু কবি এস্থলে এবং অন্যত্রও নশ্বর শব্দটি 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়,—

"মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে" (৫।২৭২)
"যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে,............" (৭।১২২)

এবং "আর যোধ যত
হত এ নশ্বর রণে।" (৮।১২২)

উতরিল—অব+তৃ>অবতর>ওতর>উতর>উর, উর—অবতীর্ণ হইল; উপস্থিত হইল।

পদযুগে নমি—রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিয়া।

নমস্কারি—অভিবাদন করিয়া। লোকব্যবহারে বাঙ্গালা প্রণাম ও নমস্কার শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

চামুণ্ডে—চামুণ্ডা অর্থাৎ চণ্ডিকা দেবীকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডিকা ও চামুণ্ডা স্বতন্ত্র দেবী। চণ্ডমুণ্ডবধের সময়ে ক্রুদ্ধা চণ্ডিকার ললাটদেশ হইতে শিরোমালাধারিণী ভয়ঙ্করী কালীর উৎপত্তি হয়। তিনি চণ্ডকে ও মুণ্ডকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডিকা তাঁহার চামুণ্ডা নামকরণ করেন।

চন্দ্রচূড়ে—মস্তকে চন্দ্রকলাশোভিত মহাদেবকে।

ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি ইত্যাদি—যেমন সর্পদমনকারী উগ্র ঔষধ প্রয়োগে ভীষণ সর্প নির্বীর্যভাবে দূরে চলিয়া যায়, সেইরূপ বনরক্ষক মহাদেব তোমার পুণ্যবলেই বিনা যুদ্ধে আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

কালাগ্নি—প্রলয়কালীন দ্বাদশ সূর্যের যুগপৎ আবির্ভাবজনিত ভীষণ অগ্নি।

দাবাগ্নি—দাবে (অরণ্যে) প্রজ্বলিত অগ্নি ; (মধ্যপদলোপী সমাস)।

বায়ুসখা—অগ্নি ; বায়ু সখা যাহার ; (বহুব্রীহি সমাস) ; ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস (বায়ুর সখা) হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী 'বায়ুসখ' রূপ হইত।

এবে—এখন ; মায়াসিংহ ও মায়াঝটিকা দর্শনের পরে।

বিদাইনু—বিদায় করিলাম ; 'বিদায়িনু' হওয়া উচিত ছিল। কবি 'বিদায়' শব্দ হইতে নামধাতুরূপে উভয় রূপই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন।

সরসে<সরঃ—সরোবরে। সরস্+৭মীতে 'এ'।

অবগাহি দেহ—দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিয়া। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান। সুতরাং 'অবগাহি দেহ' কথাটিতে **অধিকপদতা দোষ**। কবি অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

> "কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ…" (২।৬২৫)
> "অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে," (৪।৫৬২)

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে—লক্ষ্মণ কর্তৃক নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর অর্চনা বিষয়টি কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক নীলপদ্মরাশি দ্বারা অকালে দুর্গাপূজা ঘটনাটি হইতে পরিকল্পিত।

আবির্ভাবি বর দিলা মায়া—হিন্দু পুরাণে মায়া, মহামায়া, চণ্ডিকা, দুর্গা প্রভৃতি এক আদ্যাশক্তিরই বিভিন্ন নাম। এস্থলেও মধুসূদন মায়াদেবী ও চণ্ডীদেবীকে এক ও অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে দেবীর প্রতি শিবের উক্তি

> "পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
> সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
> মায়াদেবী-নিকেতনে।" (৪৩৫-৪৩৭)

হইতে মায়া ও শিবানীকে স্বতন্ত্র দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয় সর্গোক্ত দেব-দেবী-চরিত্রের পরিকল্পনায় গ্রীক পুরাণোক্ত দেব-দেবীগণের প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় আসিয়া পড়াতেই এইরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

সুপ্রসন্ন আজি, ইত্যাদি—দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনাদ বধের ব্যবস্থা করার জন্য লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র, শচী, পার্বতী, কাম, রতি, মহাদেব. মায়াদেবী প্রভৃতি সকলেই ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

দেব-অস্ত্র—দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত, ইন্দ্র কর্তৃক রাম-শিবিরে প্রেরিত অস্ত্রাদি।

বলি (সম্বোধনে)—হে শক্তিমান্!

শার্দূলাক্রমে—ব্যাঘ্রের ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া।

পিধানে যথা অসি—কোষে অবস্থিত তরবারির ন্যায়; অপি+ধা+ন=পিধান। ভাগুরির মতে 'অব' এবং 'অপি' উপসর্গদ্বয়ের আদ্য 'অ' লুপ্ত হয়। যথা, পিধান, পিনদ্ধ পিহিত, বগাহন ইত্যাদি।

পোহায়<প্রভাত—প্রভাত হয়।

বিলম্ব না সহে—কারণ অধিক বিলম্বহেতু মেঘনাদ যজ্ঞসমাপ্তির সুযোগ পাইলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

যে কৃতান্ত-দূতে দূরে হেরি—যমদূত স্বরূপ বিষধর কালসর্পের যে ন্যায় মেঘনাদকে দূর হইতে দেখিয়া।

দেব-নর ভস্ম যার বিষে—যাহার প্রচণ্ড শক্তিতে দেবতা হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলেই পর্যুদস্ত। মেঘনাদকে কালসর্প হইতে অভিন্ন কল্পনা করায় সঙ্গতিরক্ষার্থ পরাক্রমকে বিষ বলা হইয়াছে।

সে সর্পবিবরে—সেই ভীষণ কালসর্পস্বরূপ মেঘনাদের নিবাসস্থলে। উপমেয় মেঘনাদের সহিত উপমান সর্পের অভেদত্ব কল্পনায় **রূপক অলঙ্কার**।

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি—কারণ সীতাকে উদ্ধার করিতে হইলে রাবণবধ এবং রাবণবধের পূর্বে তাহার প্রধান সহায় মেঘনাদ বধ প্রয়োজন। আবার মেঘনাদ এরূপ পরাক্রমশালী যে, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলে ভ্রাতার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং রাম খেদ করিয়া বলিতেছেন যে, লক্ষ্মণকে নিশ্চিত বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়া তিনি সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন না। লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের

অত্যধিক প্রীতিহেতু রামায়ণেও রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপমুখর দেখিতে পাওয়া যায়।

তুলনীয়— "দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ (লঙ্কাকাণ্ড, ১০২।১৪)

এবং 'রাজ্যধনে কার্য নাহি চাহি সীতে।" (কৃত্তিবাস—লঙ্কাকাণ্ড)

কিন্তু সেস্থলে লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত হওয়ায় রামের বিলাপের কারণ ছিল। আলোচ্য অংশে রামচন্দ্রের দৈব আনুকূল্যপ্রাপ্তিসত্ত্বেও অহেতুক বিলাপ কেবল মেঘনাদের দুর্ধর্ষত্ব জ্ঞাপনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে রামচরিত্র যে পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, মেঘনাদের বীর্যবত্তা ঠিক সেই পরিমাণে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ; 'গ্রাম' সমূহার্থক শব্দ।

আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে—রামায়ণে রামচন্দ্রের পক্ষে রাজপদবীবাচ্য ছিলেন কেবল কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব। তবে 'রাজেন্দ্রদলে' কথাটির সার্থকতা কি? মেঘনাদবধ কাব্য যে মূলতঃ "হেক্টর বধ" বা ইলিয়ড কাব্যের আওতায় রচিত হইয়াছে, উদ্ধৃত বাক্যটি তাহার অন্যতম প্রমাণ। গ্রীক্ পক্ষে বহুসংখ্যক রাজা ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আগামেম্‌ননের নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইলিয়ড্ কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত কাব্যের প্রভাবে পতিত কবির অসতর্ক লেখনী হইতে 'রাজেন্দ্রদলে' শব্দটি নির্গত হইয়াছে।

আর্দ্রিল মহীরে—পৃথিবীকে আর্দ্র বা সিক্ত করিল।

অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী—অন্য সর্ববিষয়ে দুর্ভাগ্য রামের অন্ধকারময় গৃহস্বরূপ নিরানন্দ জীবনে দীপবর্তিকার ন্যায় আনন্দদায়িনী সীতা। উপমান-উপমেয়ে অভেদ কল্পনাহেতু **রূপক অলঙ্কার**।

তুলনীয়— "কার ঘর আঁধারিলি নিবাইয়া এবে
প্রেমদীপ?............" (৪।৪২১-২২)

কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে ইত্যাদি—রামের এই হতাশাব্যঞ্জক বিলাপের সাহায্যে গৌণভাবে মেঘনাদ-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী—মেঘনাদের সহিত তুলনায় খর্ব করিলেও, **কবি এই কাব্যে লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি পৌরুষ-সম্পন্ন করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। সপ্তম সর্গে স্বয়ং রাবণ পর্যন্ত তাঁহার বীরত্ব দর্শনে প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই :—**

"বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস স্বরথি,
তুই,… ………………….." (৭।৭৩২-৩৫)

কেবল এই ষষ্ঠ সর্গেই কবি মেঘনাদের প্রতি অত্যধিক প্রীতি-পক্ষপাত দেখাইতে যাইয়া লক্ষ্মণকে অযথা মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া বসিয়াছেন।

শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী—ধার্মিক ব্যক্তিগণের প্রতি অনুকূলা গিরিরাজকন্যা পার্বতী।

কাল মেঘ সম দেবক্রোধ ইত্যাদি—দেবগণ যে লঙ্কার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যাইতেছে যে, লঙ্কাপুরী স্বর্ণমণ্ডিতা হইলেও তাহার সুবর্ণময় দীপ্তিও দেবরোষরূপ কাল মেঘের ছায়ায় আবৃত হইয়াছে;—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা-সৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

দেবহাস্য উছলিছে ইত্যাদি—অন্যদিকে, দেবগণ যে রামপক্ষীয়গণের প্রতি সুপ্রসন্ন, তাহা বুঝা যাইতেছে রামচন্দ্রের সমুজ্জ্বল শিবিরসমূহ দর্শনে। এইগুলির উপর দেবগণের প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা প্রতিফলিত হওয়াতেই যেন ইহাদিগকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

আদেশ—(অকারান্ত) আদেশ দাও।

এ অধর্ম কার্য—দেবতাগণের অভিপ্রায়ের বিরোধী কর্ম।

কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে—পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গলঘট কেহ পদাঘাতে ভাঙে না। তেমনই দেবানুকূল্য হস্তগত হইলেও মূঢ়ের ন্যায় অহেতুক ভীতিবশতঃ রামচন্দ্রের তাহা প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নহে। অপ্রস্তাবিত মঙ্গলঘট পদাঘাতে চূর্ণ করার অসমীচীনতা দ্বারা প্রস্তাবিত দেবানুকূল্যকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপিত হওয়ায় এস্থলে **অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার** হইয়াছে।

কি সাধে—কোন্ অভিলাষে, কিসের প্রত্যাশায়; সাধ<শ্রদ্ধা।

কলুষ-দ্বেষিণী—পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণাপরায়ণা; পাপীর গৃহে লক্ষ্মী অবস্থান করেন না।

কমলিনী কভু ইত্যাদি—**কাকু বা বাগ্‌ভঙ্গী অলঙ্কার**। এখানে প্রশ্নের ভঙ্গী হইতেই নিষেধাত্মক উত্তর "ফোটে না" এবং "হেরে না" লব্ধ হইতেছে। তুলনীয়, "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?" (৪।৮১)।

জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছন্ন।

স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু—স্বপ্ন-দর্শনের পর বিভীষণ জাগিয়া উঠিয়া সমগ্র শিবির স্বর্গীয় সুগন্ধে পূর্ণ দেখিয়া বুঝিলেন যে, স্বপ্নটি তাঁহার মনের বিকার হইতে উৎপন্ন ও অলীক নহে। দেবী সত্যই শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার দেহ-সৌরভে শিবির পরিপূর্ণ হইয়াছে।

স্বর্গীয় বাদিত্র—দেবীর আবির্ভাবহেতু দিব্য বাদ্যধ্বনি।

শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে ইত্যাদি—স্বপ্নদর্শনের পর সুপ্তোত্থিত বিভীষণের প্রথম অনুভূতি হইল একটি স্বর্গীয় সৌরভের ঘ্রাণ এবং দ্বিতীয় অনুভূতি হইল আকাশে দিব্য বাদ্যধ্বনি শ্রবণ। এই দুইটি ব্যাপারের দ্বারা দেবীর আবির্ভাব যে স্বপ্নের অলীক কল্পনামাত্র নহে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি দেবীর আবির্ভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন,—শিবির-দ্বারে দেবীকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া।

গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে ইত্যাদি—বিভীষণ প্রবুদ্ধ হইয়া শিবিরের দ্বারপথে অপস্রিয়মাণা দেবীর দেহের পশ্চাদ্‌ভাগই কেবল চকিতে দেখিতে পাইলেন। দেবীর গ্রীবাদেশে লম্বিত নানারত্নখচিত তাঁহার কবরীই কেবল বিভীষণের দৃষ্টিগোচর হইল।

ভাতিছে কেশে······বিজলীর ছটা মেঘমালে—উপমান মেঘমালার মধ্যে স্ফুরিত বিজলীর ছটার অপকর্ষ ঘটাইয়া উপমেয় কেশরাশিমধ্যে অবস্থিত রত্নের উৎকর্ষ বর্ণনাহেতু **ব্যতিরেক অলঙ্কার**।

আচম্বিতে—আচমকা, অকস্মাৎ।

জগদম্বা—জগদ্‌বাসিগণের জননী লক্ষ্মীদেবী। জগদম্বা শব্দটি সাধারণতঃ জগন্মাতা দুর্গা বা চণ্ডী দেবীকেই বুঝায়। **অবাচকতা দোষ**।

স্মরিলে পূর্বের কথা—ইতঃপূর্বে দুই দুইবার মেঘনাদের ভীষণ পরাক্রমের যে পরিচয় তিনি পাইয়াছেন তাহা মনে হইলে।

আকুল পরাণ কাঁদে—প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সুনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায়।

মন্থরার কুপন্থায় যবে চলিলা কৈকেয়ী মাতা—কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার পরামর্শক্রমেই কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেকের বর চাহিয়াছিলেন।

উচ্চে অবরোধে—রাজপ্রাসাদের উচ্চতলে অবস্থিত অন্তঃপুরে।

কত যে সাধিল সবে—বনে রামের অনুগমন না করিবার জন্য।

কি কুহকবলে—কোন্ মায়াবলে; কারণ অযোধ্যার সুখ-সম্পদ, মাতার স্নেহ এবং পত্নীর প্রেম সকলই লক্ষ্মণ উপেক্ষা করিয়া বনবাসের দুঃখ-কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন।

বাহুবলেন্দ্র—বাহুবলে বলবান ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব; 'বাহুবলীন্দ্র' শুদ্ধ প্রয়োগ। কবি অন্যত্র 'বলীন্দ্র' প্রয়োগও করিয়াছেন:—"প্রবল পবনবলে বলীন্দ্র পাবনি।" (৩।২০২)

বিশারদ রণে—যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ; অঙ্গদের বিশেষণ।

ধূম্রাক্ষ সমরক্ষেত্রে ইত্যাদি—যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর পক্ষে অমঙ্গলসূচক প্রজ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণদর্শন ধূম্রাক্ষ নামক বানর সেনানী।

নীল—অগ্নির পুত্র বানর সেনানী।

নল—রামের অন্যতম বানর সেনানী,—বিশ্বকর্মার পুত্র এবং সমুদ্রবন্ধনের প্রধান শিল্পী।

কেশরী কেশরী ইত্যাদি—শত্রুর নিকট সিংহের ন্যায় শক্তিমান কেশরী নামক বানর সেনানী।

দেবাকৃতি দেববীর্য—রামের কপি-সৈন্যের মধ্যে অনেকেই দেবাংশসম্ভূত বলিয়া রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু কবি "দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী" এই বানরবাহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দিতে স্বীকার করেন নাই। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, "If the father of our Poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad." তিনি কপিসৈন্যকে 'rabble' বলিয়া অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এখানে তাহারা 'দেববীর্য' ও 'দেবাকৃতি' হইল কিরূপে? এখানেও মধুসূদনের শোভা-সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি-পিপাসু মন অজ্ঞাতসারেই 'ঘৃণিত' বানরগণকে লোকোত্তর সৌন্দর্যে ও মহিমায় মণ্ডিত করিতে চাহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী—আকাশে শ্রুত বাণী; দৈববাণী।

উচিত কি তব ইত্যাদি—দেবতাগণের প্রিয়পাত্র ও অনুগ্রহভাজন হইয়া দেবতাগণের বাক্যে অবিশ্বাস করা তোমার পক্ষে অনুচিত কর্ম। দেবতাগণ তোমাকে অস্ত্র প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এই সকল অস্ত্রের দ্বারা মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিবে। লক্ষ্মণকে স্বয়ং মহামায়া মেঘনাদবধের বর দিয়াছেন এবং বিভীষণকেও লক্ষ্মীদেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়া রক্ষোরাজরূপে বরণ করিয়াছেন। সুতরাং

লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধের জন্য প্রেরণ করিবার যে আদেশ দেবতারা দিয়াছেন সেই আদেশ কেন লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছ ?

দেখ চেয়ে শূন্যপানে—রামচন্দ্রের সংশয় দূর করিবার জন্য শূন্যদেশে একটি নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে উহার তাৎপর্য বুঝিতে বলা হইল।

অহি সহ যুঝিছে অম্বরে শিখী—আকাশে সর্পের সহিত ময়ূরের যুদ্ধ হইতেছে। এই অহি-শিখীর সংগ্রামরূপ নিমিত্ত দর্শন ইলিয়ড কাব্য হইতে গৃহীত। উক্ত কাব্যের দ্বাদশ সর্গে 'দুর্গ-প্রাকারের যুদ্ধ' কালে হেক্টর আকাশে ঈগল পক্ষীর সহিত সর্পের যুদ্ধরূপ দৈব ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঈগল পক্ষী সর্পভক্ষক হইলেও, এক্ষেত্রে চঞ্চুধৃত সর্পের দংশনে অস্থির হইয়া যে সর্পকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তখন পলিডেমস্ নামক বিজ্ঞ ব্যক্তি হেক্টরকে সাবধান হইবার পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন :—

"Then hear my words, nor may my words be vain :
Seek not this day, the Grecian ships to gain.
For sure to warn us Jove his omen sent,
And thus my mind explains its clear event." (Iliad—XII)

ভৈরব আরবে—ভীষণ শব্দে। রব, রাব, আরব, ও আরাব সমার্থক শব্দ।

পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ইত্যাদি—ময়ূরের বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তৃত হইয়া মেঘের ন্যায় আকাশ আবৃত করিয়াছে।

জ্বলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল—যুধ্যমান সর্পের মুখনিঃসৃত তীব্র বিষ প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় আকাশে দীপ্যমান।

রণিছে (নামধাতু)—রণ করিতেছে।

ঘোষিল উথলিয়া জলদল—সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তটভূমি প্লাবিত করিয়া ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিল।

অজাগর<অজগর—অতিকায় সর্প; অজ (ছাগ) গিলিয়া ফেলিতে সমর্থ বৃহৎ সর্প।

অদ্ভুত ব্যাপার—ভক্ষ্য সর্প কর্তৃক ভক্ষক ময়ূরের বিনাশ।

নহে ছায়াবাজি ইহা—এই দৃশ্যটি ছায়াবাজির ন্যায় অলীক নহে।

আশু যা ঘটিবে ইত্যাদি—এই মায়া দৃশ্যের সাহায্যে দেবতারা তোমাকে অবিলম্বে যাহা ঘটিবে তাহার আভাস দিলেন। ময়ূর অধিকতর বলশালী ও সর্পের ভক্ষক হইয়াও যেমন অপেক্ষাকৃত হীনবল সর্প কর্তৃক বিনষ্ট হইল, সেইরূপ অনতি-বিলম্বে অপেক্ষাকৃত হীনবল লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে প্রবলতর মেঘনাদ নিহত হইবে।

তবে—নিমিত্ত দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া।

স্কন্দ তারকারি সদৃশ—তারকাসুরের বধকর্তা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়।

কবচ—বর্ম।

তারাময়—নক্ষত্রাকৃতি উজ্জ্বল রত্নসমূহে খচিত।

সারসনে—কটিবন্ধে।

ভাস্বর অসি—সমুজ্জ্বল তরবারি।

রবির পরিধি সম—প্রদীপ্ত সূর্যবিম্বের ন্যায়; কবি কথাটি ইংরেজি "Like the refulgent orb" এর অনুবাদরূপে একাধিক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

দীপে—উজ্জ্বলভাবে অবস্থিত।

ফলক—ঢাল, চর্ম।

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত—হস্তিদন্তে প্রস্তুত। ফলকের বিশেষণ।

কাঞ্চনে জড়িত—স্বর্ণখচিত। ফলকের বিশেষণ।

তাহার সঙ্গে—ফলক বা ঢালের সহিত।

নিষঙ্গ—তূণীর; তূণ; শরাধার।

ধরিলা সাপটি—দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিল। সর্পবৃত্ত>সাপট—সাপের মত জোরে পেঁচাইয়া ধরার ভঙ্গি।

লড়িল>নড়িল—প্রাদেশিক রূপ।

তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে ইত্যাদি—প্রচণ্ড রণ-হুঙ্কারের মধ্যে যুদ্ধের শৃঙ্গসমূহ ধ্বনিত হইতে থাকিলে যুদ্ধাশ্ব যেরূপ চঞ্চল ও ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া বাহির হয় সেইভাবে।

বিভীষণ বিভীষণ রণে—যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিভীষণ। রামায়ণে বিভীষণের রণ-নৈপুণ্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এস্থলে **যমক** সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই 'বিভীষণ রণে' বিভীষণের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তুলনীয়,—

"চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম;" (৬।৩২৯)

এবং "রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে'.......... " (৬।৪৪৪-৪৫)

এস্থলেও কেবল অনুপ্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'যক্ষপতিসম' এবং 'যক্ষপতিত্রাস বলে' প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণে যক্ষপতি কুবেরের ধন-প্রসিদ্ধি আছে, রণ-প্রসিদ্ধি ততটা নাই।

আয়াস—পরিশ্রম, কষ্ট।

অভাজনে—অপাত্র বা অযোগ্য ব্যক্তি আমাকে।

কিশোর—অল্পবয়স্ক; অপ্রবীণ। রামায়ণে রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে বয়সের পার্থক্য

উল্লেখযোগ্য নয়। এস্থলে কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহাভিব্যক্তি-হেতুই 'কিশোর' শব্দটি রামচন্দ্র কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে।

দুর্দান্ত দানবে……দুর্মদ রাক্ষসে—বাক্যটি বৃত্ত্যনুপ্রাসের একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে 'দ' ৫ বার, 'র্দ' ৩ বার, 'ল' ৩ বার এবং 'স্ত' ৩ বার উচ্চারিত হইয়াছে।

হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে—দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বসিয়া রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যের কারণ এই যে, ভক্তের কাতর প্রার্থনা দেবীকে বিচলিত না করিয়া পারিবে না, এবং তাহা হইলেই তাঁহার মেঘনাদবধের বাসনা পূর্ণ হইবে।

পবন অমনি চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে—দেবরাজের মনোভাব বুঝিয়া বায়ুদেব শব্দবহনকারী আকাশকে বেগবান করিবার উদ্দেশ্যে দ্রুত আলোড়িত করিলেন। পঞ্চম সর্গে প্রমীলার আরাধনাকালে পবনদেব বিপরীত কার্য করিয়াছিলেন। (৫।৬০১-৬০৬)

আশীষিলা—আশীর্বাদ করিলেন। 'আশিস' শুদ্ধতর রূপ, কিন্তু বাংলায় 'আশীষ'ও সুপ্রচলিত শব্দ।

হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে, আশা যথা ইত্যাদি—এই উপমাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এস্থলে স্থূল ও বাস্তব উষাকে বুঝাইতে সূক্ষ্ম ও অবাস্তব আশাকে উপমানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শেলি এই জাতীয় উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে 'শেলীয় উপমা' (Shelleyan simile) বলা হয়। তুলনীয়—

"The champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream, (Indian Serenade)

এবং "Thou dost float and run,
Like an unbodied joy whose race is just begun"
(Skylark)

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে এইরূপ উপমা প্রয়োগ সমর্থনীয় নহে।

মধুজীবী—মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে যাহারা; অলি শব্দের বিশেষণ।

উষার ললাটে ইত্যাদি—রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাগুলি মিলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু উষাদেবীর ললাটস্বরূপ আকাশে উজ্জ্বল ফোঁটার মত অত্যুজ্জ্বল প্রভাতী তারাটি একাই বহু তারকার স্থান অধিকার করিল; অধিকন্তু আকাশে বিলীয়মান তারাসমূহের অভাব পূরণ করিল উষার কৃষ্ণকুন্তলের ন্যায় বনানীর মধ্যে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত অজস্র উজ্জ্বল ফুল।

ফুটিল কুন্তলে ফুল নব তারাবলী—উষাদেবীর কুন্তলস্বরূপ কাননের মধ্যে অভিনব তারাসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিল। কাননকে উষার কুন্তলের সহিত এবং কাননে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিকে তারকাসমূহের সহিত অভেদ কল্পনায় **রূপক অলঙ্কার**।

অমূল<অমূল্য—বহুমূল্য।

রতনে—রত্নস্বরূপ লক্ষ্মণকে।

জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে—লক্ষ্মণের শুভাশুভের উপর রামের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করিতেছে।

মহেষ্বাসে—মহাধনুর্ধর রামচন্দ্রকে। ইষুর (তীরের) আস (আসন)=ইষ্বাস (ধনুঃ); মহৎ ইষ্বাস যাহার—মহেষ্বাস (বহুব্রীহি)।

হিমানীতে—(এইস্থলে) শীত ঋতুতে। হিমানী শব্দের আভিধানিক অর্থ হিম-সংঘাত অর্থাৎ তুষার বা বরফের স্তূপ; **অবাচকতা দোষ**।

চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে—মায়াদেবীর কৃপায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়ামেঘের আবরণে আবৃত হইয়া অদৃশ্যভাবে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইলিয়ড কাব্যেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ট্রয়রাজ প্রায়াম দেবানুগ্রহে মার্কারি বা হার্মিস-সহ অদৃশ্যভাবে গ্রীক্‌শিবিরে গমন করিয়াছিলেন।

কমলা—রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী—যিনি কমলা, তিনিই রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী; সুতরাং **অধিকপদতা দোষ**।

রক্ষোবধূবেশে—রাক্ষসগণের মনে সন্দেহ না জন্মে, এইজন্য মায়া রাক্ষস-নারীর বেশে লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম সর্গেও লক্ষ্মী মুরলার সহিত রাক্ষস-নারীর বেশে রাজপথে সৈন্য-সমাবেশ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন।

হাসিয়া সুধিলা রমা এবং **উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী**—লক্ষ্মী ও মায়া উভয়েই মেঘনাদবধের ষড়্‌যন্ত্রে কে কতখানি লিপ্ত তাহা ভালভাবেই জানেন বলিয়া, লক্ষ্মীদেবী যেমন ঈষৎ হাসিয়া মায়াদেবীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়াদেবীও তেমনই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

নীলাম্বুসুতে—(সম্বোধনে) হে সমুদ্রকন্যে লক্ষ্মীদেবি!

কালানল সম তেজঃ তব ইত্যাদি—লঙ্কার রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ রাবণের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রদীপ্ত তেজঃ সহ্য করিয়া শত্রুভাবে কেহ লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

মিনতি—অনুনয়, ঐকান্তিক প্রার্থনা। আরবী মিন্নৎ+বিনতি<বিণ্ণত্তি<বিজ্ঞপ্তি শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন জোড়কলম শব্দ।

তার—ত্রাণ কর, উদ্ধার কর।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি—লক্ষ্মীর বিষাদের কারণ দুর্জ্ঞেয়। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র, শচী, শিব, পার্বতী, মায়াদেবী প্রভৃতি সকল দেবদেবীর চরিত্রের উপরেই গ্রীক্ পুরাণের দেবদেবীগণের প্রভাব পড়িয়া তাঁহাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য,—কিন্তু রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে যতটা অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে, এতটা অন্য কাহারও চরিত্রে আসে নাই। মেঘনাদের প্রতি ইন্দ্রের, সুতরাং শচীরও, বিদ্বেষের হেতু রহিয়াছে। পার্বতী প্রথমে রাবণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন নাই; পরে ভক্ত রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ষড়্যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন এবং শিবকেও বশীভূত করিয়া নিজের পক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে হরপার্বতীর অত্যুন্নত চরিত্র-মহিমা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহাদের কার্যকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর আচরণ আদ্যন্তই অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনিই প্রথম সর্গে মেঘনাদকে বীরবাহুবধের সংবাদ দিয়া লঙ্কায় রাবণের নিকট আনিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল না তাহা

> "যাই আমি যথা
> ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
> প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।" (১।৬১০-১২)

উক্তি হইতেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় সর্গে তিনি স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া ইন্দ্রকে মেঘনাদের যুদ্ধে অবতরণের সংবাদ দিয়া তাঁহাকে শিবের সাহায্য লাভের জন্য কৈলাসে পাঠাইয়াছেন। তিনিই রাবণের তথা মেঘনাদের নিধনের জন্য সর্বাপেক্ষা সমুৎসুক; কারণ তাহা হইলেই তিনি বৈকুণ্ঠে ফিরিতে পারেন। অথচ, তিনিই এক্ষণে রাবণের দুঃখে একান্তভাবে বিষণ্ণা! লক্ষ্মীদেবীর চরিত্রের মত এত বেশি অসঙ্গতি মেঘনাদবধ কাব্যে অন্য কোন চরিত্রে ঘটে নাই।

বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্ববাসীর আরাধ্যা মায়াদেবী।

কিন্তু নিজদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি—লক্ষ্মীদেবী ভক্তের বিরুদ্ধে যে ষড়্যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন তাহার জন্য, আত্মসমর্থনার্থ রাবণের পাপের কথা উল্লেখ করিতেছেন। রাবণ পাপ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার সবংশে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা রামায়ণের রাবণের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য; কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণ সম্বন্ধে এ কথা

সর্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কবি নিজের আদর্শ সৃষ্টি "grand fellow" রাবণের সহিত রামায়ণের কুক্রিয়াসক্ত রাবণচরিত্রের মৌলিক বিরোধ যে সর্বত্র এড়াইতে পারেন নাই ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত।

প্রাক্তনের গতি—পূর্বকৃত কর্মফলরূপ অদৃষ্ট। লক্ষ্মীদেবী প্রথম সর্গেও প্রাক্তনের ফলের কথা বলিয়াছেন। মহাদেবও বলিয়াছেন :—

"হায় দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?" (২।৪৩৩-৩৪)

শিশির-আসারে—শিশিরের জলে।

রঙ্গিণী—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া।

শুখাইল রম্ভাতরুরাজি—বৃক্ষের মধ্যে রম্ভাতরুই সর্বাপেক্ষা সরস। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তি আকর্ষণ করিয়া লওয়ায়,—অন্য সকল বৃক্ষলতা ত দূরের কথা,—লঙ্কার সরস কদলীবৃক্ষগুলি পর্যন্ত শুকাইয়া গেল এবং লঙ্কার সকল শোভা-সম্পদ এককালে অন্তর্হিত হইল। লঙ্কা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শ্রীভ্রষ্টা হইল।

কুন্তলশোভন মণি—মস্তকস্থিত মণি। ফণিনীর সহিত অন্বয় করিয়া এস্থলে কুন্তলের আভিধানিক অর্থ 'কেশরাশি' গ্রহণ করা অসম্ভব।

বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা—লক্ষ্মীদেবীর তেজঃ সংবরণকালে যে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাহা বৃষ্টিপাত নহে,—লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রুবর্ষণ। এখানে উপমেয় বৃষ্টিপাতকে অপহ্নব বা অস্বীকার করিয়া উপমান অশ্রুপাতকে প্রাধান্য দেওয়ায় এখানে **অপহ্নুতি অলঙ্কার** হইয়াছে। এই অলঙ্কারে সাধারণতঃ উপমেয় ও উপমানকে দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে রাখিয়া নেতিবাচক শব্দ দ্বারা উপমেয়কে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কখনও কখনও উহাদের একই বাক্যের মধ্যে রাখিয়া ছল, ছদ্ম প্রভৃতি শব্দের সাহায্যেও উপমেয়কে অস্বীকার করিয়া উপমানের প্রাধান্য দান করা হয়।

কাঁপিলা বসুধা আক্ষেপে, রে রক্ষোপুরি,······তুই, স্বর্ণময়ি—অচেতন বস্তুকে চেতনাবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করিয়া আকস্মিক সম্বোধনকে ইংরেজি অলঙ্কারশাস্ত্রে Apostrophe অলঙ্কার বলে। এখানে ইংরেজি **Apostrophe** বা **সম্বোধন অলঙ্কার** অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় সমাসোক্তি অলঙ্কারেও অচেতনের উপর চেতনার আরোপ হয় বটে, কিন্তু সেখানে অচেতনের উপর চেতনার আরোপ ছাড়াও সমান কার্য, বা সমান ধর্ম আরোপ করা হয়।

কুজ্ঝটিকাবৃত যেন দেব ত্বিষাম্পতি ইত্যাদি—মায়ামেঘের দ্বারা আবৃত থাকায় তেজস্বী লক্ষ্মণকে কুয়াসায় আবৃত সূর্যের ন্যায়, অথবা ধূমে আবৃত অগ্নির ন্যায় অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল।

বায়ুসখা—অগ্নি; বায়ু সখা যাহার (বহুব্রীহি)।

মৃগবরে—সুন্দর হরিণকে; বর শব্দ এখানে বৈশিষ্ট্যসূচক।

গুল্ম-আবরণে—ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে থাকিয়া।

সুযোগপ্রয়াসী—সুবিধামত শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত।

কে আজ রক্ষিবে, হায়, ইত্যাদি—প্রথম সংস্করণের পাঠ:—

কে কাজ রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা ২৯৪
মেঘনাদে? এতদিনে মজিলি দুর্মতি ২৯৫
রাবণ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা ২৯৬
মৃগবরে, চলে হরি গুল্ম-আবরণে ২৯৭
সুযোগপ্রয়াসী; ২৯৮

দ্বিতীয় সংস্করণে অনবধানতাবশতঃ ২৯৫তম পংক্তি স্খলিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ সংস্করণে এই প্রমাদ ধরা পড়ায় ২৯৫তম পংক্তি বাদ দিয়া সংশোধিত রূপ দাঁড়াইল:—

কে আজ রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা ২৯৪
রাবণিরে! ঘন বনে হেরি যথা দূরে ২৯৫
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে, ২৯৬
সুযোগপ্রয়াসী; ২৯৭

ফলে পংক্তি-গণনায় এখানে প্রথম সংস্করণ হইতে একটি পংক্তি কম হইয়াছে।

অবগাহকেরে—স্নানকার্যে রত ব্যক্তিকে।

যমচক্ররূপী নক্র—যমের চক্রস্বরূপ ভীষণ কুম্ভীর। যমের দণ্ড ও পাশ অস্ত্রই প্রসিদ্ধ। নক্র শব্দের সহিত অনুপ্রাস সৃষ্টির জন্য 'যমচক্র'।

কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া—ভক্তের আসন্ন বিপদ হেতু। কিন্তু এই বিপদ সংঘটনের প্রধান উদ্যোক্ত্রী ত মাধবপ্রিয়া নিজেই!

উল্লাসে শুষিলা অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—লক্ষ্মীদেবীর অশ্রুবিন্দু অতি অমূল্য সম্পদ বলিয়া পৃথিবী হর্ষবশতঃ সেই অশ্রুবিন্দুসমূহকে শোষণ করিল।

শুষে শুক্তি যথা ইত্যাদি—স্বাতী নক্ষত্র আকাশে বর্তমান থাকার সময় যদি মেঘ জলবর্ষণ করে, তবে সেই বর্ষাবিন্দু শুক্তিসমূহ যেরূপ আগ্রহ-সহকারে শোষণ বা পান করে, সেইরূপে। স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিত মেঘের বৃষ্টিবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়া

মুক্তার সৃষ্টি করে বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধি আছে। এস্থলে কাদম্বিনী অর্থাৎ মেঘমালায় চৈতন্য আরোপ করিয়া, চেতনাবিশিষ্ট মানবের ধর্ম অশ্রুমোচনের ভাব তাহার উপর আরোপিত হওয়ায় **সমাসোক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে—সুন্দর ফুলরাশির মধ্যে গোপনে কালসর্পের প্রবেশরূপ অপ্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বারা, সুন্দর লঙ্কাপুরীতে গোপনে লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশরূপ প্রস্তাবিত বিষয় সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া **অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার**।

চতুরঙ্গ বল—রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি—এই চারিটি অঙ্গবিশিষ্ট সেনাদল।

মাতঙ্গে নিষাদী—গজারোহী সৈনিক।

তুরঙ্গমে সাদিবৃন্দ—অশ্বারোহী সৈনিকগণ।

কালানল-সম বিভা—অসংখ্য সৈন্যের অগণিত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মাদি হইতে নির্গত প্রচণ্ড দীপ্তি প্রলয়কালীন অগ্নির মত।

হেরিলা সভয়ে বলী—বীর হইলেও লক্ষ্মণ ভীষণ রাক্ষসবাহিনী দর্শনে মনে মনে ভীত হইলেন।

বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর—রাক্ষস সেনানীগণের নাম। চিক্ষুর রামায়ণে নাই। এই নামটি মার্কণ্ডেয় পুরাণ (চণ্ডী) হইতে গৃহীত। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল চিক্ষুর।

সর্বভুক্‌রূপী—অগ্নির ন্যায় তেজস্বী।

প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহময় বাণ, নারাচ অস্ত্র।

স্যন্দন—রথ।

মুর-অরি<মুরারি—মুর নামক অসুরবিনাশক বিষ্ণু।

রিপুকুলকাল—শত্রুগণের পক্ষে যমস্বরূপ।

বিশারদ রণে—যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ।

বীরমদে প্রমত্ত সতত প্রমত্ত—সর্বদা নিজের বীরত্বের গর্বে গর্বিত প্রমত্ত নামক রাক্ষস।

দেউল<দেবকুল—দেবালয়, মন্দির।

যথা সুরপুরে—লঙ্কার নানা রত্নখচিত অস্ত্রাগার, নাট্যশালা প্রভৃতি স্বর্গের ঐ সকল গৃহের মতই সুন্দর ও সুসজ্জিত।

লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে ইত্যাদি—অদৃশ্যভাবে লঙ্কার রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে লক্ষ্মণ লঙ্কার চারিদিকে যে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য-সম্ভার

দেখিলেন তাহা অবর্ণনীয়। লঙ্কার ঐশ্বর্য দেবতাগণের পক্ষে লোভের এবং দৈত্যগণের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র এবং সমুদ্রগর্ভে স্থিত অগণিত রত্ন যেমন গণনার বহির্ভূত, লঙ্কার ঐশ্বর্যও তদ্রূপ।

ভাতে—প্রভা বিকিরণ করে।

হেমকূট শৃঙ্গাবলী যথা বিভাময়া—গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্বর্ণময় হেমকূট পর্বতের সু-উচ্চ স্বর্ণ-শৃঙ্গসমূহ যেরূপ দীপ্তিশালী, লঙ্কার স্বর্ণময় উন্নত প্রাসাদশীর্ষসমূহও তদ্রূপ।

হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ ইত্যাদি—লঙ্কার অট্টালিকাসমূহের দ্বার ও বাতায়নসমূহ শুভ্র হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত এবং স্বর্ণখচিত। প্রভাতে শুভ্র তুষারের উপর রক্তিম সূর্য-কিরণ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ মনোহর শোভা ধারণ করে, শুভ্র গজদন্তের উপর স্বর্ণের রক্তিম আভা সেইরূপ নেত্রমুগ্ধকর।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি—রাবণের অতুল ঐশ্বর্য ও পরাক্রম সত্ত্বেও তাহার বিনাশ যে অবধারিত ও আসন্ন এই কথা স্মরণ করিয়া।

সাগর-তরঙ্গ যথা—তুলনীয়,—"মিলি মিলি জাওব সাগর-লহরী সমানা।"

(বিদ্যাপতি)

অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা পানে—মেঘনাদের ন্যায় ত্রিভুবনবিজয়ীকে বধ করিয়া যে-কীর্তি অর্জন করিবে, তাহার ফলে জগতে অমর অর্থাৎ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মৃগাক্ষী-গঞ্জিনী—মৃগাক্ষীগণের অর্থাৎ বিশাললোচনা সুন্দরীগণের সৌন্দর্য-গর্বহারিণী।

সুহাসি—নয়নমুগ্ধকর হাস্য।

আয়সী-আবৃত—লৌহময় বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত দেহ।

ত্যজি ফুলশয্যা—রাত্রির কুসুমাস্তীর্ণ কোমল বিলাস-শয্যা।

ভৈরবে—ভৈরব বা ভয়ানক শব্দে। ক্রিয়াবিশেষণ।

বাজিপাল—অশ্বরক্ষক। পাল = পালক।

প্রমদে—মদে মত্ত হইয়া।

শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে ইত্যাদি—হস্তিসমূহের পৃষ্ঠদেশে রেশমি কাপড়ের আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের প্রান্তস্থিত ঝালরগুলি মুক্তাখচিত।

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে ইত্যাদি—প্রভাতে লঙ্কাপুরীর দেবালয়সমূহে প্রাতঃকালীন আরতির বাদ্যধ্বনি, দেবদোল উৎসব সম্পাদনকালে দেবগণকর্তৃক বাদিত স্বর্গীয় বাদ্য-ধ্বনির ন্যায় মনোহর।

দেবদোলোৎসব—ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা-পর্ব-উপলক্ষে দেবতারা প্রভাতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব সম্পন্ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি বাল্যে কবির মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার পরিচয় "দেবদোল" নামক চতুর্দশপদী কবিতায় পাওয়া যায়।

ফুল-পরিমলে—'পরিমল' বাংলায় সাধারণ সৌরভ অর্থে বহুল প্রযুক্ত হইলেও, শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে মর্দিত বস্তু হইতে নির্গত সুগন্ধ। "বিমর্দোত্থে পরিমলঃ"—(অমরকোষ)।

ভারী—ভারবাহক।

প্রগল্‌ভে—প্রগল্‌ভভাবে ; দম্ভের সহিত উচ্চকণ্ঠে। ক্রিয়াবিশেষণ।

দহিবে বিপক্ষ দলে শুষ্কতৃণে যথা দহে বহ্নি—তুলনীয়,—

> "ক্ষণেন তৎ মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
> নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্॥" (চণ্ডী—২।৬৭)

রিপুদমী—শত্রুর নিগ্রহে সমর্থ মেঘনাদ।

দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে—শ্রেষ্ঠার্থক তাত শব্দের সহিত অধম শব্দের প্রয়োগ অসমর্থনীয়। তাত শব্দটিকে এখানে খুল্লতাত শব্দের সংকীর্ণ রূপ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

হাসি মনে মনে—রাক্ষসেরা তাঁহাদের দেখিতে না পাইয়া অসঙ্কোচে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিয়া কৌতুক বোধ করিয়া।

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে—এস্থলে মেঘনাদের যজ্ঞগৃহের যে বর্ণনা পাই তাহা নিখুঁতভাবে আর্যবংশীয় যে-কোন ভক্তের পূজাগৃহের চিত্র। এখানে কুশাসন, ক্ষৌমবস্ত্র, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ঘণ্টা, এমন কি গঙ্গাজলে পূর্ণ কোষাকুষীর পর্যন্ত অভাব নাই।

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া—গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তুত কোষাকুষী দেবার্চনার চেয়ে পিতৃ-তর্পণ ও শ্রাদ্ধেই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত।

গোষ্ঠগৃহে—গোশালায়, বাথানে।

মায়াবলে—দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও মায়াদেবীর কৃপায় দ্বার নিজে হইতে মুক্ত হইল এবং লক্ষ্মণের প্রবেশ করিতে বাধা ঘটিল না।

ধ্বনিল বাজি তূণীর ফলকে—পৃষ্ঠে আবদ্ধ তূণ ও ঢালের পরস্পর সংঘর্ষে শব্দ হইল।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর ইত্যাদি—সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীর মধ্যে সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে শত্রু লক্ষ্মণের আগমন কল্পনারও অতীত। সুতরাং দেবতার ন্যায় কান্তিযুক্ত লক্ষ্মণকে ধ্যানভঙ্গের পর সম্মুখে দেখিয়া, স্বভাবতঃ তাঁহাকে লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বরদান করিতে সমাগত নিজের ইষ্টদেব অগ্নি নিশ্চয় করিয়া মেঘনাদ ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

জানুদ্বয়, পদদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষঃ, শিরঃ, বুদ্ধি, বাক্য ও দৃষ্টি,—এই আটটি অঙ্গ।

"জানুভ্যাং চ তথা পদ্‌ভ্যাং পাণিভ্যামুরসা ধিয়া।
শিরসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥"

অথবা, দুই জানু, দুই পদ, দুই হস্ত, হৃদয় এবং ললাট,—এই আটটি অঙ্গ।

প্রসাদিতে—বরদানে তুষ্ট করিতে।

রৌদ্র—রুদ্রের ন্যায় ভীষণ।

যথা পথে সহসা হেরিলে ইত্যাদি—নিশ্চিন্তভাবে পথে চলিতে চলিতে পথিক যদি হঠাৎ উদ্যতফণা ভীষণ কালসর্পের সম্মুখে পতিত হয়, তখন সে ত্রাসে যেরূপ গতিহীন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া মেঘনাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। শত্রুর পক্ষে দুর্গমতম নিকুম্ভিলায় আগমন অসম্ভব ব্যাপার। এই অসম্ভবও যখন সম্ভবপর হইয়াছে, তখন অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করার চেষ্টা বৃথা;—ইহাই মেঘনাদের ত্রাসের কারণ।

পিণ্ড—লৌহাদি ধাতুর কঠিন তাল।

মিহিরে—সূর্যকে।

নিদাঘ—গ্রীষ্মঋতু।

সভয় হইল আজি···নলের শরীরে—পর পর চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মেঘনাদের নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে **মালাদৃষ্টান্ত অলঙ্কার** হইয়াছে।

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে—পৌরাণিক প্রসঙ্গ (Allusion) **অলঙ্কার**। ধর্মাত্মা নলের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কলি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ক্ষতিসাধনের জন্য বহুদিন চেষ্টা করিয়াও কোন সুযোগ পায় নাই। অবশেষে একদিন ভ্রমবশতঃ নল অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যাহ্নিক করাতে সেই সুযোগে কলি তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং তাঁহাকে রাজচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী হইতে বিচ্ছিন্ন করে। মেঘনাদের মনেও এতকাল ভয় প্রবেশ করিবার কোন সুযোগ পায় নাই। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্মণের আবির্ভাবে বিনাশের কারণস্বরূপ ভয় কৌশলে তাহার মনে প্রবেশ করিল।

সত্য যদি তুমি রামানুজ—একান্ত অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া লক্ষ্মণ নিজের পরিচয় দান সত্বেও মেঘনাদের সংশয় ঘুচিতেছে না।

শৃঙ্গধরসম—পর্বতের ন্যায়।

চক্রাবলীরূপে—ঘূর্ণ্যমান চক্রসমূহের ন্যায় বাধা সৃষ্টি করিয়া।

কোন্ মায়াবলে—কারণ, দৈব ষড়্‌যন্ত্র এবং মায়াদেবীর সাহায্যের কথা মেঘনাদের অজ্ঞাত।

মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে ইত্যাদি—তুমি লক্ষ্মণ, সাধারণ মানুষকুলে তোমার জন্ম। সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, দেবকুলে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যেও এমন শক্তিমান কে আছে যে, লঙ্কার এই সকল বীর যোদ্ধাকে একাকী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই যজ্ঞগৃহে আসিতে পারে?

প্রপঞ্চে—মায়ায়, ছলনায়।

নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ইত্যাদি—লক্ষ্মণ দেহধারী মনুষ্য, দেহহীন বায়বীয় পদার্থ নহে; কি করিয়া সে অর্গলবদ্ধ দ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে? গৃহের দ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই আমার উপাস্য অগ্নিদেব, ভক্তের সহিত রহস্য করিবার জন্য শক্র লক্ষ্মণের রূপে আবির্ভূত হইয়াছ।

নিঃশঙ্কা—শঙ্কাহীনা; লঙ্কার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ।

শৃঙ্গনাদিগ্রাম—যুদ্ধে সৈন্যগণকে আহ্বানকারী শৃঙ্গবাদকগণ। গ্রাম সমূহার্থক শব্দ।

বিদাও—(নামধাতু)—বিদায় দাও।

সৌমিত্রি কেশরী—কেশরী শব্দটি বহুস্থলে লক্ষ্মণের স্থির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও এই সর্গে মেঘনাদ-বধ ব্যাপারে তাঁহার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এই বীরত্বসূচক বিশেষণটি নিরর্থক হইয়া উঠিয়াছে।

কৃতান্ত আমি রে তোর ইত্যাদি—পরিচয় দিবার পরও মেঘনাদ তাঁহাকে নিজের উপাস্য দেবতা বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া, লক্ষ্মণ তাঁহাকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন যে, তিনি মেঘনাদের উপাস্য দেবতা নহেন,—তিনি তাঁহার যম। কাল পূর্ণ হইলে দৃঢ় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও সর্প উঠিয়া দংশন করিতে পারে। সেইরূপ মেঘনাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই দৃঢ়ভাবে রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেও লক্ষ্মণের প্রবেশ সম্ভবপর হইয়াছে। কঠিন নিশ্ছিদ্র মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সর্পের আবির্ভাব অসম্ভাব্য ব্যাপার হইলেও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এইরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয়,—এই অপ্রস্তাবিত সাধারণ ঘটনাটি দ্বারা, মেঘনাদের মৃত্যু অবধারিত বলিয়াই, অর্গলবদ্ধদ্বার

গৃহের মধ্যে লক্ষ্মণের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে,—এই অনুক্ত বিশেষ ঘটনাটি সমর্থিত হইতেছে বলিয়া এ স্থলে **অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার**।

দেব-বলে বলী—অগ্নিদেবের কৃপায় শক্তিমান।

দেবকুলে—ইন্দ্রাদি অন্য সকল দেবতাকে।

মজিলি<মস্‌জ্‌ ধাতু—নিমগ্ন হইলি, ডুবিলি, অর্থাৎ বিপদে পড়িলি।

উলঙ্গিলা—কোষমুক্ত করিল। অবনগ্ন>ওনঙ্গ>ওলঙ্গ>উলঙ্গ—আবরণশূন্য, নগ্ন।

ভৈরবে—ভীষণ হুঙ্কারের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ।

আঁখি<অক্ষি<অক্ষি। অক্ষি শব্দে অনুনাসিক ধ্বনি না থাকিলেও প্রাকৃত 'অক্ষি' শব্দে অনুনাসিকত্বহেতু বাংলা বানানে অনুনাসিক হইয়াছে।

শক্রকরে যথা ইরম্মদময় বজ্র—ইন্দ্রের করধৃত বজ্রাগ্নি-পরিপূর্ণ বজ্রের ন্যায় লক্ষ্মণের হস্তস্থিত দৈব তরবারি প্রখর দীপ্তিতে চক্ষু ঝলসাইয়া উর্ধ্বে উত্তোলিত হইল।

মহাহবে—ভীষণ যুদ্ধে, মহা+আহব (যুদ্ধ)।

আতিথেয়-সেবা—অতিথি-সেবাপরায়ণ ব্যক্তির পরিচর্যা বা অভ্যর্থনা।

রক্ষোরিপু তুমি তবু ইত্যাদি—তুমি রাক্ষসগণের শত্রু হইলেও যখন রাক্ষস-গৃহে পদার্পণ করিয়াছ, তখন অভ্যাগতের সম্মান তোমার প্রথম প্রাপ্য।

জলদ-প্রতিম-স্বনে—মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে।

আনায় মাঝারে—ফাঁদের বা জালের মধ্যে পতিত অবস্থায়।

অবোধ—বুদ্ধিহীন; শত্রুর নিকটে অস্ত্রসজ্জিত হইবার সময়-প্রার্থনাহেতু।

ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব ইত্যাদি—মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ সংযত ও শিষ্ট চরিত্রের বৈপরীত্যহেতু লক্ষ্মণচরিত্র এই স্থলেই সর্বাপেক্ষা গ্লানিজনক হইয়া উঠিয়াছে।

"মারি অরি পারি যে কৌশলে।"

এই উক্তি ভারতীয় বীরত্বের আদর্শের সহিত একেবারেই সামঞ্জস্যযুক্ত নহে। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যে দুর্যোধনও এই জাতীয় কথা বলিয়াছে:—

"ব্যাঘ্র সনে নখদন্তে নহিক সমান,—
তাই বলি ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ,
কোন নর লজ্জা পায়? যার যাহা বল,—
তাই তার কাছে পিতঃ! যুদ্ধের সম্বল।"

কিন্তু এইরূপ উক্তি ঈর্ষ্যাপরায়ণ, খল দুর্যোধনের মুখেই মানায়; 'সৌমিত্রি কেশরীর' মুখে ইহা নিতান্তই অনুচিত ও বিসদৃশ হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের ৮৮-৯০

সর্গে মেঘনাদের সহিত সংগ্রামে লক্ষ্মণচরিত্র কিন্তু বীরত্বগৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

অভিমন্যু যথা হেরি সপ্ত শূরে—অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথ—এই সপ্তরথী একসঙ্গে আক্রমণ করিতে আসিলে, সে রথিগণের কাপুরুষোচিত আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপে তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিল, সেইরূপে।

কাকোদর—সর্প। কু অক (গমন, গতিভঙ্গি) কাক। কাক (বক্রগতিবিশিষ্ট) উদর যাহার। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে বলিয়া সর্পের নাম কাকোদর।

ধরিলা সত্বরে দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ—মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ রক্তাক্তদেহে ভূপতিত ও মূর্ছিত হইলে, তিনি তাঁহার হস্তস্থিত দৈব অসি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন।

নারিলা তুলিতে তাহায়—মায়ার প্রভাবে দৈব তরবারি এত ভারী হইয়া উঠিল যে, মেঘনাদ তাহা উত্তোলন করিতেই পারিলেন না।

যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া ইত্যাদি—হস্তী অত্যন্ত বলবান হইলেও সে যেমন শুণ্ডের সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদ লক্ষ্মণের পৃষ্ঠে আবদ্ধ তূণটি কাড়িয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইলেন।

মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !—মায়াদেবীর প্রভাবে জগতে একান্ত অসম্ভাব্য ঘটনাও সম্ভবপর হয়।

চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী—আত্মশক্তিতে একান্ত নির্ভরশীল মেঘনাদ তাঁহার কোষার আঘাতে মূর্ছিত লক্ষ্মণের দেহস্থিত সামান্য কয়েকটি অস্ত্র প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুলিতে না পারিয়া এই প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার মধ্যে একটি দৈব ষড়্‌যন্ত্র রহিয়াছে। আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, অন্য কেহ তাঁহার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিল কি না।

সচকিতে—ভয়ের বা ত্রাসের সহিত।

ধূমকেতু সম—ধূমকেতুর ন্যায় অমঙ্গলসূচক। ধূমকেতুর আবির্ভাবকে সকল দেশেই লোকে অমঙ্গলসূচক বলিয়া মনে করিত। তুলনীয়,—

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।" (কুমার, ২।৩২)

"ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।" (জয়দেব)

"And from his horrid hair
Shakes pestilence and war." (Paradise Lost, II)

এতক্ষণে ইত্যাদি—বিভীষণকে দ্বারপথে শূলহস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন যে, এতক্ষণে তিনি লক্ষ্মণের পুরপ্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

নিকষা—সুমালী রাক্ষসের কন্যা, বিশ্রবা ঋষির পত্নী, এবং রাবণ ইত্যাদির মাতা নিকষা বা কৈকসী!

শূলী শম্ভুনিভ—এই কাব্যে কুম্ভকর্ণের স্থির বিশেষণ।

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে—এতকাল লঙ্কা যে অতি তুচ্ছ শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আজ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বীর রাক্ষসগণের মাতৃভূমি লঙ্কার সেই কলঙ্ক দূর করিব।

কাতরে—বিভীষণের রামানুগত্য স্বীকাররূপ অমর্যাদাকর বাক্যে মর্মাহত হইয়া।

স্থাণুর ললাটে—মহাদেবের কপালে বা মস্তকে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি……কেবা সে অধম রাম?—এখানে মহাদেবের ললাটস্থিত চন্দ্র কখনও পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হয় না,—এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দ্বারা, মহৎ রাক্ষসকুলে জন্মিয়া বিভীষণের হীন মানব-বংশজাত রামের আনুগত্য যে অত্যন্ত অসঙ্গত ও লজ্জাজনক,—এই বিষয়টি সমর্থিত হওয়ায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার** হইয়াছে।

স্বচ্ছ সরোবরে…… শৈবালদলের ধাম?—এস্থলেও **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**।

মৃগেন্দ্র কেশরী—মৃগেন্দ্র ও কেশরী উভয় শব্দের অর্থই সিংহ। এস্থলে মৃগেন্দ্র শব্দকে পশুরাজ অর্থে গ্রহণ করিলে **পুনরুক্তি দোষ** এড়ানো যায়। তুলনীয়,—

"কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী।" (১।২০০-২০৭)

ক্ষুদ্রমতি—হীনচেতাঃ, কাপুরুষ।

সম্বোধে সংগ্রামে—যুদ্ধে আহ্বান করে।

কহ মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা—তুমি নিজে বীরবংশজাত একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা; সুতরাং লক্ষ্মণের আচরণ যে কতদূর নিন্দনীয় ও গ্লানিজনক তাহা তোমার বোঝা উচিত। প্রথম মহারথি শব্দে সম্বোধনে ইকার; দ্বিতীয়ে তৎসম শব্দের সহিত সমাসহেতু ইকার।

নাহি শিশু লঙ্কাপুরে—বীরভূমি লঙ্কার প্রবীণ বীরগণ ত দূরের কথা, এমন কি এখানকার বুদ্ধিহীন শিশুরাও জানে যে, অস্ত্রহীন শত্রুকে আক্রমণ করা একান্ত কাপুরুষের কার্য। তাহারাও লক্ষ্মণের আচরণের কথা শুনিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবে।

হেন দুর্বল মানবে—নিরস্ত্র শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র কোষার আঘাতে যে মূর্ছিত হইয়া পড়ে, এইরূপ শক্তিহীন লক্ষ্মণকে।

প্রগল্‌ভে—ধৃষ্টতার সহিত, অনুচিত সাহসের সহিত।

নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য—দৈত্য-বংশের জামাতা বলিয়া কথিত ইন্দ্রদ্বেষী মেঘনাদের মুখে উক্তিটি খুব স্বাভাবিক হয় নাই।

মহামন্ত্রবলে—সর্পবশীকরণের অব্যর্থ মন্ত্রের শক্তিতে।

মলিনবদন লাজে—মেঘনাদ তাহার বংশগৌরবের উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দেওয়ায় লজ্জায় ম্লান মুখে।

লক্ষ্যি—লক্ষ্য করিয়া, উদ্দেশ করিয়া।

নিজ কর্মদোষে—সীতার অপহরণরূপ দুষ্কার্যের জন্য।

প্রলয়ে যেমতি বসুধা ইত্যাদি—প্রলয়কালে সকল পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়া যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, লঙ্কাও সেইরূপ এই পাপ-প্লাবনে ডুবিয়া অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি—রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে আকাশে সুবৃহৎ মেঘের ক্রুদ্ধ গর্জন যেরূপ গম্ভীর শুনায়, সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে। **কোপি**—কুপিত হইয়া।

ধর্মপথগামী ইত্যাদি—বাল্মীকি বিভীষণ-চরিত্র এইরূপেই কল্পনা করিয়াছেন।

কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে শুনি ইত্যাদি—বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কারবাণীসমূহ রামায়ণ হইতে প্রায় অবিকল অনুবাদরূপে গৃহীত। তুলনীয়,—

"ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্যং ন জাতি স্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ ॥" (লঙ্কা ৮৭।১২)

রামায়ণ ও মেঘনাদবধ্ কাব্যে মেঘনাদের ভর্ৎসনার ভাষা এক হইলেও, ভর্ৎসনার ভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রামায়ণে মেঘনাদ বিভীষণকে পরম শত্রু বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন এবং 'দুর্মতি' 'ধর্মদূষণ' প্রভৃতি পরুষ বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদ কিন্তু কখনও চরিত্রের সংযম হারান নাই। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেও, চরম উত্তেজনার মধ্যেও তিনি বিভীষণকে

'তাত', 'পিতৃব্য' প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন এবং সর্বদাই নিজেকে বিভীষণের 'দাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শাস্ত্র বলে, গুণবান যদি পরজন ইত্যাদি—এটি কোন বিশেষ শাস্ত্রের বচন নহে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের রামায়ণোক্ত তিরস্কারের অনুবাদ। তুলনীয়,—

"গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥" (লঙ্কাকাণ্ড, ৮৭।১৫)

পরঃ পরঃ সদা—ছন্দের সমতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে 'পর' শব্দ দুইটির অ-কারান্ত উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ বিসর্গের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এ শিক্ষা হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?—মহৎ রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ-মর্যাদা, জ্ঞাতি-প্রীতি, ভ্রাতৃ-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ কোন রাক্ষসই একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না। বিভীষণ রাক্ষস-বংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বজাতি-বাৎসল্য প্রভৃতি গুণকে অবহেলা করার শিক্ষা কোথায় পাইলেন?

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! ইত্যাদি—বিভীষণের অরাক্ষসোচিত নিন্দনীয় স্বভাবের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে করিতে মেঘনাদের হঠাৎ মনে পড়িল যে, রাক্ষসরাজ-সভা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি তিনি হীনমতিগতিবিশিষ্ট রামের সংসর্গে রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার চরিত্রের অবনতি অপরিহার্য; সুতরাং সংসর্গজ চরিত্রের হীনতা কোন ভৎর্সনাতেই দূর হইবে না বলিয়া ভৎর্সনা করা বৃথা। রামায়ণেও মেঘনাদ বলিয়াছে:—

"ক্ব চ স্বজন-সংবাসঃ ক্ব চ নীচ-পরাশ্রয়ঃ॥" (লঙ্কাকাণ্ড, ৮৭।১৫)

নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে চরিত্রের অবনতি ঘটে,—এই সাধারণ সত্যটির উল্লেখ দ্বারা, নীচ রামের সংস্পর্শে আগত বিভীষণের নীচত্ব-লাভরূপ বিশেষ ব্যাপারটি সমর্থিত হইতেছে বলিয়া এখানে **অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার** হইয়াছে।

হেথায়—ইত্যবসরে; মেঘনাদ ও বিভীষণের বাদ-প্রতিবাদ কালের মধ্যে।

সন্ধানি—(অসমাপিকা ক্রিয়া) সন্ধান অর্থাৎ ধনুতে শর যোজনা করিয়া।

তিতিয়া—সিক্ত করিয়া, ভিজাইয়া। (পদ্যে প্রযুক্ত)

অধীর ব্যথায় রথী সাপটি সত্বরে ইত্যাদি—দুঃশাসন প্রভৃতি সপ্তরথি-কর্তৃক একযোগে আক্রান্ত হইয়া অস্ত্রহীন হইলে, অভিমন্যু আত্মরক্ষার জন্য ভগ্ন রথের বিভিন্ন অংশ, ভগ্ন ও অব্যবহার্য তরবারি, ছিন্নভিন্ন ঢাল এবং বিদীর্ণ বর্ম প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের সামনে পাইয়াছিলেন, তাহাই যেমন শত্রুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,—সেইরূপ লক্ষ্মণ কর্তৃক মুহুর্মুহুঃ নিক্ষিপ্ত শরে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ মেঘনাদও যন্ত্রণায় অস্থির

হইয়া, অস্ত্রের অভাবে পূজার উপচার শঙ্খ, ঘণ্টা, পুষ্পপাত্রাদি যাহা পাইলেন তাহাই তুলিয়া লইয়া, ক্রুদ্ধভাবে লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মায়াময়ী মায়া বাহু প্রসরণে ইত্যাদি—মাতা যে ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রিত শিশুসন্তানের দেহ হইতে মশক তাড়াইয়া দেন, সেইরূপ লক্ষ্মণের প্রতি মেঘনাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বস্তুগুলিকে মায়াদেবী তাঁহার অদৃশ্য হস্ত সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্থ সর্গে মেনেলাসের প্রতি প্যাণ্ডরাস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর মিনার্ভা দেবী ব্যর্থ করেন। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :—

Pallas assists, and (weaken'd in its force)
Diverts the weapon from its destin'd course:
So from her babe, when slumber seals his eye,
The watchful mother wafts th' envenom'd fly.

(Iliad, IV, 160-63)

দেবদেবীগণ কর্তৃক শত্রুর আক্রমণ হইতে স্ব স্ব ভক্তকে রক্ষা করা ইলিয়ড কাব্যে একটি সাধারণ ব্যাপার। ৩য় সর্গে উক্ত হইয়াছে যে, পারিসের প্রতি মেনেলাউসের নিক্ষিপ্ত শর আফ্রোদিতি বা ভেনাস্ ব্যর্থ করেন; এবং ২০শ সর্গে উক্ত হইয়াছে যে, হেক্টরের প্রতি একিলিসের নিক্ষিপ্ত বর্শা এপোলো ব্যর্থ করেন।

সরোষে রাবণি ধাইলা লক্ষ্মণ পানে ইত্যাদি—আক্রমণকারী ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে সিংহ যেমন ভীষণ গর্জন করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, শস্ত্রনিক্ষেপকারী লক্ষ্মণের প্রতি নিজের নিক্ষিপ্ত সকল বস্তুই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে দেখিয়া, প্রচণ্ড আক্রোশে মেঘনাদ অবশেষে তাঁহার প্রতি সেই সিংহের মতই ভীমগর্জনে ধাবিত হইলেন।

মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে ইত্যাদি—লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত মেঘনাদ মায়াদেবীর কৌশলে নিজের চারিপাশে মহিষারূঢ় যমকে, শূলধারী রুদ্রকে এবং শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে এবং স্বর্গীয় বিমানযানে অবস্থিত অন্যান্য দেবগণকে দেখিতে পাইলেন। আসন্ন মৃত্যুকালে যমের দর্শনলাভ কিংবা অন্যান্য বিভীষিকা দর্শন অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু শিবভক্ত রাক্ষসবীরের নিকট শিব অরিষ্টরূপে কেন আবির্ভূত হইবেন তাহা বুঝা যায় না। হয়ত, কবি শিবের প্রলয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তিকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। মেঘনাদবধ ব্যাপারে এই সব অলৌকিক ঘটনার অবতারণা তাঁহার বীরত্বকে অসামান্যতা দান করিয়াছে।

শঙ্খ, চক্র, গদা চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ—বিষ্ণুর চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধৃত। এস্থলে পদ্ম কি ছন্দের অনুরোধেই পরিত্যক্ত হইয়াছে? **চ্যুত সংস্কৃতি দোষ।**

নিষ্কল—বীর্যহীন, শক্তিহীন। 'কলাধর' অর্থাৎ চন্দ্রপক্ষে নিষ্কল শব্দের অর্থ কলারহিত অর্থাৎ জ্যোতির্হীন।

ঝলসিলা ফলক-আলোকে নয়ন—দৈব তরবারির অত্যুজ্জ্বল ফলকের দীপ্তিতে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। ফলক শব্দটি মধুসূদন অধিকাংশ স্থলে ঢাল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু এখানে 'অসি-ফলক' অর্থাৎ তরবারির ফলা বা পাত অর্থ হইবে।

হায়রে অন্ধ অরিন্দম বলী ইত্যাদি—শত্রুজয়ী শক্তিমান বীর মেঘনাদ দৈবাস্ত্রের প্রখর দীপ্তিতে অন্ধ হওয়ায় মৃত্যুকালে শত্রুর আঘাত এড়াইবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতে না পারিয়া রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পতিত হইলেন। দৈবের বিরুদ্ধে কোন শক্তিই দাঁড়াইতে পারে না, এই যে সত্যটি মেঘনাদবধ কাব্যে কবি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রজয়ী বীর মেঘনাদের অসহায় পশুবৎ নিধনের ভিতর দিয়া অতি করুণ ও চমৎকার ভাবে ইঙ্গিত হইয়াছে।

থর থরি কাঁপিলা বসুধা ইত্যাদি—ইন্দ্রপাত হইলে সমস্ত বিশ্বে একটা আলোড়ন ও বিক্ষোভ ঘটে; ইন্দ্রজিতের পতনে উহা আরও প্রচণ্ড হইবার কথা।

কর্বুরপতি—রাক্ষসরাজ রাবণ।

সহসা পড়িল কনক মুকুট খসি—কারণ, তাঁহার শেষ অবলম্বন মেঘনাদের মৃত্যুতে তাঁহার বিনাশও আসন্ন।

সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে—কারণ রাবণ শিবভক্ত ছিলেন। **বৃত্তানুপ্রাস অলঙ্কার।** কারণ 'শ' (স) ও 'ঙ্ক' ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে।

বামেতর নয়ন—বাম ভিন্ন অন্যটি, অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বাম চক্ষু স্পন্দিত হওয়া অমঙ্গলের লক্ষণ।

আত্মবিস্মৃতিতে হায়, অকস্মাৎ সতী ইত্যাদি—প্রমীলা কপালে হাত দিতে যাইয়া অন্যমনস্কভাবে সাধব্যের চিহ্ন সিন্দূরের ফোঁটাটি স্বহস্তে মুছিয়া ফেলিলেন।

মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচম্বিতে—সন্তান যতদূরে যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার বিপদ মাতার নির্জ্জন মন জানিতে পারে। যজ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাতা মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের কক্ষে কোন কারণ ব্যতিরেকে অকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মধুপুরে<মথুরাপুরে।

অসুরারি রিপু—অসুরগণের শত্রু ইন্দ্র ; তাঁহার শত্রু মেঘনাদ।

পরুষ বচনে—তীব্র কঠোর বাক্যে।

রাবণ-নন্দন আমি না ডরি শমনে! ইত্যাদি—বীর রাবণের পুত্র আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু দৈত্য-বিজয়ী ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তোর মত কাপুরুষ তুচ্ছ মানবের হস্তে যে আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল, মৃত্যুযন্ত্রণাপেক্ষাও এই ক্ষোভ আমার মনকে বেশী পীড়িত করিতেছে।

বারতা<বার্তা—সংবাদ।

পশিবে সে দেশে রাজরোষ—গভীর সমুদ্র-গর্ভে জলের মধ্যে যাইয়া আত্ম-গোপন করিলেও রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধ সেখানেও তোকে অনুসরণ করিবে।

বাড়বাগ্নি-রাশি সম তেজে—বাড়বাগ্নি যেমন জলে নির্বাপিত হয় না, সেইরূপ রাবণের ক্রোধাগ্নিও সমুদ্রজলে নির্বাপিত হইবে না।

ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক ঊর্ব ঋষির মাতা লাঞ্ছিতা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া ঊর্ব নিজের তপস্যাগ্নিতে সৃষ্টি ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতৃগণ সৃষ্টি-ধ্বংস করিতে নিষেধ করিলে, ঊর্ব তপস্যার তেজঃ সমুদ্রে বিসর্জন করেন। সেই তপস্যাগ্নি বড়বা অর্থাৎ ঘোটকীর আকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্র-জলে বিচরণ করে বলিয়া তাহার নাম বড়বানল বা বাড়বাগ্নি।

দাবাগ্নি—দাবে (বনে) প্রজ্বলিত অগ্নি ; অথবা দাবদাহক অগ্নি। মধ্যপদলোপী সমাস।

কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে কলঙ্কি!—ইষ্টপূজায় রত শত্রুর গৃহে গোপনে আগমন করিয়া, নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করার কলঙ্ক লক্ষ্মণের কখনও ঘুচিবে না।

চিরানন্দ—মেঘনাদের জীবনের স্থির আনন্দস্বরূপ। চিরানন্দ শব্দটিকে বিধেয় বিশেষ্য রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

লোহ—রক্ত।

লঙ্কার পঙ্কজরবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যসদৃশ। মেঘনাদের স্থির বিশেষণ রূপে কবি বহুবার কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দটির সমাসবাক্য গঠন স্বাভাবিক হয় নাই। "লঙ্কাপঙ্কজের রবি" অথবা "লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি" শুদ্ধতর প্রয়োগ হইত। আসত্তি বা সম্বন্ধ অনুসারে প্রথমে লঙ্কার সহিত পঙ্কজের রূপক কর্মধারয় সমাস না করিয়া পঙ্কজের সহিত রবির সমাস সমর্থনীয় নহে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অর্থবোধ হইলে এরূপ সমাসের বিধি সংস্কৃত ব্যাকরণেও (সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ) আছে।

নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি শান্তরশ্মি—প্রাণশূন্য হইলে বীর্য ও তেজঃপূর্ণ মেঘনাদের দেহ নির্বাপিত অগ্নির মত, অথবা প্রশমিততেজঃ অস্তায়মান সূর্যের মত ম্লান হইয়া গেল। তুলনীয়,—

"শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।" (লঙ্কাকাণ্ড, ৯১।৮৩)

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে—রামচন্দ্রের অনুগত হইলেও, বীর ভ্রাতৃপুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে বিভীষণ শোকার্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, তিনিই যে অস্ত্রাগারে যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া মেঘনাদের মৃত্যুসংঘটনে সাহায্য করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার প্রবল অনুতাপ হইল। রামায়ণেও বিভীষণ বলিয়াছেন যে, তিনি মেঘনাদকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেও সে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে।

"হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।" (লঙ্কাকাণ্ড, ৯০।১৮)

সুপট্ট-শয়নশায়ী—পট্টবস্ত্রে প্রস্তুত অতি কোমল ও সুখস্পর্শ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত।

কি বিরাগে—কোন্ দুঃখে।

সুরবালা-গ্লানি-রূপে দিতিসুতা যত কিঙ্করী—প্রমীলার সুন্দরী অনুচরীগণ, যাহাদের রূপ দেবকন্যাগণের রূপ-খ্যাতিকেও মলিন করিয়াছে।

খুলিব এখনি তব অনুরোধে দ্বার ইত্যাদি—বিপন্ন মেঘনাদের একান্ত কাকুতি-মিনতিতেও বিভীষণ দ্বার মুক্ত করেন নাই বলিয়া, বীর ভ্রাতৃপুত্রের মৃত্যুতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন যে, এখনই তিনি দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন; মেঘনাদ অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র আনিয়া শত্রু ধ্বংস করিয়া লঙ্কার কলঙ্ক দূর করুন।

হে কর্বুরকুলগর্ব.....পড়ি হে ভূতলে?—মধ্যাহ্নকালে সূর্য পরিপূর্ণ তেজঃ ও আলোক বিকিরণকালে কখনও অস্ত যান না; সেইরূপ পরিপূর্ণ যৌবন ও যশঃ ভোগ করিবার কালে অসময়ে মেঘনাদের জীবনান্ত হওয়াও উচিত নয়। এস্থলে মধ্যাহ্নকালীন প্রদীপ্ত সূর্য উপমান, পরিপূর্ণ যৌবনবিশিষ্ট তেজস্বী মেঘনাদ উপমেয় এবং উভয়ের সাধারণ ধর্ম অসময়ে অন্তর্ধান; দুইটি উক্তি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে প্রকাশিত এবং তুলনাবাচক যথা প্রভৃতি কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার** হইয়াছে।

রক্ষঃ-অনীকিনী—সুবৃহৎ রাক্ষস সেনাদল। অনীকিনী অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী ২১৮৭০ সৈন্য সংখ্যাবিশিষ্ট বৃহৎ সেনাদলের নাম। বাঙ্গালা ভাষায় সর্বত্রই অনীকিনী সাধারণ সৈন্যদল অর্থে প্রযুক্ত হয়।

শোকী—শোকার্ত (অপ্রচলিত)।

বৃথা খেদে—অর্থহীন বিলাপে ; কারণ ইহাতে মেঘনাদ পুনর্জীবন লাভ করিবে না।

অপরাধ নহে তোমার—বিভীষণের মনের অনুতাপ ও গ্লানি দূর করিবার জন্য লক্ষ্মণ বলিতেছেন যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই মেঘনাদের মত পরাক্রমশালী বীর তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে ; ইহাতে বিভীষণের কোন দায়িত্ব বা অপরাধ নাই।

চিন্তাকুল চিন্তামণি—লক্ষ্মণের নিকট ইষ্টদেবের ন্যায় আরাধ্য দুশ্চিন্তামগ্ন রামচন্দ্র। লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় প্রেরণকালে রামের মনের দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা সর্গের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

চিন্তামণি—অভীষ্টপূরণক্ষম মণি, ভগবান্। এস্থলে, লক্ষ্মণের নিকট ঈশ্বরতুল্য পূজনীয় রামচন্দ্র।

বাজিছে মঙ্গলবাদ্য ইত্যাদি—মেঘনাদের নিধন যে দেবগণের একান্ত অভিপ্রেত ছিল, এবং দিব্য বাদ্যধ্বনির দ্বারা তাঁহারা যে মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন, তৎপ্রতি ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিতেছেন।

স্বপনে যেমনি মনোহর—স্বপ্নের মধ্যে শ্রুত মধুর ধ্বনিকে যেরূপ মধুরতর মনে হয় সেইরূপ মধুর বাদ্যধ্বনি।

ভীমা—ভীষণা ব্যাঘ্রী।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র ইত্যাদি—পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিশীথে গোপনে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবভ্রমে দ্রৌপদীর সুপ্ত পঞ্চপুত্রকে বধ করিয়া যেরূপ আনন্দ ও ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত দুর্যোধনের নিকটে দ্রুত প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেইভাবে।

মনোরথ গতি—মানুষের ইচ্ছা বা চিন্তার ন্যায় দ্রুত গতিতে ; ইংরেজী 'Quick as thought'-এর অনুকরণে।

হরষে তরাসে ব্যগ্র—শত্রুনিধনের জন্য হর্ষ এবং পাণ্ডবপক্ষীয়গণের হস্তে ধৃত হইবার সম্ভাবনায় ত্রাস।

যথা—যে স্থলে, দ্বৈপায়ন হ্রদে।

দুর্যোধন যথা ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে—ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হইবার পর, দুর্যোধন পাণ্ডবগণের নিকট পরাজিত হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

করপুটে—যুক্তকরে, কৃতাঞ্জলি হইয়া।

অবতংস—কর্ণ বা মস্তকের ভূষণ।

শক্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ।

লভিনু সীতায় আজি ইত্যাদি—দুর্দান্ত মেঘনাদ নিহত হওয়ায় রাবণ অবিলম্বেই নিহত হইবে,—সুতরাং সীতারও উদ্ধার প্রত্যাসন্ন ও অবধারিত।

রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে—রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া তুমি রঘুকুলের প্রমূর্ত কল্যাণ-স্বরূপ।

গ্রহরাজ দিননাথ যথা ইত্যাদি—গ্রহগণের মধ্যে যেরূপ সূর্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মিত্রগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ।

বৃষ্টিলা—(নামধাতু) বর্ষণ করিল ; কবিতায় সাধারণ প্রয়োগে 'বর্ষিল'।

আতঙ্কে কনকলঙ্কা জাগিল সে রবে—মেঘনাদবধের পর লক্ষ্মণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রামচন্দ্রের সৈন্যগণ 'জয় সীতাপতি জয়' বলিয়া যে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, সেই শব্দে লঙ্কার অধিবাসিগণ ভীত সন্ত্রস্তভাবে জাগিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ অতি প্রত্যূষে নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে নিহত করেন, ইহাই কবির বাচ্য। কিন্তু ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার রাজপথের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে লঙ্কার অধিবাসীরা ইতিপূর্বেই বহুসংখ্যায় রাজপথে চলাচল করিতেছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় (৩৬০-৩৯৬ পংক্তি)। সুতরাং যাহারা বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে তাহারাই রামসৈন্যের জয়ধ্বনিতে চমকিত হইয়া জাগ্রত হইল, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সপ্তম সর্গের আরম্ভও হইয়াছে,—"উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে"—এই বর্ণনা দ্বারা।

বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ—এই সর্গটিতে মেঘনাদের নিধন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সর্গের নাম 'বধ' রাখা হইয়াছে।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

সপ্তম সর্গ

সপ্তম সর্গে বর্ণিত মূল ঘটনাটি হইতেছে,—মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রাবণের ক্রোধ, এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ রাবণের সহিত যুদ্ধে শক্তিশেলাহত হইয়া লক্ষ্মণের পতন। এই মূল ঘটনাটি রামায়ণ হইতে গৃহীত। কিন্তু রাবণের শোকে মহাদেবের সমবেদনা; বীরভদ্রকে দূতরূপে লঙ্কায় প্রেরণ এবং রাবণকে রুদ্রতেজ দান; রাবণের সৈন্যসজ্জাদর্শনে উদ্বিগ্না লক্ষ্মীদেবীর স্বর্গে গমন এবং ইন্দ্রকে রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য অনুরোধ; দেবতাগণের, রাক্ষসগণের ও রামচন্দ্রের সৈন্যসজ্জাদর্শনে ভীতা পৃথিবীর বৈকুণ্ঠে গমন এবং তাঁহার প্রার্থনায় বিষ্ণুর দেবতেজঃ হরণের জন্য গরুড়কে মর্ত্যে প্রেরণ; দেবগণের সহিত রাবণের সম্মুখ সমর এবং রাবণ-হস্তে সকলের পরাজয়,—এই সকল ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত এবং কবির স্বকপোল-কল্পিত। এই সর্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য সর্গের মত এই সর্গে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবও খুব বেশি পরিমাণে প্রতিফলিত হয় নাই।

কাব্যে বর্ণিত কালের বিচার—মেঘনাদবধকাব্যের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে বর্ণিত ঘটনা বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবসে সংঘটিত হইয়াছে। মায়াদেবীর কৃপায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালায় বিভীষণের সহিত অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করিয়া রামচন্দ্রের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করার পর সূর্যোদয় হইল। পঞ্চম সর্গেব শেষে বলা হইয়াছে যে, অতি প্রত্যূষে মেঘনাদকে প্রমীলা যজ্ঞশালার পথে বিদায় দিয়া মন্দোদরীর প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্বল্প অবকাশটুকুর মধ্যেই এই কাব্যে বর্ণিত ঘটনার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে,—লক্ষ্মণের হস্তে মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন। পঞ্চম সর্গে বর্ণিত শেষরাত্রে লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শনের পর হইতে ৬ষ্ঠ সর্গের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ অতিদ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শন হইতে মেঘনাদবধের পর লক্ষ্মণের রামশিবিরে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমগ্র ঘটনাবলীর বিস্তৃতিকাল দুই তিন ঘণ্টার অধিক হইতে পারে না।

বিষয়-সংক্ষেপ :—মেঘনাদ নিহত হইবার পর সূর্যোদয় হইল। প্রমীলা প্রাতঃস্নান করিয়া বেশভূষা ধারণ করিতে যাইয়া নানা দুর্নিমিত্ত দর্শনে তাঁহার সখী বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অলঙ্কার ধারণ করিতে যাইয়া তিনি আজ দেহে ব্যথা অনুভব করিতেছেন কেন; কেনই বা তিনি লঙ্কাপুরে অদৃশ্য ক্রন্দন শব্দ শুনিতেছেন? তাঁহার দক্ষিণ-চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে এবং মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। তিনি বাসন্তীকে

অনুরোধ করিলেন, সে যেন যজ্ঞশালায় যাইয়া তাঁহার দোহাই দিয়া আজ মেঘনাদকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া আসে।

বাসন্তীও ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিল যে, লঙ্কাবাসিগণের ক্রন্দনের কারণ কি তাহা তাহার অজ্ঞাত। শিবালয়ে মন্দোদরী যেখানে শিবপূজায় রত সেইস্থানে যাইবার প্রস্তাব সে করিল; কারণ রাজপথ তখন রণমত্ত সেনাদল দ্বারা পূর্ণ হওয়ায়, একাকিনী তাহার পক্ষে দূরস্থিত যজ্ঞশালায় যাওয়া সম্ভবপর নহে। তখন উভয়ে মন্দোদরীর নিকটে যাত্রা করিলেন।

এদিকে কৈলাসে শিব বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীকে বলিলেন যে, দেবীর মনোরম পূর্ণ হইয়াছে;—মায়ার সহায়তায় লক্ষ্মণ যজ্ঞশালায় মেঘনাদকে নিহত করিয়াছে। ভক্ত রাবণের দুঃখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি রুদ্রতেজঃ দান না করিলে পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাত রাবণ সহ্য করিতে পারিবে না। দেবীর অনুরোধে তিনি ইন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—এক্ষণে তিনি ভক্ত রাবণকে কিছু অনুগ্রহ করিতে চান। প্রত্যুত্তরে দেবী বলিলেন যে, শিব যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন; কেবল এইটুকু যেন তিনি স্মরণ রাখেন যে, রামও দেবীর ভক্ত। রামের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে।

শিব তখন তাঁহার অনুচর বীরভদ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, যজ্ঞশালায় মেঘনাদ নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ কেহ রাবণকে দিতে সাহস করিতেছে না। মেঘনাদ যে কি ভাবে নিহত হইল তাহাও রাক্ষসেরা কেহ জানে না। বীরভদ্র যেন রাক্ষস-দূতের বেশে রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিয়া এই সংবাদ জানাইয়া আসেন।

শিবের আদেশে বীরভদ্র আকাশ-পথে যাত্রা করিলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালায় যাইয়া নিহত মেঘনাদের দেহ দর্শন করিলেন। তার পর তিনি রাবণের রাজসভায় রাক্ষস দূতের বেশে প্রবেশ করিয়া, মনে মনে রাবণকে আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। দূতের শোকার্তভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া রাবণ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন যে, সে ত আর রামের ভৃত্য নহে; তবে আজ তাহার মুখ ম্লান কেন? আজ মেঘনাদ যখন যুদ্ধে গমন করিয়াছে, তখন কোন অমঙ্গলবার্তা শ্রবণ অসম্ভব। ইতিমধ্যেই মেঘনাদের হস্তে যদি রামের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে সে শুভসংবাদ পাইলে তিনি দূতকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। ছদ্মবেশী বীরভদ্র উত্তর করিলেন যে, তিনি অমঙ্গলবার্তাই আনিয়াছেন। সংবাদ বলিবার পূর্বে তিনি রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন। রাবণ বলিলেন যে, জগতে

শুভাশুভ ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়; তিনি অভয় দিতেছেন,—দূত তাহার সংবাদ নিবেদন করুক। ছদ্মবেশী বীরভদ্র তখন সংবাদ দিলেন যে, মেঘনাদ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।

এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া রাবণ সিংহাসন হইতে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মন্ত্রিগণ হাহাকার শব্দে রাবণকে বেষ্টন করিলেন। ইত্যবসরে বীরভদ্র রাবণের মধ্যে রুদ্রতেজঃ সঞ্চারিত করিয়া দিলে, রাবণ সহসা চেতনা ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বসিয়া, কে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছে তাহা জানিতে চাহিলেন।

ছদ্মবেশী বীরভদ্র বলিলেন যে, ছদ্মবেশে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে পাপিষ্ঠ লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছে। তাহার দেহ যজ্ঞশালায় পতিত রহিয়াছে। যে পাপিষ্ঠ পুত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া রাবণ যেন লঙ্কাবাসীর শোক দূর করেন। এই কথা বলিয়াই বীরভদ্র স্বরূপ ধারণপূর্বক অদৃশ্য হইলেন। দেবদূতের আবির্ভাবহেতু সভা দিব্যগন্ধে পূর্ণ হইল। দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত বীরভদ্রের পৃষ্ঠবিলম্বী দীর্ঘ জটা এবং ত্রিশূলের ছায়া দেখিতে পাইয়া রাবণ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন যে, এতদিনে কি শিব ভক্তের কথা মনে করিয়াছেন? কিন্তু এখন সর্বাগ্রে তিনি শিবের আদেশ পালন করিবেন,—পরে তাঁহার সকল দুঃখের কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিবেন।

রুদ্রতেজে পূর্ণ রাবণ তখনই সৈন্যগণকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। সভাস্থলে রণদামামা বাজিয়া উঠিল; রাক্ষসবাহিনী তৎক্ষণাৎ চতুরঙ্গ বলে সজ্জিত হইয়া দলে দলে বহির্গত হইল। তাহাদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের ভীষণ রণ-হুঙ্কার পর্বতসমূহে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

চারিদিকে হঠাৎ প্রচণ্ড আলোড়নে রাম চমকিত হইয়া বিভীষণকে এই অকাল-প্রলয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিভীষণ ভয়ে বিবর্ণমুখে বলিলেন যে, এগুলি প্রলয়ের চিহ্ন নহে,—রাবণ পুত্রশোকে আকুল হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করায় পৃথিবী এইরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রাম এক্ষণে লক্ষ্মণকে এবং অন্যান্য বীর সেনানীকে কিভাবে রক্ষা করিবেন তাহার চিন্তা করুন। রাম তখন সেনাপতিগণকে আহ্বান করার জন্য বিভীষণকে অনুরোধ করিলেন।

বিভীষণ শৃঙ্গধ্বনি করিলে সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, হনূমান, জম্বুবান, শরভ, গবাক্ষ, রক্তাক্ষ প্রভৃতি রামের সেনানায়কগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্ভাষণ জানাইয়া রাবণের যুদ্ধোদ্যমের সংবাদ বলিলেন এবং তাঁহাদের সকলকে অবিলম্বে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া লঙ্কার হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর রাবণকে

বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইলেন। সেনানীগণের প্রতিনিধিরূপে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁহারা প্রাণপণে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। সুগ্রীবের বীরবাক্যশ্রবণে রামসৈন্য 'জয় রাম' রবে গর্জন করিয়া উঠিল এবং লঙ্কার রাক্ষসসৈন্য তাহা শুনিয়া প্রতিগর্জন করিল।

যেখানে লক্ষ্মীদেবী স্বমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে এই গর্জন-ধ্বনি প্রবেশ করিলে তিনি চমকিত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, দলে দলে রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতেছে। লক্ষ্মীদেবী তখনই স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন।

স্বর্গে ইন্দ্রসভায় তখন আনন্দের লহরী খেলিতেছে। লক্ষ্মীদেবীকে উপস্থিত দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই আজ মেঘনাদের মৃত্যু হওয়ায় ইন্দ্র এখন নিঃশঙ্ক। লক্ষ্মীদেবী উত্তর করিলেন যে, মেঘনাদ নিহত হইয়াছে বটে, কিন্তু পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ রাবণ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়া ইন্দ্রের মহোপকার করিয়াছে। এখন লক্ষ্মণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ইন্দ্রের করা উচিত। ইন্দ্র স্বর্গের উত্তর প্রান্তে রণসজ্জায় সজ্জিত দেবসৈন্য দেখাইয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন যে, মেঘনাদ নিহত হওয়ায় এখন আর তিনি রাবণকে ভয় করেন না,—রাবণ যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে দেবতারা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। লক্ষ্মীদেবী তখন যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত, কাতারে কাতারে অসংখ্য দেবসৈন্যের সমাবেশ দেখিলেন। কিন্তু সৈন্যদলের মধ্যে বায়ুদেব প্রভৃতি দিক্‌পালকে না দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্র বলিলেন যে, আসন্ন যুদ্ধের ভীষণতার কথা মনে করিয়া তিনি দিক্‌পালগণকে স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন। ইন্দ্রের রণসজ্জা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীদেবী লঙ্কায় স্বমন্দিরে ফিরিয়া রাক্ষসগণের দুঃখে বিষণ্ণবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাবণ যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাণী মন্দোদরী আসিয়া রাবণের পদতলে শোকার্তভাবে লুণ্ঠিত হইলেন। রাবণ সযত্নে মহিষীকে তুলিয়া বলিলেন যে, এখন তাঁহাদের উভয়ের প্রতি ভগবান বিরূপ। এখনও যে তিনি বাঁচিয়া রহিয়াছেন সে কেবল পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রাকালে শোকাশ্রু দ্বারা মন্দোদরী যেন তাঁহার ক্রোধাগ্নিকে নির্বাপিত না করেন। শত্রু বধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা সারা জীবন ধরিয়া পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিবেন।

সখীগণ রাণীকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাবণ ক্রোধভরে বাহিরে আসিয়া সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এতকাল পর্যন্ত যাহার পরাক্রমে

রাক্ষসসৈন্য সর্বত্র জয়লাভ করিয়াছে, সেই বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে লক্ষ্মণ চোরের ন্যায় যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করিয়াছে। তিনি এতকাল পুত্রনির্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার বীরত্বেই রাক্ষসবংশ জগতে এখন সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এতদিনের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। তিনি এখন আর বিলাপ করিবেন না। আজ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কপটসমরী লক্ষ্মণকে বধ করিবেন এবং তাহা করিতে না পারেন ত আর লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিবেন না;—এই তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা। তিনি মেঘনাদের কথা স্মরণ করিয়া সৈন্যগণকে রণস্থলে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। রাবণের বাক্য শুনিয়া রাক্ষসসৈন্য ক্রোধে ক্ষোভে গর্জন করিয়া উঠিল। রাক্ষসসৈন্যের গর্জন শুনিয়া রামসৈন্যও বিকট গর্জন করিল এবং স্বর্গে ইন্দ্রও ক্রোধে রণহুঙ্কার ছাড়িলেন। রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি ক্রোধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দেব-নর-রাক্ষস, তিনটি সৈন্যদলের হুঙ্কারে ও রণোন্মাদনায় পৃথিবীতে প্রলয় আসন্ন হইল।

আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে ভীতা পৃথ্বী বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, লঙ্কায় রাবণ, রাম এবং ইন্দ্র একসঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন,—সর্বজ্ঞ বিষ্ণু ইহা নিশ্চয়ই জানেন। যুধ্যমান এই তিন বীর অবিলম্বে যখন কাল যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, তখন তাহার ভীষণ বেগ তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। বিষ্ণু লঙ্কার দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাবণসৈন্য, রঘুসৈন্য এবং দেবসৈন্য যুদ্ধের জন্য সমবেত হইতেছে এবং তাহাদের ভীষণ গর্জনে সমস্ত জগৎ সন্ত্রস্ত। তিনি ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, সত্যই পৃথ্বীদেবীর বিপদ উপস্থিত, কারণ শিব রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে বিষ্ণুর কিছু করিবার নাই,—তিনি পৃথ্বীকে শিবের নিকটে যাইতে উপদেশ দিলেন। পৃথ্বী বলিলেন, যে রুদ্রের কার্যই হইতেছে জগতের ধ্বংসসাধন। বিষ্ণু তাঁহার রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর কে করিবে? বিষ্ণু তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে, দেববীর্য হরণ করিয়া তিনি সংগ্রামের ভীষণতা কমাইয়া পৃথ্বীর ভার লাঘব করিবেন; রাবণ রুদ্রতেজে বলবান বলিয়া ইন্দ্র কিছুতেই লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

বিষ্ণুর আশ্বাসে পৃথিবী সন্তুষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু গরুড়কে ডাকিয়া রণক্ষেত্রে উড্ডীন হইয়া দেবতেজঃ হরণ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে লঙ্কার চারি দ্বার দিয়া দলে দলে রাক্ষসসৈন্য ভীষণ গর্জন করিতে করিতে

বহির্গত হইল। রঘু-সৈন্য তাহাদের দেখিয়া প্রতিগর্জন করিয়া উঠিল। ইন্দ্রাদি দেবগণও স্ব স্ব বাহনে রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফলে তিনি এই বিপদের সময়ে দেবরাজের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্র রামকে বলিলেন যে, রাম চিরকালই দেবকুলপ্রিয়। দেবদত্ত রথে আরোহণ করিয়া তিনি পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করুন। দেবগণ সীতাকে উদ্ধার করিয়া আজ রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন।

অনন্তর দেবতা ও মানবের সম্মিলিত শক্তির সহিত রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শঙ্খ ও ধনুকের নির্ঘোষে কর্ণ বধির হইল; আকাশ তীরজালে আচ্ছন্ন হইল; অসংখ্য রাক্ষস ও মানুষ সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব রণক্ষেত্রে পতিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্র ভীষণ কোলাহলে পূর্ণ হইল। চামরের সহিত চিত্ররথের, উদগ্রের সহিত সুগ্রীবের, বাস্কলের সহিত অঙ্গদের, অসিলোমার সহিত শরভের, বিড়ালাক্ষের সহিত হনূমানের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম ও লক্ষ্মণ দ্বিতীয় ইন্দ্র ও কার্তিকের ন্যায় রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্র অপূর্ব ব্যূহ রচনা করিলেন।

রাবণ পুষ্পকরথে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, মানুষ আজ আর একা যুদ্ধ করিতেছে না; দেবসৈন্য রামসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছে। আজ ইন্দ্রজিৎ নিহত শুনিয়া ইন্দ্র লঙ্কায় আগমন করিয়াছে! তিনি সারথিকে ইন্দ্রের অভিমুখে রথচালনা করিতে বলিলেন। রাবণকে আসিতে দেখিয়া রঘুসৈন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাবণ অনায়াসে ইন্দ্রের রচিত ব্যূহ ভেদ করিলে কার্তিক আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন। রাবণ তাঁহাকে বলিলেন, যে, শঙ্কর-শঙ্করীর ভক্ত রাবণের শত্রুদলের মধ্যে তিনি কেন রহিয়াছেন? নরাধম রামকে তিনি কেন সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছে;—তিনি কপট যোদ্ধা লক্ষ্মণকে বধ করিবেন; কার্তিক তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিন। কার্তিক উত্তর দিলেন যে, দেবরাজের আদেশে তিনি লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবেন; রাবণ বাহুবলে কার্তিককে পরাস্ত না করিয়া নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন না। রুদ্রতেজে পূর্ণ রাবণ সক্রোধে কার্তিককে তীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধ করিতে থাকিলে, কৈলাসে দেবী বিজয়াকে ডাকিয়া বলিলেন যে, রাবণ নির্দয়ভাবে কার্তিককে শরবিদ্ধ করিতেছে। এদিকে রাবণ রুদ্রতেজে পূর্ণ, অন্যদিকে গরুড় অলক্ষিতভাবে দেবতেজঃ হরণ করিতেছে। কার্তিককে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিবার কথা বলিবার জন্য তিনি বিজয়াকে রণক্ষেত্রে পাঠাইলেন। বিজয়া অদৃশ্যভাবে কার্তিককে মাতার আদেশ জানাইলে কার্তিক যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তখন রাবণ বিনা বাধায় ইন্দ্রের দিকে

ধাবিত হইলেন। গন্ধর্ব ও নরসৈন্য রাবণকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রাবণের ভীষণ হুঙ্কারে ভীত হইয়া সকলে পলায়ন করিল। রাবণ তীব্র বিদ্রূপ করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, "যার ভয়ে এতকাল তুমি কম্পমান ছিলে, সে আজ তোমারই চক্রান্তে অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শুনিয়া তুমি লঙ্কায় আসিয়াছ! তুমি অমর; নতুবা আজ তোমাকে বধ করিয়া মনের খেদ মিটাইতাম। কিন্তু আজ তুমি কিছুতেই লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে পারিবে না।" ইহা বলিয়া রাবণ গদাহস্তে রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। ইন্দ্র বজ্র ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু গরুড় দেবতেজঃ হরণ করায় তিনি বজ্র উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইলেন। রাবণের ভীষণ গদাঘাতে ঐরাবত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। মাতলি মুহূর্তের মধ্যে নূতন রথ জোগাইলেন বটে,—কিন্তু অভিমানে ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তখন রামচন্দ্র যুদ্ধ করিতে আসিলেন। রাবণ তাঁহাকে বলিলেন যে, আজ তিনি রামকে চাহেন না; তিনি চাহেন কপটসমরী লক্ষ্মণকে। দূরে রাক্ষস-সৈন্য-মথনকারী লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাবণ ক্রোধে গর্জন করিয়া তাঁহার দিকে রথ চালনা করিলেন। দেব ও নর সৈন্য লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বিড়ালাক্ষকে পরাস্ত করিয়া প্রথমে হনূমান লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে আসিল। রাবণের প্রচণ্ড শরাঘাতে অস্থির হইয়া হনূমান পিতা পবনদেবকে স্মরণ করিলে পবনদেব নিজের শক্তি হনূমানের মধ্যে সঞ্চার করিলেন বটে,—কিন্তু রুদ্রবলে বলীয়ান রাবণের সহিত যুদ্ধে হনূমান অবশেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। হনূমানের পর উদগ্রকে পরাজিত করিয়া আসিলেন সুগ্রীব। বিধবা ভ্রাতৃবধূ তারাকে বিবাহ করায়, রাবণ তাহাকে শ্লেষ বাক্যে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন যে, কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য ত্যাগ করিয়া কুক্ষণে সুগ্রীব লঙ্কায় আসিয়াছেন্। সুগ্রীব প্রত্যুত্তরে রাবণকে বলিলেন যে, তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ কেহ নাই। পরস্ত্রীলোভে সে সবংশে ধ্বংস হইল। তাহাকে বধ করিয়া তিনি আজ সীতাকে উদ্ধার করিবেন। সুগ্রীব ও রাবণের ঘোর যুদ্ধ বাধিল; অবশেষে রাবণের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে সুগ্রীবও পলায়ন করিলেন। দেবসৈন্য ও রঘুসৈন্য রাবণের বিক্রমে দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। রাবণ অবশেষে লক্ষ্মণের সম্মুখীন হইয়া ভীষণ আক্রোশে বলিলেন, "এতক্ষণে তোকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম! তোর রক্ষাকর্তা ইন্দ্র, কার্ত্তিক, রাম, সুগ্রীব ইহারা কোথায় গেল? আসন্নকালে তুই মাতা ও পত্নীর কথা স্মরণ কর। তোকে বধ করিয়া তোর মাংস মাংসাশী প্রাণিগণকে দান করিব এবং তোর রক্তস্রোত মাটিতে শোষিত হইবে। চোরের মত রক্ষঃপুরে প্রবেশ করিয়া তুই রাক্ষসগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হরণ করিয়াছিস্।" লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, "ক্ষত্রিয় আমি, যমকেও ভয়

করি না, তোমাকে ভয় কেন করিব? তোমার সাধ্যমত যুদ্ধ কর। তোমাকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া তোমার শোক এখনই নিবারণ করিব।"

তুমুল যুদ্ধ বাধিল। দেবতা ও মানুষ সে যুদ্ধে উভয়ের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাবণ লক্ষ্মণের বীরত্ব দর্শনে তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, কার্ত্তিকের চেয়েও লক্ষ্মণ অধিকতর শক্তিমান হইলেও রাবণের হাতে তাঁহার রক্ষা নাই। ইহা বলিয়া রাবণ বিরাট শক্তি অস্ত্র তুলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্মণ আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাবণ রথ হইতে নামিয়া লক্ষ্মণের দেহ গ্রহণ করিতে গেলে, চারিদিক হইতে হাহাকার ধ্বনিতে দেবসৈন্য ও রঘুসৈন্য ছুটিয়া আসিল।

কৈলাসে শঙ্করী শঙ্করকে বলিলেন যে, রাবণ লক্ষ্মণকে বধ করিয়াছে। ভক্ত রাবণের জন্য শিব ইন্দ্রের বীরত্বগর্বও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে দেবী শিবের নিকটে লক্ষ্মণের দেহটি ভিক্ষা চাহিতেছেন। শিব তখন বীরভদ্রকে ডাকিয়া রাবণকে নিরস্ত করিতে বলিলেন। বীরভদ্র অদৃশ্যভাবে রাবণের কানে কানে বলিলেন যে, শত্রু নিহত হইয়াছে, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই;—রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করুন।

বীরভদ্রের আদেশে রাবণ রথে আরোহণ করিয়া বিজয়ী সৈন্যসহ লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বন্দনাকারিগণ রাক্ষস সৈন্যের বিজয়গীতি গাহিতে লাগিল।

এদিকে রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া দেবসৈন্যসহ ইন্দ্র মহা অভিমানে রণক্ষেত্র হইতে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে—মেঘনাদকে বধ করিয়া লক্ষ্মণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার পর সূর্যোদয় হইল।

পদ্মপর্ণে—পদ্মদলে, পদ্মের পাপড়ির উপর। পর্ণ শব্দের অর্থ পত্র; কিন্তু মধুসূদন এই কাব্যে সর্বত্রই পদ্মদল অর্থে পদ্মপর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

তুলনীয়,— "নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন" (১।৩৩১)

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?" (৪।৮১)

"পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি" (৮।৬৪০)

পদ্মযোনি—কারণসলিলে শায়িত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মা।

পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব ইত্যাদি—অরুণরাগে রঞ্জিত পূর্ব দিকচক্রবালে লোহিতবর্ণ সূর্য উদিত হইলে মনে হইল, যেন ঈষৎ রক্তিম পদ্মদলের উপর শায়িত রক্তবর্ণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া প্রসন্নভাবে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উপমেয় সূর্য ও উপমান ব্রহ্মার মধ্যে সাদৃশ্যহেতু সংশয় প্রকাশ পাওয়ায় **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার**।

উল্লাসে হাসিলা কুসুমকুন্তলা মহী—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের জন্যই যেন পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত অন্ধকারমুক্ত পৃথিবী আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল।

মুক্তামালা গলে—রাত্রিকালে পতিত মুক্তাশ্রেণীবৎ শিশিরের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া। উপমেয় শিশিরের আদৌ উল্লেখ না করিয়া উপমান মুক্তমালাকেই শিশিরবিন্দু-সমূহের শ্রেণী বলিয়া গ্রহণ করায় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

উথলিল—প্লাবিত করিল। উৎ+স্থল শব্দ হইতে উৎপন্ন।

উথলিল সুস্বরলহরী নিকুঞ্জে—প্রভাতের আগমনে বনে বনে পাখী মধুরস্বরে ডাকিয়া উঠিল।

স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্যমুখী—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরে যেমন পদ্মসমূহ বিকশিত হইয়া উঠিল, তেমনই উদ্যানেও পদ্মের মত সূর্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষী সূর্যমুখী ফুল প্রস্ফুটিত হইল। পদ্মের মত সূর্যমুখী ফুলও দিনের বেলায় প্রস্ফুটিত ও রাত্রিকালে মুদিত হয় এবং সর্বদা সূর্যের অভিমুখীন থাকে বলিয়া, উভয়কে সূর্যের সমান প্রেমাস্পদ বলা হইয়াছে।

অবগাহে দেহ—দেহ নিমজ্জন করিয়া স্নান করে। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান; সুতরাং দেহ শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক। **অধিকপদতা দোষ**।

বিনানিলা—বেণীরচনা করিল। চিকণ>চিক্কণ—উজ্জ্বল, সুন্দর।

চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে শরদে—প্রমীলার ঘনকৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে মুক্তানির্মিত উজ্জ্বল সীঁথি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের প্রান্তে প্রতিফলিত শুভ্র শারদ জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর দেখাইতেছিল। শরদে—শরৎকালে; 'শরতে' সাধারণ প্রয়োগ।

বেদনিল—বেদনা বা ব্যথা দিল; (নামধাতু নিষ্পন্ন রূপ)।

কোমলকণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা ব্যথিল!—'বসুমতী' ও 'সাহিত্য পরিষদ' সংস্করণে "কোমলকণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা ব্যথিত কোমলকণ্ঠে!" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অর্থহীন পাঠ মুদ্রাকর-প্রমাদজনিত বলিয়া মনে হয়। পূর্ববর্তী বাক্যে "বেদনিল বাহু,……কঙ্কণ!" বলা হইয়াছে; উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "কোমলকণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা ব্যথিল!" এই পাঠই সঙ্গত মনে করি। নতুবা বাক্যটি অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয় "কোমলকণ্ঠে" শব্দের সহিত অন্বয় হয় না।

ব্যথিল—'বসুমতি' ও 'সাহিত্য পরিষদ' সংস্করণে "কোমলকণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা ব্যথিত কোমলকণ্ঠে!……" পাঠ আছে। এই অর্থহীন পাঠ মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব বাক্যে কঙ্কণ 'বেদনিল বাহু' বলা হইয়াছে। উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া 'স্বর্ণকণ্ঠমালা ব্যথিল!' এইরূপ পাঠই সঙ্গত মনে করি।

সম্ভাষি বিস্ময়ে—কারণ ইতিপূর্বে অলঙ্কার ধারণ করিব্যর সময়ে কখনও ব্যথা পান নাই।

বামেতর—বাম হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণ। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন অমঙ্গলসূচক।

এ কুদিনে—নানারূপ অমঙ্গলের সূচনাকারী আজিকার এই বিশেষ দিনটিতে।

কহিও জীবেশে ইত্যাদি—রণপ্রিয় বীর মেঘনাদ পাছে অনুরোধ-রক্ষা না করেন, এই আশঙ্কায় প্রমীলা মেঘনাদকে বলিয়া পাঠাইতেছেন যে, ইহা তাঁহার সনির্বন্ধ কাতর অনুরোধ।

বীণাবাণী—মধুর-ভাষিণী ; বীণাধ্বনির ন্যায় বাণী যাহার (বহুব্রীহি সমাস)।

দেবের মন্দিরে যথা ইত্যাদি—পঞ্চম সর্গের শেষাংশে মেঘনাদ যখন অতি প্রত্যূষে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও মন্দোদরী পুত্রের মঙ্গল কামনায় মন্দিরে শিবপূজা করিতেছিলেন। মেঘনাদ যজ্ঞশালায় গমন করিলে তিনি অসমাপ্ত পূজা সম্পন্ন করার জন্য পুনরায় দেবালয়ে গিয়াছিলেন।

বৃথা—কারণ ইতিপূর্বেই মেঘনাদ নিহত হইয়াছে।

বিরসবদন এবে কৈলাসসদনে গিরিশ—শিবের বিষণ্ণবদনে অবস্থানের কারণ কেবল পরমভক্ত রাবণের চরম বিপদই নহে ; ইন্দ্রের স্বার্থরক্ষার জন্য পার্বতীর অনুরোধে তিনিই যে ভক্তের বিপদ ঘটিতে সাহায্য করিয়াছেন,—এই চিন্তাও তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল।

ধূর্জটি—মহাদেব। ধূর (সংসারভার) বহন করেন বলিয়া, অথবা ধূম্রবর্ণ জটাজাল ধারণ করেন বলিয়া এই নাম। ধূর+জট+ই।

হৈমবতী—হিমালয়-কন্যা পার্বতী, উমা। হিমবৎ+(অপত্যার্থে) ষ্ণ+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

পূর্ণ মনোরথ তব—দ্বিতীয় সর্গে দেবী মেঘনাদবধের অনুরোধ করিতে শিবের নিকটে গিয়াছিলেন। দেবীর অভিপ্রায় ছিল মেঘনাদের মৃত্যু-সংঘটন ; সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে।

চিরস্থায়ী হায়, সে বেদনা, ইত্যাদি—পুত্রশোকের বেদনা লোকের মনে চিরকাল সমভাবে বর্তমান থাকে। কালবশে সকল বস্তুরই বিলোপ ঘটে বটে, কিন্তু এ বেদনার উপশম হয় না।

তুষিনু বাসবে সাধ্বি, তব অনুরোধে—দেবীর অনুরোধে ইন্দ্রের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শিব মেঘনাদের অকালমৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'দৈব' বা দেবতার

ইচ্ছাই মেঘনাদবধ কাব্যের সকল ঘটনার নিয়ামক। মেঘনাদবধে রামের স্বার্থের চেয়েও যেন ইন্দ্রের স্বার্থই বেশি ছিল বলিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহার ফলেই মেঘনাদবধ সংঘটিত হইয়াছে।

দাসীর ভকত প্রভু দাশরথি রথী ইত্যাদি—শিব এক্ষণে পুত্রশোকাতুর রাবণকে অনুগ্রহ করিতে চান শুনিয়া, দেবী তাঁহার ভক্ত রামচন্দ্রের অমঙ্গলের ভয়ে বিচলিত হইয়া বলিলেন যে, শিব আপন ভক্তের অনুকূল কোন কার্য করিতে যাইয়া দেবীর ভক্ত রামচন্দ্রের কোন অহিত না ঘটান,—ইহাই তাঁহার একান্ত প্রার্থনা।

হাসিয়া—ভক্তবৎসলা দেবীর মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া।

বীরভদ্র—শিবানুচরবিশেষ। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দক্ষযজ্ঞনাশের সময় ক্রুদ্ধ শিবের ললাট (মতান্তরে, ছিন্ন জটা) হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়।

সাষ্টাঙ্গে—ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া।

"জানুভ্যাং চ তথা পদ্ভ্যাং পাণিভ্যামুরসা ধিয়া।
শিরসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥"

জানু, চরণ, হস্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি,—এই আটটি অঙ্গ দ্বারা।

বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী ইত্যাদি—লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়ার কৃপায় অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় যাইয়া মেঘনাদকে রুদ্ধদ্বার যজ্ঞগৃহের মধ্যে নিহত করিয়া আবার অদৃশ্যভাবেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দূতেরা মেঘনাদের রক্তাক্ত মৃতদেহই দেখিতেছে,—কিভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা কেহই জানে না।

দেব ভিন্ন রথি, কার সাধ্য ইত্যাদি—দেবতার ইচ্ছা বা দৈববশে সাধিত কার্যের গতি ও প্রকৃতি দেবতা ভিন্ন অপরের বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং মেঘনাদবধের রহস্য রাবণকে বুঝাইবার জন্য বীরভদ্রের ন্যায় দেবতার লঙ্কায় গমন প্রয়োজন।

ভর, রুদ্রতেজে, ইত্যাদি—পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিবার উপযোগী শৈবতেজে রাবণের হৃদয় পূর্ণ কর।

ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে সভয়ে—ভীষণ তেজঃপুঞ্জ দেহধারী বীরভদ্র আকাশপথে কৈলাস হইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে, আকাশচারী সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি দেবযোনি তাঁহার উজ্জ্বল দেহচ্ছটা দেখিয়া ভীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ব্যোমচর—সিদ্ধ, দক্ষ প্রভৃতি গগনচারী দেবযোনি। ব্যোমচর অর্থে পক্ষীও বুঝায়। কিন্তু সূর্যের আবির্ভাবে চন্দ্র যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, বীরভদ্রের আকাশে আবির্ভাবে সূর্য নিজেই সেইরূপ ম্লান হইয়া গেল,—পরে এই কথাটির দ্বারা বীরভদ্রের

দেহের উজ্জ্বলতা যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে ব্যোমচর শব্দটিকে সাধারণ পক্ষী অর্থে গ্রহণ না করিয়া দেবযোনি অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত।

সুধাংশু নিরংশু যথা—চন্দ্র যেমন অংশুহীন বা কিরণহীন হয়।

ভয়ঙ্করী—শূলছায়ার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ।

ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে—বীরভদ্রের ভীষণ প্রদীপ্ত দেহের সম্মুখে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত বিশাল শূলের ছায়া পৃথিবীর উপর পতিত হইল।

অম্বুরাশিপতি—সমুদ্রপতি বরুণ।

ভৈরব দূতে—শিবানুচর বীরভদ্রকে।

প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি ইত্যাদি—মেঘনাদ জীবিতাবস্থায় অসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারী হইলেও, এক্ষণে রক্তাক্তদেহে ভূপাতিত হওয়ায় তাঁহাকে ঝটিকাবেগে ভূপাতিত পলাশফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল। প্রস্ফুটিত পলাশ-ফুলের রক্তিমাভার সহিত মেঘনাদের রক্তপ্লাবিত দেহের সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে।

উতরিলা—অবতীর্ণ হইলেন; উপস্থিত হইলেন।

ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবসু সম—রাবণের সভায় প্রবেশ করিবার পূর্বে বীরভদ্র ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় নিজের প্রদীপ্ত দেহচ্ছটা সংবরণ করিয়া রাক্ষসদূতের বেশ ধারণ করিলেন।

প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে—শিবভক্ত রাবণ শিবানুচরের আশীর্বাদের পাত্র; কিন্তু তিনি আজ আসিয়াছেন রাক্ষসদূতের ছদ্মবেশে। সুতরাং তিনি রাবণকে প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে মস্তক নত করিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

করপুটে—জোড়হাতে।

বিস্ময়ে—ইন্দ্রজয়ী বীরপুত্র যুদ্ধে গিয়াছে বলিয়া জয় যেখানে অবধারিত, সেখানে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিষণ্ণবদন দূতের আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া।

সুধিলা—জিজ্ঞাসা করিলেন। 'শুধিলা' বানান বেশি প্রচলিত।

বিরত সাধিতে স্বকর্ম—দূতের কর্ম হইতেছে সংবাদ জ্ঞাপন; কিন্তু দূতবেশী বীরভদ্র বিষণ্ণবদনে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন।

মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি রাঘবের, ইত্যাদি—আজ মেঘনাদের যুদ্ধোদ্যম দিবসে যদি কাহারও আশঙ্কা ও বিপদের সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা হইতেছে সামান্য মানুষ রামের। কিন্তু তুমি ত আর রামের দূত নও; তবে তোমার মুখ ম্লান কেন?

লঙ্কার পঙ্কজরবি—লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কথাটি কবি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। 'লঙ্কা-পঙ্কজিনী-রবি' অথবা 'লঙ্কা-পঙ্কজের রবি' সমাস হিসাবে সার্থকতর প্রয়োগ হইত। কবি চতুর্দশপদী কবিতায় "কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ" এইরূপ সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন।

ব্যগ্রচিত্তে—দূতের মুখে অমঙ্গলবার্তার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া।

বিরূপাক্ষ চর—শিবদূত বীরভদ্র।

নশ্বর শরে—প্রাণবিনাশক বাণদ্বারা। কবি 'নশ্বর' শব্দটি বিনাশক বা ধ্বংসকারী অর্থে একাধিকবার প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়,—"নশ্বর দংশনে" (৫।২৭২); "নশ্বর সংগ্রামে" (৬।৬), "নশ্বর রণে" (৮।১২২)। **অবাচকতা দোষ।**

হরি—সিংহ।

বিউনিল—বীজন করিল, পাখা দিয়া বাতাস করিল। বীজনী>বিউনি হইতে নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ।

বারুদ—(তুর্কী শব্দ) বন্দুক ইত্যাদির গুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যবহৃত বিস্ফোরক চূর্ণ।

অগ্নিকণা পরশে যেমতি বারুদ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে বারুদ যেভাবে প্রচণ্ড শক্তিসহকারে জ্বলিয়া উঠে, রুদ্রতেজে পূর্ণ হইয়া মূর্ছিত রাবণের সেইরূপ অবস্থা হইল।

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, রক্ষোনাথ ইত্যাদি—তুমি প্রখ্যাতনামা বীর, বীরের যোগ্য কার্য কর;—অর্থাৎ অন্যায় যুদ্ধে পুত্রের নিধনকর্তা শত্রুকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া, সেই কার্যের মধ্যে পুত্রশোক আপাততঃ বিস্মৃত হও। লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের মৃত্যুতে শোক করিবার লোকের অভাব হইবে না; রক্ষঃকুলনারীগণ শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সিক্ত করিবে।

পুত্রহানী<পুত্রহা—পুত্রবধকারী। (হানি+ইন=হানী অনাভিধানিক শব্দ)। কবি পুত্রহা শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন :—

"চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে।" (৭।৬৫৮)

"তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু মিত্রোত্তম এবে!" (বীরাঙ্গনা—১১।২৪)

মহেষ্বাস—মহাবীর, মহাধনুর্ধর। ইষু (শর)—অস্ (নিক্ষেপে)+ঘঞ্ অপাদান বাক্যে—ইষ্বাস=ধনুঃ; মহান্ ইষ্বাস যাহার—মহেষ্বাস=মহাধনুর্ধর, বহুব্রীহি সমাস।

অথবা ইষু—অস্+ষণ কর্তৃবাচ্যে—ইষাস=শরনিক্ষেপক; ইষাস্—মহেষাস, কর্মধারয় সমাস।

স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে ইত্যাদি—বীরভদ্র অন্তর্হিত হইবার পূর্বে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বরূপ ধারণ করায় দেবদেহসুলভ সুগন্ধে সভাস্থল পূর্ণ হইল। দ্বারপথে অপস্রিয়মাণ বীরভদ্রের সমগ্র দেহ রাবণ দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার পৃষ্ঠে বিলম্বিত জটারাশি এবং তাঁহার হস্তধৃত ত্রিশূলের ছায়া রাবণ চকিতের জন্য দেখিতে পাইলেন। অনুরূপ বর্ণনা বিভীষণের লক্ষ্মীদেবীর দর্শনপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়ঃ—

> "গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
> কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি; মরি!" (৬।১১০—১১১)

কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণমি—জটাজূট ও ত্রিশূলচ্ছায়া দর্শনে রাবণ স্বীয় উপাস্য শিবের আবির্ভাব হইয়াছিল ভাবিয়াছিলেন।

এতদিনে—আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুর্গতির সময়ে।

এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব ইত্যাদি—শিব যে তাঁহার ভক্তের প্রতি অনুগ্রহশীল, রামের সহিত সংগ্রামে পদে পদে তুচ্ছ শত্রু-কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় রাবণ তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ সহায় মেঘনাদের মৃত্যু হইলে শিব তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কেন করিলেন, তাহা রাবণের বুদ্ধির অগোচর।

রাজীব পদে—পদ্মবৎ কোমল ও সুন্দর চরণে।

চতুরঙ্গে—(চতুঃ+অঙ্গে) গজ, রথ, অশ্ব ও পদাতি,—সৈন্যের এই চারিটি অঙ্গের সহিত; সমগ্র বাহিনীসমেত।

এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে—পুত্রশোকের দুঃসহ যন্ত্রণা যে কিছুতেই ভুলা যায় না 'যদি' এই সন্দেহবাচক শব্দ দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

দুন্দুভির ধ্বনি—ভেরীনিনাদ।

শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে ইত্যাদি—প্রলয়কালে তাণ্ডব-নৃত্যরত রুদ্র প্রলয়বিষাণ ধ্বনিত করিলে যেরূপ ভয়াবহ শব্দ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর, সেইরূপ ভয়াবহ শব্দে ভেরীসমূহ সভাস্থল পূর্ণ করিল। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রেও প্রলয়কালে শৃঙ্গ-ধ্বনির উল্লেখ আছে। এস্থলে রুদ্রের উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে শৃঙ্গনিনাদক শব্দটি প্রয়োগ করিবার সময়ে কি সেই চিত্রটিই কবির মনে উদিত হইয়াছিল?

যথা সে ভৈরবরবে কৈলাস শিখরে ইত্যাদি—এই চিত্রটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

তুলনীয়,—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবী-ভৈরবে নন্দি-ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥"—ইত্যাদি।

চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ—রাক্ষসসেনানীগণের এই নাম পাঁচটি চণ্ডী হইতে গৃহীত। মহিষাসুরের সেনানীরূপে ইহারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই নাম কয়টি এবং কিছু পরেই রাক্ষস বাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলনা হইতে কবির মনের উপর মার্কণ্ডেয় পুরাণের বা চণ্ডীর প্রভাব বুঝিতে পারা যায়।

চতুরঙ্গে আইলা গর্জিয়া চামর, অমরত্রাস—দেবগণের পক্ষেও ভীতিস্থল-স্বরূপ চামর নামক রাবণের প্রধান সেনানায়ক রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী লইয়া হুঙ্কার-ধ্বনি সহকারে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল।

উদগ্র, সমরে উগ্র—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তিশালী উদগ্র নামক রথারূঢ় সেনার অধিনায়ক।

গজবৃন্দ মাঝে বাস্কল, ইত্যাদি—মেঘসমূহের মধ্যবর্তী মেঘবাহন বজ্রাস্ত্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতাশালী গজারোহী সৈন্যের অধিনায়ক বাস্কল মেঘের ন্যায় বিশাল হস্তিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল।

অশ্বপতি—অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক অসিলোমা।

বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে—পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক বিড়ালাক্ষ পদাতিক বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইল।

উড়িল পতাকা, ধূমকেতুরাশি যেন ইত্যাদি—ধূমকেতুসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল অথচ ভয়োদ্রেককারী রাক্ষসদিগের যুদ্ধের পতাকাসমূহ আকাশে উড়িতে লাগিল। ধূমকেতুকে ভয়জনক বস্তু বলিয়া জয়দেবও দশাবতার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।"

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এবং মহিষাসুর-পীড়িত অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ একত্র মিলিত হইয়া চণ্ডিকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই চণ্ডিকাকে যেরূপ দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন,—চণ্ডিকার ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালিনী লঙ্কার রাক্ষসবাহিনীও সেইরূপ নানাপ্রকার ভীষণ অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল।

গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে, ইত্যাদি—চণ্ডিকার সর্ববিষয়ে রাক্ষসবাহিনীর সমতা কল্পিত হইয়াছে। চণ্ডিকার বাহুতে ছিল মত্তহস্তীর বল,—রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে আছে শক্তিশালী গজসৈন্য; চণ্ডিকার চরণে ছিল অশ্বের ন্যায় দ্রুতগতি,—রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে আছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য; চণ্ডিকার মস্তকে ছিল রত্নশোভিত স্বর্ণমুকুট—রাক্ষসবাহিনীতে আছে মুকুটের আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্ণ-খচিত রথচূড়া; চণ্ডিকার ছিল রত্ন-খচিত বস্ত্রাঞ্চল,—রাক্ষসবাহিনীতে রহিয়াছে বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় রত্ন-খচিত পতাকাসমূহ; চণ্ডিকার সহিত ছিল সিংহনাদকারী তাঁহার বাহন সিংহ,—রাক্ষসবাহিনীতে রহিয়াছে সিংহ-গর্জনের ন্যায় গম্ভীর-নিনাদী ভেরী, তূরী প্রভৃতি রণবাদ্য; চণ্ডিকার ছিল শাণিত দন্তপংক্তি, রাক্ষসবাহিনীতে আছে শেল, শক্তি প্রভৃতি সুশাণিত অস্ত্রসমূহ; চণ্ডিকার ছিল অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত নয়নত্রয়,—রাক্ষসবাহিনীতেও রহিয়াছে অত্যুজ্জ্বল বর্মসমূহ হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড দীপ্তি। এস্থলে উপমেয় ও উপমানে সৌসাদৃশ্যহেতু অভেদ কল্পনায় প্রত্যেকটি অঙ্গে রূপক অলঙ্কার হওয়ায় **সাঙ্গরূপক অলঙ্কারই** কবির লক্ষ্য ছিল বটে; কিন্তু অঙ্গী উপমেয় বক্ষঃকুল-অনীকিনী এবং উপমান চণ্ডীর মধ্যে 'যথা' শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় সেখানে অভেদত্বের অভাবহেতু **উপমা অলঙ্কার** হইয়াছে বলিয়া এস্থলে **অলঙ্কার সাঙ্কর্য** ঘটিয়াছে।

অনীকিনী—অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী বৃহত্তম সেনাদল। বাংলায় সাধারণতঃ সেনাদল অর্থেই ব্যবহৃত; প্রাচীন ভারতীয় সৈন্যের ক্ষুদ্রতম দলের নাম ছিল 'পত্তি' এবং ইহা

১টি রথ+১টি হস্তী+৩ অশ্ব+৫ পদাতিক এই ১০টি সেনা দ্বারা গঠিত হইত। ইহা হইতে ক্রমশঃ,

৩ পত্তিতে	১ সেনামুখ=৩০	৩ বাহিনীতে	১ পৃতনা—২৪৩০
৩ সেনামুখে	১ গুল্ম—৯০	৩ পৃতনাতে	১ চমূ=৭২৯০
৩ গুল্মে	১ গণ=২৭০	৩ চমূতে	১ অনীকিনী=২১৮৭০
৩ গণে	১ বাহিনী=৮১০ এবং	১০ অনীকিনীতে	১ অক্ষৌহিণী=২১৮৭০০

সৈন্য পরিমাপিত হইত।

ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা—চর্মাচ্ছাদিত নানা আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

শেল<শল্য—নিক্ষেপণীয় শস্ত্রবিশেষ।

শক্তি—শল্যজাতীয় অন্যবিধ শস্ত্রবিশেষ।

জাটি (জাঠা)—লৌহদণ্ড।

তোমর—শাবল জাতীয় লৌহময় অস্ত্র।

ভোমর<ভ্রমর—তুরপুন-জাতীয় বিঁধিবার উপযোগী অস্ত্রবিশেষ।

পট্টিশ—খড়্গজাতীয় প্রাচীন অস্ত্র।

নারাচ—লৌহময় বাণ।

কৌন্ত<কুন্ত—ভল্ল বা বল্লম।

সাঁজোয়া<সংযোগিকা—বর্ম।

অধীর ভূধরব্রজ, ভীমার গর্জনে—চণ্ডীর ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালিনী রাক্ষস-বাহিনীর ভীষণ গর্জনে লঙ্কার পর্বতগুলিও যেন প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে—সত্যযুগে দেবগণের দেহনিঃসৃত তেজঃ হইতে উৎপন্ন চণ্ডী ক্রুদ্ধা হইয়া যেরূপ রণহুঙ্কার দিয়াছিলেন, মনে হইল যেন এই ত্রেতা যুগেও তিনি রাক্ষস-বাহিনীরূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ রণহুঙ্কার দিতেছেন।

ঘন ঘনরূপে—গাঢ় মেঘের ন্যায়।

কালাগ্নি-সম্ভবা—প্রলয়কালীন অগ্নি হইতে উৎপন্ন। 'বিভা' স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া বিশেষণ 'ভয়ঙ্করী' ও 'কালাগ্নি-সম্ভবা' শব্দে স্ত্রী-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে।

লয়িতে—লয় অর্থাৎ ধ্বংস করিতে। (নামধাতু)

কহিলা—সত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ—ভয়ে রক্তহীন পাণ্ডুর বদনে বিভীষণ উত্তর করিলেন। বাক্যটি যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে 'সত্রাসে' শব্দটিকে 'কহিলা' ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায় না। "কহিলা সত্রাসে," কথার পর

ছেদচিহ্ন থাকিলে এবং 'কহিলা'র পর—রেখাচিহ্ন না থাকিলে উহা করা যাইত। "সত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ" কথার পরিবর্তে "ত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ" শুদ্ধ প্রয়োগ হইত।

কাঁপিছে এ পুরী রক্ষোবীরপদভরে ·· মাতি বীরমদে—এস্থলে ভূকম্পন, কালাগ্নিসম্ভবা বিভা, এবং সিন্ধুধ্বনি, এই তিনটি উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া রক্ষোবীরপদভর, স্বর্ণবর্ণ আভা, এবং রাক্ষসচমূর গর্জন,—এই তিনটি উপমেয় সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়ায়, প্রতি বাক্যেই একটি করিয়া **নিশ্চয় অলঙ্কার** হইয়াছে। 'নিশ্চয়ের' বিপরীত হইতেছে 'অপহ্নুতি'।

পুত্রেন্দ্র শোকে—পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেঘনাদের শোকে।

সৈন্যাধ্যক্ষ দলে—সেনাপতিগণকে, প্রধান প্রধান বীর সেনানায়কগণকে।

দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে—মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্রের জয়লাভের মূলে দৈব সাহায্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। আসন্ন সঙ্কটেও তাই দেবগণের উপর তিনি একান্ত নির্ভরশীল।

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে—বিভীষণ গম্ভীর শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা সকলকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

নল, নীল দেবাকৃতি—যথাক্রমে বিশ্বকর্মা ও অগ্নিদেবের পুত্র বলিয়া দেবতার ন্যায় সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট নল ও নীল। রামের "অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী" বানরসৈন্যের প্রতি মধুসূদনের সহানুভূতির একান্ত অভাব থাকিলেও, তিনি এই কাব্যে সর্বত্রই তাহাদিগকে সুবেশ ও সুদর্শনরূপে কল্পনা করিয়াছেন—কুত্রাপি লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানররূপে কল্পনা করেন নাই। কবি ৺রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন :—"The subject is truly heroic, only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them" এই সর্গে শৌর্যবীর্যসম্পন্ন সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া এবং নল-নীলকে "দেবাকৃতি" করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি তিনি কতকটা রক্ষা করিয়াছেন। ১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তোমরা সকলে ত্রিভুবনজয়ী রণে—সেনাপতিগণকে সাহস ও উৎসাহদানার্থ প্রশংসাবচন। রামের সেনানীগণের মধ্যে বীর অনেকেই ছিলেন বটে, কিন্তু কেহই ত্রিভুবনজয়ী ছিলেন না।

একমাত্র রথী—মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণই লঙ্কার হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর।

কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, ইত্যাদি—তোমরা রঘুবংশের একান্ত বান্ধব, সুতরাং রাক্ষসের কৌশলে অপহৃতা ও রাক্ষস-পুরীতে অবরুদ্ধা রঘুকুলবধূ

সীতার উদ্ধারসাধন করিয়া আমার বংশের গৌরব, আমার নিজের সম্মান এবং আমার জীবন রক্ষা কর।

স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে ইত্যাদি—তোমাদের আন্তরিক ভালবাসার গুণে আমি রামচন্দ্র ত ইতিপূর্বেই তোমাদের একান্ত বশীভূত হইয়াছি, এক্ষণে রঘুকুলবধূর উদ্ধার করিয়া দক্ষিণাপথ কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী তোমরা রঘুকুলোদ্ভূত সকল ব্যক্তিকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর।

দাক্ষিণ্য—অনুগ্রহ।

সজল নয়নে—আসন্ন বিপদে নিজের অসহায়তার কথা স্মরণ করিয়া।

ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে—কারণ রামই বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিকট ঠাট—ভীষণ বানর সেনাদল।

দানব নিনাদে—দানবগণের রণহুঙ্কারের প্রত্যুত্তরে।

আরাব—রামপক্ষীয় ও রাক্ষসপক্ষীয় সেনাগণের সম্মিলিত গর্জন।

জীবকুল-কুলক্ষণ—প্রাণিগণের পক্ষে অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ।

শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—এই কাব্যে মেঘনাদের ও রাবণের ধ্বংসে রামচন্দ্রের স্বার্থ ও আগ্রহের চেয়ে ইন্দ্রেরই স্বার্থ ও আগ্রহ যেন অধিকতর ; এবং ইন্দ্রের স্বার্থ ও আগ্রহের চেয়েও লক্ষ্মীদেবীর স্বার্থ ও আগ্রহ যেন আরও বেশি। সুতরাং মেঘনাদ ও রাবণ বধের ব্যবস্থা করিবার জন্য ইঁহাকে বারংবার লঙ্কা হইতে স্বর্গে যাতায়াত করিতে দেখা যায়।

নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—কারণ প্রথমতঃ যে দৈব-ষড়্‌যন্ত্রের ফলে মেঘনাদের মৃত্যু হইয়াছে এবং ইন্দ্র মেঘনাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মীদেবীই সেই ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্ত্রী (২য় সর্গ) ; দ্বিতীয়তঃ, নিজের তেজঃ সংবরণ করিয়া তিনি দেবমায়ায় অদৃশ্য লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পথ সুগম করিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ সর্গ)।

হাসি উত্তরিলা—মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী উভয়েরই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াও বটে,—আবার মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র যেভাবে সকল বিপদের অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা যে ইন্দ্রের ভুল ধারণা ইন্দ্র তাহা এখনও জানেন না বলিয়াও বটে,—লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিয়া রাবণের যুদ্ধোদ্যমের কথা বলিলেন।

রক্ষোবলদলে—রাক্ষস সেনাগণের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ।

প্রতিবিধানিতে—প্রতিশোধ লইতে। নামধাতু।

আদিতেয়—অদিতির পুত্র, ইন্দ্র।

শক্র—ইন্দ্র।

জগদম্বে—(সম্বোধনে) হে জগজ্জননি লক্ষ্মীদেবি! **নিহতার্থকতা দোষ**; কারণ জগদম্বা শব্দে দুর্গাদেবীকেই বুঝায়।

সমরিব—সমর বা যুদ্ধ করিব। নামধাতু।

বিহনে>বিহীনে—ব্যতীত।

বাসবীয়—বাসবের, ইন্দ্রের।

যতদুর চলে দেবদৃষ্টি—দেবতার দৃষ্টিশক্তি মানুষের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। সেই দেবদৃষ্টি দ্বারাও দেবসৈন্যের পরিমাপ সম্ভবপর নহে,—সৈন্যসংখ্যা এতই বিরাট।

সাদী—অশ্বারোহী।

নিষাদী—গজারোহী।

শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি সেনানী—দেব সেনাপতি তারকাসুরের বধকর্তা কার্ত্তিক ময়ূরচিহ্নবিশিষ্ট রথে অবস্থিত ছিলেন।

বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী—গন্ধর্বপতি বীর চিত্ররথ নানাবর্ণে রঞ্জিত রথে অবস্থিত ছিলেন।

জ্বলিছে অম্বর যথা ইত্যাদি—দাবানলে বন দগ্ধ হইবার সময়ে যেমন সকল বন অগ্নিতেজে উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপ দেবগণের দ্যুতিমান দেহ ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি হইতে নির্গত তেজে সকল আকাশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অগ্নির সহিত যেমন ধূম থাকে দেবসৈন্যের মধ্যেও সেইরূপ ধূমের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অসংখ্য হস্তী রহিয়াছে; এবং দাবানলের অগ্নিশিখাসমূহের ন্যায় দেবগণের অত্যুজ্জ্বল শূলাগ্রভাগসমূহ চক্ষু ধাঁধিয়া উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে।

চপলা যেন অচলা, শোভিছে পতাকা; ইত্যাদি—সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ বিশাল দেবসৈন্যের উজ্জ্বল পতাকাগুলি স্থিরবিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেবসৈন্যের অত্যুজ্জ্বল ঢালগুলি যেন সূর্যগোলকের চেয়েও উজ্জ্বলতর এবং তাহাদের পরিহিত বর্মগুলিও অত্যধিক ঔজ্জ্বল্যহেতু ঝলমল করিতেছে।

প্রভঞ্জন আদি দিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত,—ইহারা যথাক্রমে পূর্ব, অগ্নিকোণ, দক্ষিণ, নৈঋর্তকোণ, পশ্চিম, বায়ুকোণ, উত্তর, ঈশানকোণ, উর্ধ্বদেশ ও অধোদেশের রক্ষক দিক্‌পাল বা দিকপতি।

শূন্য—অপূর্ণ, অঙ্গহীন।

এ বিরহে—এই সকল দিক্‌পালের অভাবে।

নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে আদেশিনু ইত্যাদি—দেবতা ও রাক্ষস উভয় পক্ষই অত্যন্ত প্রবল এবং উভয়ের সংঘাতে বিশ্বে একটা মহা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া জগৎ ধ্বংস হইতে পারে ভাবিয়া, দিক্‌পালগণকে স্ব স্ব অধিকার সতর্কভাবে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছি। দিক্‌পালগণের বিষয় উল্লেখকালে ইন্দ্র নিজেই যে পূর্বদিক্‌পাল ইহা হয়ত কবির স্মরণ ছিল না।

আশীষিয়া—ইন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এই আশীর্বাদ করিয়া। আশীষ' শব্দটি বাংলায় আশীর্বাদ অর্থে বহুল প্রচলিত। তৎসম 'আশীঃ' (আশীর্) ও 'আশিস্' শব্দের সাঙ্কর্যে ইহার উৎপত্তি। 'আশিস্' শুদ্ধতর রূপ।

সুকেশিনী<সুকেশী, সুকেশা—নিবিড়কুন্তলা; ছন্দের অনুরোধে স্ত্রীলিঙ্গে **-ইনী** প্রত্যয়।

সুবর্ণ ঘনবাহনে—স্বর্ণবর্ণমেঘে আরোহণ করিয়া।

পশি স্বমন্দিরে, বিষাদে কমলাসনে ইত্যাদি—স্বর্গে যাইয়া দেবগণকে রাবণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতে বলিয়া, লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়াই লক্ষ্মীদেবী আবার ভক্ত রাবণের দুঃখে বিষাদে ম্লানমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসলা ভারতীয় দেবীচরিত্রের সহিত ক্রূরা হিংসাপরায়ণা গ্রীক্ দেবীচরিত্রের সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব বলিয়াই মধুসূদন-কল্পিত দেবদেবীচরিত্র অধিকাংশস্থলে সামঞ্জস্যহীন, অস্বাভাবিক ও স্ববিরোধী হইয়া উঠিয়াছে।

হেমকূট—গন্ধর্বগণের আবাসস্থল বলিয়া কল্পিত পুরাণোল্লিখিত পর্বতবিশেষ। হেম (স্বর্ণ) কূট (শৃঙ্গ) যে পর্বতের।

হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে—রাক্ষসবীরগণ দেহের বিশালতায় এবং দেহবর্ণের উজ্জ্বলতায় হেমকূট পর্বতের স্বর্ণময় চূড়াসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল।

প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে; প্রতিশোধ লইতে। প্রতিবিধিৎসা (প্রতি+বি+ধা+সন্) শব্দের অর্থ প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা। সুতরাং ইহা হইতে নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের অর্থও হইবে প্রতিবিধানের ইচ্ছা করিতে। মধুসূদন ইচ্ছামত প্রতিবিধানিতে এবং প্রতিবিধিৎসিতে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ।

তুলনীয়,— "আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে পুত্রবধ" (২৮৫ পংক্তি)

এবং "প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে" (বীরাঙ্গনাকাব্য—১১।৬)

বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া—সন্তানহীন জীবনে বিশাল রাজ্য-

শাসনের সুখ ও গৌরব বৃথা; কারণ উত্তরাধিকারীর অভাবে সে রাজ্যের কোনই স্থায়িত্ব নাই।

বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি—বনের শোভা ও গৌরববর্ধক বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় রাক্ষসবংশের শোভা ও গৌরববর্ধক মেঘনাদ আজ শত্রুহস্তে নিহত।

চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে—সু-উচ্চ পর্বতের উপরস্থিত উচ্চতম চূড়ার ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবংশের সর্বোত্তম বীর মেঘনাদ বিধ্বস্ত হইল।

গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে—গগনের শোভা চন্দ্রের ন্যায় রাক্ষসকুলের শোভা মেঘনাদ চিরকালের জন্য অদৃশ্য।

উল্লিখিত তিনটি বাক্যেই উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানত্রয়কে উপমেয়-রূপে গ্রহণে **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার**।

অবরোধে—অন্তঃপুরে।

ভৈরবে—ভৈরব রবে, ভীষণ স্বরে।

নিভৃতে—নির্জন স্থানে, জনশূন্য যজ্ঞশালায়।

দয়িতা—প্রিয়া, পত্নী।

কিন্তু দেব-নরে পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে বৃথা—বাহুবলে দেব-গণকে ও বীর নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাক্ষসবংশের গৌরববর্ধনে যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছি, হতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্র বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারিশূন্য হওয়ায়, আমার সেই কীর্তি আজ আমার নিকট অর্থহীন।

নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে ইত্যাদি—বিধাতা সম্প্রতি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ তিনি আমার প্রতি বিরূপতম হইয়া আমার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

আলবাল—বৃক্ষে জলসেচনের জন্য বৃক্ষের তলদেশস্থ গোলাকার বেষ্টনী বা বাঁধ।

অকাল নিদাঘে—অসময়ে আবির্ভূত গ্রীষ্মে।

তেঁই শুকাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে—বিধাতা আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ বলিয়া আমার জীবনের পরিপূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্য অসময়ে অপ্রত্যাশিত-ভাবে বিনষ্ট হইল।

দ্রবে—দ্রব অর্থাৎ গলিত করে; করুণায় কোমল করে।

কপট-সমরী—যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম-লঙ্ঘনকারী ভণ্ড যোদ্ধা।

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি ইত্যাদি—রাক্ষসবংশ বীরের বংশ; সেই বংশের গর্বস্থল বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মাতৃভূমির সম্মানরক্ষার্থ শত্রুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন

দিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিবার পর, শত্রু-নিধন না করিয়া কোন বীর রাক্ষসই জীবনের মায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

নির্ঘোষে—ভীষণ শব্দে। ক্রিয়াবিশেষণ।

তিতিয়া—সিক্ত করিয়া, ভিজাইয়া। (পদ্যে প্রযুক্ত)।

নয়ন-আসারে—অশ্রুধারায়। "ধারাসম্পাত আসারঃ শীকরোঽম্বুকণাঃ স্মৃতাঃ।" (অমরকোষ)

নেতৃনিধি যত, রক্ষোযম—রাক্ষসগণের পক্ষে যমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ।

মন্দ্রিলা—মন্দ্র অর্থাৎ গর্জনধ্বনি করিল।

ইরম্মদে—বজ্রাগ্নি দ্বারা। মধুসূদন কর্তৃক বহুলপ্রযুক্ত শব্দ।

মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ইত্যাদি—এক পক্ষে রাবণের রাক্ষসসৈন্য এবং অপর পক্ষে ইন্দ্র ও রামের সম্মিলিত দেব ও নর সৈন্য যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া ভীষণ হুঙ্কারধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, পৃথিবীতে ভীষণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া অনবরত বজ্রপাত ও বিদ্যুদ্‌বিকাশ হইতে লাগিল; সূর্য অন্ধকারে অদৃশ্য হইল; চারিদিক হইতে অত্যন্ত তপ্ত ঝটিকাপ্রবাহ ছুটিয়া আসিল; বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইল; সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া স্থলভাগ প্লাবিত করিল এবং মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হইয়া বৃক্ষ ও অট্টালিকা ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল।

মহাভয়ে ভীতা মহী—আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনাহেতু অত্যন্ত ভীত হইয়া।

আরাধিলা দেবে—বিষ্ণুর আরাধনা বা স্তব করিলেন।

অধীনীরে<অধীনা—একান্তভাবে আশ্রিতা ও অনুগতা আমাকে। অশুদ্ধপ্রয়োগ।

তরাইলে—বিপদ্ উত্তীর্ণ করিলে; ত্রাণ করিলে। তৄ ধাতু হইতে বাংলা ণিজন্ত ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ।

বহু মূর্তি ধরি—যুগে যুগে নানা অবতারে নানারূপে আবির্ভূত হইয়া।

কূর্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে ইত্যাদি—জয়দেবের বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্রে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি অবতারের উল্লেখ আছে। এস্থলে ত্রেতা যুগে রামের আবির্ভাবের পূর্বে আবির্ভূত ষড়বতারের মধ্যে প্রথম মৎস্য অবতার এবং ষষ্ঠ পরশুরাম অবতারকে বাদ দিয়া, মধ্যবর্তী চারিটি অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্যাবতারে ভূভার-হরণের পরিবর্তে বেদ-ধারণের উল্লেখ আছে বলিয়া এবং পরশুরামাবতার সমসাময়িক অবতার বলিয়া সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

তিষ্ঠাইলা—স্থাপন করিলে, প্রতিষ্ঠিত করিলে। সংস্কৃত স্থা (তিষ্ঠ্) ধাতু>বাংলা

তিষ্ঠ ধাতুর ণিজন্ত রূপ। তুলনীয়,—"ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।" (জয়দেব)। প্রলয় সলিলে মগ্ন পৃথিবীকে বিষ্ণু কূর্মরূপে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করেন।

শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা সদৃশী—জয়দেবের "শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না"র অনুবাদমাত্র। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ব্রহ্মার বরে শক্তিমান্ হইয়া পৃথিবীকে পাতালে লইয়া গেলে, বিষ্ণু বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, এবং স্বীয় দন্তের অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

নরসিংহবেশে বিনাশিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যে—বরাহ কর্তৃক ভ্রাতার নিধনের পর, হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকটে এই বর প্রার্থনা করে যে, সে জলে, স্থলে বা শূন্যদেশে; দিবসে অথবা রাত্রিতে; যে কোন স্থানে এবং যে কোন কালে; সর্বজীবের অবধ্য এবং সকল প্রকার অস্ত্রে অভেদ্য হইবে। এইরূপ বরলাভের পর সে নিজেকে অমর বিবেচনা করিয়া যথেচ্ছাচারী এবং ভ্রাতার শত্রু বিষ্ণুর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপুর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ হইবার অপরাধে হিরণ্যকশিপু পুত্রের উপর নানারূপ নির্যাতন চালাইতে থাকে। অবশেষে বিষ্ণু সাধারণ জীবের বহির্ভূত অর্ধ-নর ও অর্ধ-সিংহ 'নৃসিংহ মূর্তি' ধারণ করিয়া সাধারণ অস্ত্রের বহির্ভূত নিজের 'তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা', জল-স্থল-শূন্যের বহির্ভূত 'নিজের জানুর উপর' হিরণ্যকশিপুকে স্থাপন করিয়া, দিবা ও রাত্রির বহির্ভূত 'প্রদোষকালে' তাহাকে নিহত করেন।

খর্বিলা বলির গর্ব ইত্যাদি—হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ; প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। বলিও তপস্যাবলে মহাপরাক্রান্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। বলি দৈত্য হইলেও ধার্মিক ছিলেন বলিয়া, দেবগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় না পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু কশ্যপ ঋষির গৃহে তাঁহার বামন অর্থাৎ খর্বাকৃতি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একবার বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বামন ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দান প্রার্থনা করিলে বলি উহা দিতে স্বীকৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে বামন বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া দুইটি পদদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করিয়া তৃতীয় পাদের জন্য ভূমি চাহিলে, দানের গর্বে গর্বিত বলি তৃতীয় চরণ স্থাপনের জন্য নিজের মস্তক পাতিয়া দেন, এবং এইরূপে চিরকালের জন্য বামনাবতারের নিকট বন্দী হন।

এ বিপত্তিকালে—দেব-নর-রাক্ষস-সংগ্রামের ভীষণ সংঘাতে সৃষ্টি ধ্বংস হইবার কালে।

মুরারি—মুর নামক দৈত্যের নিধনকর্তা বিষ্ণু।

জগন্মাতঃ—(সম্বোধনে) হে জীবধাত্রি ধরিত্রি! পূর্বে লক্ষ্মী অর্থে প্রযুক্ত জগদম্বা শব্দটির ন্যায় জগন্মাতা শব্দটিও 'যোগরূঢ় শব্দ'। এই স্থলেও **নিহতার্থতা দোষ**। কারণ জগন্মাতা শব্দটির দ্বারা দুর্গা, কালী প্রভৃতি আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্তিকেই বুঝায়।

আয়াসে—(নামধাতু) আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ বা যন্ত্রণা দান করে।

মদকল করিত্রয়—মদমত্ত হস্তীর ন্যায় রণমত্ত রাবণ, রামচন্দ্র ও ইন্দ্র এই তিন যুযুৎসু।

কাল রণ—সৃষ্টি-বিধ্বংসী যুদ্ধ।

পীতাম্বর—পীতবসনধারী বিষ্ণু (সম্বোধনে)।

চাহিলা রমেশ হাসি—পৃথিবীর এতটা বিচলিত হইবার হেতু সত্যই ঘটিয়াছে কিনা জানিবার জন্য বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া লঙ্কার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

দলে অসংখ্য—অসংখ্য সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া।

প্রতিঘ-অন্ধ—ক্রোধান্ধ; ক্রোধে বিবেচনাবুদ্ধিশূন্য।

চতুস্কন্ধরূপী—সৈন্যদের পরাক্রমের খ্যাতি, সৈন্যের কোলাহল, সৈন্যের পদোত্থিত ধূলি এবং প্রকৃত সৈন্যদল,—এই চারিটি স্কন্ধ বা দেহবিশিষ্ট বাহিনী।

চলিছে প্রতাপ অগ্রে জগৎ কাঁপায়ে ইত্যাদি—রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন :—

"প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।
যযৌ পশ্চাদ্ রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ॥ (৪।৩০)

সৈন্যদল প্রকৃত প্রস্তাবে অভিযান করিবার পূর্বেই তাহার বীরত্বখ্যাতি লোকের কানে যাইয়া পৌঁছে; তাহার পর সৈন্যদল বহির্গত হইলে সমবেত সেনাগণের কোলাহল শোনা যায়; তাহার পরে দূর হইতে দেখা যায় অসংখ্য সেনার পদোত্থিত ধূলির মেঘ এবং সর্বপশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হয় প্রকৃত সৈন্যদল।

বহির্ভাগে—লঙ্কাপুরীর বাহিরে।

বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি রঘুসৈন্য ইত্যাদি—প্রথমে লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিষ্ণু নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য দেখিতে পাইলেন। পরে লঙ্কাপুরীর বহির্দেশে বিষ্ণু রাক্ষসসৈন্যের প্রতীক্ষায় চঞ্চল রামের অসংখ্য সৈন্য দেখিতে পাইলেন। আসন্ন ঝড়ের পূর্বে সমুদ্রবক্ষে উত্থিত তরঙ্গ-সমূহের ন্যায়ই তাহারা চঞ্চল ও সংখ্যায় অগণিত।

পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু; পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) ন্যায় অক্ষি যাহার (বহুব্রীহি)।

পক্ষিরাজ যথা গরুড় ইত্যাদি—পক্ষিরাজ গরুড় দূরে নিজের ভক্ষ্যবস্তুস্বরূপ সর্পকে দেখিতে পাইলে যেরূপ ভীষণ পক্ষশব্দে আকাশ কম্পিত করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসে, সেইরূপ চিরশত্রু রাক্ষসগণকে দেখিয়া স্বর্গ হইতে ভীষণ রণহুঙ্কার করিয়া দেব-সৈন্য লঙ্কার দিকে ধাবিত হইতেছিল।

হুঙ্কারে—হুঙ্কার ধ্বনির সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ।

জীবব্রজ—প্রাণিসমূহ। ব্রজ সমূহার্থক শব্দ।

ছন্নমতি—বিকলচিত্ত, বিমূঢ়।

ক্ষণকাল চিন্তি—কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার প্রভাবে ব্যাপারটি ঘটিতেছে এবং ইহার সম্ভাব্য পরিণতি কি তাহা জানিবার জন্য।

যোগীন্দ্র-মানস-হংস—শ্রেষ্ঠ যোগিগণের মনোরূপ সরোবরে বিরাজিত হংসস্বরূপ বিষ্ণু।

না হেরি উপায় কিছু—অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব এই ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন বলিয়া ইহা বিষ্ণুর অপ্রতিবিধেয়।

হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী ত্রিশূলী ইত্যাদি—২য় সর্গে রতিও শিবকে "দুরন্ত হিংসক শূলপাণি" বলিয়াছে। পুরাণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সত্ত্বগুণাশ্রিত, পালনকর্তা বিষ্ণুকে রজোগুণাশ্রিত এবং সংহারকর্তা মহাদেবকে তমোগুণাশ্রিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী……উগরি বিষাগ্নি জীবে!—এস্থলে স্বতন্ত্র দুইটি বাক্যে উপমেয় ত্রিশূলী ও উপমান কালসর্পের সাধারণ ধর্ম সংহারকার্য এক বলা হইয়াছে অথচ তুলনাবাচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার**।

সৌরি (শৌরি)—শূরি (শূরসেন) নামক যাদবের বংশে জাত বলিয়া কৃষ্ণের নামান্তর শৌরি বা সৌরি। পরবর্তিকালে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হওয়ায় কৃষ্ণ নামবাচক শব্দে বিষ্ণুকেও বুঝায়।

কালসর্প সাধ, সৌরি, ইত্যাদি—কালসর্পের বৃত্তিই হইল বিষ ঢালিয়া জীবের প্রাণসংহার করা; সেইরূপ তমোগুণাশ্রিত রুদ্রের বৃত্তিও হইতেছে জগতের সংহার,—সৃষ্টি অথবা পালন নহে।

বিশ্বম্ভর—বিশ্বের ভরণ অর্থাৎ পালন-কর্তা বিষ্ণু। বিশ্ব+ভর+খচ্।

মিনতি—কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ+বিনতি<বিন্নতি<বিজ্ঞপ্তি শব্দের সহযোগে 'জোড়কলম' শব্দ।

উত্তরিলা হাসি বিভু—পৃথিবীর আকুলতা এবং তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন।

সাধিব কার্য তোমার, সম্বরি দেববীর্য ইত্যাদি—পৃথিবী কোন বিশেষ পক্ষাবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর নিকটে আসেন নাই;—তিনি আসিয়াছেন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাইতে। তিনটি দুর্ধর্ষ সমান বল পৃথিবীর উপর শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলে সেই দারুণ সংঘাতে পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবেন,—এই ছিল তাঁহার আশঙ্কা। বিষ্ণু পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি শিবের অভিপ্রেত রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণ-বধ রোধ করিতে না পারিলেও, দেবগণের শক্তি আকর্ষণ করিয়া দেববল হ্রাস করিবেন। ইহাতে তিনটি বলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ কম হইবে এবং রাবণও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রয়োগে লক্ষ্মণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই উপায়ে শিবের অভিপ্রায়ও পূর্ণ হইবে এবং পৃথিবীর উদ্দেশ্যও সফল হইবে।

গরুত্মান্—গরুড়; গরুৎ (পক্ষ)+মতুপ্। স্ত্রীলিঙ্গে গরুত্মতী; যথা "গরুত্মতী তরি" (৩য় সর্গ)।

দেবতেজঃ হর আজি রণে ইত্যাদি—সূর্য যেভাবে সমুদ্রজল অদৃশ্যভাবে শোষণ করে, সেইরূপ আকাশে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর উড়িয়া দেবগণের শক্তি আকর্ষণ কর।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র গরুড়।

কিম্বা তুমি, বৈনতেয় হরিলা যেমতি অমৃত—সপত্নী কদ্রুর দাসীত্ব হইতে মাতা বিনতাকে উদ্ধার করিবার জন্য গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করিয়াছিলেন।

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে ইত্যাদি—ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়া যদি সে আগুন অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তবে অগ্নিশিখা যেমন দরজা-জানালা প্রভৃতি অবকাশের ভিতর দিয়া বেগে বাহিরে ছুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার ন্যায় লঙ্কার অবরুদ্ধ রাক্ষস-সেনাগণ লঙ্কার চারিটি প্রধান দ্বারপথে বেগে নির্গত হইতে লাগিল।

মাতঙ্গবর ঐরাবত—ইন্দ্রের বাহন গজরাজ ঐরাবত সমুদ্র-মথনোদ্ভূত নিধি-সমূহের অন্যতম।

দম্ভোলি-নিক্ষেপী সহস্রাক্ষ—বজ্রাস্ত্রধারী সহস্র-লোচনবিশিষ্ট ইন্দ্র।

দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা রবিকরে—দেবরাজ ইন্দ্র ভাস্বরদেহে ঐরাবত-পৃষ্ঠে সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত সুমেরু-পর্বতের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

আইলা শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি সেনানী—তারকাসুরের

নিধনকর্তা দেবসেনাপতি স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় ময়ূরলাঞ্ছিত পতাকাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন।

আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা—শত্রুপক্ষের রণবাদ্য বলিয়া দেব-সৈন্যের বাদ্যধ্বনি লঙ্কাবাসিগণ আতঙ্কের সহিত শ্রবণ করিল।

দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি—হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই দাস অর্থাৎ অধম রাম দেবগণের ভৃত্যস্বরূপ।

তেঁই আজি চরণ-পরশে ইত্যাদি—আমার পূর্বজন্মার্জিত অশেষ পুণ্যফলে আজ এই চরম বিপদের সময়ে আমিই যে কেবল দেবরাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম তাহা নহে, সেই পুণ্যফলে দেবতার চরণস্পর্শে সমগ্র পৃথিবীই আজ পবিত্র হইল।

উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে ইত্যাদি—রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডের ১০৩ সর্গে রাবণবধের পূর্বে ইন্দ্র কর্তৃক রামচন্দ্রকে দেবরথ প্রেরণের কথা আছে। তুলনীয়,—

"ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য চ রক্ষসঃ।
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ ॥৫
ততো দেববরঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা তেষাং বচোঽমৃতম্।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৬
রথেন মম ভূপৃষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
আহূয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ ॥৭

নিজ কর্মদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি—মেঘনাদবধ কাব্যে নায়ক রাবণকে কবি নায়কোচিত নানা সদ্‌গুণে ভূষিত "grand fellow" করিয়া তুলিতে চাহিলেও, সীতাহরণ-রূপ তাহার অপকার্যটি একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। একথা সত্য যে, রামায়ণে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ যেরূপ নিন্দনীয় জঘন্য পাপকার্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, মেঘনাদবধে উহা তত বড় পাপকার্য বলিয়া দেখানো হয় নাই। ভগ্নীর অবমাননাকারী শত্রুকে দণ্ড দিবার জন্যই যেন মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ শত্রুর পত্নীকে নিজের পুরীতে আনিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিল। তুলনীয়,—

"কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?" (১।১০২-১০৪)

তথাপি অসহায়া সীতার মর্মান্তিক দুঃখের ফলেই যে রাবণের বিনাশ,—এই সত্যটিও কবি সুযোগমত লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র, শচী, বিভীষণ, সরমা—এমন কি রাবণের

উপাস্য দেবতা শিবের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাবণ অদৃষ্টদোষেই সবংশে ধ্বংস হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অদৃষ্ট বা প্রাক্তন তাহার নিজেরই সৃষ্ট।

লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে ইত্যাদি—পূর্বে সমুদ্রকে মথিত ও বিপর্যস্ত করিয়া দেবগণসহ আমি যেরূপ অমৃত আহরণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ সমুদ্রের মত লঙ্কাকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া এবং রাবণকে শাস্তি দান করিয়া দেবগণ আজ সীতাকে উদ্ধার করিয়া বীর রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন।

কতকাল অতল সলিলে……রমা আঁধারি জগতে ?—লক্ষ্মীকে দুর্বাসার অভিশাপহেতু কিছুকাল বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সমুদ্রগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মী-স্বরূপা সীতাদেবীও রামচন্দ্রের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্ধকার সমুদ্রগর্ভের ন্যায় রাক্ষসপুরীর নিরানন্দ অশোক বনে অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্মীদেবীর পুনরুদ্ধারের মত সীতারও পুনরুদ্ধারের কাল আর দূরবর্তী নহে। এখানে উপমেয় অশোকবনে বন্দিনী সীতা এবং উপমান সমুদ্রতলে অবস্থিতা লক্ষ্মীদেবীর সাধারণ ধর্ম (পতির নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি) এক, অথচ পৃথক্ বাক্যে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার** হইয়াছে।

অম্বুরাশি সম কম্বু ইত্যাদি—চারিদিকে সহস্র সহস্র রণশঙ্খ সমুদ্রগর্জনের মত গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত হইল।

গগন ছাইয়া উড়িল কলম্বকুল ইত্যাদি—আকাশে বজ্রাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত তীক্ষ্ণ তীরসমূহ দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল এবং শত্রুদের বর্ম ও ঢাল ভেদ করিয়া রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করিল।

নিকুঞ্জে যেমতি পত্র প্রভঞ্জন বলে—ঝড়ের বেগে বনের মধ্যে যেরূপ অজস্র পত্র খসিয়া পড়ে, সেইরূপ অসংখ্য হস্তী নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল।

ভৈরবে—ভৈরব রবে ; ভীষণ গর্জন ও আর্তনাদ দ্বারা।

সৌরতেজঃ রথে—সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া।

বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে—হস্তীর শত্রু সিংহ হস্তীকে দেখিয়া যেভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, সেইভাবে প্রধান-রাক্ষস-সেনাপতি চামর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

আহ্বানিল ভীমরবে সুগ্রীবে উদগ্র—যুদ্ধক্ষেত্রে সুগ্রীবকে দেখিয়া রাক্ষস-রথিগণের সেনাপতি উদগ্র উচ্চৈঃস্বরে স্পর্ধার সহিত তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল।

শত জলস্রোতোনাদে—প্রখর স্রোতোবিশিষ্ট শত শত নদীপ্রবাহের সম্মিলিত শব্দের ন্যায় বিকট শব্দে।

চালাইলা বেগে বাস্কল মাতঙ্গযূথে ইত্যাদি—রাক্ষস গজসৈন্যের সেনাপতি বাস্কল দূরে অঙ্গদকে দেখিতে পাইয়া দুর্দম হস্তিদলপতির ন্যায় সেইদিকে নিজের গজসৈন্যসহ ধাবিত হইল।

যুবরাজ—কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ।

অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে ইত্যাদি—অশ্বারোহী-রাক্ষস-সেনাদলের নায়ক অসিলোমা তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে বীরশ্রেষ্ঠ শরভ নামক রামপক্ষীয় সেনানায়ককে চতুর্দিক হইতে অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিল।

বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ। বীর ঋষভের (বৃষের) মত; উপমিত সমাস।

বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা সর্বনাশী) ইত্যাদি—রাক্ষস পদাতি-বাহিনীর নায়ক বিড়ালাক্ষ রুদ্রের ন্যায় সর্বসংহারক মূর্তিতে হনূমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

দিব্য রথে—পূর্বকথিত ইন্দ্রপ্রদত্ত রথে।

শিখিধ্বজ—ময়ূর দ্বারা উপলক্ষিত, বা ময়ূরচিহ্নবিশিষ্ট রথারূঢ় কার্তিক।

শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি, ইত্যাদি—তারকাসুর-বিনাশক ময়ূরবাহন রূপবান কার্তিক পৃথিবীতে নিজের সুন্দর রূপের প্রতিবিম্বস্বরূপ অনিন্দ্যসুন্দর লক্ষ্মণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

উড়িল চৌদিকে ঘনরূপে রেণুরাশি—অগণিত সৈন্যের পদক্ষেপে উত্থিত ধূলিপুঞ্জ চারিদিকে ধূলার মেঘের সৃষ্টি করিল।

পুষ্পক—রাবণের আকাশ-যান; তিনি নিজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করিয়া ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

বিস্ফুলিঙ্গ—বেগঘর্ষণজনিত রথচক্র হইতে নির্গত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ।

রতন-সম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া ইত্যাদি—প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই উষার আলো যেরূপ জগৎকে উদ্ভাসিত করে, পুষ্পকরথে আরূঢ় রাবণের নানারত্নশোভিত বেশভূষা হইতে নির্গত রত্নচ্ছটা, তাহার রথের সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত স্থান পূর্ব হইতেই সেইরূপ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল।

একচক্র রথে—সূর্যবিম্বকে সূর্যের রথের একমাত্র চক্র কল্পনা করা হয় বলিয়া সূর্যের রথকে 'একচক্র' বলে।

সূত—প্রাচীন ভারতের সম্প্রদায়বিশেষ; ইহাদের বৃত্তি ছিল সারথির কার্য।

ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা—কান্তিহীন সাধারণ মানবসৈন্যের মধ্যে প্রদীপ্ত-দেহ দেবগণ ধূমের মধ্যস্থিত উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান।

অসুরারি দল—অসুরগণের চিরশত্রু দেবগণ।

আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র ইত্যাদি—রাবণ ইন্দ্রের প্রতি দারুণ ব্যঙ্গ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদ আর জীবিত নাই জানিয়া, ইন্দ্র আজ স্পর্ধাভরে লঙ্কায় আসিয়াছে।

গম্ভীরে—গম্ভীর কণ্ঠে।

মনোরথ-গতি—মনোরথের অর্থাৎ ইচ্ছার বা চিন্তার ন্যায় দ্রুতগতিবিশিষ্ট। তুলনীয়,— "কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ' মাসের পথ।
ছয়দিনে উতরিল অশ্ব মনোরথ॥" (ভারতচন্দ্র)

পালাইল, পালায় <পলাইল, পলায়।

কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন, ইত্যাদি—বজ্রনির্ঘোষক ভীষণ মেঘ যখন বজ্রাগ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে আকাশে দেখা দেয়, তখন তাহার নিকট হইতে পশুপক্ষী যেরূপ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, পুত্রশোকে ক্রুদ্ধ বীর রাবণের আবির্ভাবে রঘুসৈন্যও সেইরূপ ছন্নমতি হইয়া যে দিকে পারিল পলায়ন করিল।

মুহূর্তে ভেদিলা ব্যূহ ইত্যাদি—প্রচণ্ড প্লাবনের প্রথম আঘাতেই বালির বাঁধ যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্ররচিত অপূর্ব ব্যূহ রাবণ তীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিয়া অনায়াসেই ভেদ করিলেন।

গোষ্ঠ বৃতি—গোশালার বেড়া।

অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে, ইত্যাদি—রাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্বপ্রথমে আসিলেন দেবসেনাপতি কার্ত্তিক।

শিঞ্জিনী আকর্ষি—ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ শরনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া।

কৃতাঞ্জলিপুটে নমি শূরে ইত্যাদি—রাবণ শিব-শিবানীর ভক্ত বলিয়া, ইষ্ট-দেবতার পুত্র কার্ত্তিককে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, শিবভক্ত রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য শত্রুসৈন্যের মধ্যে কার্ত্তিককে দেখিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন নাই।

নরাধম রামে হেন আনুকূল্য দান ইত্যাদি—বীরশ্রেষ্ঠ দেবসেনাপতি হইয়া অন্যায়যুদ্ধের প্ররোচনা ও প্রশ্রয়দানকারী কাপুরুষ রামকে এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা তোমার পক্ষে অনুচিত ও অশোভন কার্য।

বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে ইত্যাদি—দেবসেনাপতি আমি, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। হে শক্তিমান রাবণ, প্রথমে তুমি

শক্তিবলে আমাকে পরাজিত না করিলে লক্ষ্মণবধরূপ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে না।

শরজালে কাতরিয়া রণে শক্তিধরে—রুদ্রতেজে বলীয়ান রাবণ অতি তীক্ষ্ণ শরসমূহ বর্ষণ করিয়া শক্তি-অস্ত্রধারী কার্ত্তিককে ব্যথায় অধীর করিয়া তুলিলেন।

বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া কহিলা, ইত্যাদি—কৈলাসে বসিয়া পৃথিবীতে লঙ্কা-সমর পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে রাবণহস্তে কার্ত্তিকের নিপীড়ন দেখিয়া, পার্বতী সখী বিজয়াকে খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আজ রাবণ রুদ্রতেজে পূর্ণ বলিয়াই যে বীরপুত্র কার্ত্তিকের এই দুর্গতি তাহা নয়, অপর পক্ষে বিষ্ণুর আদেশে গরুড় অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়া দেবশক্তি হরণ করিতেছে বলিয়াও কার্ত্তিক যথাশক্তি রাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ। এই অসম যুদ্ধ হইতে কার্ত্তিককে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দেবী বিজয়াকে দ্রুত পৃথিবীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

বাছার কোমল দেহে—দেবসেনাপতি হইলেও বাৎসল্যের দৃষ্টিতে কার্ত্তিক দেবীর নিকট সুকোমলদেহ সন্তান ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন।

সদানন্দ—চিদানন্দময় শিব।

চলিলা আশু সৌরকররূপে ইত্যাদি—দেবীর আদেশে বিজয়া সূর্যকিরণের সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া কৈলাস হইতে নীল আকাশ পথে মর্ত্যে যাত্রা করিলেন।

ফিরাইলা রথে হাসি ইত্যাদি—অদৃশ্যা বিজয়ার নিকটে মাতার আদেশ শুনিয়া কার্ত্তিক ঈষৎ হাসিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাস্যের কারণ,—লোকে মনে করিবে যে, তিনি রাবণের শক্তিতে পরাজিত হইয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন, প্রকৃত কারণ কেহ জানিবে না।

সিংহনাদে কটক কাটিয়া অসংখ্য—সেনাপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করায় বিজয়গর্জন সহকারে অসংখ্য সৈন্য বধ করিয়া।

শত প্রসরণে—শত বেষ্টনে।

ভস্মে—(নামধাতু) ভস্ম করে।

জলাঞ্জলি দিয়া লজ্জায়—কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন বীরের পক্ষে চরম লজ্জাজনক ব্যাপার।

আইলা রোষে দৈত্যকুল অরি ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনকে দেখিয়া কর্ণ যেরূপ আক্রোশের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ

আক্রোশের সহিত দৈত্যকুলের চিরশত্রু ইন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

তোমর—শাবলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র।

শর বৃষ্টি—শর বর্ষণ করিয়া। বৃষ্টি < বৃষ্টিয়া, বৃষ্টি শব্দ হইতে নামধাতুনিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ।

গর্বে—দম্ভের সহিত।

বৈজয়ন্তে—ইন্দ্রের প্রাসাদ বৈজয়ন্তধামে।

বলি—(সম্বোধনে) বলবান্ (ব্যঙ্গোক্তি)।

কম্পবান <কম্পমান—কম্পিত, আকুল। অশুদ্ধপ্রয়োগ।

তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে—তোমার ষড়্‌যন্ত্রের ফলে অন্যায় যুদ্ধে। ইন্দ্রাদির ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় রাবণ কি উপায়ে জানিয়াছেন, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। ষড়্‌যন্ত্রে ইন্দ্রের যোগদানের কথা জানিলে, উহাতে রক্ষঃকুললক্ষ্মী, পার্বতী ও শিবের যোগদানের ও সমর্থনের কথাও জানিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইঁহাদের প্রতি রাবণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে না।

অবধ্য তুমি, অমর; ইত্যাদি—অমৃতপানে অমরত্বলাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে নিহত করা যাইবে না; নতুবা যম যেরূপ মুহূর্তের মধ্যে জীবের প্রাণ হরণ করে, সেইরূপ মুহূর্তের মধ্যে তোমার প্রাণ হরণ করিয়া তোমাকে শাস্তি দিতাম।

নারিবে<না+পারিবে। (পদ্যে ও প্রাদেশিক প্রয়োগে)।

নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে, ইত্যাদি—তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি বা না পারি, তুমি কিছুতেই আমার আক্রমণ হইতে লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে পারিবে না। লক্ষ্মণের প্রাণ লইবই, ইহা আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

কুলিশী—কুলিশ অর্থাৎ বজ্রধারী ইন্দ্র।

লাড়িতে<নাড়িতে (প্রাদেশিক রূপ)।

নারিলা লাড়িতে দম্ভোলি ইত্যাদি—ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিবার জন্য বজ্র ধারণ করামাত্র, শূন্যে অবস্থিত গরুড় ইন্দ্রের শক্তি আকর্ষণ করায় ইন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং বজ্র উত্তোলন করিতেই পারিলেন না।

প্রহারিলা ভীম-গদা গজরাজ-শিরে ইত্যাদি—ঝড় যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভীষণ বেগে পর্বতের চূড়ার উপর নিক্ষেপ করে, সেইরূপ রাবণ তাঁহার বিশাল গদাদ্বারা প্রচণ্ডবেগে ঐরাবতের বিশাল মস্তকে আঘাত করিলেন।

নিরস্ত—নিবৃত্ত বা গতিশূন্য হইয়া।

হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে—রাবণ গদা হস্তে লম্ফ দিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া একটিমাত্র আঘাতে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে নিশ্চল করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া, আবার আসিয়া রথে আরোহণ করিলেন।

যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি ইত্যাদি—ইন্দ্রের সারথি মাতলি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের বিকল অবস্থা দেখিয়া নিমেষমধ্যে ইন্দ্রকে নূতন রথ আনিয়া দিলে,—রাবণের অদ্ভুত পরাক্রমের মূলে যে রাবণবৎসল শিবের অদৃশ্য হস্ত রহিয়াছে ইহা বুঝিয়া, অভিমানভরে রাবণকে লক্ষ্মণের নিকটে যাইবার পথ ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের রণভঙ্গ কার্ত্তিকের রণভঙ্গের তুলনায় আরও বেশি অগৌরবজনক। কার্ত্তিক মাতার আদেশে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র ত্যাগ করিলেন প্রকৃত পরাজয় স্বীকার করিয়া।

যাও ফিরি তুমি শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ !—ইন্দ্রের পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের পর রামচন্দ্র 'ভীষণ সিংহনাদ করিয়া' রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন,—বুঝি তাঁহার কাপুরুষতার ও অপদার্থতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবার জন্যই! ইহার চেয়ে কবি রামকে শিবিরের এক কোণে ত্রাসে কম্পমান অবস্থায় চিত্রিত করিলেও রামের চরিত্রে বেশি গ্লানি স্পর্শ করিত না। ইন্দ্র ও কার্ত্তিক, এবং পরে হনূমান ও সুগ্রীব,—ইহারা প্রত্যেকেই সাধ্যমত রাবণের সঙ্গে যুঝিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্রই কেবল 'আর একদিন বেশি বাঁচিবার সুযোগ পাইয়া' বিনা বাক্যব্যয়ে নতমস্তকে রাবণের আদেশ পালন করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন! ষষ্ঠ সর্গে বীর মেঘনাদের সম্মুখে লক্ষ্মণ-চরিত্র যেরূপ হীনতা ও কাপুরুষতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, সপ্তম সর্গে বীর রাবণের সম্মুখে রামচরিত্রও ঠিক সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মেঘনাদের ও রাবণের বীরত্ব-গৌরব বর্ধিত করিতে যাইয়া কবি এই দুইটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্মণের ও রামের প্রতি অযথা ও অসঙ্গত আচরণ করিয়াছেন।

বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে শূরেন্দ্র—রামচন্দ্রের চরিত্রকে গ্লানিযুক্ত করিলেও কবি অন্ততঃ এই সর্গে লক্ষ্মণের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। মহাবীর লক্ষ্মণ বৃষপালের মধ্যে পতিত সিংহের ন্যায় মহাপরাক্রমে, কখনও বা রথে অবস্থান করিয়া এবং কখনও বা রথ হইতে নামিয়া, অসংখ্য শত্রুসৈন্য বধ করিতেছিলেন।

বাজপতি—সুবৃহৎ বাজ বা শ্যেন পক্ষী।

পুত্রহা—পুত্রঘাতক, পুত্রের নিধনকর্তা। পুত্র+হন্+ক্বিপ্।

ধাইলা চৌদিকে হুহুঙ্কারে দেব নর ইত্যাদি—লক্ষ্মণের প্রতি রাবণকে ধাবমান দেখিয়া, লক্ষ্মণের রক্ষার শেষ চেষ্টা করিতে চারিদিক হইতে দেবসৈন্য ও রঘুসৈন্য ছুটিয়া আসিল; অন্যদিকে রাবণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিপুল সংখ্যায় রাক্ষসসৈন্যও সেইদিকে ধাবিত হইল,—অর্থাৎ সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিল।

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে ইত্যাদি—ইতঃপূর্বে রাক্ষস পদাতিক বাহিনীর নায়ক বিড়ালাক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধের কথা ৫৩৮-৫৯ পংক্তিতে বলা হইয়াছে। ইত্যবসরে বিড়ালাক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হনুমান লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিল।

রড়ে—দ্রুতবেগে দৌড়িয়া। (প্রাদেশিক)

চোক্ চোক্<চোখা<চোক্ষ—তীক্ষ্ণ, ধারাল।

আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ইত্যাদি—রাবণের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ-শরে বিদ্ধ হইয়া বিপন্ন হনুমান পিতা বায়ুদেবকে স্মরণ করায়, সূর্য যেরূপ নিজের কিরণে কুমুদপ্রিয় চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলেন, সেইরূপ বায়ুদেবও নিজের শক্তি দিয়া হনুমানকে শক্তিমান করিয়া তুলিলেন।

বিনাশি সংগ্রামে উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়—রাক্ষসরথিগণের নায়ক সংগ্রামপ্রিয় উদগ্রকে যুদ্ধে বধ করিয়া। ৫৩০-৩২ পংক্তিতে সুগ্রীবের সহিত উদগ্রের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে।

রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, বর্বর ইত্যাদি—ভ্রাতা বালিকে কৌশলে বধ করিয়া যে-কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য লাভ করিয়াছিল, সেই রাজ্যসুখ ভোগ না করিয়া অনার্য তুই কুক্ষণে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এই স্বর্ণলঙ্কাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস।

ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ইত্যাদি—বালিবধের পর সুগ্রীব ভ্রাতৃবধূ সুন্দরী তারাকে নিজের মহিষী করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের মত লোকের উপযুক্ত স্থান হইতেছে স্ত্রীরূপে গৃহীত বিধবা ভ্রাতৃবধূর সান্নিধ্য,—যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের মধ্যে নহে।

বিধবাদশা কেন ঘটাইবি আবার তাহার ইত্যাদি—সুগ্রীবের প্রতি রাবণের অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি। বালির মৃত্যুর পর বালিপত্নী তারা দেবর সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করে। এখন রাবণের হস্তে সুগ্রীবের মৃত্যু হইলে তারা আবার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা হইবে তাহার চির-বৈধব্য; কারণ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, সুগ্রীবের এরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেহ নাই। **ইংরেজি Sarcasm বা অভিদূষণ অলঙ্কারের অনুকরণ।**

পরদারা<পরদার—পরস্ত্রী। দার স্ত্রীবাচক শব্দ হইলেও পুংলিঙ্গ।

পরদারালোভে সবংশে মজিলি, দুষ্ট—রাবণের ব্যঙ্গোক্তির প্রত্যুত্তরে সুগ্রীব বলিলেন যে, তিনি বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেশাচার অনুসারে; কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসীদের ইহাতে লজ্জার কোন হেতু নাই। কিন্তু রাবণের পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি তাহার লম্পটতারই পরিচায়ক। পরস্ত্রী সীতাকে হরণ করিবার পাপেই আজ পাপিষ্ঠ রাবণ সবংশে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।

নিক্ষেপিলা গিরিশৃঙ্গ—রামায়ণে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বানরগণ লম্ফ দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছে; পর্বত উৎপাটিত করিয়াছে; লাঙ্গুলাগ্নিতে লঙ্কা ভস্মীভূত করিয়াছে এবং অখণ্ড পর্বতশৃঙ্গ শত্রুর প্রতি শস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও, মধুসূদন রাক্ষসগণের ন্যায় বানরগণকেও সাধারণ মানুষরূপেই কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কাব্যে দেবতা ভিন্ন অন্যান্য চরিত্রে এই সকল অবিশ্বাস্য অতিমানবীয় শক্তির প্রকাশ সাধারণতঃ দেখানো হয় নাই। এস্থলে সুগ্রীব কর্তৃক রাবণের প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপের উল্লেখ সম্ভবতঃ কবির মনের উপর রামায়ণীয় ঘটনার প্রভাবের ফল।

অনম্বর—আকাশ। ন (নাই) অম্বর (আবরণ) যাহার; আকাশ উন্মুক্ত বলিয়া অনম্বর। 'অম্বর' অর্থেও আকাশ; কিন্তু সেস্থলে ব্যুৎপত্তি স্বতন্ত্র,—(অন্‌ব + অরণ)। মধুসূদন কয়েকস্থলে অনম্বর শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন।

কোদণ্ড—ধনুঃ।

জল যথা জাঙাল ভাঙ্গিলে কোলাহলে—বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ জলরাশি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ সশব্দে ছুটিয়া বাহির হয়, রাবণের ভীষণ আক্রমণে রামচন্দ্রের সৈন্যগণও সেইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল।

দেবদল তেজোহীন এবে পলাইলা ইত্যাদি—গরুড় কর্তৃক শক্তি আকর্ষিত হওয়ায় দেবসৈন্যগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং ঝড়ের মুখে যেমন ভস্মের সহিত অগ্নিকণা প্রবল বেগে ছুটিয়া চলে, প্রভাহীন দেহবিশিষ্ট রামের মানব সৈন্যের সহিত প্রভাময় দেহবিশিষ্ট দেবসৈন্যও রাবণের পরাক্রমে সেইরূপ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

বীরমদে দুর্মদ সমরে—বীরজনোচিত উৎসাহহেতু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ।

ধন্বী—ধনুর্ধর, ধানুকী; ধন্ব (ধনুঃ)+ইন্‌।

এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, নরাধম?—আজিকার যুদ্ধে রাবণ পুত্রহন্তা লক্ষ্মণের সন্ধানই করিতেছিলেন। সেই একান্ত অভীপ্সিত ব্যক্তিকে এতক্ষণ পরে

রাবণ নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া যেন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়হীন হইতে চান।

কলত্র—পত্নী। স্ত্রীবাচক শব্দ হইলেও কলত্র সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ।

গর্জিলা ভৈরবে—ভীষণরবে গর্জন করিলেন।

চাপে—ধনুকে।

ভীম সিংহনাদে উত্তরিলা ইত্যাদি—রাবণের ক্রোধ ও আক্রোশপূর্ণ বাক্যের প্রত্যুত্তরে পরাক্রমশালী লক্ষ্মণও ভীষণ গর্জন করিয়া বলিলেন। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের প্রতি প্রীতিপক্ষপাতহেতু কবি লক্ষ্মণচরিত্রে যে কালিমা মাখাইয়াছেন, এই সর্গে তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে যত্নসহকারে প্রক্ষালিত ত করিয়াছেনই; অধিকন্তু রুদ্রতেজঃপূর্ণ যে-রাবণের পরাক্রমের নিকট ইন্দ্র ও কার্ত্তিক পর্যন্ত অনায়াসে পরাজিত, সেই রাবণের প্রচণ্ড ক্রোধবহ্নির সম্মুখে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে লক্ষ্মণকে স্থাপন করিয়া, তাঁহার বীরত্বকে একটি অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। লক্ষ্মণের এই বীরত্বদর্শনে পরম শত্রু রাবণও বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাখানি<ব্যাখ্যান—প্রশংসা করি।

বীরপণা<বীরত্বন—বীরত্ব। সংস্কৃতে -ত্বন প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বাংলা -পণা (পনা) প্রত্যয় যোগে গুণবাচক বিশেষ্যপদ গঠিত হয়।

শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস সুরথি—মহাবীর তুই শক্তি-অস্ত্রধারী কার্ত্তিকের চেয়ে বেশি শক্তিমান তাহা স্বীকার করিতেছি। কারণ কিছুক্ষণ পূর্বেই অপেক্ষাকৃত কম শক্তি প্রয়োগে কার্ত্তিককে রাবণ পরাজিত করিয়াছেন।

ভীষণ রিপুনাশিনী—শত্রু-হননকারিণী ভয়ঙ্করী শক্তি অস্ত্র। শক্তি স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া তাহার বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয় করা হইয়াছে।

রক্তস্রোতে আভাহীন এবে—লক্ষ্মণের দেহে নিবদ্ধ অত্যুজ্জ্বল দেবাস্ত্রসমূহ তাঁহার দেহনিঃসৃত রক্তে লিপ্ত হওয়ায় উজ্জ্বলতাহীন হইল।

সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি—বিশালদেহ লক্ষ্মণের দেহনিঃসৃত রক্তের ধারাগুলি তাহার দেহের নানা স্থলে সর্পের ন্যায় দেহটিকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি যখন শক্তি দ্বারা আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন, তখন তাঁহাকে সর্পসমূহ দ্বারা বেষ্টিত পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল। তুলনীয়,—"লক্ষ্মণং রুধিরাদিগ্ধং সপন্নগমিবাচলম্।" (লঙ্কাকাণ্ড—১০১।৪০)।

ধাইলা ধরিতে শবে—মৃত শত্রুর শবের লাঞ্ছনা ইলিয়ড কাব্যেই আছে, রামায়ণে নাই। হেক্টরের নিধনের পর একিলিস্ তাহার শবদেহ রথের পিছনে জুড়িয়া

ট্রয়নগরীর চতুষ্পার্শ্ব পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রচুর নিষ্ক্রয় দান করিয়া প্রায়াম্ একিলিসের হস্ত হইতে পুত্রের দেহ উদ্ধার করেন।

পশিলা পুরে রক্ষঃ অনীকিনী ইত্যাদি—রক্তবীজকে বধ করিয়া চামুণ্ডা যেমন রক্তাক্ত অধরে সহর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষসবাহিনীও রক্তাক্তদেহে বিজয়োল্লাসে লঙ্কাপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। ইতিপূর্বে ১৭৮-১৮৮ পংক্তিতে রাক্ষস-বাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলনা করা হইয়াছে।

দেববল মিলি স্তুতিলা সতীরে যথা—দৈত্যবধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ যেরূপ দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, শক্তিশেলাহত হইয়া লক্ষ্মণের পতনের পর রাক্ষস স্তুতি-পাঠকেরাও সেইরূপ রাক্ষসবাহিনীর বিজয়-সংগীত দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

হেথা পরাভূত যুদ্ধে ইত্যাদি—রাবণের সসৈন্যে সগৌরবে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন-কালে দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার পরাজিত দেবসৈন্যসহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ—শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পতন প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া এই সর্গের নাম "শক্তি-নির্ভেদ"।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

অষ্টম সর্গ

মেঘনাদবধ কাব্যের ২য়, ৬য় ও ৫ম সর্গে বর্ণিত বিষয়সমূহের ন্যায় ৮ম সর্গে বর্ণিত বিষয়ের সহিতও রামায়ণের কোন সম্বন্ধ নাই। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে, শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের জন্য রামচন্দ্র বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, ভেষজতত্ত্বজ্ঞ বানর সুষেণ রামকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, লক্ষ্মণের দেহের বর্ণ ও অন্য লক্ষণসমূহ দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। অতঃপর তিনি 'বিশল্যকরণী', 'সাবর্ণ্যকরণী', 'সঞ্জীবকরণী' এবং 'সন্ধানী',—এই চারিপ্রকার ঔষধ আনয়ন করিবার জন্য হনূমানকে ওষধি-পর্বতে প্রেরণ করিলেন। ঔষধ চিনিতে না পারিয়া হনূমান সমগ্র পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া আনিলে, সুষেণ তাহা হইতে উপযুক্ত ওষধি নির্বাচন করিয়া লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। অষ্টম সর্গের শেষ দিকে ঔষধ সংগ্রহের জন্য হনূমানকে প্রেরণ করিবার কথা আছে বটে,—তবে এই ঔষধের সন্ধান মায়াদেবীর সাহায্যে প্রেতপুরীতে গমন করিয়া মৃত পিতা দশরথের প্রেতাত্মার নিকট রাম পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরলোকগত দশরথের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের কথা রামায়ণেও আছে;—কিন্তু উহা ঘটিয়াছিল রাবণবধ ও সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পরে। সেই সময়ে অন্যান্য দেবগণের সহিত ইন্দ্রলোকবাসী দশরথ বিমানে আবির্ভূত হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন। রামায়ণোক্ত রাম-দশরথ-সাক্ষাৎকার ব্যাপারটিকে একটু পরিবর্তিত করিয়া কবি প্রেতপুরীতে উভয়ের সাক্ষাৎকার কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের প্রেতপুরীদর্শনের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ভার্জিল ও দান্তের কাব্য হইতে গৃহীত। নরকের ভয়ানকতা ও বীভৎসতা অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়া এই সর্গের কয়েকস্থলে কবি ভয়ানক ও বীভৎস রস সৃষ্টি করিয়াছেন। কাব্যের উপজীব্য রসসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান রস হইলেও, বীভৎস রসের সার্থক পরিবেশন অতি দুরূহ কার্য। নরকের ভীষণ ও বীভৎস পরিবেশের সাহায্যে এই দুরূহ কার্যটি কবি অতিশয় সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন।

বিষয়-সংক্ষেপ ঃ—রাবণের হস্তে লক্ষ্মণ শেলাহত হইয়া পতিত হইবার পর বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবসে দিবাবসানে সূর্য অস্ত গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইল। ভূপতিত লক্ষ্মণের নিকটে মূর্ছিতাবস্থায় লুণ্ঠিত রামচন্দ্র ভ্রাতার শোকে অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান প্রভৃতি বিষণ্নমুখে সম্মুখে অবস্থিত।

কিছুক্ষণ পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণের অসামান্য ভ্রাতৃপ্রেমের নানা কথা স্মরণ করিয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কৈলাসে রামচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত পার্বতীর অশ্রু ঝরিয়া মহাদেবের অঙ্গে পতিত হইতেছে। শিব পার্বতীর অশ্রুবর্ষণের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে লঙ্কায় লক্ষ্মণের শোকে রাম যে করুণ বিলাপ করিতেছে, তাহা কি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না? রামের বিলাপে তাঁহার মন আকুল হইয়াছে। এখন হইতে কোন ভক্তই আর তাঁহার পূজা করিবে না;—তাঁহার নাম কলঙ্কে পূর্ণ হইল। দেবী শিবের অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহার তপোভঙ্গ করিয়াছেন, তাই বোধ হয় ভক্তের নিকটে এইরূপে হতমান করিয়া শিব দেবীর দণ্ডবিধান করিলেন। এইভাবে শিবকে অনুযোগ করিয়া দেবী অভিমানভরে চুপ করিলেন। শিব তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে, এইরূপ তুচ্ছ বিষয় লইয়া দেবীর দুঃখ করা উচিত নয়। তিনি দেবীকে বলিলেন যে, তিনি যেন মায়াদেবীর সহিত রামকে যমপুরীতে প্রেরণ করেন। সেখানে রামের পিতা দশরথ লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের উপায় রামকে বলিয়া দিবেন। শিবের প্রদত্ত ত্রিশূল লইয়া মায়া অনায়াসে যমালয়ে পৌছিতে পারিবেন।

দুর্গা স্মরণ করিলে মায়া তৎক্ষণাৎ কৈলাসে আসিয়া পৌছিলেন। দুর্গা তাঁহাকে লঙ্কাপুরে লক্ষ্মণের শোকে আকুল রামের নিকটে যাইয়া তাহাকে যমপুরে লইয়া যাইতে বলিলেন। সেখানে দশরথের প্রেতাত্মা লক্ষ্মণ ও রামপক্ষীয় অন্যান্য বীরের পুনর্জীবন লাভের উপায় বলিয়া দিবেন। এই বলিয়া দেবী অন্ধকার যমপুরীতে পথপ্রদর্শনের জন্য মায়ার হস্তে শিবের ত্রিশূল দান করিলেন।

মায়া কৈলাস হইতে আকাশপথে লঙ্কায় রামের নিকটে আসিয়া তাহার কানে কানে বলিলেন, "রাম শোক ত্যাগ কর। লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিবে; স্নান করিয়া পবিত্র দেহে তুমি আমার সঙ্গে যমালয়ে যাত্রা কর। শিবের কৃপায় তুমি সশরীরে সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে। সেখানে তোমার পিতা দশরথ লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের উপায় বলিয়া দিবেন।"

অদৃশ্যা মায়ার কথা শ্রবণে রামচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীব প্রভৃতিকে

সাবধানে লক্ষ্মণের দেহ রক্ষা করিতে বলিয়া সমুদ্রে যাইয়া স্নানতর্পণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া তিনি সুড়ঙ্গপথে মায়াদেবীর অনুসরণ করিলেন। কিছুক্ষণ অগ্রসর হইবার পর রাম ভীষণ জলকল্লোলধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে চিরতমসাবৃত যমালয় এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া পরিখার মত উত্তপ্ত বৈতরণী নদী প্রবাহিত। সেখানে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের কোন আলোক নাই। বায়ুগর্ভ অগ্নিময় মেঘে সে আকাশ পরিপূর্ণ। রামচন্দ্র সবিস্ময়ে বৈতরণীর উপর একটি অদ্ভুত সেতু দেখিলেন। সে সেতু মুহূর্তে মুহূর্তে সুন্দর ও ভীষণ নানা রূপ ধারণ করিতেছে। এদিক হইতে লক্ষ কোটি প্রাণী কেহ বা হাহাকার ধ্বনি করিয়া, কেহ বা মনের আনন্দে সেই সেতুর দিকে ধাবিত হইতেছে। রামচন্দ্র সেতুর এইরূপ রূপ পরিবর্তনের এবং অগণিত প্রাণীর সে দিকে ধাবিত হইবার কারণ মায়াদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, এই সেতু কামরূপী। ইহা পাপীদের পক্ষে অতি ভীষণ, কিন্তু পুণ্যাত্মাদের পক্ষে অতি মনোরম এবং সুখকর। সমাগত প্রাণিগণের মধ্যে পুণ্যবান্ যাহারা, তাহারা অনায়াসে সেতুর সাহায্যে বৈতরণী পার হইয়া যায়; কিন্তু পাপাত্মারা সেতুদর্শনে ভীত হইয়া সাঁতরাইয়া পার হইতে চায়। নদীর তপ্ত জলে তাহাদের দেহ দগ্ধ হয় এবং তীরে যমদূতেরাও নানারূপ যন্ত্রণা দেয়।

রাম মায়ার সহিত ধীরে ধীরে সেতুর নিকটে উপস্থিত হইলে, ভীষণাকৃতি যমদূত তাঁহাদের পথরোধ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মায়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া শিবের ত্রিশূল দেখাইলেন। যমদূত প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং সেতুও স্বর্ণময় কান্তি ধারণ করিল। বৈতরণী পার হইয়া উভয়ে সম্মুখে অগ্নিচক্রবেষ্টিত লৌহময় যমপুরীর দ্বার দেখিতে পাইলেন। এখানে রাম প্রমূর্ত অবস্থায় জ্বর, অজীর্ণতা, সুরামত্ততা, কামোন্মত্ততা, যক্ষ্মা, বিসূচিকা, উন্মাদ প্রভৃতি প্রাণবিনাশক রোগসমূহকে দেখিতে পাইলেন। ইহাদের সহিত রামচন্দ্র যুদ্ধ, হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতিকেও প্রমূর্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মায়াদেবী বলিলেন যে, এই সকল যমদূত প্রাণিসমূহকে যমালয়ে আনয়ন করিবার জন্য পৃথিবীতে নানাবেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই দ্বারটি যমালয়ের দক্ষিণ দ্বার। যমালয়ে জীবাত্মারা কি ভাবে বসবাস করে, তাহা তিনি আজ রামকে দেখাইবেন বলিলেন।

রাম মায়ার সহিত যমপুরীতে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক যেন ভূকম্পনে কম্পিত হইতেছে। মেঘসমূহ অগ্নিবর্ষণ করিতেছে এবং শ্মশানের দুর্গন্ধে সমস্ত দেশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্র সম্মুখে আর্তনাদকারী অসংখ্য প্রাণিপূর্ণ একটি প্রজ্বলন্ত হ্রদ দেখিতে পাইলেন। মায়াদেবী বলিলেন ইহার নাম 'রৌরব নরক'।

ইহার পরে মায়া রামকে অদূরস্থিত পূতিগন্ধময় তপ্ত তৈলপূর্ণ 'কুম্ভীপাক নরক' কিংবা 'অন্ধতম নরক' কোনটি প্রথম দেখিতে চান জিজ্ঞাসা করিলে রাম বলিলেন যে, তিনি আর জীবাত্মাদের যন্ত্রণা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেছেন না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেই নানা প্রলোভনে পড়িয়া মানুষকে পাপ করিতেই হয়; সেই পাপের শাস্তি যদি এতই ভীষণ হয়, তবে পৃথিবীতে স্বেচ্ছায় কে জন্মগ্রহণ করিতে চাহিবে? মায়া বলিলেন যে, এমন কোন বিষ নাই, যাহার প্রতিষেধক ঔষধও নাই। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে পাপের মধ্যে থাকিয়া যে পাপের প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করে, দেবগণ সর্বদা তাহার সহায় এবং ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন। নরকদর্শনে যদি রামের আর ইচ্ছা না থাকে, তবে তিনি রামকে অন্যত্র লইয়া যাইবেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাম একটি নিস্তব্ধ ম্লান-আলোকিত, বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা লক্ষ লক্ষ আত্মা আসিয়া রামকে বেষ্টন করিয়া তিনি কে, এবং দেহধারী প্রাণী হইয়াও তিনি কিরূপে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মৃত্যুর পর হইতে তাহারা মানুষের কোন কথাই শুনিতে পায় নাই বলিল। রাম নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, শিবের আদেশে তিনি পিতা দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। জনৈক প্রেতাত্মা বলিল যে, রামের হস্তেই পঞ্চবটী বনে সে নিহত হইয়াছিল। রাম চমকিতভাবে চাহিয়া দেখিলেন যে, সে মারীচ। রামের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল যে, রাবণের আদেশে রামকে প্রতারিত করায় তাহার এই নিরানন্দ নিস্তব্ধ বনে অবস্থিতি। সেই বনে রাম খর ও দূষণকেও দেখিলেন; তাহারা রামকে দেখিয়া দূরে সরিয়া গেল। হঠাৎ ভীষণ শব্দে বন পূর্ণ হইল এবং প্রেতগণ ভীতসন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে পলায়ন করিল। মায়াদেবী বলিলেন যে, এই সকল প্রেতাত্মা বিভিন্ন নরককুণ্ডে বাস করে এবং মধ্যে মধ্যে এই নিস্তব্ধ "বিলাপ-বনে" আসিয়া নীরবে বিলাপ করে। প্রেতাত্মাদিগকে যমদূতগণ স্ব স্ব নরককুণ্ডে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা তিনি রামকে দেখাইলেন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাম ভীষণ আর্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, কান্তি ও লাবণ্যশূন্য লক্ষ লক্ষ নারী কেহ মস্তকের দীর্ঘ কেশ ছিঁড়িতেছে, কেহ নখে বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, কেহ বা চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং আত্মধিক্কার সহকারে বিলাপ করিয়া বলিতেছে যে, এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সেবায় পাপের মধ্যে জীবন কাটাইয়া এখন তাহারা তাহার ফল ভোগ করিতেছে। কুৎসিত কদাকার যমদূতীগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া নারীগণ চলিয়া গেল। মায়াদেবী রামকে বলিলেন যে, এই সকল নারী রূপযৌবন-মত্তা হইয়া পৃথিবীতে বিলাস-ব্যসনে

জীবন কাটাইয়াছে। অনন্তর মায়াদেবী অন্যদিকে রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রাম চাহিয়া দেখিলেন,—সুন্দর বেশভূষায় মণ্ডিত মনোমুগ্ধকরী সুন্দরী নারীর দল মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। অন্য দিক হইতে অতি রূপবান একদল পুরুষও অগ্রসর হইল। পুরুষগণকে দেখিয়া নারীগণ হাবভাববিলাসে তাহাদের মন মুগ্ধ করিয়া, এক এক জন নারী এক এক জন পুরুষের সহিত বনমধ্যে অদৃশ্য হইল। ক্ষণেক পরেই বন আর্তনাদে পূর্ণ হইল। রাম বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর মারামারি করিয়া রক্তপাত করিতেছে। যমদূতগণ আসিয়া মুদ্গরাঘাতে উভয় দলকে বিতাড়িত করিল। মায়া বলিলেন,—এই নারীগণ এবং পুরুষগণ জীবনে কামের বশীভূত হইয়া ধর্মাধর্মজ্ঞান ও লজ্জা বিসর্জন দিয়া কাম-বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে। এইরূপ লালসাময় মিলনের বিষময় ফল জীবনেই বহু ব্যক্তি ভোগ করিয়া আসে।

রাম মায়াকে বলিলেন যে, মায়ার কৃপায় তিনি যমপুরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। কিন্তু কোথায় তিনি দশরথের দর্শন পাইবেন? লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের উপায় জানিবার জন্য রামকে দশরথের নিকট লইয়া যাইতে তিনি মায়ার নিকট প্রার্থনা করিলেন। মায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে, রাম বিশাল প্রেতপুরীর অতি অল্প অংশই দেখিয়াছেন। ইহার পূর্বপ্রান্তে সতী সাধ্বী নারীগণ অতীব মনোহর স্থানে পরম আনন্দে বাস করেন। সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এখন পুরীর উত্তরাংশে যাইবেন এবং সেইখানেই রাম পিতার দর্শন পাইবেন।

যমালয়ের উত্তর দিকে গমনকালে রাম নানারূপ পর্বত দেখিলেন,—কোন কোনটি বৃক্ষাদিশূন্য, কোন কোনটি বা উত্তুঙ্গ ও তুষারাচ্ছাদিত এবং কোন কোনটি বা আগ্নেয়গিরি। রাম অসংখ্য উত্তপ্ত মরুভূমি এবং সর্পাদিপূর্ণ বিশাল বিস্তীর্ণ একটি হ্রদ দেখিতে পাইলেন। এই অংশে সকল বস্তুই চঞ্চল ও গতিশীল। এখানে পাপিগণ শূন্যে শীতদ্বারা এবং ভূমিতে অগ্নিতাপ দ্বারা পীড়িত হইয়া সর্বদা বিলাপ করিতেছে।

এই ভীষণ নিরানন্দ স্থান অতিক্রম করিয়া রাম অবশেষে নিকটে মধুর বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এবং চারিদিকে মনোরম অট্টালিকা ও উপবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মায়া বলিলেন যে, সম্মুখ সমরে নিহত বীরগণ এইস্থানে আসিয়া চিরসুখ ভোগ করেন; বনপথে অগ্রসর হইলে রাম 'সঞ্জীবনী পুরীতে' যশস্বী পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের দর্শন পাইবেন। মায়ার সহিত অগ্রসর হইয়া রাম সম্মুখে নানা অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ একটি বিশাল মল্লক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। বীরগণ সেখানে পরস্পরের সহিত মল্লযুদ্ধ

করিতেছেন এবং কবিগণ বীরগণের প্রশস্তি গান করিতেছেন। চারিদিকে পারিজাত বর্ষণ হইতেছে এবং অপ্সরা ও কিন্নরগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

মায়া রামচন্দ্রকে দেখাইলেন যে, সত্যযুগে সম্মুখ সমরে নিহত নিশুম্ভ, শুম্ভ, মহিষাসুর, ত্রিপুর, বৃত্র, সুন্দ, উপসুন্দ প্রভৃতি দৈত্যগণ সেখানে আনন্দে অবস্থান করিতেছে। সম্প্রতি লঙ্কাসমরে নিহত কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণকে রাম দেখিতেছেন না কেন জিজ্ঞাসা করায়, মায়াদেবী বলিলেন যে, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পৃথিবীতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রেতাত্মা এই স্থানে আসিতে পারে না। বালির প্রেতাত্মা সেদিকে আসিতেছেন দেখাইয়া, রামকে তাঁহার সহিত শিষ্টালাপ করিতে বলিয়া, মায়া অদৃশ্যভাবে নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বালি অগ্রসর হইয়া রামকে সম্ভাষণ করিয়া সশরীরে তাঁহার প্রেতপুরে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। যদিও সুগ্রীবকে তুষ্ট করিবার জন্য রাম তাঁহাকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন, তথাপি রামের প্রতি যমপুরে আগত বালির কোন বিদ্বেষ নাই। বালি রামকে তাঁহার পিতৃবন্ধু জটায়ুর নিকটে লইয়া যাইবেন বলিলেন। রাম বালিকে এখানে তাঁহারা সকলে সমসুখী কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, বালি উত্তর করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই সমান সুখ ভোগ না করিলেও, কেহই এখানে নিরানন্দ নহেন।

বালির সহিত রাম মধুরসলিলা নদীতীরে মনোরম বনে জটায়ুর সাক্ষাৎ পাইলেন। জটায়ু রামকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পাপিষ্ঠ রাবণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে কিনা। রাম বলিলেন যে, জটায়ুর আশীর্বাদে অন্য সকল রাক্ষস বীর নিহত হইয়াছে এবং একমাত্র রাবণই এখন জীবিত। তাহার হস্তে লক্ষ্মণ নিহত হওয়ায়, শিবের আদেশে পিতা দশরথের সহিত সাক্ষাতের জন্য রাম সেখানে আসিয়াছেন। জটায়ু বলিলেন যে, প্রেতপুরীর পশ্চিম প্রান্তে রাজর্ষিগণের সহিত দশরথ বাস করিতেছেন। তাঁহার সেখানে যাইবার কোন বাধা নাই;—তিনি রামকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রাম বহু মনোরম স্থান দেখিতে দেখিতে দ্রুতপদে জটায়ুর সহিত অগ্রসর হইতে থাকিলে লক্ষ লক্ষ প্রেতাত্মা আসিয়া রামকে বেষ্টন করিল। জটায়ু রামের পরিচয় দিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জানাইলে, তাহারা রামকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল। উভয়ে অতিশয় শোভা-সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য-পরিপূর্ণ পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে রঘুবংশের আদি পুরুষ দিলীপকে পত্নী সুদক্ষিণার সহিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। জটায়ু বলিলেন যে, ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণও এইস্থানে বাস করেন।

জটায়ুর নির্দেশমত রাম দিলীপ ও সুদক্ষিণাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা উভয়ে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম নিজের পরিচয় দিলে দিলীপ বলিলেন যে, যশস্বী রামের আবির্ভাবে তাঁহার কুল উজ্জ্বল হইয়াছে। অদূরে বৈতরণীতীরে স্বর্ণময় পর্বতের নিকটে বিখ্যাত অক্ষয়-বটমূলে দশরথ রামের কল্যাণে সর্বদা ধর্মরাজার পূজায় রত রহিয়াছেন। জটায়ুকে বিদায় দিয়া রাম একাকী অক্ষয়-বটের দিকে যাত্রা করিলেন। দূর হইতে পুত্রকে দেখিয়া দশরথ অশ্রুপূর্ণনেত্রে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "দেবতার কৃপায় আমার নয়ন সার্থক করিতে কি এতদিন পরে এই দুর্গম স্থানে তুই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস ? আমার দোষেই ধর্মপথগামী হইয়াও তুই জীবনে এত দুঃখ ভোগ করিতেছিস !" এই বলিয়া দশরথ রোদন করিলেন। রামও নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

রাম তখন বলিলেন যে, তিনি মহাবিপদে পড়িয়া পিতার নিকটে আসিয়াছেন। পৃথিবীর সকল ঘটনা যদি এস্থানে বসিয়া জানা যায়, তবে দশরথ নিশ্চয়ই রামের আগমনের কারণ জানিয়াছেন। লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে না পারিলে রাম আর পৃথিবীতে ফিরিবেন না। দশরথ বলিলেন যে, তিনি রামের আগমনের কারণ জানেন। লক্ষ্মণের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। গন্ধমাদন পর্বতের শৃঙ্গে বিশল্যকরণী নামক যে লতা আছে, তাহার সাহায্যে লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করা যাইবে। স্বয়ং যমরাজ কৃপা করিয়া তাঁহাকে এই ঔষধের কথা বলিয়া দিয়াছেন। রামের অনুচর হনূমানকে প্রেরণ করিলে সে মুহূর্তের মধ্যে ঔষধ আনয়ন করিবে। উপযুক্ত সময়ে রামের হস্তে রাবণ নিহত হইবে এবং সীতার উদ্ধার হইবে। কিন্তু রামের অদৃষ্টে সুখভোগ নাই। জীবনে দুঃখ বরণ করিয়াই রাম নিজের কীর্তি দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিবেন। দশরথ আরও বলিলেন যে, এক্ষণে পৃথিবীতে রাত্রি মাত্র দ্বিপ্রহর। দৈববলে বলী রাম শীঘ্র পৃথিবীতে ফিরিয়া হনূমানের সাহায্যে যেন রাত্রি থাকিতে থাকিতেই ঔষধ আনয়ন করেন।

দশরথ রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। রাম পিতার পদধূলি লইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া পদ স্পর্শ করিতে পারিলেন না। দশরথ বলিলেন যে, তাঁহার দেহ এক্ষণে ছায়ামাত্র ;—ইহা স্পর্শ করা যায় না। তিনি রামকে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। রাম বিস্মিত হইয়া মায়াদেবীর সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং লঙ্কায় যেস্থানে ভূপতিত লক্ষ্মণের দেহের চতুষ্পার্শ্বে বীরবৃন্দ শোকে নিদ্রাহীনভাবে অবস্থিত, সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তমোহা—অন্ধকার-বিনাশক ; তমঃ+হন্+ক্বিপ্=তমোহন্ ; ১মা একবচনে তমোহা।

মিহিরে—সূর্যবিম্বরূপ মস্তকের উজ্জ্বল ভূষণকে।

দিনদেব—দিবসের অধিপতি দেবতা। দিনদেব ও মিহির দুইটিই সূর্যবাচক শব্দ। কবি এখানে জ্যোতিশ্ছটাসম্পন্ন সূর্যবিম্বকে মানবনেত্রে অদৃশ্য দিবসের অধিপতি দেবতার দৃশ্যমান রত্নমুকুটরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তুলনীয়,—

"সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নি-তরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন সন্তরণ করি···" (ভাষা ও ছন্দ; রবীন্দ্রনাথ)।

রাজকাজ সাধি যথা বিরাম-মন্দিরে ইত্যাদি—সম্রাট্ সারাদিন রাজমুকুট মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য সমাপনের পর যেরূপ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া মুকুটখানি খুলিয়া রাখেন, সেইরূপ দিনের শেষে দিবসের অধিপতি দেবতা সারাদিনের কার্যের পর অস্তাচলের চূড়ায় সমুজ্জ্বল সূর্যবিম্বরূপ রত্ন-মুকুটখানি খুলিয়া রাখিলেন। **উপমা অলঙ্কার**। এস্থলে উপমান রাজেন্দ্র এবং উপমেয় দিনদেব দুইটি পৃথক বাক্যে থাকিয়া বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছে। তুলনীয়,—

"এবে দিনমণি দেব, মৃদুমন্দগতি
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণচক্ররথ,
বিশ্রামবিলাস-আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ-কার্য অবনীমণ্ডলে। (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ১।১৮০-১৮৩)

তারাদলে—তারাসমূহের সহিত।

আইলা রজনী—বীরবাহুর মৃত্যুর পরদিবসের এবং মেঘনাদের মৃত্যু- ও লক্ষ্মণের শেলাঘাত-দিবসের রাত্রি আসিল।

ভ্রাতৃস্রোহ—ভ্রাতার রক্ত।

নয়ন-জল অবিরল বহি ইত্যাদি—পর্বতের উপর দিয়া প্রবাহিত ঝর্নার জল গিরিমাটির সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া নীচে আসিয়া পড়ে, রামচন্দ্রের অশ্রুধারাও সেইরূপ লক্ষ্মণের শোণিতাক্ত বিশাল দেহে পতিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রণহেতু লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ভূমিকে সিক্ত করিতেছে। এস্থলেও **বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা অলঙ্কার**।

শূন্যমনাঃ—বিমনা, বিমর্ষ।

নাথ—প্রভু রামচন্দ্র। রামকে মধুসূদন সাধারণ মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করিয়াছেন ; কাজেই কৃত্তিবাসের অনুকরণে অবতারবাচক নাথ শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়াছে।

সুধন্বি—(সম্বোধনে) ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ। ধন্ব (ধনু)+ইন্=ধন্বী ; কিন্তু সমাসে সু ধন্ব যাহার=সুধন্বা।

পৌলস্ত্যেয়—পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র রাবণ।

বীরবীর্যে সর্বভুক্‌সম দুর্বার সংগ্রামে তুমি—প্রচণ্ড পরাক্রমহেতু অগ্নির ন্যায় সংগ্রামে অপ্রতিরোধনীয়।

রঘুকুল-জয়কেতু—রঘুবংশের বিজয়পতাকাস্বরূপ ; অর্থাৎ,—যুদ্ধে সর্বত্র বিজয়ী।

শূন্যচক্র—চক্রহীন।

বলি—(সম্বোধনে) হে শক্তিমান বীর।

মিতা<**মিত্র**—বন্ধু।

কর্বুরোত্তম—রক্ষঃশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি, এ দুরন্ত রণে ইত্যাদি—রামচন্দ্র প্রথমে লক্ষ্মণের ভ্রাতার প্রতি অসীম ভক্তি ও ভ্রাতার আজ্ঞানুবর্তিতা, ভ্রাতৃবধূর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং অসাধারণ বীরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার যে ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর বিপদ উপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করা উচিত নয়, পরন্তু ভ্রাতার কাতর আহ্বানে তাঁহার ন্যায় একান্ত বশংবদ ভ্রাতার অবিলম্বে গাত্রোত্থান করাই উচিত,—ইহা বলিয়া বিলাপ করিয়া, পরিশেষে বলিতেছেন যে, এতকাল কঠিন সংগ্রামে রত থাকায় লক্ষ্মণের দারুণ ক্লান্তি-বোধ একান্তই স্বাভাবিক। সেই ক্লান্তিবশেই যদি লক্ষ্মণ রামের আহ্বানে সাড়া দিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলে তাঁহারা ভাগ্যহীনা সীতাকে লঙ্কায় ত্যাগ করিয়া আবার বনেই ফিরিয়া যাইবেন। কৃত্তিবাসও রামের বিলাপে বলিয়াছেন :—"রাজ্যধনে কার্য নাই, নাহি চাই সীতে।"

কেমনে দেখাব এ মুখ—তুলনীয়,—

"কথং বক্ষ্যামহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্।" (লঙ্কাকাণ্ড—১০২।১৫)

আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি ইত্যাদি—ধর্মপরায়ণ হইয়া সর্বদা দেবগণের পূজা করিয়াছি বলিয়া দেবগণ কি আমাকে আজ এই দারুণ দুঃখ দিলেন ? রামায়ণে রাম বিলাপ করিয়াছেন :—"কিং ময়া দুষ্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি।

যেন মে ধার্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ॥"

(ঐ—১৮)

শিশির আসারে—শিশিরধারাবর্ষণে। "ধারাসম্পাত আসারঃ—" (অমরকোষ)

সরস—(অকারান্ত উচ্চারণ) সরস কর। (নাম ধাতু)

নিদাঘার্ত—গ্রীষ্মতাপে বিশুষ্ক।

প্রসূনে—পুষ্পবৎ সুন্দর লক্ষ্মণকে।

হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ইত্যাদি—সমাগত রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া রাম কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রীষ্মতাপদগ্ধ ফুলগুলির দুর্দশা দেখিয়া দয়াময়ী রাত্রি শীতল শিশির বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় সরস ও সতেজ করিয়া তুলেন। পুষ্পের ন্যায় সুন্দর লক্ষ্মণও যেন তাঁহার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেন।

প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে—এস্থলে উপমেয় লক্ষ্মণের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান প্রসূনকেই উপমেয়রূপে কল্পনায় **অতিশয়োক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে ইত্যাদি—গভীর অরণ্যে স্তব্ধ রজনীতে বায়ু প্রবাহিত হইলে বৃহৎ বৃক্ষসমূহের শাখাপ্রশাখায় যেরূপ বিষাদময় মর্মরধ্বনি উত্থিত হয়, রামপক্ষীয় বীরগণও বিষাদে সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শৈলসুতা—হিমালয়কন্যা পার্বতী।

উৎসঙ্গ-প্রদেশে—ক্রোড়দেশে।

উৎসঙ্গ-প্রদেশে ধূর্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে ইত্যাদি—মহাদেব শায়িত ছিলেন এবং পার্বতী পাশে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায়, প্রভাতে পদ্মের উপর যেরূপ শিশিরবিন্দু পতিত হয়; দেবীর চক্ষু হইতে ভক্তের প্রতি অনুকম্পাজনিত অশ্রুবিন্দু স্খলিত হইয়া সেইরূপে মহাদেবের ক্রোড়দেশে ও চরণদ্বয়ে অজস্রভাবে পতিত হইতেছিল।

সকরুণে—কাতরভাবে। ক্রিয়াবিশেষণ। করুণার সহিত বর্তমান=সকরুণ; বিশেষণ।

কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে ইত্যাদি—পার্বতী অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া শিবকে অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন যে, পরমভক্ত রামের স্বার্থ রক্ষা করিতে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, এ জগতে অতঃপর কেহ ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিতে চাহিবে না। রামের স্বার্থ ছিল রাবণের আক্রমণ হইতে লক্ষ্মণকে রক্ষা করা। রাবণের পুত্রশোকে দয়ার্দ্র হইয়া শিব রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করায়, ইন্দ্রাদি-দেবগণের প্রত্যক্ষ সাহায্যসত্ত্বেও লক্ষ্মণকে রক্ষা করা যায় নাই। ভক্তের নিকটে ইহাতে দেবীর মর্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ভক্তবৎসলারূপে প্রসিদ্ধ দেবীর নাম কলঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে।

তপোভঙ্গ দোষে দোষী—দ্বিতীয় সর্গোক্ত মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। ইন্দ্র ও শচীর অনুরোধে এবং মর্ত্যে রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় দেবী কাম-

দেবের সাহায্যে অসময়ে তপোমগ্ন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মেঘনাদ বধের উপায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

কুক্ষণে আইলা ইন্দ্র আমার নিকটে! ইত্যাদি—দেবী শিবের প্রতি অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে, ইন্দ্র কুক্ষণে মেঘনাদবধকার্যে দেবীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে কৈলাসে আসিয়াছিলেন, এবং রামও কুক্ষণে দেবীর কৃপাভিক্ষা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। কারণ ইন্দ্র ও রামের জন্যই তিনি শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছেন, এবং সেই বিরাগের ফলেই শিব দেবীর একান্ত ভক্ত রামের অমঙ্গল সাধন করিয়া এবং ভক্তের নিকটে দেবীর মর্যাদা লাঘব করিয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

হাসি উত্তরিলা শম্ভু—ভক্তের বিপদে দেবীকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত দেখিয়া।

এ অল্প বিষয়ে—মেঘনাদবধ এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লক্ষ্মণের শক্তিশেলাহত হইয়া পতন, পৃথিবীতে মানুষের বিচারে যত বড় ঘটনাই হউক না কেন, এই সকল পার্থিব সুখদুঃখের ব্যাপার দেবাদিদেবের নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়।

কৃতান্তনগরে—যমালয়ে, যমপুরীতে।

প্রেতদেশে—মৃত্যুর পর প্রেতাত্মাদিগের বাসস্থান যমপুরীতে।

পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে ইত্যাদি—রামায়ণে বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছিলেন সুষেণ নামক বানর। মধুসূদন বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামর্শ দশরথ দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া কৌশলে নরকবর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

এ নিরানন্দ—এই আনন্দহীনতা; এই বিষাদ। নিরানন্দ [নির্ (নাই) আনন্দ যার] বিশেষণ; এখানে বিশেষ্যরূপে অশুদ্ধ প্রয়োগ। ১০২ পংক্তিতে শব্দটি বিশেষণ রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা—প্রজাসাধারণ রাজার প্রতীক রাজদণ্ডকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, প্রেতাত্মারা শিবের ত্রিশূলকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে।

কৈলাস সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে—গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর অনুকরণে ভারতীয় দেবদেবীচরিত্র কল্পনা করিতে যাইয়া কবি লক্ষ্মীদেবী ও মায়াদেবীকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবী পার্বতী হইতে স্বতন্ত্র দেবী-রূপে কল্পিত হইয়াছেন; কারণ সেখানে শিব ইন্দ্রকে মায়ার নিকটে প্রেরণ করিতে পার্বতীকেই বলিয়াছেন। পঞ্চম সর্গে কিন্তু মায়া ও দেবী অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছেন; কারণ সেখানে লক্ষ্মণ চণ্ডিকার পূজা করিবার পর দেবী মহামায়া আবির্ভূত হইয়া লক্ষ্মণকে বর দান করিয়া বলিয়াছেন যে, শিবের আদেশে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া

মেঘনাদবধকার্যে লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবেন। এখানে আবার দেবী মায়াকে স্মরণ করিতেছেন ;—অর্থাৎ ইঁহারা উভয়ে স্বতন্ত্র দেবী। কেবল স্বতন্ত্র দেবীই নহেন,—মায়া যে পার্বতীর অধস্তন দেবী তাহাও মায়া কর্তৃক দেবীকে প্রণামের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং পার্বতী ও মায়াদেবীর চরিত্র-কল্পনায় সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, শিব ও শিবানীকে (পার্বতীকে) জুপিটার ও জুনোর ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দেবদম্পতীরূপে গ্রহণ করিয়া, মায়া, চণ্ডী, সিংহবাহিনী, দুর্গা প্রভৃতিকে তাঁহাদের অধস্তন দেবীরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কল্পনার পথেও কবি বাদ সাধিয়াছেন,—"কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে" এই কথাটির উল্লেখ করিয়া।

হত এ নশ্বর রণে—এই প্রাণঘাতী লঙ্কাসমরে। নশ্বর অর্থে নাশশীল ; কিন্তু কবি সর্বত্রই শব্দটিকে 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। **অবাচকতা দোষ**।

ছায়াপথে ছায়া পলাইলা দূরে ইত্যাদি—মায়ার আকাশপথে যাত্রাকালে আকাশে ছায়াপথে অবস্থিত ছায়া মায়ার অত্যুজ্জ্বল রূপের ছটায় দূরে অপসৃত হইল।

হাসিল তারাবলী, মণিকুল সৌরকরে যথা—ছায়াপথে ছায়া সশরীরে অবস্থিতি করে বলিয়াই যেন ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জকে অস্পষ্ট দেখায়। এক্ষণে মায়া-দেবীর প্রভাময় দেহের আলোকে ছায়া সরিয়া যাওয়ায়, সূর্যকিরণস্পর্শে উজ্জ্বল মণি-সমূহের ন্যায় অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র ছায়াপথে ফুটিয়া উঠিল।

খমুখে—আকাশপথে।

পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা ইত্যাদি—সমুদ্রের জলে জাহাজ চলিবার সময়ে যেমন নিজের গতিপথে একটি উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়, সেইরূপ প্রদীপ্ত শিবশূল হস্তে আকাশপথে গমনকালে মায়াদেবীও নিজের গমনপথের পশ্চাতে ত্রিশূলনির্গত একটি জ্যোতির রেখা অঙ্কিত করিয়া লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। **বস্তুপ্রতিবস্তুভাববিশিষ্ট উপমা অলঙ্কার**।

পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে—দেবীর আবির্ভাবহেতু।

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী—অপরের অদৃশ্যভাবে রামের কানে কানে কথা বলিয়া তাঁহার আবির্ভাব জ্ঞাপন করিলেন।

সিন্ধুতীর্থজলে—সমুদ্রের পবিত্র জলে।

সুলক্ষণ লক্ষ্মণ—প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ। কৃত্তিবাসও "সুলক্ষণ লক্ষ্মণ" এবং বাল্মীকি "লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ" বলিয়াছেন।

সুড়ঙ্গ<সুরঙ্গ<গ্রীকশব্দ syrinx—ভূনিম্নস্থ গর্ত।

অবগাহি পূতস্রোতে দেহ—পবিত্র জলে দেহ নিমজ্জনপূর্বক স্নান করিয়া।

অবগাহন শব্দের অর্থই দেহ নিমজ্জিত করিয়া স্নান; সুতরাং পরবর্তী দেহ শব্দের প্রয়োগ অনাবশ্যক। **অধিকপদতা দোষ।**

মহাভাগ—সৌভাগ্যশালী; দয়াদি সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট।

তুষি দেব-পিতৃলোক-আদি তর্পণে—তর্পণ নানাবিধ; দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, দিব্য-পিতৃতর্পণ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদি। রাম দেবতাগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জল প্রদান করিলেন।

উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি ইত্যাদি—এতক্ষণ রাম মায়াদেবীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিলেও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। স্নান-তর্পণাদির পর শুচিভাবে শিবিরে ফিরিয়া তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেন এবং মায়াদেবীর উজ্জ্বল দেহের প্রভায় শিবির আলোকিত দেখিলেন।

ভীষণ তনু—অতি শক্তিশালী দেহ।

সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে···কি ভয় তাহারে দেব সুপ্রসন্ন যারে—এস্থলে দেবতার প্রসাদরূপ কারণ দ্বারা রামের সাহসের সহিত সুড়ঙ্গপথে প্রবেশরূপ কার্য সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া **অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার।** পিতা আঙ্কাইসিসের প্রেতাত্মার সহিত সাক্ষাতের জন্য ভবিষ্যভাষিণী Sibyl-এর সহিত ঈনীয়সের সুড়ঙ্গ-পথে নরকে যাত্রা ঈনীড্ কাব্যে ৬ষ্ঠ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। দান্তের নরক-যাত্রাকালে তাঁহার পথ-প্রদর্শক ছিলেন ভার্জিলের প্রেতাত্মা। মধুসূদন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Aeneas."

তিমির কাননপথে পথী চলে যথা ইত্যাদি—তুলনীয়,—

"So travellers in a forest move
With but the uncertain moon above,
Beneath her niggard light."

(Aeneid—Book VI, 435-37)

সহস্র শত সাগর উথলি রোষে কল্লোলিছে যেন—রাম যে কল্লোল শব্দ শুনিলেন, তাহা অসংখ্য সমুদ্র-তরঙ্গে স্ফীত হইয়া এক সঙ্গে গর্জন করিতে থাকিলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হওয়া সম্ভবপর, সেইরূপ ভীষণ। এই সর্গে নরকবর্ণনায়, বৈতরণী, রৌরব, কুম্ভীপাক, প্রভৃতি কয়েকটি নাম ব্যতীত অধিকাংশ চিত্রই প্রধানতঃ ভার্জিলের ঈনীড কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গ এবং স্থানে স্থানে দান্তের কাব্যের নরকখণ্ড হইতে গৃহীত।

চিরনিশাবৃত—চির অন্ধকারময়।

রহি রহি উথলিছে বেগে তরঙ্গ, ইত্যাদি—প্রখর তাপে পাত্রস্থ দুগ্ধ যেরূপ টগবগ করিয়া ফুটিয়া উথলাইয়া উঠে, সেইরূপ বৈতরণীর স্রোতও থাকিয়া থাকিয়া আভ্যন্তরীণ প্রবল তাপে ধূম উদ্গিরণ করিয়া ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

নাহি শোভে দিনমণি ইত্যাদি—প্রেতপুরীর আকাশে সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কোন আলোক নাই; উহা ঘোর অন্ধকারময়।

তুলনীয়, "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥ (মুণ্ডকোপনিষদ।২)

বাতগর্ভ—বায়ু দ্বারা পূর্ণ।

পিনাক—শিবধনুঃ।

ইষু—শর, তীর।

হাহাকার নাদে কেহ, কেহ বা উল্লাসে—পৃথিবীতে বিগতায়ু অসংখ্য প্রাণী পাপী অথবা পুণ্যাত্মা-ভেদে বৈতরণীর উপরিস্থ সর্বদা পরিবর্তমান রূপধারী সেতুর দিকে বিলাপসহকারে অথবা উল্লাসের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

কামরূপী—ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণে সমর্থ।

যায় সেতুপথে—কারণ, অর্জিত পুণ্যের ফলে সেতু তাহাদের নিকট সুদর্শন ও সুখস্পর্শ।

সাঁতারিয়া নদী পার হয়—কারণ, পাপহেতু সেতু তাহাদের নিকট জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ভীষণ তপ্ত বলিয়া তাহারা সেতুসাহায্যে পার হইতে পারে না।

যমদূত পীড়য়ে পুলিনে—বৈতরণী-তীরে যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দেয়।

সুবর্ণ-দেউটী সম—স্বর্ণময় প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল। দেউটী<দীবঅট্টিআ<দীপ-বর্তিকা।

কুহকিনী—কুহক বা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে সমর্থা মায়াদেবী।

দণ্ডপাণি—দণ্ডধারী। দণ্ড পাণিতে যাঁহার;—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস।

আত্মময়—প্রাণবিশিষ্ট দেহিরূপে; জীবিতাবস্থায়।

আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ ইত্যাদি—মায়াদেবী ও রামচন্দ্রের যমালয়ে প্রবেশে বাধা দিতে উদ্যত যমদূত শিবের ত্রিশূলদর্শনে মায়াদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল, যে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি তাহার নাই। উষার আগমনে আকাশ যেরূপ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়, দেবীর পাদস্পর্শের আশায় সেতু সেইরূপ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি ইত্যাদি—যমপুরীর সুদৃঢ় লৌহময় দ্বারের সম্মুখে চতুর্দিকে অসংখ্য অগ্নিচক্র ঘূর্ণ্যমান থাকিয়া প্রবেশপথকে অধিকতর দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে।

হে প্রবেশি—হে প্রবেশকামী ব্যক্তি। প্রবেশ+ইন্=প্রবেশী; অপ্রচলিত শব্দ।

ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে—যমালয়ে মানুষের কোন বাসনা থাকে না। এই পংক্তিটি দান্তের "স্বর্গীয় মিলন" কাব্যের 'নরক' নামক অংশের ৩য় সর্গের "All hope abandon, ye who enter here." পংক্তির অনুবাদমাত্র।

এই পথ দিয়া যায় পাপী ইত্যাদি—তুলনীয়,

> "Through me you pass into the city of woe:
>
> Through me you pass into eternal pain." (*Hell*—III. 1-2)

কভু শীতে কাঁপে ইত্যাদি—জ্বররোগের সকল লক্ষণ—কম্প, দাহ, মূর্ছা ইত্যাদি প্রমূর্ত জ্বররোগের মধ্যে রহিয়াছে।

বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি—সমুদ্রে অবস্থিত বাড়বাগ্নি দ্বারা সমুদ্রজল যেরূপ উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ।

উদরপরতা—ঔদরিকতা বা অতিভোজনস্পৃহারূপ ব্যাধি।

অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগরি দুর্মতি ইত্যাদি—অতিভোজনজনিত অজীর্ণ ভুক্ত-দ্রব্য বমন করিয়া ঔদরিকতাহেতু আবার দুই হাতে তাহা তুলিয়া খাইতেছে;—ভোজনের লালসায় ঘৃণাবোধ হারাইয়াছে।

প্রমত্তত্ব—সুরাপানজনিত মত্ততা বা মাতলামি রোগ।

সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা—মত্ততারূপ ব্যাধি নিজে যেরূপ বাহ্যানুভূতি-হীন ও জ্ঞানশূন্য, সেইরূপ যাহাকে আক্রমণ করে তাহার জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে হরণ করে।

দহে হিয়া অহরহঃ কামানল-তাপে—কামুকতা রোগ সম্পূর্ণ শক্তিহীন দেহ লইয়াও সর্বদা কামচর্চায় মগ্ন। কামাগ্নিতে তাহার মন সর্বদাই দগ্ধ হইতেছে; কিছুতেই কামবাসনা চরিতার্থ হইতেছে না।

তার পাশে বসি যক্ষ্মা—কামুকতার ফলে উৎপন্ন ক্ষয়রোগ।

হাঁপায় হাঁপানি মহাপীড়া—হাঁপানি বা শ্বাসকৃচ্ছ্রতারূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হাঁপাইতেছে।

বিসূচিকা, গতজ্যোতি আঁখি ইত্যাদি—নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ, মুখ ও মলদ্বারপথে শ্বেত জলবৎ স্রাব ও বমন দ্বারা দেহের রক্তকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে।

শুভ্রজল-রয়-রূপে—শ্বেত জলস্রোতের আকারে। বিসূচিকারোগে শ্বেত জলবৎ ভেদ ও বমন হয়।

অঙ্গগ্রহ—রোগজনিত দেহের আক্ষেপ বা খিঁচুনি।

উন্মত্ততা—উন্মাদ রোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ।

উগ্র কভু, আহুতি পাইলে ইত্যাদি—বায়ুজনিত উন্মাদ রোগ কখনও বা সদ্যঃ আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রবল, কখনও বা একান্ত নিস্তেজ; কখনও বা সুবেশধারী, আবার কখনও বা রণরঙ্গিণী কালীমূর্তির ন্যায় সম্পূর্ণ নগ্ন; কখনও হাসিতেছে, আবার পরমুহূর্তেই কাঁদিতেছে; কখনও বা নানা উপায়ে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছে, আবার কখনও বা লালসাময়ী নারীর মূর্তি ধারণ করিয়া সম্ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে; কখনও বা অন্নের সহিত মল-মূত্রাদি মাখিয়া নির্বিচারে ভোজন করিতেছে; কখনও বা রোগের প্রাবল্যহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, আবার কখনও বা নিস্তরঙ্গ নদী-স্রোতের মত ধীর শান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। উল্লিখিত বিপরীত লক্ষণসমূহ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে সুলভ।

মানুষের প্রাণ-বিনাশক বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ আরোপ করিয়া এই সকল রোগকে কবি প্রমূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন এবং অতি উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বীভৎস রস সৃষ্টি করিয়াছেন।

রণে—প্রাণবিনাশক মূর্তিমান যুদ্ধকে।

সূতবেশে—সারথির বেশে।

রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে—কারণ ক্রোধ ও বিদ্বেষ হইতেই যুদ্ধের উৎপত্তি।

নরমুণ্ডমালা গলে, ইত্যাদি—প্রমূর্ত ক্রোধের গলায় নিহত নরগণের মুণ্ডমালা এবং তাহার সম্মুখে নিহত অগণিত মনুষ্যদেহ পতিত।

লোলজিহ্ব—মুখবিবর হইতে জিহ্বা নির্গত হইয়াছে এইরূপে।

উন্মীলিত আঁখি—চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত।

এই যে দেখিছ বিকট শমন-দূত যত ইত্যাদি—মায়াদেবী রামচন্দ্রকে জ্বররোগ, ঔদরিকতা, প্রমত্ততা, কামুকতা, যক্ষ্মা, হাঁপানি, বিসূচিকা, উন্মাদরোগ, রণদেবতা ও তাহার ক্রোধরিপুরূপ সারথি, হত্যাপ্রবৃত্তি এবং আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যমদূতগণের প্রমূর্ত রূপ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, ইহারা মানুষকে যমালয়ে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নানা রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা পৃথিবীতে বিচরণ করে।

কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে—মৃত্যুর পর জীবাত্মারা কিভাবে জীবাত্মার পারলৌকিক অবস্থানস্থল যমপুরীতে বাস করে।

চৌরাশি<চতুরশীতি।

চৌরাশি নরককুণ্ড—কুম্ভীপাক, রৌরব, তপন, অবীচি, কালসূত্র, সংঘাত, অন্ধকূপ ইত্যাদি ৮৪, (মতান্তরে ৮৬) নরক। পৃথিবীতে মহাপাতক করিয়া প্রেতাত্মারা এই সকল নরকে পাপের শাস্তি ভোগ করে।

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী—বৈতরণী পার হইয়া এতক্ষণ রামচন্দ্র নরকের দক্ষিণ দ্বারদেশে নানা ব্যাধিরূপ যমদূতগণকে দেখিতেছিলেন; এইবার মায়ার সহিত তিনি যমপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসন্ত ইত্যাদি—পুণ্যাত্মা ও সুন্দরদেহ রামচন্দ্র নিরানন্দ ভীষণ প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিলে মনে হইল, যেন দাবানলে দগ্ধ বনের মধ্যে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইল; অথবা যেন মৃতদেহের উপর অমৃত বর্ষিত হইল। **মালোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।**

জলরূপে বহিছে কল্লোলে কালাগ্নি—হ্রদের মধ্যে জলের পরিবর্তে তরলীকৃত অগ্নিস্রোত ভীষণ শব্দে প্রবাহিত।

আত্মবর্গ—আত্মজনসমূহ, আত্মীয়গণ।

শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশবাণী; অদৃশ্যকণ্ঠে উচ্চারিত দৈববাণী।

সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে—বিশ্বে সকলেই জানে যে, বিধাতার সৃষ্টির বিধানই হইতেছে সুবিধি বা সুনিয়ম,—অর্থাৎ পুণ্যকর্ম এবং পবিত্রভাব।

কৃমি (ক্রিমি)—কীট।

বজ্রনখা<বজ্রনখ—তীক্ষ্ননখরবিশিষ্ট।

ছায়াদেহে—প্রেতাত্মার রক্তমাংসে গঠিত স্থূলদেহ থাকে না,—থাকে ছায়াময় সূক্ষ্ম দেহ। এই সূক্ষ্ম ছায়াময় দেহ লইয়াই তাহারা স্থূলদেহে ভোগ্য নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে।

বিচারি যদ্যপি অবিচারে রত—বিচারকের পবিত্র আসনে বসিয়া যদি কেহ অবিচার করে।

না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে—তুলনীয়, "অবিরাম কাটে কীট, পাবক না নিবে।" (তিলোত্তমাসম্ভব—৩।৪২৩)

অদূরে ক্রন্দনধ্বনি—কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষিপ্ত জীবাত্মাদিগের যন্ত্রণাজনিত আর্তনাদ।

অন্ধতম কূপে কাঁদিছে আত্মহা পাপী—আত্মহত্যাকারী পাপিগণ অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

ক্ষেমঙ্করি (সম্বোধনে)—হে মঙ্গলময়ি, কল্যাণদায়িনি। ক্ষেম (মঙ্গল) +কৃ+খ+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

হায়, মাতঃ, এ ভব মণ্ডলে ইত্যাদি—রামচন্দ্র নরকে পাপিগণের অসহনীয় শাস্তিভোগদর্শনে ব্যথিতচিত্তে মায়াকে বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পাপের প্রলোভনে মানুষকে পড়িতেই হইবে; কারণ মানুষ দুর্বল ও অসহায়; পাপের প্রলোভন সর্বদা এড়াইয়া চলিবার শক্তি তাহার নাই। আবার পাপ করিলেই যখন পরলোকে এইরূপ নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা, তখন ইচ্ছা করিয়া কে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিবে?

নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে ইত্যাদি—মানবদেহ ধারণ করিলেই পাপ করিতে হইবে, এবং পাপ করিলেই নরকভোগ করিতে হইবে, সুতরাং স্বেচ্ছায় কেহ মানবজন্ম প্রার্থনা করিবে না;—রামচন্দ্রের এই কথার উত্তরে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন বিষ নাই যাহার প্রতিষেধক ঔষধও নাই। তবে সেই ঔষধ যদি কেহ হেলায় গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। অর্থাৎ জগতে উৎকট পাপের সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর পুণ্যকর্মও আছে। যে জগতে সংযমের সাহায্যে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, দেবগণ তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন; ধর্মের অভেদ্য বর্মে সে পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে অপ্রস্তুত বিষয় বিষ ও তাহার প্রতিষেধক ঔষধের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় পাপ ও তাহার সহিত সংগ্রাম ব্যক্ত হওয়ায় **অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার** হইয়াছে।

রণে—যুদ্ধ করে; (নামধাতু)।

কবচ—বর্ম।

কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—রৌরব নরককুণ্ড দর্শনের পর রামচন্দ্র মায়াদেবীর সহিত কিছু দূরে অবস্থিত এক শব্দশূন্য, বায়ুপ্রবাহশূন্য, আনন্দলেশশূন্য অসীম বনে প্রবেশ করিলেন। এই "বিলাপ-বনের" কল্পনা ভার্জিলের ঈনীড্ কাব্যে উল্লিখিত 'Mourning Fields'এর অনুকরণে করা হইয়াছে। তুলনীয়,—

> "Next come, wide stretching here and there,
> The Mourning Fields ; such name they bear."
>
> (Aeneid—VI. 715-17)

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি ইত্যাদি—এই 'বিলাপ-বন' একেবারে আলোকশূন্য নহে। কিন্তু গাঢ় পত্রপুঞ্জের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে যে ম্লান নিষ্প্রভ আলোক আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা রোগীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের হাসির মতই অপ্রফুল্লতাজনক।

যে দিন হরিল পাপপ্রাণ যমদূত ইত্যাদি—পৃথিবীতে মৃত্যুদিবস হইতে আজ পর্যন্ত মানবকণ্ঠস্বর শ্রবণের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

বরাঙ্গ—চারুদেহবিশিষ্ট; 'রথী'র বিশেষণ। বর অঙ্গ যাহার,—বহুব্রীহি সমাস।

পাটেশ্বরী—প্রধানা মহিষী, পাটরানী। পাট<পট্ট—সিংহাসন।

ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব। অভি+গমনার্থক অট্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

চমকি—অত্যন্ত বিস্ময়ে চমকিত হইয়া।

মারীচ রক্ষে—স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাহরণে রাবণের সহায়ক মারীচ নামক রাক্ষসকে। মারীচ তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীর পুত্র ছিল।

পৌলস্ত্য (পৌলস্ত্যেয়)—পুলস্ত্যঋষির পৌত্র রাবণ। পৌলস্ত্যেয় শব্দ পূর্বে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বঞ্চিনু তোমারে—তোমাকে প্রতারণা করিয়াছিলাম।

দূষণ সহ খর—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত রাবণের সেনাপতিদ্বয়। সূর্পণখার লাঞ্ছনার পর ইহারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার হস্তে নিহত হয়। রামায়ণে খর রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং দূষণ মাতৃষসার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি সমরে ইত্যাদি—খর ও দূষণ জীবিতাবস্থায় যুদ্ধকার্যে অর্থাৎ তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় শত্রুবিনাশক ছিল। খর ও তীক্ষ্ণ সমার্থক শব্দ; সুতরাং 'খর যথা তীক্ষ্ণতর' নিরর্থক প্রয়োগ।

পালাইল রড়ে ইত্যাদি—ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় প্রেতাত্মারা দ্রুতবেগে বা উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। ধাবন বাচক 'রড়' প্রাদেশিক শব্দ এবং কবি কর্তৃক একাধিক স্থলে প্রযুক্ত। তুলনীয়,—

> "Dense as the leaves that from the treen
> Float down when autumn first is keen."
>
> (Aeneid—VI. 449-500)

কতক্ষণে—'বিলাপ-বন' হইতে সম্মুখে কিছুক্ষণ অগ্রসর হইবার পরে।

চিকণি—চিক্কণ অর্থাৎ মনোরম করিয়া; নানা কারুকার্য করিয়া।

হীরামুক্তাফলে—হীরা ও মুক্তার দানা দিয়া রচিত রত্নহারে।

কুড়িছে (কুরিছে)—নখ দ্বারা উৎপাটন করিতেছে।

পাপচক্ষুঃ—সম্বোধন পদ।

কুন্তল প্রদেশে স্বনিছে ভীষণ সর্প—ভীষণাকৃতি যমদূতীগণের মস্তকে কেশরাশির পরিবর্তে ভীষণ সর্পসমূহ লম্বিত রহিয়াছে। চিত্রটি ঈনীড্ কাব্য হইতে গৃহীত।

বসন্তে যেমতি বনস্থলী—বসন্তকালে বনভূমি যেরূপ বিচিত্র ভূষায় সজ্জিত হয়, সেইরূপ এইসকল লালসাময়ী রমণীও পুরুষের মন মুগ্ধ করিবার জন্য নানারূপ বেশভূষায় সর্বদা দেহ সজ্জিত করিত।

"আবার কহিলা মায়া,"—এই স্থান হইতে ৪৯৩ পংক্তি "এ পাপি-দলের এই পুরস্কার শেষে!" পর্যন্ত ৬৩ পংক্তি দ্বিতীয় সংস্করণের পরে সংযোজিত হইয়াছিল।

আর এক বামাদল সম্মোহন-রূপে—মনোমুগ্ধকর রূপবিশিষ্ট আর এক দল রমণী। সম্মোহনরূপে শব্দটিকে সমাসবদ্ধ করিয়া বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মোহন করিবার রূপ আছে যাহাদের এরূপ রমণীগণকে।

পরিমলময় ফুলে—সুগন্ধি কুসুমে। পরিমল বাংলায় সৌরভ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি বস্তুর পেষণ হইতে উৎপন্ন সুগন্ধ।

কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ নয়নে—তাহাদের হরিণের ন্যায় সুন্দর আয়ত চক্ষুতে সম্ভোগ লালসার তীব্র কটাক্ষ।

দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে গ্রীবাদেশ—ইন্দ্রের করধৃত রত্নখচিত শঙ্খের মত রত্নহারশোভিত সুগঠিত গ্রীবাদেশ বা কণ্ঠদেশ। শঙ্খের আবর্তন বা বলনির সহিত সুন্দর গ্রীবার বলনির তুলনা কবিপ্রসিদ্ধি। তুলনীয়,—

"দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥"

এবং "কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী-ধারা॥" (বিদ্যাপতি)

কাঁচলি < কঞ্চুলিকা; স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরণ বস্ত্র; bodice.

সূক্ষ্ম স্বর্ণসূতার কাঁচলি আচ্ছাদন ছলে ইত্যাদি—স্বর্ণময় অতি সূক্ষ্ম কাঁচুলি দ্বারা স্তনযুগল আবৃত হওয়ায়, সেই সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া সুগঠিত স্তনদ্বয়ের উন্নত রেখাবলী দৃষ্টি অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়া কামুকের মনে সম্ভোগবাসনার উদ্রেক করে।

নীল পট্টবাসে (সূক্ষ্মঅতি) গুরু ঊরু ইত্যাদি—মানস সরোবরের নীলাম্বু

স্বচ্ছজলে জলক্রীড়ারত সুন্দরী অপ্সরাদের নগ্ন দেহের কান্তি যেমন জলের মধ্যেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেইরূপ প্রেতপুরীর সুন্দরীগণের পরিধান অতি সূক্ষ্ম নীল রেশমি বস্ত্রের আবরণ উপেক্ষা করিয়াই যেন তাহাদের পরিপুষ্ট উরুর ঈষদ্‌রক্তিম সুগৌরবর্ণের আভা বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে।

রম্ভা-কান্তি—রামরম্ভা নামক সুডৌল কদলী বৃক্ষের আরক্ত আভা; সুগঠিত ও ঈষদ্‌রক্তিম গৌরবর্ণ উরুদ্বয়ের সহিত তুলিত।

উলঙ্গ বরাঙ্গ—নগ্ন সুন্দর দেহ। উলঙ্গ<ওলঙ্গ<অবনগ্ন।

আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে ইত্যাদি—বীণা, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের মধুর ধ্বনি প্রেতসুন্দরীগণের নূপুর মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুর শিঞ্জনের সহিত চমৎকারভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

রূপস<রূপশ—রূপবান। অনাভিধানিক শব্দ; বাংলা রূপসী শব্দের পুংলিঙ্গে কল্পিত রূপ।

কৃত্তিকা-বল্লভ—কৃত্তিকাগণের প্রিয়পুত্রস্থানীয়। বল্লভ শব্দের অর্থ স্বামী, প্রণয়ী; এস্থলে পুত্রার্থে ব্যবহৃত। **নিহতার্থতা দোষ।**

কবি অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন:—

"কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী" (২।১২৪)

এবং "যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ মনে নাহি লাগে।" (তিলোত্তমাসম্ভব—৩।২৬৫)

মনমথ < মন্মথ—রতির চির কামনার ধন কামদেব।

কপটে—প্রেমহীন ছলনার সহিত।

শিঞ্জিনীর বোলে—অলঙ্কার-নিষ্পন্ন মধুর শব্দে।

তপ্তশ্বাসে উড়ি রজঃকুসুমের দামে ইত্যাদি—কামবিহ্বলা নারীগণের উত্তপ্ত ঘন নিঃশ্বাসবায়ু তাহাদের বক্ষঃস্থিত ফুলের মালার ফুলগুলির রেণু উড়াইয়া যে পুষ্প-রেণুর ঝটিকা বা আঁধি সৃষ্টি করিল, তাহাতে পুরুষগণের বুদ্ধিরূপ সূর্য একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া গেল;—অর্থাৎ কামবশে তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইল।

পুরুষদলে—পুরুষগণের মধ্যে।

নাগর নাগরী—রসিক প্রণয়ী ও রসিকা প্রণয়িনী। নাগর শব্দের অর্থ আদিতে ছিল নগরবাসী; নগরবাসিগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর বিলাসী ও প্রেমচর্চাশীল হইত বলিয়া, পরবর্তিকালে নাগর শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়া প্রেমিক বা প্রণয়ী অর্থ আসিয়াছে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত।

মারি হস্ত-পদাঘাতে—হাত ও পা দিয়া প্রহার করিয়া।

যুঝিল যেমতি কীচকের সহ ভীম ইত্যাদি—বিরাটের গৃহে সংবৎসরকাল পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজের শ্যালক কীচক দ্রৌপদীর অপমান করিলে, ভীম দ্রৌপদীর বেশ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে নির্জনে কীচকের সম্মুখীন হন এবং ভীষণ যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। কীচকের সহিত নারীবেশধারী ভীমের ভীষণ যুদ্ধের ন্যায় প্রেতপুরীর এই সকল পুরুষ ও নারীরাও পরস্পরের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বিসর্জি ধর্ম্মেরে, হায়, ইত্যাদি—কামাসক্ত হইয়া ধর্মাধর্মজ্ঞান ও লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া।

ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে ইত্যাদি—ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়া নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি লালসাবশে আকৃষ্ট হইলে, সেই লালসাময় আকর্ষণের এইরূপ অশুভ পরিণামই ঘটিয়া থাকে। মরুভূমিতে মরীচিকা উত্তরোত্তর কেবল তৃষ্ণার বৃদ্ধিই করে; সেই তৃষ্ণা নিবারণ করিবার সাধ্য তাহার নাই। মাকাল ফলও তাহার সুপক্ব রক্তবর্ণের দ্বারা অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করে। লোকে ভাবে যে, এমন সুন্দর ফলটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুস্বাদু; কিন্তু খাইতে গেলেই তিক্ত স্বাদে বমনোদ্রেক হয়। এই উভয়ক্ষেত্রেই যেমন মানুষের তৃষ্ণার ও ক্ষুধার উপশম না হইয়া তাহা বাড়িয়াই চলে, কামলালসাপূর্ণ অবৈধ প্রেমের ফলেও সেইরূপ মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না;—কেবল মানসিক অশান্তিই বৃদ্ধি পায়।

এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী ইত্যাদি—হে সৌভাগ্যশালী রামচন্দ্র, নরকে কামুক-কামুকীর পরস্পরের হস্তে যে নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিলে, সেই নিগ্রহ যে উহারা মৃত্যুর পরে নরকে আসিয়াই ভোগ করে তাহা নয়; অনেকেই নরকে আসিবার পূর্বে পৃথিবীতে থাকিয়াই অবৈধ প্রণয়ের বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকে।

রাজ-ঋষি—রাজর্ষি দশরথ; পিতার উদ্দেশে রামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ।

পরমান্ন—পায়সান্ন।

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—চর্ব্য—চর্বণ করিয়া খাইবার বস্তু, অন্ন, মৎস্য, মাংসাদি; চোষ্য—চুষিয়া খাইবার বস্তু, মোদকাদি; লেহ্য—লেহন করিয়া খাইবার বস্তু, দধি, ক্ষীরাদি; পেয়—পান করিবার বস্তু, সুগন্ধি মধুর পানীয়।

কামধুকে যথা কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী—কামধুক্ (কামদুহ্)

শব্দের অর্থ কামধেনু এবং কামলতা শব্দের অর্থ কল্পলতা বা কল্পতরু। এস্থলে কামধুক শব্দটি কামধেনু অর্থে নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ সেই অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি কামধুক শব্দটি সম্ভবতঃ কামী বা কামনাকারী অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। **নিহতার্থতা দোষ**। সম্ভাব্য অর্থ:—হে মহাবীর রামচন্দ্র, কামীর নিকট কল্পতরু যেরূপ সদ্যঃ ফলদায়ক;—তাহার নিকট লোকে যে কামনা ব্যক্ত করে, তৎক্ষণাৎ সে যেমন তাহা পূর্ণ করে,—সেইরূপ যমপুরীর পূর্বদ্বারে সতী সাধ্বীগণের মনোরম আবাসস্থলে প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রার্থনার পূরণ হয়।

নাহি কাজ যাই তথা—সতী সাধ্বীগণ যে স্থানে নিশ্চিন্তে সুখে বাস করিতেছেন, সেখানে যাইয়া তাঁহাদের বিশ্রামের ও প্রশান্তির বাধা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।

বন্ধ্য—ঊষর, অনুর্বর।

প্রভু—রামচন্দ্র। রামায়ণীয় প্রভাবের নিদর্শন। তুলনীয়,—

"চেতন পাইয়া নাথ কহিল কাতরে" (১৮)।

তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্মিদলে যেন—উত্তপ্ত ঝটিকা সর্বসময়ে প্রবাহিত হইয়া মরুভূমির বক্ষে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অসংখ্য বালুকার ঢেউ সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে সবেগে ঠেলিয়া লইতেছে।

মহোরগবৃন্দ—প্রকাণ্ডদেহ সর্পগণ।

অশেষ শরীরী শেষ যথা—অসীম দেহবিশিষ্ট শেষ নাগ বা বাসুকি নাগের মত।

হলাহল—তীব্র দাহিকাশক্তিসম্পন্ন কালকূট বা বিষ।

হায়রে, কে কবে লভয়ে বিরাম ক্ষণ ইত্যাদি—এই ভীষণদর্শন, অনুর্বর, ঝটিকা-তাড়িত, আগ্নেয়-গিরিসমূহের অগ্ন্যুৎপাত-বিক্ষুব্ধ, ভয়াবহ-হ্রদপূর্ণ, প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে কোন বস্তুই স্থির নহে; সকলেই অস্থির ও চঞ্চল।

দিয়া পাড়ি—পাড়ি দিলে। অসমকর্তৃপদ (তট ও কাণ্ডারী) বলিয়া 'পাড়ি দিয়া' এই অসমাপিকা-ক্রিয়াপদের সাহায্যে পরবর্তী বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করা যায় না।

জলারণ্যে—অরণ্যবৎ নির্জন সমুদ্রে।

জনরব—মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। (অপ্রচলিত)।

কনকপ্রসূনপূর্ণ—স্বর্ণপুষ্পময়।

নব কুবলয়-ধাম—সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলসমূহের আশ্রয়স্থল।

সঞ্জীবনীপুরী—যমপুরী।—তুলনীয়,—

"আমার সেবক ভ্রমে যদি লয়ে থাকে যমে
বড়াই করিব তার দূর।
দিয়া বহুতর ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ
পোড়াইব সঞ্জীবনীপুর॥"

(কবিকঙ্কণ—ধনপতির উপাখ্যান) চণ্ডিকার ক্রোধ ও রণসজ্জা

এবং—"ত্যজি সঞ্জীবনীপুর যাও নাথ কতদূর
বিষয় করিয়া সমাপনে॥" (ঐ) যমদূতের সহিত যুদ্ধ

এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি ইত্যাদি—যমপুরীর অন্তর্গত হইলেও, সম্মুখসমরে নিহত বীরগণের আবাসস্থল এই পবিত্র উত্তর দ্বারে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ প্রতিদিন এই স্থানের অধিবাসিগণের উপর বিধাতার সুপ্রসন্ন হাস্যস্বরূপ উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছে।

উজ্জ্বলে—সমুজ্জ্বলভাবে। 'দীপে' ক্রিয়ার বিশেষণ।

রঙ্গভূমিরূপে—উৎসবভূমির বা কৌতুকাদি প্রদর্শন করিবার স্থানের ন্যায় সুসজ্জিত। বীরগণের এই সুখময় আবাসস্থানের বর্ণনা ঈনীড্ কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের ১০৫৬-১০৯২ পংক্তিতে দ্রষ্টব্য।

চর্ম্মী—চর্ম বা ঢাল-খেলোয়াড়, ঢালী।

শ্রোতাকুলে<শ্রোতৃকুলে—শ্রোতাদিগকে।

বীরকুল সংকীর্ত্তনে—বীরগণের যশোগাথা গান করিয়া।

সত্যযুগ-রণে সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত—শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুর, ত্রিপুরাসুর, বৃত্র, সুন্দ, উপসুন্দ প্রভৃতি দানবগণ সত্যযুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রথম তিনজন চণ্ডিকার হস্তে, ত্রিপুর মহাদেবের হস্তে, বৃত্র ইন্দ্রের হস্তে, এবং সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমালাভহেতু পরস্পর পরস্পরের হস্তে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তুলনীয়,—

"Here dwell the chiefs from Teucer sprung,
Brave heroes, born when earth was young."

(Aeneid—VI. 1074-75)

কাঞ্চনশরীর-যথা হেমকূট—গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্বর্ণময় হেমকূট পর্বতের ন্যায় বিশাল ও উজ্জ্বল দেহধারী। তুলনীয়,—"হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে" (৭ম সর্গ। ৩৩০)

দেবতেজোদ্ভবা—দেবতাগণের দেহনির্গত তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া চণ্ডিকামূর্তি ধারণ করে। দেবতেজঃ+উদ্ভবা,—সন্ধি সমর্থনীয় নহে।

তুরঙ্গমদমী—গতিবেগে অশ্বকে পরাভূতকারী ; মহিষাসুরের বিশেষণ।

ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে—ত্রিপুরের অরি শিব, তাঁহার অরি বীর যোদ্ধা ত্রিপুর নামক অসুর। ·**বাহুল্যোক্তির (Periphrasis-এর দৃষ্টান্ত**।)

আনন্দে ভাসিছে ভ্রাতৃপ্রেমানন্দে পুনঃ—সুন্দ-উপসুন্দের সৌভ্রাত্র ছিল অসীম ও অবর্ণনীয়। সেইজন্য তাহারা অমরত্বলাভের বিকল্পরূপে বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরের হস্তে ছাড়া অন্য কাহারও হস্তে তাহারা নিহত হইবে না। পরে তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও অসূয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, এবং তিলোত্তমাকে কে লাভ করিবে, ইহা লইয়া কলহ করিয়া উভয়ে উভয়ের হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পর প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে বীরগণের মধ্যে তাহারা পূর্বের ন্যায়ই ভ্রাতৃপ্রেমপূর্ণ হৃদয়ে একত্রে অবস্থান করিতেছে।

নরান্তক (রণে নরান্তক)—যুদ্ধে অসংখ্য নরঘাতী নরান্তক নামক রাক্ষস।

অন্ত্যেষ্টি—অন্ত্য (অন্তিম, শেষ)+ইষ্টি (যজ্ঞ)—শব সংকাররূপ মানুষের জীবনের চরম কৃত্য।

অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, নাহি গতি এ নগরে—মৃত্যুর পর দেহের সংকার না হওয়া পর্যন্ত কেহ যমপুরীতে প্রবেশের অধিকার পায় না। তুলনীয়,—

> For never man may travel o'er
> That dark and dreadful flood, before
> His bones are in the urn,—" (Aeneid—VI. 529-31)

সুবীর—বীরশ্রেষ্ঠ বালি।

ঝল ঝলে—ঔজ্জ্বল্যে ঝল মল করিতেছে।

অন্যায় সমরে সংহারিলে মোরে তুমি—সুগ্রীব ও বালি যখন বাহুযুদ্ধে রত, সেই অবস্থায় সুগ্রীবের সাহায্যার্থ রাম দূর হইতে গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া বালিকে বধ করিয়াছেন বলিয়া বালির এই অনুযোগপূর্ণ সম্ভাষণ।

বিমল রয়ে—নির্মল প্রবাহে।

সলজ্জায়—বালিকে সুগ্রীবের অনুরোধে বিনা কারণে অন্তরালে থাকিয়া বধ' করিয়াছিলেন বলিয়া সলজ্জভাবে। অশুদ্ধ প্রয়োগ।

পিরীতি<প্রীতি—আনন্দ, হর্ষ।

তোমা সকলে—তোমরা সকলে। কর্তৃকারকে 'তোমা সকলে' অযথা প্রয়োগ। তুলনীয়,— "বরিনু তোমারে

আমা সবে; চল নাথ, আমাদের সাথে।" (৫।২৯৪)

"খনির গর্ভে", উত্তরিলা বালি..... "আভাহীন কেবা, কহ রঘুমণি?"—এস্থলে খনিগর্ভস্থিত মণিসমূহ ঔজ্জ্বল্যে সকলে সমান না হইলেও কোনটিই অনুজ্জ্বল নয়,—এই অপ্রস্তাবিত বিষয়ের সাহায্যে, প্রেতপুরে আগত বীর যোদ্ধগণ সকলে সমসুখী না হইলেও—কেহই অসুখী নহেন,—এই প্রস্তাবিত বিষয়টি জ্ঞাপিত হওয়ায় **অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার** হইয়াছে।

পীযূষ সলিলা—অমৃতবৎ মধুর-সলিলবিশিষ্টা।

দ্বিরদ রদ-নির্মিত—হস্তিদন্তে প্রস্তুত।

পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি—পদ্মদলের ন্যায় আরক্তবর্ণবিশিষ্ট। মধুসূদন অন্যত্রও দল বা পাপড়ি অর্থে পর্ণ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়,—

"নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন" (১।৩৩১)

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?" (৪।৮১)

এবং "পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন" (৭।২)

চন্দ্রাতপে ভেদি সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে—উৎসবগৃহে গোলাপি চাঁদোয়া ভেদ করিয়া পতিত ঈষদরক্তিম সূর্যরশ্মির ন্যায়।

বাসন্ত—বসন্তকালীন। বিশেষণ।

শুভ—কল্যাণীয়।

তাত—সম্মান বা আদরবাচক সম্বোধন।

হতজীব—মৃত; হত হইয়াছে জীব (জীবন) যাহার; বহুব্রীহি।

মানা<আরবী শব্দ মন্‌অ—নিষেধ।

রিপুদমি—(সম্বোধনে) হে শত্রুদমনকারি।

কোথায় হেমাঙ্গ গিরি উঠিছে আকাশে বৃক্ষচূড় ইত্যাদি—কোন স্থানে মহাদেবের জটাবিশিষ্ট মস্তকের ন্যায় চূড়াদেশে বৃক্ষাদিশোভিত স্বর্ণময় পর্বত আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

কপর্দী—জটাজূটবিশিষ্ট মহাদেব। "কপর্দোঽস্য জটাজূটঃ"। (অমরকোষ) **'জটাধারী কপর্দী' অধিকপদতা দোষ।**

কলে—অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে। "ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কলঃ" (অমরকোষ)

নীচদেশে—পর্বতের পাদদেশস্থ নিম্নভূমিতে।

তাহে সরঃ খচিত কমলে—সেই সকল নিম্নভূমিতে পদ্মবনশোভিত সরোবর-সমূহ রহিয়াছে।

বিনতানন্দনাত্মজ—বিনতার পুত্র গরুড়ের আত্মজ অর্থাৎ পুত্র,—জটায়ু।

দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে মরকতপত্রছত্র ইত্যাদি—জটায়ু রামচন্দ্রের দৃষ্টি অদূরবর্তী একটি স্বর্ণময় বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। বৃক্ষটির সমুন্নত মস্তকের উপর সবুজ মরকতমণির পত্রপুঞ্জ ছত্রের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে। তাহারই তলায় স্বর্ণাসনে রঘুবংশের আদিপুরুষ দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণার সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা জটায়ু রামকে দেখাইলেন।

বংশের নিদান তব—তোমার বংশের, অর্থাৎ রঘুবংশের আদি পুরুষ। দিলীপের পুত্র রঘু হইতে রঘুবংশের উৎপত্তি।

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর পুত্র এবং সূর্যবংশের আদি পুরুষ।

মান্ধাতা—সূর্যবংশীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি, যযাতির পিতা।

সাষ্টাঙ্গে নমিলা—দেহ ভূমিতে লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। দুই চরণ, দুই জানু, দুই হস্ত, বক্ষঃস্থল এবং ললাট মৃত্তিকায় স্পর্শ করাইয়া প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

দম্পতীর পদতলে—দিলীপ ও সুদক্ষিণার পদতলে। জায়া ও পতি শব্দ দুইটির দ্বন্দ্ব সমাসে জায়াপতী, জম্পতী ও দম্পতী এই তিনটি রূপ হয়।

আনন্দ সলিলে ভাসিল হৃদয় মম—রামচন্দ্র বংশধর বলিয়া পরিচয়প্রাপ্তির পূর্বেই বাৎসল্যজনিত আনন্দে দিলীপের হৃদয় পূর্ণ হইল।

জুড়াল আঁখি মম হেরি তোমা—রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সুদক্ষিণারও অনুরূপ আনন্দ হইল।

দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি ইত্যাদি—তোমার দেবজনোচিত সুন্দর আকৃতি দেখিলে তোমাকে দেবতা বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু দেবতা হইলে আমাদের স্বামি-স্ত্রী উভয়কে তুমি প্রণাম করিবে কেন? কারণ মানুষ কোন অবস্থাতেই দেবতার নমস্য নহে। আর যদি দেবতা না হও, তবে এই দেবতার মত সুন্দর ও পবিত্র দেহে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছ?

ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে দিগ্বিজয়ী—রঘু দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।

গরভে < গর্ভে—(**স্বর-সম্প্রসারণ**)

যতদিন চন্দ্র সূর্য উদয়ে আকাশে—তুলনীয়,—"যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ"।

উদয়ে—উদয় হয় (নামধাতু)।

ধর্মরাজে—যমদেবকে।

কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী—দশরথের অবিবেচনাপ্রসূত প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্র রাজ্যত্যাগী ও বনবাসী হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছেন বলিয়া, দশরথের মন সকল সময়েই ক্ষুব্ধ।

চলিলা একাকী (অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া)—প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে বীরগণের আবাসভূমিতে বালিকে আসিতে দেখিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিতে বলিয়া মায়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বালি রামকে জটায়ুর নিকটে এবং জটায়ু তথা হইতে তাঁহাকে রাজর্ষিগণের আবাসস্থল পশ্চিম দ্বারে দিলীপ-সুদক্ষিণার নিকটে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত মায়াদেবী অন্তরীক্ষে অদৃশ্যভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন।

ফল, হায় ফল ছটা কে পারে বর্ণিতে?—যে গাছের শাখা স্বর্ণময় এবং পত্রাবলী মরকতমণি গঠিত, তাহার ফলের শোভা পার্থিব কোন রত্নের সাহায্যে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

প্রসারি—প্রসারিত বা বিস্তৃত করিয়া।

আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে এত দিনে—প্রিয়তম পুত্রের বহু প্রতীক্ষিত আগমনে দশরথের ব্যগ্রতাসূচক ভাব 'কি রে' প্রশ্নে ব্যক্ত হইয়াছে। তুলনীয়,—

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ," কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম?" (৭।৭৬৯-৭৭০)

ঈনীড্ কাব্যেও প্রেতপুরে সমাগত পুত্র ঈনীয়স্‌কে দূর হইতে দেখিয়া আঙ্কাইসিস অনুরূপ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। তুলনীয়,—

"With eager act both hands he spread,
And bathed his cheeks with tears, and said,
'At last! and are you come at last!'"

(VI. 1137-39)

বিহনে<বিহীন—অভাবে, ব্যতীত।

লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে, তোর শোকে ইত্যাদি—আমার প্রাণ নিশ্চয়ই লৌহবৎ কঠিন, নতুবা তোমার মত পুত্রকে বনে প্রেরণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু যতই কঠিন হউক, প্রচণ্ড উত্তাপে যেরূপ লৌহও গলিয়া যায়, সেইরূপ তোমার

বিচ্ছেদ-শোকের প্রচণ্ডতায় আমার কঠিন প্রাণও গলিত হইয়াছিল; আমি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলাম।

নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্মদোষে ইত্যাদি—তুমি ধর্মপথগামী, সুতরাং তোমার অদৃষ্টে দুঃখভোগ ঘটিত না; আমার কুকর্মের ফলেই নিষ্ঠুর বিধাতা তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখভোগ লিখিয়াছেন।

সুগন্ধমাদন গিরি—ওষধি-সমন্বিত গন্ধমাদন পর্বত; ছন্দের অনুরোধে মাত্রা-বৃদ্ধির জন্য 'সু' প্রয়োগ।

হেমলতা—স্বর্ণকান্তি লতা।

আশুগতি-পুত্র—বায়ুপুত্র, পবনদেবের পুত্র, হনূমান।

আশুগতি-গতি—বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন।

সময়ে— উপযুক্ত সময়ে, যথাকালে।

পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা ইত্যাদি—দশরথ রামকে ভ্রাতৃশোকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, হনূমৎকর্তৃক আনীত বিশল্যকরণী ঔষধপ্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিবে, যথাকালে রাবণ নিহত হইবে এবং সীতা পুনরায় কুলবধূরূপে রঘুকুলের অন্তঃপুর উজ্জ্বল করিবেন সত্য; কিন্তু অবিমিশ্র সুখভোগ রামের অদৃষ্টে নাই। ধূপ যেমন ধূপদানিতে পুড়িয়া সুগন্ধে দেশ আমোদিত করে, সেইরূপ অশেষপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াই রামচন্দ্র যশঃ অর্জন করিবেন এবং সেই যশে সারা ভারত পূর্ণ হইবে।

স্বপাপে—স্ত্রৈণতারূপ পাপের ফলে।

অর্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে—পৃথিবীতে এখন রাত্রি মাত্র অর্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে।

নারিলা স্পর্শিতে পদ—সূক্ষ্মদেহধারী বলিয়া। তুলনীয়,—

> "Thrice strove the son his sire to clasp;
> Thrice the vain phantom mocked his grasp."
>
> (Aeneid—VI. 1161-62)

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ—রঘুপুত্র অজের পুত্র দশরথ।

দশরথাত্মজে—দশরথ-পুত্র রামকে।

ভূতপূর্ব দেহ—পৃথিবীতে পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ রক্তমাংসে গঠিত স্থূল দেহ।

প্রণমি বিস্ময়ে পদে—ছায়াময় সূক্ষ্ম শরীর অবিকল স্থূল জড়দেহের মতই দর্শনীয় কিন্তু স্পর্শনীয় নহে জানিয়া, বিস্মিতভাবে পিতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া।

প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ—অষ্টম সর্গে প্রধানতঃ প্রেতপুরীর বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এই সর্গের নাম প্রেতপুরী।

বিশদ টীকা-টিপ্পনী ও দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাদি

নবম সর্গ

মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গের বিষয়বস্তু মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা রামায়ণে উল্লিখিত হয় নাই। এই সর্গে বর্ণিত বিষয়ের পরিকল্পনা হোমার-রচিত ইলিয়ড্ কাব্য হইতে গৃহীত;—সেখানে পাত্রক্লুসের ও হেক্টরের মৃত্যুর পর তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গের অন্তিম কয়েকটি পংক্তিতে কবি গ্রীক্ আদি কবির নিকট তাঁহার ঋণগ্রহণের স্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। সর্গের প্রথমাংশেও রাবণ-কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট মন্ত্রী সারণকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সাতদিন সংগ্রামবিরতির প্রার্থনা,—ইলিয়ড্ কাব্যের চতুর্বিংশতিতম সর্গে উল্লিখিত হেক্টরের মৃত্যুর পর ট্রয়রাজ প্রায়াম-কর্তৃক একিলিসের নিকট এগার দিন সংগ্রামবিরতি প্রার্থনার অনুরূপ। সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে রণোন্মাদনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনায় তাহা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এই শেষ সর্গে অতিশয় করুণ একটি প্রশান্তির মধ্যে কাব্যখানি পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। "গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত" বলিয়া কবি যে-কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই বীররস-ভূয়িষ্ঠ কাব্যের অকস্মাৎ এইরূপ করুণ রসের মধ্যে পরিসমাপ্তি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে হয়ত দোষ বলিয়াই পরিগণিত হইবে; তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রামায়ণের ও মহাভারতের ঘটনার মত মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনারও একটি মহা-কাব্যোচিত বিষাদময় গম্ভীর পরিণতি ঘটিয়াছে। শক্তি ও ঐশ্বর্যের দম্ভ, যুদ্ধ ও শোণিতপাত, জীবনের আশা, আনন্দ, আড়ম্বর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সকলই যে মৃত্যুর নিকট অতি তুচ্ছ—এই চিরন্তন সুরটিই যেন কানে ধ্বনিত হইতে থাকে।

বিষয় সংক্ষেপ—মেঘনাদের মৃত্যুর ও লক্ষ্মণের যুদ্ধক্ষেত্রে পতনের পর দিবসের এবং বীরবাহু নিধনের দ্বিতীয় দিবসের রাত্রি প্রভাত হইল। লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করায় রামসৈন্য জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাবণের রাজসভায় সেই জয়ধ্বনি প্রবেশ করিলে রাবণ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্বরাত্রে শোকাচ্ছন্ন শত্রুগণ এখন আবার জয়ধ্বনি করিতেছে, ইহার কারণ কি? তবে কি লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিল? রাম

দৈববলে যে সকল কার্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে অসাধ্য কোন কার্যই নাই।

মন্ত্রী সারণ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, দেবানুগ্রহে ওষধি-পর্বত গন্ধমাদন স্বয়ং লঙ্কায় আসিয়া ঔষধদানে লক্ষ্মণের দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া রামসৈন্যের এইরূপ উল্লাস। রাবণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়। যে শত্রুকে তিনি স্বহস্তে বধ করিয়া আসিয়াছেন, সেও দৈববলে বাঁচিয়া উঠিল! বৃথা বিলাপে প্রয়োজন নাই। রাবণ বুঝিতেছেন যে, লঙ্কার পতন আসন্ন; নতুবা কুম্ভকর্ণের ও মেঘনাদের মত বীরের অকালমৃত্যু ঘটিত না। তিনি মন্ত্রীকে রামচন্দ্রের শিবিরে গমন করিয়া মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালনের জন্য সাত দিন যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

মন্ত্রী সারণ অনুচরসহ সমুদ্রতীরে রামের শিবিরে গমন করিলেন। যেখানে নবজীবন-প্রাপ্ত লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য বীরগণ-বেষ্টিত হইয়া রামচন্দ্র উপবিষ্ট সেখানে দূত আসিয়া জানাইল যে, রাবণের মন্ত্রী রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র মন্ত্রীকে সসম্মানে তাঁহার নিকটে লইয়া আসিতে বলিলেন।

সারণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাবণের সপ্তদিন যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। রামচন্দ্র উত্তর করিলেন যে, রাবণ তাঁহার পরম শত্রু হইলেও, তাঁহার এই শোকে তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি রাবণের অনুরোধে সাতদিন অস্ত্রধারণ করিবেন না। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি কখনও অপরের ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে তাহাকে আক্রমণ করেন না। সারণ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, বীরশ্রেষ্ঠ ও রক্ষোত্তম রাম তাঁহার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। রক্ষঃকুলে যেমন রাবণ শ্রেষ্ঠ, নরকুলে রামও ঠিক তেমনই। কুক্ষণে এই দুই শক্তিমান ও গুণবান ব্যক্তি পরস্পরের শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া সারণ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

রামচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া সারণ শোকার্ত রাবণের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামের আদেশে সেনানায়কগণ যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া যে যাহার শিবিরে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অশোকবনে সীতা যেখানে বিষণ্ণভাবে অবস্থিতা, সেখানে সরমা আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সীতা সরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গত দুইদিন যাবৎ লঙ্কাবাসিগণ শোকে ক্রন্দন করিতেছে কেন। পূর্বদিন সারাক্ষণ তিনি যুদ্ধের ভীষণ গর্জন শুনিয়াছেন; দিবাশেষে রাক্ষসসৈন্য জয়ধ্বনি করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। এই যুদ্ধে জিতিলই বা কে, হারিলই বা

কে, তাহা তিনি জানেন না। চেড়ীদের জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেয় না। কাল রাত্রিকালে ত্রিজটা নাম্নী ভীষণা রাক্ষসী ক্রোধে অন্ধ হইয়া সীতাকে কাটিতে আসিয়াছিল; অন্য চেড়ীরা তাহাকে বাধা দেওয়াতেই সীতার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। সরমা বলিলেন যে, কাল লক্ষ্মণের হস্তে মেঘনাদ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় লঙ্কাবাসিগণ শোকে বিলাপ করিতেছে। এতদিনে রাবণ সম্পূর্ণরূপে বলহীন হইল। সীতা বলিলেন যে, এই শত্রুপুরীতে একমাত্র সরমাই তাঁহার নিকট শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনেন। লক্ষ্মণ বীরশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ধন্য;—তাঁহার কল্যাণেই হয়ত এতদিনে তাঁহার মুক্তির উপায় হইল; কারণ এখন রাবণ সম্পূর্ণরূপে সহায়হীন হইয়া পড়িয়াছে। সীতার দুঃখের অবসান হইবে কিনা কে জানে? ভবিষ্যতে কি ঘটে দেখার জন্য সীতা প্রতীক্ষা করিবেন। এদিকে বিলাপধ্বনি ক্রমে বাড়িয়া উঠায় সীতা সেদিকে সরমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সরমা বলিলেন,—মেঘনাদের শব-সৎকারের জন্য রাবণ রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পুত্রের মৃতদেহ সমুদ্রতীরে লইয়া যাইতেছে। রাবণের অনুরোধে দয়াবান রাম সাতদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়াছেন। মেঘনাদের সহিত তাহার সাধ্বী পত্নী প্রমীলাও সহমৃতা হইবে;—প্রমীলার মৃত্যুর কথা ভাবিতে সরমার মন দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সীতা পরের দুঃখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন যে তাঁহার অতি কুক্ষণে জন্ম হইয়াছে; তিনি মূর্তিমতী অমঙ্গলস্বরূপিণী। তাঁহার অদৃষ্টদোষেই নরোত্তম রামের লক্ষ্মণের সহিত বনবাস এবং দশরথের অকালমৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার জন্যই বীর জটায়ুর, ইন্দ্রজিতের ও অন্যান্য অসংখ্য রাক্ষসবীরের নিধন হইয়াছে এবং তাঁহার জন্যই আজ সুন্দরী প্রমীলা মৃত্যুবরণ করিতে চলিয়াছে। সরমা প্রত্যুত্তরে সীতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, এই সকল ঘটনায় সীতার কোনই দোষ নাই। সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে রাবণকে কে বলিয়াছিল? রাবণের কর্মফলেই রাবণ নিজের বিনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। এই বলিয়া সরমা শোকে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পরদুঃখ-কাতরা সীতাও রাক্ষসগণের শোকে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ায়, লঙ্কার পশ্চিম দ্বার ভীষণ শব্দে উন্মোচিত হইল। লক্ষ লক্ষ পতাকাবাহী রাক্ষস পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। শবযাত্রার পুরোভাগে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপিত দুন্দুভি গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত হইতেছিল। কাতারে কাতারে পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারূঢ় সৈন্য ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত নিরানন্দ রাক্ষসগণ দলে দলে সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিয়াছে।

তাহার পর বাহির হইয়া আসিল কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া প্রমীলার দাসী মলিন-বদনা, অশ্রুমুখী নৃমুণ্ডমালিনী এবং প্রমীলার অন্যান্য অনুচরীগণ। তাহারা কেহ শোকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, এবং কেহ কেহ রামচন্দ্রের সেনাগণের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অনুচরীগণ প্রমীলার শূন্যপৃষ্ঠ ঘোটকী 'বড়বা'কে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে চামর-বীজনকারিণীগণ চামর দ্বারা বীজন করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে রাক্ষসবধূগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে অগ্রসর হইতেছে। প্রমীলার ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও বীরবেশ 'বড়বা'র পৃষ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে। দাসীগণ খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে; গায়িকাগণ করুণ সুরে বিলাপের গান গাহিতেছে এবং শোকে বক্ষে করাঘাত করিয়া রাক্ষসরমণীরা ক্রন্দন করিতেছে।

ইহাদের পর অন্য সকল রথের মধ্যে মেঘনাদের মেঘবর্ণ প্রকাণ্ড রথখানি বাহির হইয়া আসিল; কিন্তু সে রথ আজ আরোহিশূন্য। রথের মধ্যে মেঘনাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। গায়কেরা করুণসুরে শোকগাথা গাহিতেছে; কেহ স্বর্ণ-মুদ্রা ছড়াইতেছে এবং জলবাহকেরা পথের ধূলা দূর করিবার জন্য পথে জলসেচন করিতেছে। রথখানিও সমুদ্রতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অতঃপর সুবর্ণশিবিকায় বাহিতা, স্বামীর শবের পার্শ্বে উপবিষ্টা প্রমীলা দ্বারপথে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ললাটে সিন্দুরবিন্দু, গলায় ফুলের মালা এবং হস্তে কঙ্কণ শোভিত। চামরিণীরা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চামর বীজন করিতেছে; কোন কোন রাক্ষস-রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফুল ছড়াইতেছে।

প্রমীলা মৌনমুখে বিষণ্ণবদনে উপবিষ্টা। কাতারে কাতারে রক্ষঃসেনা কোষমুক্ত তরবারি হস্তে শিবিকা বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছেন; পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নি বহন করিয়া চলিয়াছেন; রাক্ষসবধূরা স্বর্ণপাত্রে নানারূপ বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প, চন্দন, কস্তূরী ইত্যাদি এবং স্বর্ণকলসে পবিত্র গঙ্গাজল বহন করিতেছে। চারিদিকে সুবর্ণদীপ জ্বলিতেছে এবং নানাপ্রকার বাদ্য বাজিতেছে। সধবা নারীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে হুলুধ্বনি করিতেছে।

সর্বশেষে বাহির হইয়া আসিলেন শুভ্রবস্ত্র ও শুভ্রউত্তরীয়-পরিহিত বিশালকায় রাবণ। তাঁহার চারিদিকে কিছুদূরে মন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণ অশ্রুসিক্তনেত্রে, নতমুখে অগ্রসর হইতেছেন। রাবণের পশ্চাতে লঙ্কাপুরী শূন্য করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ক্রন্দন করিতে করিতে বহির্গত হইল। সকলে অশ্রুপাত করিতে করিতে ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র অঙ্গদকে দশ শত বীর যোদ্ধার সহিত রাক্ষসগণের মিত্রভাবে সমুদ্রতীরে গমন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি লক্ষ্মণকেই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিতেন; কিন্তু পাছে লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাবণ রুষ্ট হন, এই ভয়ে অঙ্গদকেই পাঠাইতেছেন। এক সময়ে অঙ্গদের পিতা বালি রাবণের নিগ্রহ করিয়াছিলেন,—আজ অঙ্গদ শিষ্টাচারে রাবণকে তুষ্ট করুক।

অঙ্গদ দশশত বীরসহ সমুদ্রতীরে যাত্রা করিল। আকাশে শচীর সহিত ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, চিত্ররথ, যমরাজ, পবনদেব, কুবের, চন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অন্যান্য দেব-দেবীগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর, কিন্নরী প্রভৃতি সমবেত হইলেন। আকাশে স্বর্গীয় বাদ্য বাজিতে লাগিল।

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসগণ ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃত দ্বারা যথাবিধি চিতারচনা করিল। মন্দাকিনীর পবিত্র জলে শবদেহকে স্নান করাইয়া রক্ষঃপুরোহিত গম্ভীরকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। প্রমীলা সমুদ্রে স্নান করিয়া নিজের দেহ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন এবং গুরুজনবর্গকে প্রণাম করিয়া নিজের অনুচরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এতদিনে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। তাহারা সকলে যেন দৈত্যপুরে ফিরিয়া প্রমীলার পিতাকে প্রমীলার সংবাদ বলে। প্রমীলা মাতার কথা মনে করিতে, আর ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; দানবকন্যাগণও হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিল। কিন্তু প্রমীলা তন্মুহূর্তেই শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমার মাতাকে বলিও যে, আমার অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই এতদিনে ফলিয়াছে। তাঁহারা আমাকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম। তোমরা সকলে আমার কথা ভুলিও না।"

চিতায় আরোহণ করিয়া প্রমীলা পতির পদতলে উপবেশন করিলেন। রাক্ষসবাদ্য বাজিতে লাগিল; বেদজ্ঞ পুরোহিতগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; রাক্ষসবধূরা হুলুধ্বনি করিল; এবং এই সকল ধ্বনির সহিত সমবেত রাক্ষসগণের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্য যথাবিধি চিতার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা পশুবধ করিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া সেগুলিকে চিতার চারিপাশে স্থাপন করিল।

রাবণ চিতার নিকটে আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "মেঘনাদ, আমার মনের বাসনা ছিল যে, তোমাকে রাজ্যভার দিয়া তোমার সম্মুখে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব; কিন্তু বিধাতা আমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন। তোমাকে ও পুত্রবধূ

প্রমীলাকে সিংহাসনে রক্ষোরাজ ও রানীরূপে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব, ভাবিয়াছিলাম ;—কিন্তু তাহার পরিবর্তে তোমাদের উভয়কে চিতার উপরে দেখিতেছি! আমি এই ফল লাভ করিবার জন্যই কি এত ভক্তির সহিত শিবের সেবা করিয়াছি? আমি কেমন করিয়া শূন্য লঙ্কাপুরীতে ফিরিয়া যাইব? যখন মন্দোদরী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পুত্র-পুত্রবধূকে সমুদ্রতীরে রাখিয়া কোন সুখে লঙ্কায় ফিরিয়া আসিলাম,—তখন তাঁহাকে আমি কি বলিয়া প্রবোধ দিব? হায়, আমার চিরজয়ী পুত্র! হায় মাতঃ রক্ষঃকুলের রাজলক্ষ্মি! জানি না, কোন পাপে বিধাতা আমার এই চরমদণ্ড বিধান করিলেন!"

রাবণের কাতর বিলাপে কৈলাসে শিব অধীর হইলেন। তাঁহার জটাজাল কম্পিত হইল; জটামধ্যস্থ সর্পগণ গর্জন করিতে লাগিল; ললাটে বহ্নি প্রচণ্ড দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল; মস্তকস্থ গঙ্গাস্রোত প্রচণ্ড কল্লোলধ্বনি তুলিল,—কৈলাস পর্বত এবং তাহার সহিত সমগ্র বিশ্ব রুদ্রের ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। পার্বতী ভীত হইয়া করজোড়ে বলিলেন যে, শিব অনর্থক কেন ক্রুদ্ধ হইলেন? বিধাতার বিধানেই মেঘনাদের মৃত্যু হইয়াছে;—সেজন্য রাম দোষী নহে। তাহা সত্ত্বেও যদি অবিচারে শিব রামকে বধ করিতে চান, তবে অগ্রে দেবীকে বধ করুন। ইহা বলিয়া দেবী শিবের চরণযুগল ধারণ করিলেন। শিব তখন শান্ত হইয়া বলিলেন যে, রাবণের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; দেবী ভাল মতেই জানেন যে, রাবণকে শিব কত স্নেহ করেন। যাহা হউক, দেবীর অনুরোধে তিনি রাম-লক্ষ্মণকে ক্ষমা করিলেন। অনন্তর শিব অগ্নিদেবকে আদেশ করিলেন যে, তিনি তাঁহার স্পর্শে পবিত্র করিয়া রাক্ষস দম্পতীকে অবিলম্বে কৈলাসে আনয়ন করেন।

শিবের আদেশে অগ্নিদেব বজ্রাগ্নিরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করামাত্র তাঁহার স্পর্শে চিতা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত হইয়া অগ্নিরথে দিব্যমূর্তিধারী মেঘনাদ ও প্রমীলাকে দেখিতে পাইল; অগ্নিরথ তাহাদিগকে লইয়া বেগে আকাশে উঠিল সমবেত দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন;—সকল জগৎ আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ হইল।

রাক্ষসগণ দুগ্ধধারায় চিতার অগ্নি নিবাইয়া চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রে বিসর্জন করিল। গঙ্গার পবিত্র জলে চিতাস্থল ধৌত করিয়া রক্ষঃশিল্পিগণ স্বর্ণময় ইষ্টকদ্বারা অভ্রভেদী মঠ চিতার উপর তখনই নির্মাণ করিয়া ফেলিল। সমুদ্রে স্নান করিয়া রাক্ষসগণ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে শূন্যমনে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। সপ্ত দিবানিশি লঙ্কাবাসিগণ শোকে রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতিল বিভাবরী—বীরবাহু-বধের পরদিবসের এবং মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেলাঘাত দিবসের রাত্রি প্রভাত হইল। এই কাব্যে বর্ণিত সকল ঘটনা তিনদিন ও দুই রাত্রির মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। গ্রীক অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত কালের ঐক্য (Unity of time) রক্ষা করিবার দিকে কবির দৃষ্টি ছিল।

নাদিল বিকট ঠাট—বিশল্যকরণী-প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় রামচন্দ্রের বিরাট সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

বিস্ময়ে—পূর্বদিবসে লক্ষ্মণের মৃত্যু হওয়ায়, শোকের পরিবর্তে রামসৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণে।

সুধিলা সারণে লক্ষি—মন্ত্রী সারণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ—হে জ্ঞানী মন্ত্রিবর।

কি হেতু নিনাদে বৈরিবৃন্দ ইত্যাদি—রাত্রিকালে যে শত্রুরা শোকে বিমর্ষ ও নিস্তব্ধ ছিল, এখন প্রভাতে তাহারা কিজন্য জয়ধ্বনি করিতেছে?

তাই বা করিল—সম্ভাব্যতাজ্ঞাপক 'বা'।

অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল—মৃতের পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দেবগণ রামের সহায়। হয়ত দেবগণের অনুগ্রহে এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবপর হইয়াছে।

মায়াতেজে—মায়াবলে।

বাঁচিল যে দুইবার মরি—তুলনীয়,—

> "—দুইবার আমি হারানু রাঘবে,
> আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
> দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!" ১।৭৪৮-৭৫০

রামায়ণে মেঘনাদ তিনবার যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে সে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। দ্বিতীয়বারে তাহার মায়াযুদ্ধের প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাম-লক্ষ্মণ মৃতবৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া তাহাকে প্রতারিত করেন। তৃতীয়বারে সে রামচন্দ্রকে শোকাকুল করার জন্য তাঁহার সম্মুখে কৃত্রিম সীতাকে বধ করিয়াছিল।

কর পুটি—করদ্বয় পুটের অর্থাৎ কোষের আকার করিয়া; যুক্তকরে। সাধারণ প্রয়োগ 'করপুটে'।

দেবাত্মা—দেবতা আত্মা বা অধিষ্ঠাত্রী যাহার। কালিদাস হিমালয়কে "দেবতাত্মা" বলিয়াছেন। গন্ধমাদন হিমালয়েরই শাখা বিশেষ।

আপনি আসি গত নিশাকালে—হনূমান ঔষধ আনিতে যাইয়া ঔষধ চিনিতে না পারায় আস্ত গন্ধমাদন পর্বতটিই লঙ্কায় বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কারণ, বা যে রাক্ষস প্রহরীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, পর্বতশৃঙ্গ বুঝি আপনা হইতেই লঙ্কায় আসিয়াছে।

হিমান্তে—শীত ঋতুর অবসানে।

দাক্ষিণাত্য যত—দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী রামের সেনাগণ। রামায়ণবর্ণিত বানরগণের অতিমানবীয় শক্তিসামর্থ্য কবির মনঃপূত ছিল না। শক্তি-সামর্থ্য থাকিলেও তাহারা যে বানরই ছিল, ইহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "I despise Rama and his rabble." এই কাব্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূমান, নল, নীল প্রভৃতির প্রসঙ্গে কবি সর্বত্রই সযত্নে তাহাদের বানরত্ব পরিহার করিয়া তাহাদের উপর যথাসম্ভব মানবীয় ভাব আরোপের চেষ্টা করিয়াছেন।

বিমুখি অমর নরে ইত্যাদি—সপ্তম সর্গে রাবণ, কার্তিকেয় ও ইন্দ্র দেবদ্বয়কে, এবং রামচন্দ্র, হনূমান, সুগ্রীব প্রভৃতি নরগণকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্মণকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি—যমের ধর্ম হইল নিজের অধিকারে পাইয়া কাহাকেও পরিত্যাগ না করা; মরিলে কেহই আর বাঁচিয়া উঠে না। রাবণ বলিতেছেন যে, তাঁহার অদৃষ্টদোষেই লক্ষ্মণের ক্ষেত্রে যমও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

গ্রাসিলে কুরঙ্গে····· ছাড়ে কি হে কভু তাহায়?—এস্থলে সিংহগ্রস্ত কুরঙ্গের সহিত যমগ্রস্ত মানবের সাদৃশ্য দুইটি পৃথক বাক্যে তুলনাবাচক যথাদি শব্দ ব্যতীত উক্ত হওয়ায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**।

কুমার বাসবজয়ী—ইন্দ্রজয়ী পুত্র।

দ্বিতীয় জগতে শক্তিধর—রূপে এবং পরাক্রমে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কার্তিকেয়ের ন্যায়।

তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে সপ্তদিন ইত্যাদি—রাবণের এই যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা ইলিয়ড কাব্যোক্ত ঘটনার অনুরূপ। হেক্টরের মৃত্যুর পর ট্রয়রাজ প্রায়াম গ্রীক্-শিবিরে যাইয়া নিষ্ক্রয়দানে মৃত পুত্রের দেহ একিলিসের নিকট হইতে উদ্ধার করেন এবং পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একাদশ দিন যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা করেন।

সৎক্রিয়া—শব-সৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি—কল্যাণময় বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন; অদৃষ্ট তোমার প্রসন্ন।

দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে—অদৃষ্ট-বৈগুণ্যহেতুই রাবণের দুর্গতি। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই অদৃষ্টবাদ (Fate)। অদৃষ্টগুণেই রাজ্যচ্যুত, বনবাসী ও সহায়সম্পদহীন হইয়াও রামচন্দ্র পদে পদে জয়ী, এবং অদৃষ্টদোষেই স্বয়ং ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত বীর, এবং বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রগণের পিতা হইয়াও রাবণ পদে পদে রামের হস্তে পরাজিত। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ভাগ্যবিড়ম্বিত রাবণ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস-কল্পিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র।

পর-মনোরথ—শত্রুর অভিলাষ। পর = শত্রু।

দ্বার—অবরুদ্ধ লঙ্কার সিংহদ্বার।

চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে—অনবরত গর্জনশব্দে মুখরিত সমুদ্রতীরে অবস্থিত রামের শিবিরে।

যথা তরু হিমানীবিহনে নবরস ইত্যাদি—নবজীবন লাভের পর লক্ষ্মণ হইয়াছেন শীত ঋতুর পর নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় সতেজ; অথবা পূর্ণিমায় নির্মেঘ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল; অথবা রাত্রির অবসানে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল। **মালোপমা অলঙ্কার।**

হিমানী—হিম ঋতু বা শীতঋতু অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু হিমানী—হিম+ঙীপ্ (সংহতি অর্থে) শব্দের অর্থ তুষার বা বরফ। **অবাচকতা দোষ।**

নেতৃ যত—নেতা যত। ঋকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচন রূপটিই বাংলা প্রাতিপদিকরূপে গৃহীত। অন্য তৎসম শব্দের সহিত সমাস হইলেই সাধারণতঃ সমস্ত পদটিতে তৎসম প্রাতিপদিক রূপ গৃহীত হয়; অথবা সমগ্র সমস্ত পদটিকেই তৎসম শব্দরূপে গ্রহণ করা হয়। নেতৃ>নেতা; নেতৃগণের, কিন্তু নেতাদিগের।

দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল রথী—সেনাদলের নেতৃস্থানীয় সুগ্রীবাদি পরিবেষ্টিত রামচন্দ্রকে দেবরথিগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াই মনে হইতেছিল। বীর্যবত্তা ও দেহসৌন্দর্যের আধিক্যরূপ সাদৃশ্যহেতু উপমেয় রাম ও সুগ্রীবাদিকে উপমান দেবসমূহ ও ইন্দ্র বলিয়া সংশয় প্রকাশে **উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।**

বার্তাবহ—সংবাদ প্রদানকারী দূত।

যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে ইত্যাদি—সূর্যের প্রখর কিরণে বনের মধ্যে যে বনস্পতি দগ্ধ হইতে থাকে, সূর্য রাহুগ্রাসে পতিত হইলে সমস্ত জগতের সহিত সেই বনস্পতিও সূর্যের দুঃখে ম্লান বা অন্ধকারময় হইয়া উঠে।

পরমারি মম, হে সারণ,……সেও হে সে কালে—শত্রু রাবণের বিপদে রামচন্দ্রের সহানুভূতি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য পৃথক বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যথা ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**।

অপর পর—মিত্র ও শত্রু।

ধর্ম-কর্মে রত জনে—শব-সৎকার কার্যও ধর্মকর্ম বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।

কহিলা উত্তরি—উত্তর-প্রদানচ্ছলে বলিলেন।

উচিত এ কর্ম তব—তোমার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষের পক্ষে শত্রুরও ধর্মকর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন সমুচিত কর্ম।

মিনতি—কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ ও সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শব্দ হইতে উৎপন্ন বিণ্ণতি শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন 'জোড়কলম্ শব্দ'।

ভেটিলে—সাক্ষাৎ করিলে; অভি+অট্ (গমনার্থক) হইতে উৎপন্ন।

নির্বন্ধ—স্থির বিধান।

যে বিধি, হে মহাবাহু সৃজিলা পবনে ইত্যাদি—সারণ প্রথমে রাবণ ও রামচন্দ্র উভয়েই যে শ্রেষ্ঠ এবং উভয়েই যে অসাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন, এই কথার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অসামান্য চরিত্রসম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি পরস্পরের শত্রুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার মনে পড়িল যে, বৃহতের সহিত বৃহতের, শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের বিরোধ জগতে দুর্লভ হ। যে বিধাতার বিধানে শক্তিমান পবন ও শক্তিমান সমুদ্র, বলশালী সিংহ ও বলশালী হস্তী, এবং পক্ষিরাজ গরুড় ও সর্পরাজ বাসুকি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, তাঁহার বিধানেই রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ ও নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পরস্পরের শত্রু হইয়াছেন। ইহার জন্য রাবণ বা রাম কেহই দোষী নহেন। এস্থলেও তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে শক্তিমান রাবণের সহিত শক্তিমান রামের বিরোধ ব্যক্ত হওয়ায় **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**। অধিকন্তু, 'সৃজিলা' ক্রিয়াপদের সাহায্যে তিনটি পৃথক্ বাক্য অন্বিত হওয়ায় **তুল্যযোগিতা অলঙ্কারও** হইয়াছে।

দোষিব—(নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ) সাধারণ প্রয়োগে 'দূষিব'।

প্রসাদ পাইয়া—প্রার্থনাপূরণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া।

নেতাবৃন্দে—শুদ্ধরূপ নেতৃবৃন্দে। ৬৮ পংক্তিতে 'নেতৃ যত' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কুতুহলে—মনের আনন্দে।

হাহাকারে—হাহাকার শব্দে বিলাপ করে (নামধাতু)।'

গম্ভীর নিক্কণে—গম্ভীর শব্দে। নিক্কণ শব্দের অর্থ অলঙ্কার বা বীণাদি যন্ত্রের মধুর ঝঙ্কার। রণ-বাদ্যের গুরু গম্ভীর নির্ঘোষ অর্থে অপপ্রযুক্ত।

এ দু দিন—বীরবাহুর মৃত্যু হইতে মেঘনাদের মৃত্যু পর্যন্ত দুইদিন ধরিয়া। কিন্তু প্রথম দিনের শোকের কারণ সীতার নিকট অজ্ঞাত থাকার কথা নহে, কারণ সেই-দিনই রাত্রিকালে অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কে জিনিল? কে হারিল?—অশোকবনে বন্দিনী সীতা সারাদিন যুদ্ধের ভীষণ গর্জন শুনিয়াছেন এবং দিনের শেষে রাক্ষসগণের লঙ্কায় প্রত্যাগমনও তাহাদের জয়ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। রাক্ষসেরা মোটের উপর জয়ী হইয়াছে ইহা তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিলেও, এই যুদ্ধে কোন পক্ষের কে কে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়াছে এবং কাহারাই বা শত্রু-হস্তে প্রাণ দিয়াছে ইহাই তিনি বিশদভাবে জানিতে চান। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয় হইলেও রাম-লক্ষ্মণ নিরাপদে আছেন কিনা,—ইহাই সীতার জিজ্ঞাস্য। এস্থলে 'কে' অর্থে 'কোন পক্ষ' না বুঝিয়া 'কে কে' বা 'কাহারা' বুঝিতে হইবে। কারণ রাক্ষসপক্ষই যে জয়ী হইয়াছে তাহা সীতা তাহাদের জয়ধ্বনি শ্রবণে বুঝিয়াছিলেন।

না মানে প্রবোধ—নিশ্চিতভাবে না জানিতে পারা পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সংশয়হেতু মন সান্ত্বনা মানিতে চাহে না।

বিকটা ত্রিজটা, ইত্যাদি—রামায়ণে ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসী কিন্তু সীতার অনুরাগিণী ও শুভানুধ্যায়িনী ছিল এবং ত্রিজটার আদর্শেই সরমা-চরিত্র কল্পিত হইয়াছে।

আইলা কাটিতে মোরে—রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে ক্রোধান্ধ রাবণই সীতাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং পরে মন্ত্রী সুপার্শ্বের বাক্যে নিরস্ত হইয়াছিল। কবি তাঁহার কাব্যের নায়ক রাবণের উপর এই কলঙ্কটি চাপাইতে চান নাই।

হতজীব—মৃত; হত জীব (জীবন) যাহার; বহুব্রীহি।

বধিলা বাসবজিতে অজেয় জগতে—সরমা সীতার প্রশ্নের প্রথমাংশেরই অংশতঃ উত্তর দিলেন; সীতার উদ্বেগের প্রধান কারণ যে রণ-নিনাদ ও রাক্ষসগণের জয়ধ্বনি তাহার উত্তর দিলেন না।

সুবচনী<শুভচণ্ডী—মঙ্গলদায়িনী দেবী চণ্ডিকার রূপবিশেষ; অর্থান্তরে,—প্রিয়ংবদা, সুসংবাদদায়িনী।

শাশুড়ী—শ্বশ্রূ। শ্বশ্রূ>শশ্‌শু>শাশু+ড়ী (স্বার্থে)।

সুবচনী—এস্থলে সুবচনী পূর্ববর্তী শব্দটির মত শ্লেষাত্মক নহে।

প্রেতক্রিয়াহেতু—পারলৌকিক কর্মানুষ্ঠানের জন্য।

হরকোপানলে হে দেবি, কন্দর্প যবে ইত্যাদি—ক্রুদ্ধ শিবের নেত্রাগ্নিতে প্রিয়দর্শন কাম ভস্মীভূত হইলে কামপত্নী সুন্দরী রতি তাঁহার অনুমৃতা হন নাই। তবে এখন কামের মতই রূপবান মেঘনাদের মৃত্যুতে রতির ন্যায় রূপবতী প্রমীলাই বা সহমরণে যাইতে উদ্যত কেন,—ইহাই সরমার জিজ্ঞাস্য।

সুলক্ষণে—(সম্বোধনে) হে শুভলক্ষণবিশিষ্টা সরমা।

বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে—প্রচণ্ড বাহুবলহেতু শত্রুপক্ষের নিকট ভয়াবহ।

হ্যাদে<হের দেখ—মনোযোগার্থক যৌগিক অব্যয় শব্দ; দেখ দেখ।

স্বর্ণব্রততী—স্বর্ণলতারূপ উজ্জ্বলবর্ণা ও কোমলাঙ্গী সীতাকে।

কে ছিঁড়ি আনিল হেথা..........বঞ্চিয়া রসালরাজে—উপমেয় সীতা ও রামচন্দ্রকে উপমান স্বর্ণব্রততী ও রসালরাজ (বিশাল আম্রবৃক্ষ) রূপে কল্পনায় **লুপ্তরূপক অলঙ্কার**।

রাঘব-মানসপদ্ম—রামচন্দ্রের মনোরূপ সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মস্বরূপ সীতাকে। **রূপক অলঙ্কার**।

খুলিল পশ্চিম-দ্বার—কারণ লঙ্কার পশ্চিমাংশেই সমুদ্রতীরে শ্মশান-ভূমি স্থিত। এখানে মেঘনাদের শবযাত্রার যে বর্ণনা পাই, তাহার সহিত লঙ্কাকাণ্ডের ১১৩ সর্গে বর্ণিত রাবণের শব-সৎকারের কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইলিয়ড্ কাব্যের ২৩ ও ২৪ সর্গে বর্ণিত পাত্রক্লুসের এবং হেক্টরের শব-সৎকার বর্ণনার সাদৃশ্যই বেশি।

কৌষিক পতাকা—কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন রেশম দ্বারা প্রস্তুত নিশান।

কাতারে কাতারে<কতার (আরবী)—শ্রেণীবদ্ধভাবে, দলে দলে।

রবিকরতেজে শোভে—সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত পরবর্তী পাঁচটি শব্দেরই অন্বয় করিতে হইবে। সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় পতাকার স্বর্ণদণ্ডগুলি, মস্তকে অবস্থিত উষ্ণীষসংলগ্ন মণিমুক্তাসমূহ, কটিবন্ধে আবদ্ধ তরবারির খাপগুলি, সৈন্যগণের করধৃত দীর্ঘ শূলসকল এবং শোকতপ্ত

রাক্ষসগণের চক্ষু হইতে নির্গত অশ্রুবিন্দুগুলি ঝলমল করিতেছিল। একই ক্রিয়াপদ 'শোভে' দ্বারা বিভিন্ন শব্দ অন্বিত হওয়ায় **তুল্যযোগিতা অলঙ্কার**।

কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী—কৃষ্ণবর্ণ-অশ্বারূঢ়া প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনী। তৃতীয় সর্গে ইহার কথা বলা হইয়াছে।

মলিন বদন মরি, শশিকলাভাবে নিশা যথা—তৃতীয় সর্গে প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনীকে তেজস্বিতায়, সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে ভরপূর দেখা যায়, কিন্তু এখন শোকে তাহার মুখ চন্দ্রহীন রাত্রির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বড়বা—সাধারণ অর্থ, ঘোটকী; এস্থলে প্রমীলার ঘোটকীর নাম।

শূন্যপৃষ্ঠ ইত্যাদি—বড়বার পৃষ্ঠে প্রমীলা এখন আর আরোহিণী নহেন বলিয়া বড়বা পুষ্পহীন পুষ্পবৃন্তের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে।

বামাব্রজ—রাক্ষসপুরীর নারীগণ। শবযাত্রায় নারী ও পুরুষেরা দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রমীলার অশ্বসমেত তাহার অনুচরীগণ শবযাত্রার যে অংশে ছিল, সেই অংশেই লঙ্কার রাক্ষস-নারীরা সকলে সমবেত হইয়াছিল।

সারসন স্মরি, হায় রে, সে সরু কটি!......গিরিশৃঙ্গ-সম—এস্থলে অচেতন সারসন (মেখলা) এবং কবচ (বর্ম) উভয়ের উপর চেতনার আরোপ করিয়া চেতনাশীল মানবের ধর্ম স্মরণকার্য ও দুঃখানুভূতি আরোপ করায় **সমাসোক্তি অলঙ্কার** হইয়াছে।

গায়কী—শুদ্ধরূপ গায়িকা।

পেশল উরস হানি—কোমল ও সুন্দর বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া। উরস<উরস্ আশিস>আশিস্ শব্দের ন্যায়।

রথবর—মেঘনাদের বিশাল রথখানি।

রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা চক্রে; ইত্যাদি—তুলনীয়,—

> "মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা;
> ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী;" (১।৬৯৪—৯৫)

কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, ইত্যাদি—প্রমীলাশূন্য 'বড়বা'র ন্যায় মেঘনাদশূন্য সুন্দর রথখানিও আজি বিসর্জনের পর প্রতিমাহীন প্রতিমার কাঠামোর মত অসুন্দর দেখাইতেছে।

মহাক্ষেপে—প্রচণ্ড ক্ষোভের সহিত।

গীতী—চারণ জাতীয় কবি, স্তুতি-পাঠক (গীত+ইন্); অপ্রচলিত শব্দ।

লড়ি<নড়ি—আলোড়িত বা কম্পিত হইয়া। প্রাদেশিক রূপ।

জলবহ—জলবহনকারী ভারী, ভিস্তি। জল বহন করে এই অর্থে জল+বহ্+ ঘণ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দ 'জলবাহ' হওয়া উচিত। 'জলবাহ' যোগরূঢ়ত্বহেতু মেঘকেই বুঝায়। তুলনীয়, পয়োবহ<পয়োবাহ (৫।৫৬৫)।

দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে পদভর—পদক্ষেপ করিলেই যে সূক্ষ্ম ধূলিকণা উপরে উঠিতে চাহে সেগুলিকে জলবর্ষণে শমিত করিয়া।

মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী—অতুলনীয় সৌন্দর্যশালী মেঘনাদের সহিত সহমরণযাত্রিণী রূপবতী প্রমীলাকে দেখিয়া সৌন্দর্যসাদৃশ্যহেতু মনে হইতেছে, যেন পৃথিবীতে কামদেব মৃত হওয়ায় রতি তাঁহার সহিত সহমরণে যাইতেছেন। যথা প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ ব্যতীত দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে অবস্থিত সাধারণধর্মবিশিষ্ট উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় **প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার**।

কোথা মরি, সে সুচারু হাসি, ইত্যাদি—কবি পঙ্কজিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, পদ্মের উপর সূর্যকিরণসম্পাতে যে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে, প্রমীলার মুখে সর্বদা সেইরূপ যে আনন্দময় হাসি ফুটিয়া উঠিত, আজ তাহা কোথায়? ইংরেজি **Apostrophe অলঙ্কারের** অনুকরণে সৃষ্ট **'সম্বোধন' অলঙ্কার**।

ব্রতী—ব্রতিনী, নিযুক্তা।

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি ইত্যাদি—প্রমীলা নির্বাক ও নিশ্চল;—দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহার আত্মা তাঁহার সুন্দর দেহটি ছাড়িয়া পতির আত্মার উদ্দেশে ইতিমধ্যেই প্রস্থান করিয়াছে।

স্বয়ম্বরা বধূ ধনী—সুন্দরী প্রমীলা মেঘনাদের বীরত্বে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে—মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা পড়িয়া রাক্ষসগণের সহিত আর্যগণের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির কোন পার্থক্যই ছিল না বলিয়া মনে হইবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রপাঠরত পুরোহিত, পবিত্র গঙ্গোদক ইহার কোনটিরই অভাব নাই।

হবির্বহ—অগ্নি। অগ্নি যজ্ঞে আহুত হবিঃ (ঘৃত) উদ্দিষ্ট দেবগণের নিকট বহন করেন বলিয়া এই নাম।

হোত্রী—হোত্র অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিত।

মহামন্ত্র—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের গম্ভীরভাবব্যঞ্জক মন্ত্র।

কেশর—পুষ্পের সুগন্ধি পরাগ বা রেণু।

পূত অম্ভোরাশি গাঙ্গেয়—গঙ্গার পবিত্র জলরাশি।

কাড়া—ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

তুম্বকী—লাউয়ের খোলের উপর চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। তুম্বক=অলাবু, লাউ।

ঝাঁঝরী<ঝর্ঝরী—কাঁসর, ঝাঁজ।

হুলাহুলি—উলুধ্বনি।

হায়রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে—সতী প্রমীলার সহমরণব্রত শাস্ত্রানুসারে একটি মাঙ্গলিক পবিত্র কর্ম বলিয়া সধবা রাক্ষসনারীরা মাঙ্গল্যসূচক উলুধ্বনি করিতেছে। কিন্তু আদিতে ব্যাপারটি হইতেছে,—মেঘনাদের শবসৎকারের জন্য শোকাবহ শবযাত্রা। সুতরাং রাক্ষসগণের চরম অমঙ্গলের দিনে মাঙ্গলিক উলুধ্বনি শোনা যাইতেছে।

বিশদ বস্ত্র-শ্বেত বস্ত্র। ভারতীয় প্রথায় শুভ্র বস্ত্রই অশৌচকালে পরা হয়।

বিশদ উত্তরী—শুভ্র উত্তরীয় বা চাদর।

ধুতুরা <ধুস্তুর, ধুস্তূর—শিব পূজায় প্রশস্ত দীর্ঘ শ্বেত বর্ণের পুষ্পবিশেষ।

ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে—মহিমাব্যঞ্জক বিশালদেহধারী রাবণ অশৌচকালে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া শুভ্র উত্তরীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার গলদেশ হইতে লম্বিত শুভ্র উত্তরীয়খানিকে মহাদেবের কণ্ঠস্থিত ধুতুরা ফুলের মালার ন্যায় দেখাইতেছিল।

দূরে—সম্মানজনক ব্যবধান রক্ষা করিয়া।

অধিকারী যত রক্ষঃশ্রেষ্ঠ—রাবণের রাজসভার উচ্চপদাধিকারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ।

প্রভু—রামচন্দ্র। ৬২ পংক্তিস্থ নাথ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দশ শত রথী সঙ্গে—সহস্র বীর সৈনিকের সহিত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সাবধানে যাও হে সুরথি—রাম অঙ্গদকে সতর্কভাবে থাকিতে বলিলেন, যাহাতে বৈরিতানিবন্ধন রামের সৈনিকেরা রাক্ষসগণের এই দুর্দিনে কোনরূপ বিবাদ না বাধায়।

লক্ষ্মণ শূরে হেরি পাছে রোষে ইত্যাদি—রামচন্দ্র অঙ্গদকে বলিলেন যে, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তিনি লক্ষ্মণকেই প্রেরণ করিতেন এবং তাহাই শোভন হইত; কিন্তু পাছে লক্ষ্মণই তাহার দুঃখের কারণ মনে করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করে, এইজন্য তিনি পুত্রস্থানীয় অঙ্গদকেই প্রেরণ করিতেছেন।

রাজচূড়ামণি পিতা তব বিমুখিলা ইত্যাদি—রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূর্বে রাবণ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া যখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াছিলেন, তখন কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালিকে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যা-উপাসনায় রত অবস্থায় আক্রমণ করিতে

গেলে, বালি রাবণকে নিজের কক্ষমধ্যে জাপটাইয়া ধরিয়া সেই অবস্থাতেই চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া অবশেষে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন।

শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে—হে ভদ্রব্যবহারসম্পন্ন অঙ্গদ, তোমার পিতা বালির হস্তে একদা যে রাবণ বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল, সেই রাবণকে আজ তুমি তোমার ভদ্র ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট কর।

সাগরমুখে—সমুদ্রের দিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থলে।

বরাঙ্গনা—সুন্দরী।

অনন্তযৌবনা—কারণ দেবীগণের যৌবন সুচিরস্থায়ী।

***শিখিধ্বজে**—শিখী অর্থাৎ ময়ূর হইয়াছে ধ্বজা যে রথের; ময়ূরলাঞ্ছিত পতাকা-বিশিষ্ট রথে।

শিখিধ্বজ—শিখী (ময়ূব) ধ্বজ (চিহ্ন, উপলক্ষণ) যে দেবতার; ময়ূর দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা, কার্তিক। উভয়ত্রই বহুব্রীহি সমাস।

সেনানী—দেব-সেনাপতি।

চিত্ররথে—নানাবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র রথে।

চিত্ররথ রথী—গন্ধর্বপতি বীর চিত্ররথ। ইঁহারই সাহায্যে ইন্দ্র রামের নিকটে দৈবাস্ত্রসমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

মৃগে বায়ুকুলরাজ—বেদে মরুৎ সাত জন; পুরাণে ইহা সপ্তগুণিত হইয়া উনপঞ্চাশ হইয়াছে। মরুৎ বা বায়ুগণের বাহন হরিণ।

পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি—অলকাপুরীর অধীশ্বর যক্ষরাজ কুবের পুষ্পক রথে আগমন করিলেন। পৌরাণিক প্রসিদ্ধি অনুসারে, এবং ইতিপূর্বে কবির বর্ণনানুসারেও, রাবণের জীবিতাবস্থায় কুবেরের পক্ষে পুষ্পকে আগমন অসম্ভব ব্যাপার। পুষ্পকরথের অধিকারী প্রকৃতপক্ষে কুবেরই ছিলেন বটে; কিন্তু রাবণ কুবেরের নিকট হইতে উহা বলপূর্বক হরণ করেন। তুলনীয়,—

"স্বনয়নে দেখেছ, সরমা
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?" (৪।৪১১—১২)

এবং "বাহিরিল রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;" (৮।৫৪৮)

মলিন তপন-তেজে—সূর্যের সহিত একই সময়ে আকাশে আবির্ভূত হইবার জন্য চন্দ্র ম্লানতা লাভ করিয়াছেন।

সুহাসী—স্মিতানন, প্রসন্নবদন। সুহাস+ইন্। বিশেষণ। (অপ্রচলিত)

অশ্বিনীকুমারযুগ—স্বর্গের ভিষক্ যমজ দেবদ্বয়।

দেব-ঋষি—দেবর্ষি নারদ।

মন্দাকিনী-পূতজলে—গঙ্গার পবিত্র ধারা স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, মর্ত্যে ভাগীরথী নামে এবং পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিতা। স্বর্গে প্রবাহিত মন্দাকিনীর জল পবিত্রতর বলিয়া তাহা দিয়াই মেঘনাদের শবদেহ স্নাত হইয়াছিল।

পরাই—পরাইয়া। —ইয়া বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপ।

থুইল<স্থাপিল—রাখিল। প্রাদেশিক রূপ।

অবগাহি দেহ—কবি কর্তৃক বহুবার ব্যবহৃত অধিকপদতা দোষযুক্ত প্রয়োগ। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহনিমজ্জনপূর্বক স্নান; সুতরাং অবগাহি 'দেহ' অনাবশ্যক।

মহাতীর্থে—শ্মশানরূপ পবিত্রস্থানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে। কবি পূর্বেও অষ্টম সর্গে রামের সমুদ্রে স্নান প্রসঙ্গে মহাতীর্থ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সে স্থলে তীর্থকে মহৎ শব্দে বিশেষিত করার অন্য হেতু থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে 'মহাতীর্থ' এবং পূর্বে উল্লিখিত 'মহামন্ত্র' শব্দদ্বয় প্রয়োগের বিশেষ হেতু আছে বলিয়া মনে হয়। যাত্রা, পথ ও নিদ্রা-বাচক শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যু বুঝায়। তীর্থ ও মন্ত্র শব্দদ্বয়ের পূর্বে মহৎ বিশেষণ প্রয়োগ কি উহার সাদৃশ্যেই হইয়াছে?

জীবলীলা—দেহধারী জীবরূপে সকল কর্মের অনুষ্ঠান।

জীবলীলাস্থলে—জীবের ক্রীড়াভূমিস্বরূপ এই পৃথিবীতে।

ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে—প্রমীলার অনুচরীগণ লঙ্কার অধিবাসিনী রাক্ষসকন্যা ছিল না; তাহারা সকলেই ছিল দানবকন্যা এবং প্রমীলার বিবাহের পর প্রমীলার সহিত সখী ও অনুচরীরূপে লঙ্কায় আসিয়াছিল। সুতরাং প্রমীলার মৃত্যুর পর তাহাদের প্রবাস-জীবনযাপন অনাবশ্যক।

বাসন্তি—(সম্বোধনে) দানবকন্যাগণের মধ্যে প্রধানা এবং প্রমীলার সখীস্থানীয়া।

হায়রে, বহিল সহসা নয়নজল—সখীদের নিকট বিদায় গ্রহণকালে,—এমন কি, পিতার প্রসঙ্গ উত্থাপনকালেও প্রমীলা ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু মাতার কথা মনে হইতে তিনি আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না।

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন) ইত্যাদি—প্রমীলা স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত সহমরণে আসিয়াছেন; সুতরাং যে চিতায় তাঁহার প্রিয়তম শায়িত, তাহা

তাঁহার নিকট ফুলের শয্যার ন্যায়ই কোমল ও সুখাবহ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই তিনি চিতায় আরোহণ করিয়া আনন্দিত মনে পতির পদতলে উপবেশন করিলেন।

বেদী—বেদজ্ঞ পুরোহিত ; বেদ+ইন্। (অপ্রচলিত)। তুলনীয়,—

"ষোল শত ঘর বেদী" (শূন্যপুরাণ)

দিল রক্ষোবালা যথাবিধি—রাক্ষস-নারীগণ প্রচলিত রীতি-অনুসারে নানাবিধ উপচার চিতার উপর স্থাপন করিল।

পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে ইত্যাদি—রাক্ষসগণ প্রচুর পরিমাণে পশু বধ করিয়া তাহাদের দেহগুলিতে ঘৃত মাখাইয়া চিতার চারিপাশে স্থাপন করিল। রামায়ণ, ইলিয়ড্ ও ঈনীড্ কাব্যেও শবসংকারকালে মৃতের উদ্দেশে ঘৃতাক্ত পশুমাংস প্রদানের উল্লেখ আছে। তুলনীয়,—

"তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ।
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্॥"

(রাবণ-সংকার—লঙ্কাকাণ্ড : ১১৩।১১৭)

এবং "High on the top the manly corpse they lay,
And well-fed sheep and sable oxen slay :
Achilles cover'd with their fat the dead,
And the pil'd victims round the body spread."

(Patroclus' Cremation : Iliad—XXIII)

অপিচ "While streaming oil and offered spice
Blaze up with flesh of sacrifice."

(Misenus' Cremation : Aeneid—VI)

যথা মহানবমীর দিনে ইত্যাদি—শারদীয়া দুর্গাপূজার তৃতীয় দিবসে দুর্গাদেবীর সম্মুখে সর্বাধিক সংখ্যায় ছাগ-মহিষ প্রভৃতি পশু বলি দেওয়া হয়।

শাক্ত ভক্তগৃহে—শক্তি অর্থাৎ দুর্গার বা কালীর উপাসকগণের গৃহে।

অন্তিমে—জীবনের অন্তিমকালে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে।

করিব মহাযাত্রা—যমালয়ে যাত্রা করিব ; মৃত্যুমুখে পতিত হইব। শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ অর্থগৌরব সাধিত হয় বটে ; কিন্তু শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ, যাত্রা, পথ ও নিদ্রা এই নয়টি শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইলে অর্থ-গৌরবের পরিবর্তে অর্থলাঘব অথবা অর্থকদর্থতা ঘটে। মহাশঙ্খ=

নরকপাল ; মহাতৈল=নরমেদ ; মহামাংস=নরমাংস ; মহাবৈদ্য=গোবৈদ্য, কুচিকিৎসক ; মহাজ্যোতিষী=জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ; মহাব্রাহ্মণ=নিকৃষ্ট অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ; মহাযাত্রা=যমপুরে যাত্রা ; মহাপথ=যমপুরের পথ ; মহানিদ্রা=কালনিদ্রা।

ভাঁড়াইলা<ভণ্ড—বঞ্চনা করিলেন।

পূর্বজন্মফলে—(পূর্বজন্মকর্মফলে) জন্মান্তরে কৃত অন্যায় কর্মের ফলে। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র, বিভীষণ, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি রাবণ-বিরোধিগণ মধ্যে মধ্যে রাবণের অত্যাচার ও পাপকর্মের উল্লেখ করিলেও, এই কাব্যে নিজের অদৃষ্ট-বিড়ম্বনার জন্য রাবণ সর্বদাই আপনার পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের কথাই বলিয়াছেন। শত্রু রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করিয়া আনিলেও, রাবণ যেন ইহাকে কতকটা বৈরিনির্যাতনের উপায় বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং ইহাকে কোন নৈতিক অপরাধমূলক কার্য বলিয়া মনে করেন নাই। "পাবকশিখারূপিণী" সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন করার জন্য তাঁহার বিলাপের মধ্যেও কোথাও 'মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি' এরূপ অনুতাপের সুর ফুটিয়া উঠে নাই। মধুসূদন-কল্পিত রাবণ-চরিত্রের আলোচনাকালে এই কথাটি স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক। ইহার পরেই আবার রাবণের বিলাপে পাওয়া যায়:—

"হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

রাবণের এই সকল বিলাপোক্তিকে আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিয়া মনে না করিলে, এইগুলির সহিত তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবিসৃষ্ট রাবণকে দেখিতে হইবে। রামায়ণের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠ 'পাষণ্ড' রাবণ-চরিত্রের এইরূপ অভিনব পরিকল্পনা করিতে যাইয়া কবি অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, এবং রামায়ণোক্ত রাবণ চরিত্রের সহিত তাঁহার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রের বিরোধ সর্বত্র এড়াইতেও পারেন নাই সত্য; তথাপি তৎসৃষ্ট রাবণকে বুঝিতে হইলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই সহানুভূতির সহিত রাবণকে দেখিতে হইবে।

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে—রাবণ মর্মজ্বালায় ইষ্টদেব শিবের উদ্দেশ্যে অভিমান ব্যক্ত করায় শিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ—অধীর শিবের আলোড়িত জটাজালে অবস্থিত সর্পসমূহ জটাজাল-কম্পনে ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিল।

জ্বলিল অনল ভালে—শিব ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করায় ললাটস্থ অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

ত্রিপথগা—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিতা শিবের জটাজালের মধ্যে অবস্থিতা গঙ্গা।

কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে ইত্যাদি—ধ্বংসের দেবতা রুদ্র প্রমত্ত হইয়া উঠায় তাঁহার অবস্থান-ভূমি কৈলাসপর্বত এবং তাহার সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।

নাশ (অকারান্ত উচ্চারণ)—বিনাশ কর।

নগরাজবালে—(সম্বোধনে) হে পর্বতরাজ হিমালয় কন্যা পার্বতি!

ক্ষেমঙ্করি—(সম্বোধনে ইকার) হে মঙ্গলদায়িনি!

পবিত্রি—পবিত্র করিয়া। মধুসূদনীয় ক্রিয়াপদ।

সর্বশুচি—অগ্নিদেব, যাঁহার স্পর্শে সকল বস্তু পবিত্র হয়।

এ সুধামে—এই মনোরম কৈলাসপর্বতে।

ইরম্মদরূপে—বজ্রাগ্নির রূপ ধারণ করিয়া।

সহসা জ্বলিল চিতা—পুরোহিতগণবাহিত অগ্নিসংযোগের পূর্বেই বজ্রাগ্নিস্পর্শে চিতা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল।

সচকিত সবে দেখিলা আগ্নেয় রথ—অপ্রত্যাশিতভাবে চিতা হঠাৎ বেগে জ্বলিয়া উঠায় সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেদিকে চাহিতেই একখানি অগ্নিময় রথের আবির্ভাব লক্ষ্য করিল।

অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে—মরদেহ ত্যাগ করিয়া দেবদেহ লাভ করায় দেবসুলভ চিরযৌবনশোভায় দেহ শোভিত হইল।

বরষিলা পুষ্পাসার—অজস্রভাবে ও প্রবলভাবে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে—চিতার প্রজ্বলন্ত শিখা পবিত্র দুগ্ধবর্ষণে নির্বাপিত করা হইল। ইলিয়ড কাব্যে পাত্রক্লুসের এবং হেক্টরের চিতাগ্নি মদ্য দ্বারা নির্বাপণের উল্লেখ আছে।

দুগ্ধধারে নিবাইল ইত্যাদির সহিত তুলনীয়,—

> **"Again the mournful crowds surround the pyre**
> **And quench with wine the yet remaining fire ;**

The snowy bones his friends and brothers place
(With tears collected) in a golden vase;
The golden vase in purple palls they roll'd,
Of softest texture, and inwrought with gold.
Last o'er the urn the sacred earth they spread,
And raised the tomb,—memorial of the dead.

(Iliad—XXIV)

স্বর্ণ পাটিকেলে—স্বর্ণময় ইষ্টক দ্বারা।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে ইত্যাদি—বিজয়া দশমীতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিয়া লোকে যেরূপ শূন্যমনে বিষণ্ণভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করে, রাক্ষসগণও সেইরূপ শোকাকুল মনে, অশ্রুসিক্ত নয়নে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তুলনীয়,—

"All Troy then moved to Priam's court again,—
A solemn, silent, melancholy train." (Iliad—XXIV)

সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে—যুদ্ধবিরতির পূর্ণ সাতদিন কাল সমুদয় লঙ্কাবাসিগণ তাহাদের শেষ আশাভরসাস্থল মেঘনাদের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিল।

সংক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ—মেঘনাদের শবসংকার বর্ণনাই এই সর্গের মুখ্য বিষয় বলিয়া ইহার নাম সংক্রিয়া।

মেঘনাদবধ কাব্যে

মধুসূদন-কর্তৃক-প্রযুক্ত আভিধানিক অর্থের বহির্ভূত, অপ্রচলিত এবং ব্যাকরণদুষ্ট শব্দসমূহ

অজাগর (অজগর) বৃহৎ সর্প অর্থে সাধারণতঃ অজগর ; অজাগর শব্দের অর্থ জাগরণশূন্য।

"গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে" ৫ম সর্গ ১৭৩ পংক্তি।

অনম্বর—আকাশ ; অম্বর বা আবরণ-শূন্য অর্থে।

"অনম্বর-পথে সুকেশিনী" ২ „ ১০৫ „

"অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোহরগতি।" ৪ „ ৬২৬ „

"অনম্বর আঁধারি আইল—" ৭ „ ৬৯২ „

অন্তরিত—(অন্তর্নিহিত অর্থে) প্রকৃত অর্থ—ব্যবহিত, দূরীভূত।

"অন্তরিত পরাক্রমে" ২ „ ৫৬০ „

ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। "দেখেছি দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে
পবন পথে" ১ „ ১৫১ „

"ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে" ৪ „ ৩৫৩ „

"ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব" ৭ „ ৩৯৭ „

"ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে" ৯ „ ৪২৩ „

উরজ—(উরোজ)—স্তন "উরজ-কমলযুগ প্রফুল্ল সতত" ৫ „ ২৮৯ „

কামধুক (কামদুহ্ শব্দের প্রথমার একবচন)—কামধেনু ; কিন্তু মধুসূদন কামী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

"কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।" ৮ „ ৫১৭ „

কারাবদ্ধবায়ুদল (ভাবটি গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত)

"শীঘ্র দেহ ছাড়ি কারাবদ্ধ বায়ুদলে" ২ „ ৫৫৩ „

কিরে—(দিব্য, শপথ) "মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" ২ „ ৪৬৪ „

কীর্ত্তিবাস—(কৃত্তিবাস অর্থে) "কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি" ৪ „ ১২ „

কৌমুদিনী (কৌমুদী)—জ্যোৎস্না

"সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে। ৪ „ ৬৬০ „

গীতী—গায়ক "সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া" ৯ম সর্গ ২৫২ পংক্তি

চিকণিয়া—(সূক্ষ্ম কারুকার্য করিয়া, মনোরম করিয়া)

"চিকণিয়া গাঁথি ফুলমালা" ৩ " ৩৬ "

"চিকণিয়া গাঁথিনু স্বজনি" ৩ " ৬৪ "

"চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা" ৮ " ৪০২ "

জগদম্বা (লক্ষ্মীদেবী অর্থে) "আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা জগদম্বা।" ৬ " ১১৪ "

"দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে" ৭ " ২৯৫ ও ৩১৯

জগন্মাতা—(পৃথিবী অর্থে)

"কি হেতু কাতরা আজি কহ জগন্মাতঃ
বসুধে ?" ৭ " ৪২৪ "

জলবহ (জলবাহ)—জলবাহক

"সুবাসিত জল ঢালে জলবহ" ৯ " ২৭৫ "

নশ্বর—(বিনাশক অর্থে) "মরে নর কাল ফণী নশ্বর দংশনে" ৫ " ২৭২ "

"তীক্ষ্ণতম প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে" ৬ " ৬ "

"যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে"——— ৭ " ১২২ "

"হত এ নশ্বর রণে" ৮ " ১২২ "

নিকষ (কোষ বা খাপ অর্থে) প্রকৃত অর্থ—কষ্‌টি পাথর।

"নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে।" ৫ " ৩৫২ "

পদ্মপর্ণ—(পদ্মদল অর্থে) "নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন" ১ " ৩৩১ "

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?" ৪ " ৮১ "

"পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন" ৭ " ২ "

"পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি" ৮ " ৬৪০ "

পর্শে (স্পর্শে)—"দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!" ৫ " ৫৯৬ "

পয়োবহ (পয়োবাহ)—মেঘ।

"আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ ?" ৫ " ৫৬৫ "

পুত্রহানী—পুত্রহত্যাকারী শত্রু।

"পুত্রহানী শত্রু যে দুর্মতি" ৭ " ১৪০ "

প্রতারিত—(প্রতারণাকারী অর্থে)

"প্রতারিত রোষ আমি নারিনু
বুঝিতে" ৪র্থ সর্গ ৩৩৬ পংক্তি

প্রভা—সূর্যপত্নী বা দুর্গা "একাকিনী বসি দেবী, প্রভা
আভাময়ী তমোময় ধামে যেন!" ৪ „ ৬৭ „

বল্লভ—(প্রিয় পুত্র অর্থে) "কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী" ২ „ ৪৯৪ „

"কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্তিকেয় বলী" ৮ „ ৪৫২ „

বহুল—কৃষ্ণপক্ষ "বহুলে তাবার করে উজ্জ্বল ধরণী" ৫ „ ৫৩৪ „

বারুণী—(বরুণ-পত্নী বরুণানী অর্থে)

"বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা," ১ „ ৪৪৭ „

"কহিলা বারুণী পুনঃ—" ১ „ ৪৭৩ „

"উঠিলা মুবলা সখী বারুণী আদেশে" ১ „ ৪৮৩ „

"সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধ গুণে" ১ „ ৫২১ „

"কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি
সতী বারুণী" ১ „ ৫১৮ „

"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।" ১ „ ৫২৪ „

"প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী" ১ „ ৬০৯ „

বিউনিল (বিউনি<বীজনী হইতে ক্রিয়াপদ)

"কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।" ৭ „ ১২৬

বিনানিলা—বেণী রচনা করিল

"মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।" ২ „ ২৮৮

"স্নানি পীনপয়োধরা বিনানিলা বেণী" ৭ „ ১২

বীতিহোত্র—অগ্নি "জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্ররূপী" ৪ „ ১৯২

বেদী—বেদজ্ঞ "উচ্চে উচ্চারিল বেদ বেদী"; ৯ „ ৩৬৮

ভর্ত্রিণী—(ভর্ত্রী) স্বামিনী

"কী কাজে তুষিব তোমার ভর্ত্রিণী,
শুভে?" ৩ „ ৩১৪

ভবিতব্য-দ্বার—(ভাবটি Aeneid কাব্য হইতে গৃহীত)

"ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।" ৪ „ ৪৬৩

মঞ্জুনাশিনী—(মঞ্জুনাশী) সুন্দরীকুলের গর্বহারিণী

"তুমি হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।" ২য় সর্গ ২০৫ পংক্তি

মলম্বা—স্বর্ণ "মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে," ২ " ৩৫৭ "

মায়ার নন্দন (কামদেব) "অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;" ২ " ৩০৯ "

মুণ্ডমালী—(মুণ্ডমালিনী)
"প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।" ৩ " ২১১ "

রজঃ (রজত অর্থে)—শুভ্রবর্ণ। প্রকৃত অর্থ—ধূলি, পরাগ, ত্রিগুণের অন্যতম গুণ।
"উৎস রজঃছটা" ১ " ২১০ "
"রজঃকান্তিছটাবিভ্রম" ১ " ৪৮৫ "
"অবগাহে দেহ রজোময়" ১ " ৬২৬ "
"উজলিল সুখধাম রজোময় তেজে।" ৩ " ৬১৩ "
"কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন" ৫ " ২০৯ "

রড়ে—দ্রুতবেগে "দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে" ৩ " ২৫৮ "
"রাক্ষসবৃন্দ পলাইলা রড়ে" ৭ " ৬৬৫ "
"পলাইলা রড়ে ভূতকুল" ৮ " ৩৮৪ "

রসান—স্বর্ণাদি পালিশ করার 'শান' অথবা রাসায়নিক দ্রাবক।
"রসানে মার্জিত
হেমকান্তি সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।" ২ " ২৯৫ "

রূপস—(রূপসী শব্দের পুংলিঙ্গে গঠিত শব্দ) সুন্দর
"রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি ;" ৮ " ৪৫০ "

সুকেশিনী—(শুদ্ধরূপ সুকেশী বা সুকেশা)
"সুকেশিনী মিশ্রকেশী" ২ " ২৫ "
"অনম্বরপথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।" ২ " ১০৫ "
"উত্তরিলা নমি সুকেশিনী" ২ " ২৮২ "
"শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।" ৩ " ৩৩২ "

"সুকেশিনী রাঘব-বাসনা" ৪র্থ সর্গ ২৭০ পংক্তি

"বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।" ৪ " ৬৬১ "

"সুকেশিনী কেশব-বাসনা" ৭ " ৭২৩ "

"বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ, তেঁই সুকেশিনি" ৯ " ১৪৫ "

সুনাসীর (নাসীর=সৈন্যের পুরোভাগ)
শক্তিশালী সৈন্যের অধিনায়ক, "ইন্দ্র"।

"ওই দেখ, সুনাসীর, ভয়ঙ্কর তূণীরে ;" ২ " ৫০০ "

সুধন্বী (সুধন্বা) "ধনু করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত" ৮ " ২১ "

সুহাসী—প্রসন্নহাস্যবিশিষ্ট

"আইলা সুহাসী অশ্বিনীকুমার যুগ ;" ৯ " ৩৩২ "

হিমানী (হিম ঋতু অর্থে) প্রকৃত অর্থ—হিম-সংহতি বা বরফ।

"যথা বেড়ে হিমানীতে কুজ্ঝটিকা
গিরিশৃঙ্গে" ৬ " ২৪৩ "

"যথা তরু হিমানীবিহনে নবরস" ৯ " ৬৪ "

হৈমময়—(হৈম, হেমময়)

"অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী" ১ " ৬২৬ "

'দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে" ২ " ৪৪৭ "

"হৈমময় কোষে শোভে খরশান অসি" ৩ " ১২৬ "

"ধ্বজদণ্ড করে হৈমময়" ৩ " ৩০৮ "

হৈমবতী (হেমবৎ উজ্জ্বল) প্রকৃত অর্থ—হিমবানের কন্যা পার্বতী।

"এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী" ১ " ৩০৮ "

"হৈমবতী ঊষা তুমি" ৫ " ৩৭৮ "

"হে কৃত্তিকে হৈমবতী" ৫ " ৪৪০ "

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৯	বন্দি ও চরণ অরবিন্দ, মন্দমতি	—	বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
১৪	ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ	ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা	—
১৭	দস্যুবৃত্তি-প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম	নরকুলে নরাধম আছিল যে নর,	—
১৮	আছিল যে নর,	দস্যুবৃত্তি রত,	চৌর্যে রত, হইল সে
২২	বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে !	সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !	—
২৩	কি আছে আমার ?	—	আছে কি এ দাসে ?
২৪	কিন্তু গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে	—	কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
৩৭	স্ফটিক গঠিত	—	স্ফটিকে গঠিত
৪৩	বসুধা—	—	ধরারে ।—
৪৬	স্বয়ম্বর গেহে। ক্ষণপ্রভাসম হাসে	—	ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে
৪৭	ঝলসি নয়ন !	নয়ন ঝলসি !	ঝলসি নয়নে ।
৪৮	ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী	সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী	
৪৯	ধরে ছত্র ছত্রধর, হরকোপানলে	ঢুলায় মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি	ঢুলায় ;
৫০	না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে !	চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর, আহা,	……
৫১		হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি	……
৫২		দাঁড়ান সু-সভাতলে ছত্রধররূপে !	সে সভাতলে
৫৫	মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ	—	মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি
৫৬	পরিমলবয় বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি	—	অনন্ত বসন্ত-বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
৫৭	কাকলী-লহরী, আহা, মনোহর যথা	কাকলী লহরী, মরি ! মনোহর যথা	—
৬৩	পুত্রশোকে বাক্যহীন !	বাক্যহীন পুত্রশোকে !	—
৬৪	বসন	—	বসনে
৬৫	যথা তরু, সরস শরীরে তীক্ষ্ণ শর	যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে	—

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৯৩	বৃক্ষ	বৃক্ষে	—
৯৫	সমূলে নির্মূল হব আমি	হব আমি নির্মূল সমূলে	—
১০২	এ ভুজগ ?	—	এ ভুজগে ?
১১৭	গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে	ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে	—
১২৩	তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে	হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে	
১২৬	ভূধর অধীর কভু নহে	কভু নহে ভূধর অধীর	
১৪৯	হুঙ্কার !	—	হুঙ্কারে !
১৫০	গর্জন,	—	গর্জনে,
১৫১	সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ;	—সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ;	
১৬০	গগন ;	—	গগনে ;
১৬৪	এইরূপে যুঝিলা সম্বর-রিপু-রূপী	এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে	—
১৬৬	যুদ্ধে প্রবেশিলা	প্রবেশিলা যুদ্ধে	—
১৭১	কাঁদিল নীরবে	কাঁদিলা নীরবে	—
১৭৯	যথা অগ্নিময়-চক্ষুঃ হর্য্যক্ষ দুর্জয়	অগ্নিময়চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে	—
১৮১	কডমড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি	কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া	—
১৮২	রোষে	রণে	—
১৯৬	হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি	লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে	—
২০৪	নয়ন	নয়নে	—
২০৬	যেন দিনমণি	দিনমণি যেন	—
২৩১	বিপণি, রঞ্জিত নানা রাগে,	নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,	—
২২৬	কিম্বা নক্ষত্রমণ্ডল	নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা	—
২৩৭	শশী ! সঙ্গে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হনূ,	শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে বায়ুপুত্র হনূ	—
২৪০	যথা ঘোর কাননে, কিরাতদল মিলি,	গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি	—
২৪৪	শকুনী, গৃধিনী, শিবাকুল	শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী,	—
২৪৯	রক্তস্রোত	—	রক্তস্রোতে
২৫৬	তূণ, শর, পরশু, মুদ্গর, ভিন্দিপাল,	ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,	—
২৬১	কৃষীদলবলে ক্ষত	ক্ষত কৃষিদল-বলে	—

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
২৭৫	মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়	যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে	—
২৭৮	যিনি অন্তর্যামী ;	অন্তর্যামী যিনি ;	—
২৮০	কিন্তু দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি	পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি	—
২৮১	হও কি হে সুখী ? পিতা পুত্র দুঃখে দুঃখী	হও সুখী ? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী	—
৩০৪	ভীম-পরাক্রম !	—	ভীম পরাক্রমে
৩১০	মাধব-উরসে	মাধবের বুকে	—
৩১২	ভাঙি এ জাঙাল	এ জাঙাল ভাঙি	—
৩১৯	নীরবে বসিলা মহামতি	শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে	—
৩২০	শোকাকুল ;	মহামতি ;	—
৩২১	বসিল সকলে হায়, বিষণ্ণ বদনে।	বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে।	
৩২২	সহসা ভাসিল চারিদিকে	চারিদিকে সহসা ভাসিল	
৩২৩	মৃদু রোদননিনাদ ;	রোদন-নিনাদ মৃদু ;	—
৩২৬	দেবী চিত্রাঙ্গদা	—	চিত্রাঙ্গদা দেবী
৩৩৪	বহিল সভায়	বহিল সভাতে	—
৩৫২	অমূল রতন ?	—	অমূল্য রতন ?
৩৫৫	ধন ?	—	ধনে ?
৩৬৩	বারুইর বরজে সজারু পশি যথা	—	বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
৩৬৮	বুক ফাটিছে আমার	বুক আমার ফাটিছে	—
৩৮৩	উজ্জ্বল আজি এ বংশ আমার	এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি	—
৩৮৫	কাঁদ, হে বিধুবদনে	কাঁদ, ইন্দুনিভাননে	—
৩৯৫	শোভে জলনিধি।	শোভেন জলধি।	—
৪০৫	রাক্ষসকুল	—	রাক্ষসকুলে
৪০৮	চলি গেলা অন্তঃপুরে।	প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।	—
৪০৯	ত্যজিয়া কনকাসন,	ত্যজি সুকনকাসন,	—
৪৩৯	বাজিল চারিদিকে ঘোর রোলে	গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে	—
৪৪৩	ভয়ঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস।	রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে	—
৪৬০	বায়ুবৃন্দ	বায়ুবৃন্দে	—

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৪৮২	গিয়াছেন চলি।	গিয়াছেন গৃহে।	
৪৯৭	আমোদি দেউল।	আমোদি দেউলে।	
৪৯৮	শত স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার,	স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,	
৪৯৯	স্বর্ণ দীপ শত	স্বর্ণ দীপাবলী	—
৫০১	শশিকলা করে	পূর্ণ-শশিতেজে	—
৫৬২	গভীর নিক্কণে	গম্ভীর কিক্কণে	—
৫৬৩	উড়ে কেতু, রতনে খচিত,	রতনে খচিত কেতু উড়ে	—
৫৮৭	মুর-অরি ! রণমদে মত্ত	মুরারি ! সমরমদে মত্ত	—
৫৯৬	ইন্দ্রজিত	—	ইন্দ্রজিতে
৪৯৯	ভ্রমিছে কুমার,	ভ্রমিছে আমোদে,	—
৬০০	না জানি বাহুবলেন্দ্র বীরবাহু বলী	যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে	—
৬০১	হত রণে।	বীরবাহু ;	—
৬৩২	প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,	প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,	—
৬৪১	শর আয়ত লোচনে	আয়ত লোচনে শর	—
৬৫১	যথা রাসবিহারী রাখাল	বিহারেন রাখাল যেমতি	—
৬৫২	দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে,	নাচিয়া কদম্বমূলে,	—
৬৫৩	গোপিনী কামিনী সনে	গোপবধূ সঙ্গে রঙ্গে	—
৬৬৫	রাক্ষস-ঈশ্বর	রাক্ষসাধিপতি,	—
৬৬৮	কে বধিল বলী	কে বধিল কবে	—
৬৬৯	বীরবাহু ?	প্রিয়ানুজে ?	—
৬৭১	প্রচণ্ড শরবর্ষণে বৈরীদল ;	বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ;	—
৬৮৩	কহিলা গভীরে	কহিলা গম্ভীরে	—
৬৮৯	সাজিলা বীর-ঋষভ	সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ	—
৭১১	সে বাঁধ ?		সে বাঁধে ?
৭১৬	উজ্জ্বলি অম্বর।	অম্বর উজলি।	—
৭১৯	কাঁপিল জলধি !	কাঁপিলা জলধি !	—
৭৩৬	তবে নিকষানন্দন ;	তবে স্বর্ণলঙ্কাপতি ;—	—
৭৪১	জলে শিলা ভাসে ?	ভাসে শিলা জলে,	—

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৭৪৩	উত্তর করিলা তবে	উত্তরিলা বীরদর্পে	—
৭৫৪	তরুবর কিম্বা, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা	ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা	—

দ্বিতীয় সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
২	ললাটে তারারতন।	ললাটে একটি রত্ন।	একটি রতন ভালে।
	ফুটিল কুমুদ,	ফুটিল কুমুদ;	ফুটিলা কুমুদী;
৭	বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,	সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,	—
১২	জলজদল, খেচর, ভূচর	--	ভূচরসহ জলচর-আদি
২০	আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন	আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন	—
৩৩	আলো করি সুরপুর	—	আলো করি সুরপুরী
৪০	উত্তরিলা বাসব; "হে বারীন্দ্রনন্দিনী,	—	উত্তর করিলা ইন্দ্র, "হে বারীন্দ্র-সুতে,
৪১	রাঙা পদযুগ	—	রাঙা পা দুখানি
৪২	সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ!	—	বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মাগো!
৪৪	সফল জনম তার!	—	সফল জনম তারি!
৪৭	স্বর্ণলঙ্কাপুরে।	—	স্বর্ণলঙ্কাধামে।
৯৩	সমূলে নির্মূল না হইলে	না হইলে নির্মূল সমূলে	—
৯৪	রসাতলে যায় ভবতল!	ভবতল যায় রসাতলে!	ভবতল রসাতলে যাবে!
৯৯	দেখিয়া তার	—	দেখিয়া, তারে
১০১	জিজ্ঞাসিও অদিতি নন্দন!	—	জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
১০৬	গেলা নীচগামী,	—	গেলা অধোদেশে।
১০৭	সোনার প্রতিমা, মরি! পড়িলে বিমল	—	সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
১০৮	সলিলে, উজলি জল, ডুবে যথা তলে!	—	ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
১১০	শচীকান্ত নিতান্ত মধুর	—	শচীকান্ত মধুর বচনে
১১১	বচনে,	—	একান্তে;
১১২	সহ বহিলে পবন	—	সহ পবন বহিলে,

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
১১৫	শুনিয়া পতির বাণী।	—	শুনি প্রণয়ীর বাণী।
১২০	চমকিয়া জাগিল জগৎ,	চমকিয়া জগত জাগিল,	সচকিতে জগত জাগিলা,
১২৩	কূজনে; ফুটিল পদ্ম, মুদিল কুমুদ।	—	পূরিল নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে।
১২৪	ত্যজি কুলবধূ	—	ত্যজি লজ্জাশীলা
১২৫	লজ্জাশীলা, আবরিলা কমল বদন!	—	কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে!
১২৬	কৈলাসশিখর	—	কৈলাসশিখরী
১৩০	পীতধড়া যথা!	পীতধড়া যেন!	—
১৬২	মেঘনাদ সাথে?	রাবণির সাথে?	—
১৭৩	কহিলা বাসব,	—	বাসব কহিলা
১৮১	আছিল তাহার	—	তাহার আছিল।
২২৫	সহসা পূরিল গন্ধামোদে	গন্ধামোদে সহসা পূরিল	—
২৩৩	করিয়া গণনা,	গণিয়া গগনে,	—
২৩৪	হাসিয়া বিজয়া কহে,	নিবেদিলা হাসি সখী;	—
২৩৬	সিন্দুরে আঁকিয়া	সুসিন্দুরে আঁকি	—
২৬৯	বিহারেন সুখে,	—	বিহারিতেছিলা,
২৭৩	অঙ্গুলি পরশে! চলি গেলা কামবধূ	—	অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
২৭৪	মধুমতী,	—	বায়ুপথে
৭৫	হায়রে,	—	সরসে
৮৯	বিবিধ-ভূষণ		বিবিধ ভূষণে
২৯২	কৌষেয় বসন, রত্ন সংকলিত আভা।	—	রত্ন-সংকলিত-আভা কৌষেয় বসনে
২৯৪	শশিমুখী। ভুবনমোহিনী মূর্তি ধরি,	শশিমুখী, ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী,	চারুনেত্রা, ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী
২৯৭	চন্দ্র আনন;	চন্দ্র-আনন;	চন্দ্র-আননে;
৩০৮	যোগে মগ্ন এবে দেব;	—	যোগে মগ্ন এবে; বাছা;
৩১৫	ত্যজি বিশ্বভার	বিশ্বভার ত্যজি	—
৩২৯	এ মম মিনতি।"	এ মিনতি পদে"	—
৩৩৫	জীবননাশক	প্রাণনাশকারী	—
৩৩৬	বাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে!"	রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"	

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৩৪২	বাহির হইবা, কহ,	বাহিরিবা, কহ দাসে,	—
৩৪৩	জগত, হেরিয়া	জগত হেরিয়া	জগত, হেরিলে
৩৪৬	মথিয়া সিন্ধুরে,	—	মথি জলনাথে,
৩৪৯	আইলা কেশব।	আইলা শ্রীপতি।	—
৩৫০	হেরি ত্রিভুবন,	ত্রিভুবন হেরি,	—
৩৫১	কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তাঁর পানে! হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!—		
৩৫৫	কুচযুগ!	—	কুচযুগে!
৩৬১	চারু অবয়ব	—	চারু অবয়বে
৩৭৮	পালাইল	পলাইল	—
৩৮২	নিমগ্ন তপঃসাগরে,	—	তপের সাগরে মগ্ন,
৪২১	কুসুমধনু টঙ্কারি কুসুম	কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কুসুম	কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
৪৩৩	দেব কি মানব,	—	দেবে কি মানবে
৪৩৪	কার হেন সাধ্য	—	কোথা হেন সাধ্য
৪৪৩	কুমুদ, কমল,	—	কমল, কুমুদী,
৪৪৬	মহাদেবে সহ মহাদেবী	মহাদেবে মহাদেবী সহ	—
৪৪৮	দাঁড়াইয়া	দাঁড়াইলা	—
৪৫৫	উদয় অচলে ভানু দিলে দরশন	দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে	—
৪৫৮	কহিলেন প্রিয়ম্বদা	কহিলেন প্রিয়ভাষে	—
৪৬৪	হাসিয়া, হাসিয়া	হাসিয়া হাসিয়া	সুমধুর হাসে
৪৭৩	অকম্পশির চামর	অকম্পচামর শিরে;	—
৪৭৬	ত্যজি রথবর	—	ত্যজি রথবরে
৪৮১	প্রণমি বাসব	বাসব প্রণমি	—
৪৮৫	"মহেশ আদেশে,	"মহেশ-আদেশে,	"শিবের আদেশে,
৫০১	তূণীর,	—	তূণীরে,
৫০৭	ধাঁধিয়া নয়ন!	—	ধাঁধিয়া নয়নে!
৫১৬	বায়ুকুল;	বায়ুকুলে	বায়ু-কুলে;
৫৪৮	যতনে লইয়া	—	সাবধানে লয়ে
৫৫৪	বৈরী তব সিন্ধু সনে	বৈরী সিন্ধু তার সনে	বৈরী বারিনাথ সনে

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৫৫৬	তিমির গহ্বরে যথা রুদ্ধ বায়ু যত	ভাঙিলে শৃংখল লম্ফি কেশরী যেমতি,	—
৫৫৭	ভীমাকৃতি।	কতদূরে শুনিলা পবন যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত	—
৫৫৮	....	গিরিগর্ভে। কতদূরে শুনিলা পবন	—
৫৬৬	তরঙ্গ নিকর	তরঙ্গনিকর	তরঙ্গ-আবলী
৫৮৫	ধাঁধিল নয়ন	—	ধাঁধিল নয়নে
৬২২	শাস্তিল জলধি ;	শাস্তিলা জলধি ;	—

তৃতীয় সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৪৯	ঝরিল শিশির নীর,		মুক্তিল শিশির-নীরে
৫৬	এ পরাণো	এ পরাণ	—
৬১			ফুলচয়ে
১২৩	দুলিল ফলক,	—	ফলক দুলিল,
১২৪	নয়ন !	নয়নে !	—
১৫৪	বিভীষণ	—	বিভীষণে
২০২	পবননন্দন	—	বলীন্দ্র পাবনি
১২	মন্দোদরীসহ যত	যত মন্দোদরী-আদি	—
২১৮	রঘুকুলকমলিনী ;	—	রঘু-কুল-কমলেরে ;
২২৩	কহিলা গভীরে ;—	—	কহিলা গম্ভীরে,—
২৯৩	উতরিল	উতরিলা	
৩৩৯	বীরপত্নী তোমার ভর্ত্রিনী	—	বীরপত্নী হে স্বনেত্রা দূতি,
৩৪০	কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি ললনে,—		তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
৩৪১			কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে,
৩৬৬	বারিদপুঞ্জ ! —	—	বারিদপুঞ্জে
৩৭৫	চলিছে বামাদল মধ্যপথে,	চলিছে মধ্যে বামাকুলদলে।	—
৩৯০	কুসুম শর !	—	কুসুম-শরে !
৩৯৮	শূল	—	শূলে

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৪১৮	মহাশক্তি সম তেজঃ !	—	মহাশক্তিসম তেজে
৪২৪	এ নিগড়,	—	এ নিগড়ে
৪৩৬	সম অটল সমরে !	সদৃশ অটল যুদ্ধে	—
৪৪৮	এ দম্ভ,	—	এ দম্ভে
৪৫৯	পিতৃপাপে পুত্রের মরণ।	মরে পুত্র জনকের পাপে।	—
৪৭৮	কোথায় কে জাগে ? মহাক্লান্ত আজি সবে	কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে	—
৪৬৯	কুম্ভ আস্ফালিল ;	—	কুম্ভে আস্ফালিল
৫০৮	পতঙ্গনিকর	—	পতঙ্গ-আবলী
৫১১	কুসুমাসাব	—	কুসুমাসারে
৫৩৫	বীরভূষণ, পরিলা দুকূল	—	বীরভূষণে ; পরিলা দুকূলে
৪৩৯	উরসে, কামের বাসা ; ভালে তারা গাঁথা	—	উরসে, জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি,
৫৪০	সিঁথি, কর্ণে কুণ্ডল, অলকে মণি-আভা।	—	অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।
৬০২	রবিছবিকরস্পর্শে		রবিচ্ছবি-করস্পর্শে —

চতুর্থ সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
১৩	বঙ্গভূমি অলঙ্কার—	—	এ বঙ্গের অলঙ্কার !
১৪	কবিতারসসরসে, রাজহংসকুলে	—	কবিতারসের সরে রাজহংস-কুলে
১৫	সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে ?	—	মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি !
১৬	তুলিয়া যতনে	—	তুলি সযতনে
১৭	তব কাব্যোদ্যান-ফুল ;	—	তব কাব্যোদ্যানে ফুল !

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৪৮	নীরব !	নীরবে !	—
৫৬	রহিয়া রহিয়া দূরে স্বনিছে পবন,	স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া	—
৫৭	নিশ্বাসে বিলাপী যথা !	উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা !	উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা !
৬৩	এ দুঃখ বারতা !	—	এ দুঃখ-কাহিনী !
৯২	মৈথিলী ;—	মৈথিলী ;—	—
১০৫	তোমা রক্ষোরাজ, সতি ?	—	তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ?
১১০	কি মায়া করি,	কি মায়াবলে,	—
২৩৮	ঘটাইল পরে !	ঘটাইল শেষে !	—
২৭৬	মাগিনু কুরঙ্গ	—	মাগিনু কুরঙ্গে
২৯৩	ভ্রময়ে	—	ভ্রমিছে
৩৪১	ব্রহ্মশাপে কব অবহেলা ?	অবহেলা কর ব্রহ্মশাপে ?	—
৩৭৭	নড়ে মড়মড়ে,	—	নড়ে মড়মড়ে
৩৮৩	"দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।"	"বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে"	—
৪১৫	স্বর্ণরথ হইল অস্থির !	স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !	—
৪২২	জানি আমি এই ধর্ম তোর !	এই তোর নিত্য কর্ম, জানি।	—
৪২৬	নাহি আর তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে !'	আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে ?	—
৪৯৭	অলঙ্ঘ্য সাগর	অলঙ্ঘ্য সাগরে	—
৫০০	উন্মীলিয়া, দেখ চেয়ে,	উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে,	—
৬৫২	এ তব দুঃখশর্বরী !	এ দুঃখশর্বরী তব !	—
৬৫৬	যথা ঋতুকুলেশ্বরে !	যথা ভেটেন মধুরে।	—

পঞ্চম সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
১২৯	বিরাজে সৌমিত্রি শূর,	বিরাজেন রামানুজ,	—
১৯৯	রাঘবের চিরদাস আমি ! অগ্রসরি	রাঘবের দাস আমি ! আশু অগ্রসরি	—
২০৮	জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদনিশাতে	জাহ্নবীর ফেনলেখা শারদ-নিশানে	—

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
২০৯	কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে যেন	কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন	—
২২০	বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা	বিরূপাক্ষ, দেহ রণ	
২৩০	শুনিলা চমকি বীর ঘোর সিংহনাদ	ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি	—
২৩১	আবরিল শশী	আবরিল চাঁদে	–
২৪২	উপড়িলা তরু	উপাড়িলা তরু	–
২৮৭	অমৃত সতত	অমৃত উল্লাসে	–
২৮৮	অমরী, স্থির যৌবনা! বরিনু তোমারে	অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে	–
২৮৯		উরজ-কমলযুগ প্রফুল্ল সতত ?	
২৯০		না শুকায় সুধারস অধর-সরসে ,	
২৯১		অমরী আমরা ; দেব ! বরিনু তোমারে	
৩০৭	এতেক কহিয়া মহাবাহু	মহাবাহু এতেক কহিয়া	–
৩৩৬	সিংহাসনে মহামায়া !	সিংহাসনে মহামায়ে !	–
৩৪৬	সাধিতে তোর এ কার্য,	সাধিতে এ কার্য তোর	–
৩৬১	গর্ভে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,	গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল	–
৩৮১	তুমি রবিছবি	তুমি রবিচ্ছবি	—
৪০৪	(ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি)	(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)	—
৫২৫	জলদ প্রতিমস্বনে স্বনিলা কেশরী	—	কে আঁটিবে দাসে, দেবী তুমি আশীষিলে?
৫৩৫	বন্দি জননীর পদে	বন্দি জননীর পদ	—
৫৫৪	মুকুতাহার-উরসে	—	মুকুতামণ্ডিত বুক

ষষ্ঠ সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৩	রাঘব-পঙ্কজরবি ; কিরাত যেমনি	—	রঘুরাজ ; অতিদ্রুতে চলিলা সুমতি
৪	ধায় বায়ুগতি	—	ধায় ব্যাধ যথা
৩৬	সাধিতে তোর এ কার্য	সাধিতে এ কার্য তোর	—

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৫৮	স্ববন্ধু বান্ধব—	—	স্ববন্ধুবান্ধবে—
৫৯	সকলে ; আছিল	—	কেবল আছিল
৬২	দুর-অদৃষ্ট ! কে আর আছে	দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে	—
৭১	ডরে সে এ ত্রিভুবনে	—	ডরায় সে ত্রিভুবনে
১০৭	স্বর্গীয় বাদিত্র, আহা শুনিনু গগনে	—	স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
১৩৪	সাধিলা,	—	সাধিল
১৫৬	এ অরক্ষ-পুরে,	—	এ রাক্ষস-পুরে
১৮৭	ফলক ; দ্বিরদরদ-নির্মিত, কাঞ্চনে	দ্বিরদরদ নির্মিত ফলক,—কাঞ্চনে	—
১৮৯	শরময় ।	—	শরপূর্ণ ।
১৯৩	হায়রে, যেমতি	—	লডয়ে যেমতি
২১৪	নিস্তারিণি, দেবদলে !	দেবদলে, নিস্তারিণি	—
২৩৩	অমূল রতন	—	অমূল রতনে
২৩৪	ভিখারী রামের, রাম অর্পিছে তোমারে, —	রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,	
২৯৫	মেঘনাদে ? এতদিনে মজিলি দুর্মতি	রাবণ ! গহনবনে, হেরি দূরে যথা	রাবণিরে ! ঘনবনে হেরি দূরে যথা
``৬	রাবণ ! গহনবনে, হেরি দূরে যথা	মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম আবরণে,	— —
২৯৭	মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম আবরণে,	... .	. ...
৩০০	অদৃশ্য,	—	অদৃশ্য
৩২০	ভীমমূর্তি, ভীমবীর্য, বিগ্রহ-প্রয়াসী ।	ভীমমূর্তি, ভীমবীর্য দুর্জয় সংগ্রামে ।—	
৩৩৭	আহা,	—	মরি !
৩৪৭	তুষাররাশিতে, মরি,	—	তুষাররাশিতে শোভে
৩৭৯	সৌরভে রূপসী,	—	ফুল-পরিমলে,
৪০৪	গলে ফুলমালা ।	—	ফুলমালা গলে ।
৪১২	কৈলাস, আহা ! তোর উচ্চ চূড়ে !	—	কৈলাসগিরি, তব উচ্চ চূড়ে !
৩৪	পথে সহসা হেরিয়া	—	পথে সহসা হেরিলে
৪৪	এ অবরু-পুরে আজি ?	—	রক্ষোরাজপুরে আজি ?

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৩৪৭	উচ্চ এ পুর প্রাচীর,		এ পুর-প্রাচীর উচ্চ,
৪৫০	দেবকুলোদ্ভব		দেবকুলোদ্ভবে
৪৫১	এ ভবে,		এ বিশ্বে,
৪৮০	কিন্তু অতিথি হে এবে		তবু অতিথি হে এবে।
৫৩৪	কাজ করিব, রক্ষিয়া		কাজ করিব, রক্ষিতে
৫৪৭	হে বীরকেশরী, কবে সম্ভাষে শৃগালে	—	কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
৫৭৭	রাঘবপদ-আশ্রয়ে		রাঘব-পদাশ্রয়ে
৫৯৮	বহে বরষার কালে	বহে বরিষার কালে	—
৬১২	যথা প্রহারকে হেরি		প্রহারকে হেরি যথা
৬৩৯	আঃ মরি, যেমতি		কাঁদিল যেমতি
৬৪৯	দৈত্যকুলদম ইন্দ্রে		দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে
৭৩৩	এ অরক্ষপুরে		রাক্ষসপুরে

সপ্তম সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
২	সুপ্ত, আহা,	—	সুপ্ত ে ব
৩	নয়ন দেব	—	নয়নপ
৬৮	প্রণমিলা পদে	প্রণমিলে পদে	—
১২৬	ব্যজনিল কেহ।	কেহ বিউনিল	বিউনিল কেহ
১৪৮	ভাগ্যহীন ভৃত্য	ভাগ্যহীন ভৃত্যে	—
১৮৮	১ম সংস্করণে পংক্তিটি নাই	জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে !	—
২৯০	মহৎ যে জন, সদা।	—	মহৎ যে প্রাণপণে
৩০৭	সুবর্ণরথে।	—	বিচিত্র রথে
৪৪৩	চলিছে প্রতাপ অগ্রে, শব্দ তার পরে	—	চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে.
৪৪৪	... ...	...	পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি.
৪৪৫	... .	..	চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৪৪৬	তদন্থ পরাগরাশি ! টলিছে সঘনে	—	ঘন ঘনকাররূপে ! টলিছে সঘনে
৪৪৯	মিলিলে আসিয়া।	মিলিলে সমরে।	দেখা দিলে দূরে।
৪৫৫	কাঁদিছে জননী কোলে করি শিশুকুলে,	কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,	—
৪৫৬	ভয়াকুল ;	—	ভয়াকুলা
৫১৫	এ বিশ্ব আঁধারি ?”	—	আঁধারি জগতে ?”
৫২৯	যথা হেরিয়া রাবণে।	—	যথা হেরি সে রাবণে।
৫৩২	শত জলস্রোতঃ নাদে।	শত জলস্রোতোনাদে।	—
৫৪১	বাসব যেমতি	—	স্বরীশ্বর যথা
৫৪২	স্বরীশ্বর !	—	বজ্রধর !
৫৭৬	কহিলা গভীরে,—	—	কহিলা গম্ভীরে,—
৫৯৫	যাও তুমি	—	যালো তুই
৬৩৩	লাড়িতে দম্ভোলি, হায়, দম্ভোলি-নিক্ষেপী	—	লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলি-নিক্ষেপী !
৬৬৫	পালাইল রড়ে	পালাইলা রড়ে	—
৬৮৪	আবার তারার, মূঢ় ?	—	আবার তাহার মূঢ় ?
৭২০	চুরিলি রাক্ষসরত্ন—	হরিলি রাক্ষসরত্ন—	—
৭৫৬	চন্দ্রচূড়, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহ !”	—	বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে !

অষ্টম সর্গের পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
২	রাজেন্দ্র ; রাখেন দেব খুলি সযতনে	—	প্রবেশি রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
৪	দিনরত্ন তমোহা মিহিরে	—	শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
২০	কুটিরদ্বারে নিত্য নিশাকালে,	—	কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
২২	তুমি ! আজি রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,	—	রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
২৩	... .	—	আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
১০৬	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া,	—	পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
১০৭	রামানুজ	—	ভাই তার,
১০৮	পূজায় সন্তুষ্ট তারে করিলে নৃমণি।	—	আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে !

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
১১৯	কৃতান্ত আপনি	—	দশরথ পিত
১৪০	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া	—	পিতা দশরথ তব দিবেন কহি
১৫৭	কি ভয় তাহার,	—	কি ভয় তাহারে
২১৬	দ্বারের চৌদিকে !	—	চৌদিক উজলি
৩২৩	চিরোজ্জ্বল !	—	জ্বলে নিত্য :
৩৪৫	হে ধন্বি,	—	হে রথি,
৩৬৭	কর্মদোষে !	ভাগ্যদোষে !	—
৩৬৮	ধর্মরাজে, তেঁই আজি	—	পিতায়, তেঁই গো আজি
৪১৩	এই অবশেষে ?"	—	এই কিরে শেষে ?"

[৪৩১—৪৯৩ এই ৬৩ পংক্তি ১ম ও ২য় সংস্করণে নাই ; ৩য় সংস্করণে ইহা সংযোজিত হইয়াছে।]

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৪৯৭	ধর্মরাজ ?	—	রাজ-ঋষি ?
৪৯৯	দেবধামে,	—	সে স্বধামে
৫০২	সহস্র বৎসর	—	দ্বাদশ বৎসর
৫০৫	করে বাস পতিসহ	—	পতিসহ করে বাস
৫১৬	যে কিছু যা চাহে,	যা কিছু যে চাহে,	—
৫২১	ধর্মরাজে পাইবে,	—	পিতৃপদ হেরিবে,
৫৪৪	এ দক্ষিণ দ্বারে !	—	এ উত্তর দ্বারে।
৫৫৫	কনক-প্রসূন-প্রসূ	—	কনক-প্রসূন-পূর্ণ
৫৬৫	উজ্জ্বল।"	—	উজ্জ্বলে।"
৫৭৬	বীরকুল সংকীর্তন।	—	বীরকুল সংকীর্তনে।
৬৫৪	বহুরক্ষঃ।	—	বহুরক্ষে ;
৭৩৯	ফল, হায়, কে পারে বর্ণিতে ফলছটা ?	হায়, ফলছটা বর্ণিতে কে পারে ?	—

নবম সর্গে পাঠভেদ

পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ	৬ষ্ঠ সংস্করণ
৩৯৭	কি বলে বুঝাব তারে ?	কি কয়ে বুঝাব তারে ?	